লেঃ কর্ণেল সরদার মাহমুদ হোসেন

অপারেশন মরুপ্রান্তর

অপারেশন মরুপ্রান্তর

লেঃ কর্নেল সরদার মাহমুদ হোসেন

হাক্কানী পাবলিশার্স
ঢাকা
www.pathagar.com

প্রকাশক
গোলাম মোস্তফা
হাক্কানী পাবলিশার্স
মমতাজ প্লাজা, বাড়ী নং-৭, রোড নং-৪
ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫. ফোন ঃ ৯৬৬১১৪১-৩

প্রথম প্রকাশ ঃ নভেম্বর ১৯৯৮

পরিবেশক
পপুলার পাবলিশার্স
২০, প্যারিদাস রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ২৪৫৯২০

ভারতে পরিবেশক
সাউথ ইস্ট ইন্টারন্যাশনাল
১, মেহের আলী রোড
কলিকাতা-৭০০০১৭
ফোন ঃ ২৪০৫৭২৩

প্রচ্ছদ ঃ সমর মজুমদার

অলংকরণ ঃ ফরেজ আলী

মুদ্রণ ঃ সৃতি প্রিন্টার্স
১৪৫/১ আরামবাগ, ঢাকা-১০০০

মূল্য ঃ ৩০০.০০ টাকা

Operation Moruprantar by Lt. Col. Sarder Mahmud Hossain, Published By Golam Mustafa, Hakkani Publishers, Momtaz Plaza, House # 7, Road # 4, Dhanmondi, Dhaka, Bangladesh, Cover Design by Samar Majumdar, Illustration by Forez Ali, First Edition : November 1998, Price Tk. 300.00

ISBN : 984-433-19-4

www.pathagar.com

সৌদি আরব এবং ইরাকের সাথে এর রয়েছে সীমান্তের যোগাযোগ। পৃথিবীর দশ ভাগের এক ভাগ তেলের সুবৃহৎ ভান্ডার রয়েছে কুয়েতে।

কুয়েতের পোষাকি নাম দৌলত আল কুয়েত। এর আয়তন ১৭, ৮১৮ বর্গ কিঃ মিঃ এবং লোক সংখ্যা ১৯,৯৮,০০০, ঘনত্ব ২৯০ জন প্রতি বর্গ মাইলে। এপ্রিল হতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত কুয়েতের তাপমাত্রা ৪৯° সেঃ অতিক্রম করে। জানুয়ারিতে এখানে শীত সবচেয়ে বেশি এবং তাপমাত্রা ১০° হতে ১৬° সেঃ এর মধ্যে থাকে।

১৯৪৬ সাল নাগাদ কুয়েতীরা গরীব থাকলেও বর্তমানে এরা তেল বিক্রির অর্থে বিশ্বের অন্যতম ধনী দেশ। এরা শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধন করে চলেছে। এ দেশে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা বিনামূল্যে প্রদান করা হয় এবং সামাজিক এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সবার জন্য বিনামূল্যে উন্মুক্ত।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

০২ আগস্ট ১৯৯০

ছোট্ট একটা সংবাদ। এক কথায় দুঃসংবাদ সবাইকে নাড়িয়ে দিয়ে গেল। ইরাক তার প্রতিবেশী ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ কুয়েত দখল করে নিয়েছে। বাধা ছিল সামান্যই। ছোট কুয়েতের মাত্র ২০,০০০ সেনাবাহিনীর একটা নাম মাত্র দল। সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় তাদেরকে আক্রমণ করেছে ইরাক - প্রথমে ব্যাপক বোমা হামলা এবং তারপর ইরাকী রিপাবলিকান গার্ড দলে দলে ঢুকে পড়ে কুয়েতের ধূসর বালুতে। আমীর সপরিবারে হেলিকপ্টারে করে পালিয়ে যেতে সমর্থ হলেন সৌদি আরবে। আমীর পরিবারের একজন নিহত হলেন আক্রান্ত প্রাসাদের জ্বলন্ত আগুনে।

এত যে ঘটনা ঘটে গেল তার কিছু পূর্বাভাস আমেরিকার সূত্র গুলো আরবদের জানিয়ে ছিল। ২৭ জুলাই ১৯৯০ আমেরিকার স্যাটেলাইটে ধরা পড়ে ইরাকীদের ব্যাপক হারে কুয়েতের সীমান্ত বরাবর সৈন্য সমাবেশ। ০১ আগস্ট ১৯৯০, আমেরিকার গোয়েন্দা বিশ্লেষকগণ যে কোন মুহূর্তে কুয়েতের উপর ইরাকের আক্রমণের কথা জানিয়ে সৌদি আরব, মিশর এবং জর্দানকে হুশিয়ার করে - কিন্তু তারা এর কোন গুরুত্ব দেয়নি। কারণ তখনও কুয়েত এবং ইরাকের মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় সমস্যা সমাধানের জন্য বাদশাহ ফাহাদের উদ্যোগে জেদ্দায় আলোচনা চলছে।

ইরাকের ভ্রাতৃঘাতী নিষ্ঠুরতায় জ্বলছে কুয়েত

www.pathagar.com

কথায় বলে ইতিহাস কথা কয়। সেই ইতিহাস থেকে ঘটনার সূত্র খুঁজে দেখা যায়। এক সময় বর্তমান কুয়েত ওসমানিয়া সামাজ্যের বসরা প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। এর উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে সৌদি আরব এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে ইরাক। কুয়েতের আয়তন ১৭,৮১৮ বর্গ কিঃ মিঃ এবং সমুদ্র সীমানা ২৯০ কিঃ মিঃ দীর্ঘ, আর জল ভাগ ২২২০ বর্গ মাইল। কুয়েতের মোট নয়টি দ্বীপের মধ্যে ফইলাকা দ্বীপেই কিছু লোকের বাস। আল উতাব বংশের সাবাহ্ পরিবারের নেতৃত্বে একদিন আরব পেনিনসুলা অতিক্রম করে কুয়েতের শাসকরা বর্তমান কুয়েতে আসেন এবং বসতি পত্তন করেন। এ পরিবারের মধ্যে মুবারক আল সাবাহ্ বুদ্ধিমান এবং যোগ্য শাসক ছিলেন। ১৯১৩ সালে ২৯ জুলাই ব্রিটিশ এবং অটোম্যানদের সাথে চুক্তি অনুযায়ী কুয়েত স্বাধীনতা লাভ করে।

১৯২৩ সালে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে ইরাক এবং কুয়েতের মধ্যকার সীমান্ত রেখা স্বীকার করে নিলেন ব্রিটেনের রাষ্ট্রদূত স্যার পারসি কক্স। ইরাক এবং কুয়েতকে ১৯১৩ সালের স্বীকৃত সীমান্ত রেখা মেনে নিতে দাবী করলেন তিনি। কিন্তু ব্রিটেন গোদের উপর এক বিষ ফোঁড়া রেখে দিল। যেমন সাফওয়ান এলাকার সীমান্তে সর্বদূরে অবস্থিত তালগাছ থেকে ১ মাইল দক্ষিণ দিকে হবে উভয় দেশের সীমান্ত রেখা। কিন্তু কোন তালগাছ তা তারা কোন দিনই স্পষ্ট করে বলেনি। যাই হোক, ইরাকের প্রধানমন্ত্রী নূরে হাল সাইদী ১৯৩২ সালে এ নির্ধারিত সীমান্ত রেখা মেনে নিলেন।

কিন্তু এ চুক্তি সত্ত্বেও বিভিন্ন ইরাকী শাসক কুয়েতকে তাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে মনে করতেন। এদের মধ্যে অন্যতম বাদশাহ্ গাজী। তিনি এ সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার অভিযানও চালান। ১৯৫০ সালে দুই দেশের সীমান্ত চিহ্নিত করার জন্য আবারও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ইরাকী প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ওয়ারবা এবং বুবিয়ান দ্বীপ কোন শর্ত ছাড়াই তাদেরকে ছেড়ে দিতে বলে এবং সাথে সাথে নির্মাণাধীন পোর্ট আল কসরের উপর তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দাবী করে।

১৯৫৫ সাল নাগাদ উভয় দেশের সীমান্তের কাছাকাছি বহু তেল ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। কাজেই সীমান্ত রেখা নির্ধারণ আবারও জরুরী হয়ে পড়ে। তৎকালীন ইরাকী সরকার ইরাকের সীমান্ত আরো মরুভূমির ৪ কিঃ মিঃ দক্ষিণে সম্প্রসারিত করা সহ ওয়ারবা দ্বীপ এবং কোহর আবদুল্লার চারিদিকের জলের উপর তাদের দখল কায়েম করতে চান। বিনিময়ে তারা ছেড়ে দেবে কুয়েতের উপর অতীতের দাবী কিন্তু কুয়েত এ দাবী মানতে রাজি হয়নি।

১৯ জুন ১৯৬১ সাল। ব্রিটেন কুয়েতের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ইরাক তা না মেনে সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করে। নিরুপায় হয়ে কুয়েতের তৎকালীন শাসক শেখ আবদুল্লাহ আল সাবাহ ব্রিটেনের কাছে তাঁর দেশ রক্ষার জন্য আবেদন জানান। ফলশ্রুতিতে ব্রিটেন তাদের সেনাবাহিনী পাঠায় এবং ১৯৪৫ সালে স্থাপিত আরব

www.pathagar.com

লীগ কুয়েতকে এর সদস্য করে নেয়। চাপের মুখে ইরাক সৈন্য প্রত্যাহার করে বটে তবে কুয়েতের উপর তাদের সার্বভৌমত্বের দাবী প্রত্যাহার করতে ১৯৬৩ সাল অবধি লেগে যায়। আবদেল করিম কাশেমের ইরাক শাসন কাল শেষ হলে আবদেল আরিফের নেতৃত্বে নতুন ইরাকী প্রশাসন ১৯৩২ সালের চিহ্নিত সীমান্ত মেনে নেন। কিন্তু এ সরকারও ধীরে ধীরে তাদের উদ্বেগের কথা প্রকাশ করতে থাকেন এবং এক সময় ওয়ারবা এবং বুবিয়ান দ্বীপগুলো দাবী করে বসেন। শুধু তাই নয় ইরাকের সমান্তরাল সমুদ্র কিনারাও তাদের দাবীর অন্তর্ভুক্ত হয়। সেখানেও তারা ক্ষান্ত না হয়ে ১৯৭৩ সালের ২০ শে মার্চ ইরাকের সেনাবাহিনী কুয়েতের আল সামিটায় পুলিশ কেন্দ্র দখল করে নেয় যদিও তা আবার আরব মধ্যস্থতায় ১৯৭৩ সালের এপ্রিলে ছেড়ে চলে যায়।

অতীত থেকে এখন বর্তমানে ফিরে আসি। অতীত বিশ্লেষণে আমরা বুঝেছি কুয়েত এবং ইরাকের মাঝে আছে শতাব্দীর বিদ্যমান অসন্তোষ। কিন্তু কি আবদারে বা অবস্থার প্রেক্ষিতে ইরাক কুয়েতের মত একটা ছোট্ট দেশকে পুরো গ্রাস করে ফেলল তা একটু ক্ষতিয়ে দেখা দরকার। যেমন ঃ-

১। ১৯৭০ সালের পর থেকে কুয়েতে পরিবর্তনের হাওয়া লাগে, তারা একটু বেশি সহনশীল হয় এবং ১৯৯০ সাল নাগাদ ৪৫,০০০ প্যালেস্টাইনিদের সে দেশে আশ্রয় দেয়।

২। ১৬ জানুয়ারি ১৯৭৯ সাল। ইরানে শাহের পতন এবং মৌলবাদীদের ক্ষমতা দখলে কুয়েতের সাবাহ্ পরিবার ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। ১৯৮০ সালের সেপ্টেম্বরে ইরাক ইরান আক্রমণ করলে কুয়েত এটাকে তাদের একটা বিরাট সুযোগ হিসাবে মনে করে এবং ইরাকের যুদ্ধ ক্ষমতা চাঙ্গা রাখতে তাদের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার সাহায্য করে। ইরাক-ইরান যুদ্ধ ১৯৮৮ সালের আগস্টে শেষ হলেও কুয়েত ইরাককে সকৃতজ্ঞ বন্ধু হিসাবেই মনে করতে থাকে।

৩। ১৯৯০ এর জুলাইতে হঠাৎ করে অবস্থার মোড় নেয়। ইরাকী প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন কুয়েতকে তার তেলের দাম কমাতে নিষেধ করেন। তাঁর অভিযোগ হল কুয়েত ওপেক (OPEC) কোটার চেয়ে বেশি তেল উৎপাদন করছে যা ইরাকের অর্থনীতিতে বড় রকমের আঘাত স্বরূপ। যেমন কুয়েত এবং আমিরাতের তেল উত্তোলনের নির্ধারিত কোটা দৈনিক ১.৫ ও ১.১ মিলিয়ন ব্যারেল। কিন্তু তারা তুলছে ২ মিলিয়ন ব্যারেল করে। প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের ইচ্ছা ছিল তেলের দাম প্রতি ব্যারেল ওপেকের নির্ধারিত ১৮ ডলারের পরিবর্তে ২১ ডলারে স্থির করা। কিন্তু কুয়েত এবং আমিরাত তাদের নির্ধারিত কোটার চেয়ে বেশি তেল উত্তোলন করায় দাম জানুয়ারিতে প্রতি ব্যারেল ২০.৫ ডলার হতে জুন নাগাদ প্রতি ব্যারেল ১৩.৬০ ডলারে নেমে আসে। ইরাক উপসাগরীয় অঞ্চলের দ্বিতীয় বৃহত্তম তেল উৎপাদনকারী দেশ, তারা দৈনিক উৎপাদন করে ৩.১৪

মিলিয়ন ব্যারেল। ইরাকের হিসাবে প্রতি ব্যারেলে দাম এক ডলার কমলেও বছরে তার ক্ষতি ১ বিলিয়ন ডলার। আরো অভিযোগ তোলা হল যে, কুয়েত রামাইলা তেল ক্ষেত্র হতে ইরাকের তেল চুরি করছে। এ ছাড়াও ইরাক কুয়েতের ওয়ারবা এবং বুবিয়ান দ্বীপগুলো সহজ শর্তে লিজ নিতে চাইলো। ইরাকের ইচ্ছার লাগাম আরও একটু বেড়ে ইরাক-ইরান যুদ্ধে কুয়েতের কাছ থেকে ধার নেয়া তাদের ১২-১৫ মিলিয়ন ডলার মওকুফ করতে হবে বলে দাবী জানাল তারা।

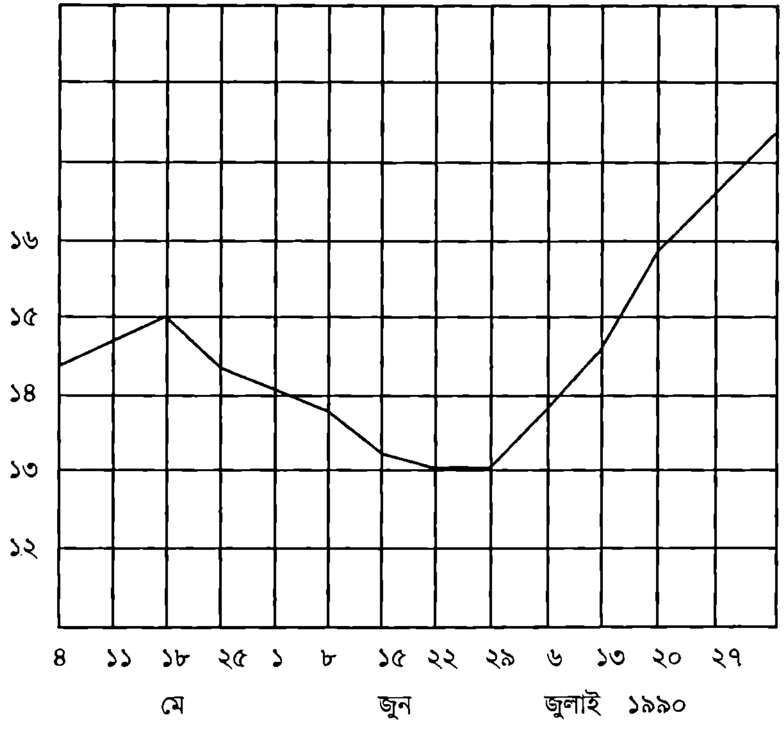

দুবাইতে প্রতি ব্যারেল তেলের মূল্য

আগস্টের শুরুতেই ইরাক এক লক্ষ সৈন্য কুয়েতের সীমান্তে মোতায়েন করল। সৌদি আরব, মিশর এবং জর্দানের রাষ্ট্র প্রধানগণ অবস্থার সমাধানে সংলাপ শুরু করার জন্য ইরাক গেলেন। ইরাক তাঁদেরকে আশ্বাস দিল যে, তাঁরা সহিংসতা পরিহার করে রাজনৈতিক সংলাপের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করবে। সৌদি আরবের জেদ্দায় উভয় পক্ষের প্রতিনিধি নিয়ে বিশেষ বৈঠক শুরু হল ১লা আগস্ট। বাদশাহ ফাহাদ ছিলেন এ বৈঠকের প্রধান উদ্যোক্তা। ইরাকী প্রতিনিধিদের দাবী ছিল প্রবল এবং তাঁদের দাবী না মানার ফলে তাঁরা বৈঠক বয়কট করল। সবাই এ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন

www.pathagar.com

হলেও বাদশাহের বিশ্বাস ছিল যে শান্তিপূর্ণ সমাধান সংলাপের মাধ্যমেই বেরিয়ে আসবে। কিন্তু আদৌ তা হয়নি। ইরাকের শক্তিশালী বাহিনী তুলনামূলকভাবে অত্যন্ত দুর্বল এবং দুর্দিনের সুহৃদ কুয়েতকে ২ আগস্টের প্রারম্ভেই আক্রমণ শুরু করল এবং ভোরের মধ্যে আধিপত্য কায়েম করল পুরো কুয়েতে।

০৩ আগস্ট ১৯৯০

দ্রুত গড়াচ্ছে সময়। মরুভূমির উত্তপ্ত বালুর মতই এখন উত্তপ্ত গালফ। সে উত্তাপের ছোঁয়া লেগেছে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও। মধ্যপ্রাচ্য ছাড়াও ইউরোপ এবং আমেরিকায় এ দখলদারীর বিরুদ্ধে দ্রুত এবং ব্যাপক প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। সিকিউরিটি কাউন্সিল ১৪-০ ভোটে ৬৬০ নং রেজুলেশন পাশ করেছে যাতে ইরাককে কোন শর্ত ছাড়াই কুয়েত ত্যাগ করতে বলা হয়েছে। ভোটদানে বিরত থেকেছে একমাত্র ইয়েমেন। অথচ আন্তর্জাতিক এ উদ্যোগ ইরাককে বিন্দু মাত্র নাড়া দিয়েছে বলে মনে হচ্ছে না।

১৮ আগস্ট ১৯৯০

সব সময় ডাইরি লেখার সুযোগ হয়ে উঠে না। বর্তমানে ব্যস্ততম সময় কাটছে আমার কর্মস্থল ৫ ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্সে। আর তারই মাঝে ঘটমান আন্তর্জাতিক বিষয়ের উপর এক চোখ নিবন্ধ রাখছি। বিশেষতঃ দুই প্রতিবেশী মুসলিম দেশ ইরাক ও কুয়েত কি করে, এখন তা আমার কাছে মুখ্য বিষয়।

ইতিমধ্যেই ইরাকের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক জনমত গড়ে উঠেছে। এমনকি ইরাকের বহুদিনের সুহৃদ রাশিয়া ঘটনার নিন্দা জ্ঞাপন করে তাকে সোজা রাস্তায় চলার পরামর্শ দিয়েছে। আন্তর্জাতিক জনমত গঠনের অংশ হিসাবে কুয়েতের দূত এসেছেন বাংলাদেশে। বাদশাহ ফাহাদের ব্যক্তিগত অনুরোধে সৌদি তথা মুসলিম স্বার্থ রক্ষায় বাংলাদেশ বহুজাতিক বাহিনীতে সৈন্য প্রেরণে সম্মত হয়েছে। রাজি হয়েছে পাকিস্তান সহ আরো বহুদেশ। আমেরিকার ৮২তম এয়ারবোর্ন ডিভিশনের কিছু সদস্য ইতোমধ্যেই সৌদি আরবে পৌঁছে গেছে।

www.pathagar.com

সৌদি আরবের উদ্দেশে ৮২ এয়ারবোর্ন ডিভিশনের একাংশ

গত ৬ আগস্ট জাতিসংঘের সিকিউরিটি কাউন্সিল ৬৬১ নং রেজুলেশনের মাধ্যমে ইরাকের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য অবরোধ আরোপ করেছে। ১৩ - ০ ভোটে পাশ হয়েছে এ রেজুলেশন। ভোটদানে বিরত ছিল কিউবা এবং ইয়েমেন, কিন্তু এত আন্তর্জাতিক চাপ থাকা সত্ত্বেও ইরাক তার পরিকল্পনা মাফিক কুয়েতকে তার একটা প্রদেশ হিসাবে ঘোষণা করেছে। হাসিখুশি সাদ্দামকে দেখি টেলিভিশনে নতুন প্রদেশের নতুন প্রশাসককে নিয়োগ পত্র দান করতে। স্বাগত জানাচ্ছেন সাদ্দাম নতুন প্রশাসককে। জতিসংঘ পুনরায় চলতি মাসের নয় তারিখে ৬৬২নং রেজুলেশনে ইরাকের এ উদ্যোগকে মূল্যহীন ঘোষণা করেছে।

বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক অবরোধ সুসংহত করতে বিভিন্ন দেশের যুদ্ধ জাহাজ গালফে পৌঁছতে শুরু করেছে। আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালি, কানাডা, নেদারল্যান্ড, নেপাল ও অস্ট্রেলিয়া এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য বেলজিয়াম, আরজেনটিনা এবং সৌভিয়েত ইউনিয়েনের অংশ গ্রহণকেও কম করে দেখা যায় না।

www.pathagar.com

উপসাগরের উদ্দেশে পশ্চিম জার্মান মাইন সুইপার

ইরাক ইতোমধ্যে আবার এক হঠকারী চাল দিয়েছে। কুয়েতে কর্মরত বিভিন্ন দেশের প্রবাসী ছাড়াও সেখানে উপস্থিত মার্কিন ও ইউরোপীয়দের বন্দী করে মানব বর্ম হিসাবে ব্যবহারের হুমকি দিয়েছে তারা। এখানেও আবার জাতিসংঘকে হস্তক্ষেপ করতে হল। আজ ১৫ - ০ ভোটে পাশ হল ৬৬৪ নং রেজুলেশন যেখানে কুয়েত ও ইরাকে আটককৃত সমস্ত বিদেশিদের মুক্তি দিতে বলা হয়েছে।

ইরাক বলেছে - বন্দী বেসামরিক ব্যক্তিদের উল্লেখযোগ্য সামরিক এলাকায় মানব বর্ম হিসাবে ব্যবহার করা হবে। সাথে সাথে বাগদাদ আরো জানাল যে, ইরাকীরা যদি খাদ্যে কষ্ট পায় বন্দীরাও খাদ্যে কষ্ট পাবে। ইরাকী শিশুরা কষ্ট পেলে বন্দী শিশুরাও কষ্ট পাবে। এর ফলে ইরাকের বিরুদ্ধে উঠল বিশ্ব-ব্যাপী ধিক্কার। ব্রিটেন ইরাকী দূতকে বিদেশ মন্ত্রণালয়ে ডেকে পাঠাল এবং বিশ মিনিট ধরে কথা বলল। ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডগলাস হার্ড জন-সমক্ষে বললেন - বাগদাদের কাজ অসম্মান জনক, অমানবিক এবং সভ্যতার পরিপন্থি।

www.pathagar.com

এখন এক নজরে দেখা যাক কুয়েত এবং ইরাকে আটকে পড়া বিদেশিদের পরিসংখ্যান।

দেশের নাম	কুয়েত	ইরাক
আমেরিকা	২৫০০	৫৩০
ব্রিটেন	৪০০০	৬০০
জাপান	২৭৮	২৩০
রাশিয়া	৮৮০	৭৮৩০
পশ্চিম জার্মানী	৩০০	৬০০
ফ্রান্স	২৭০	২১০
ইতালি	১৫০	৩৪০
অস্ট্রেলিয়া	৬৯	৫৮
মিশর	১৫০,০০০	৮০০,০০
তুরস্ক	৩০০০	৩০০০
পাকিস্তান	৯০,০০০	৪৫,০০০
বাংলাদেশ	৭০,০০০	৪০,০০০

এখানে উল্লেখ্য যে, রাশিয়ার আটকে পড়া শুধু শিশু এবং স্ত্রীলোকদের ইরাক ত্যাগের অনুমতি দেয়া হয়েছে।

২২ আগস্ট ১৯৯০

ফিরে আসি আমাদের প্রসংগে। মৌখিক হুকুম হল বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পবিত্র ভূমি রক্ষার জন্য উপসাগরীয় যুদ্ধে যাবে। আমাদের উৎসাহের অন্ত নেই। যে ইউনিটেরই নাম শোনা যায় তারাই খুব খুশি। আমি ৫ ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্সের অফিসার হিসাবে ৪৪ ব্রিগেডের অধীনস্ত ইউনিট ছাড়াও অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে ১০১ পদাতিক বিগ্রেডের কিছু অংশের শারীরিক উপযুক্ততাও পরীক্ষা করছি। হঠাৎ করে সিদ্ধান্ত এল ৫ ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্সও সৌদি আরবে যাবে। আমাদের লোকবল যা দরকার তার অর্ধেকের সামান্য কিছু বেশি আছে। আমরা ব্যবহার করি চাইনিজ রাইফেল, নিতে হবে ন্যাটোর জি - ৩। যন্ত্রপাতি সব পুরানো। গাড়ি আছে সামান্য। ঢাকায় দু'বার

www.pathagar.com

আমাদের প্রতিনিধি গেল বিভিন্ন সামগ্রী সংগ্রহ করতে। এমনকি টাইপ রাইটার পর্যন্ত আমাদের সংগ্রহ করতে হচ্ছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্সের লোকবল ১৭৪ হতে বাড়িয়ে ২০০ জন করা হল যার মধ্যে অফিসার ১৬ জন। এ মুহূর্তে অফিসার আছি আমরা মাত্র তিনজন। যিনি উপ-অধিনায়ক তিনি মুসলিম নন বিধায় তাঁকে নেয়া যাবে না। এম এস ব্রাঞ্চ হতে রাতারাতি আদেশ বের হল। যারা আসলেন আমাদের ডিভিশনে তাদের থাকার ব্যবস্থা মোটেই আরামপ্রদ করা গেল না। তাদের অসুবিধা এবং অভিযোগের মধ্যেই ইউনিটের সকল প্রস্তুতি আজ দুপুর দু'টোর মধ্যে সম্পন্ন হল।

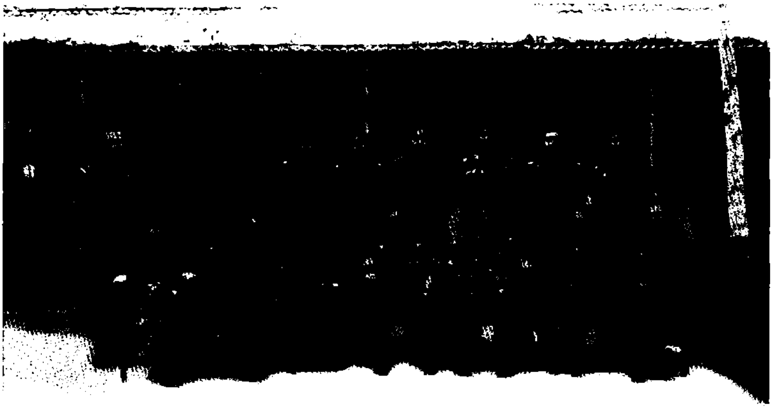

সৌদি আরবে গমনের জন্য নির্বাচিত অফিসারদের সাথে এ ডি এম এস

এমন সময় আদেশ আসা শুরু হল কি কি যাবে এবং যাবে না - আদেশ মোতাবেক আমরা ৩৩ পদাতিক ডিভিশনের বিভিন্ন ইউনিট হতে প্রয়োজনীয় গাড়ি সংগ্রহ করে নিয়ে এলাম। আবার আদেশের পরিবর্তন হল। না, গাড়ি যাবে না তবে তাঁবু এবং অন্যান্য সামগ্রী যাবে। লোড টেবিল বানাও, ওজন দাও। সব করা হল। তখন বলা হল ভারী কোন জিনিস যাবে না এবং সেভাবে লোড টেবিল করা হল। আমার কাছে বিব্রতকর লাগল যখন আদেশ এল হেলমেটের আবরণ মরুভূমির উপযোগী হতে হবে কিন্তু ইউনিফর্ম অপরিবর্তিত থাকবে। কি করা যায় ভাবতে ভাবতে হুকুম হল হেলমেট চট দিয়ে ঢাকতে হবে। নতুন সাজ শুধু আমার চোখেই নয় বরং অনেকের চোখেই বেখাপ্পা লাগতে থাকল। আমি সব চেয়ে অবাক হয়েছিলাম যখন সেনাসদর থেকে আমাদের এ যাত্রার নাম করা হল এক্সারসাইজ মরুপ্রান্তর। পরে অবশ্য নামকরণ পরিবর্তন করে অপারেশন মরুপ্রান্তর করা হল। তবে হ্যাঁ,

www.pathagar.com

বিদেশে আমাদের সেনাবাহিনী পাঠাবার অভিজ্ঞতা নতুন বলেই হয়ত আমাদের এ সমস্যা গুলোর মুখোমুখি হতে হয়েছ। এখন প্রস্তুতি শেষ। যে কোন মুহূর্তের হুকুমে সৌদি আরবে যাত্রার জন্য আমরা তৈরি হয়ে রইলাম।

২৫ আগস্ট ১৯৯০

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে একঘরে হয়ে যাচ্ছে ইরাক। শোনা যায় সাদ্দাম হোসেন অত্যন্ত এক রোখা এবং একগুয়ে স্বভাবের। কথায় আছে - আপন ভাল পাগলেও বুঝে কিন্তু অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে সাদ্দাম নিজের অবস্থাটা বুঝতে নারাজ। উপসাগরে মোতায়েনকৃত আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশের যুদ্ধ জাহাজের প্রতি নির্দেশ এসেছে, ইরাকী জাহাজ থামিয়ে শুধু তদারকি নয় বরং দরকারে শক্তি প্রয়োগ করার। এ অধিকার প্রদান করা হয়েছে জাতিসংঘ ৬৬৫ নং রেজুলেশনের মাধ্যমে। এই বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক অবরোধ ইরাক এবং কুয়েত উভয় দেশের জন্যই প্রযোজ্য কারণ কুয়েত এখন ইরাকের করতলগত। এবারেও প্রস্তাবের পক্ষে ভোট ১৩। বিপক্ষে কোন ভোট নেই কারণ কিউবা এবং ইয়েমেন ভোটদানে বিরত রইল।

০৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯০

প্রস্তুত হয়ে আছে আমাদের ইউনিট। যে কোন মুহূর্তে যাত্রা হবে শুরু। কিন্তু গমনাদেশ আর আসে না। আমাদের দেশে কোন ফিল্ড মেডিক্যাল ইউনিটে কখোনই প্রাধিকার অনুযায়ী লোকবল থাকে না। তবে এখন বর্ধিত প্রাধিকার অনুযায়ী আমরা কাঁটায় কাঁটায় দুইশত জন অবশ্যই অফিসার এবং অন্যান্য পদবীর সবাইকে মিলিয়ে। আমাদের জোয়ানদের মধ্যে উৎসাহের অন্ত নেই - সবাই জানে পবিত্র ভূমি রক্ষার জন্য আমরা যাচ্ছি। একজন এসে আমাকে বলল - স্যার, মক্কা শরীফে নেমেই এক দৌড়ে কাবা ঘরে যেয়ে আমি আযান দেব। আমি মৃদু হাসলাম। ও ত জানে না ওখানকার নিয়ম, আমাদের কি কাজ বা পবিত্র নগরী হতে আমাদের অবস্থান কত দূরে হতে পারে। সত্যিকারের জবাব শুনলে ওর আবেগ হয়ত আহত হবে।

এরই মধ্যে আমাদের উপ - অধিনায়ক মেজর শওকতের নেতৃত্বে অগ্রগামী দল ঢাকায় পৌঁছেছে। নির্বাচিত প্রত্যেক ইউনিটেরই অগ্রগামী দলকে প্রেসিডেন্ট এরশাদ সৌদি আরবে যাবার আগে কিছু বলবেন। উপসাগরীয় যুদ্ধে নির্বাচিতদের ভাতা কি

www.pathagar.com

হবে তা নিয়ে জল্পনা কল্পনা চলছে সর্বত্র। সবারই ধারনা ভাতা বা বেতন যা-ই দেয়া হোক না কেন তা আন্তর্জাতিক মানেরই হবে। কিন্তু প্রেসিডেন্টের ভাষণ সবাইকে ভয়ানক ভাবে নিরাশ করল। তিনি বললেন - সৈনিক ২ ডলার, জেসিও ৪ ডলার আর অফিসার পাবে ৬ ডলার করে দৈনিক ভাতা। এ নিয়ে নিচু স্বরে সর্বস্তরে সমালোচনার ঝড়, কারণ ভাতা বা পকেট মানি হিসাবে তিনি যে অর্থের পরিমাণ ঘোষণা করলেন, তা দেশ বা বিদেশের কোন কায়দা কানুনের মধ্যেই পড়ে না। এখানে উল্লেখ্য যে, যে সমস্ত ইউনিট সৌদি আরবে যাবার জন্য নির্বাচিত হয়েছে সেগুলো হল ৬ ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়ন, ১ ইস্ট বেংগল, ৫ ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্স, ৭ ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্স ও আর্মি এস টি ব্যাটালিয়নের এ কোম্পানি।

আমরা সবাই রোজ সন্ধ্যার পরে অফিসে থাকি হুকুমের প্রতীক্ষায় কখন যেতে হবে। রাত এখন ১১-৩০ মিঃ। আমাদের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠল টেলিফোন। ডি এম এস (আর্মি) জানালেন পরের দিন অর্থাৎ ৪ তারিখ ভোর ন'টার মধ্যে আমরা ঢাকার উদ্দেশে কুমিল্লা ছাড়ব। টেলিফোন রাখতে না রাখতে আবারও বেজে উঠল ওটা। এবারে খোদ ডি জি এম এস মেজর জেনারেল নুরুল হক আমাদের অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল আবদুস শহীদ খানকে নির্দেশ দিচ্ছেন কি কি করতে হবে বা কখন যাত্রা শুরু হবে। ইতোমধ্যেই ইউনিটে প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছ। যতটুকু অবশিষ্ট কাজ ঝট পট সেরে নিচ্ছে সবাই। অধিনায়কের সাথে কথা বললেন মিলিটারি সেক্রেটারী এবং আমাদের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং মেজর জেনারেল বদরুজ্জামান।

০৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯০

বাসায় যখন ফিরলাম তখন যে নতুন দিনের শুভাগমন ঘটেছে তা বুঝতে পারিনি। দেখি আমার সহধর্মিনী জেগে আছেন বিষন্ন বদনে আর দুই সন্তান ঘুমাচ্ছে অঘোরে। জানালাম ইনশাল্লাহ ভোরেই চলে যাব ঢাকায়, সৌদি আরবের উদ্দেশে। কেউ কোন জবাব দিলনা। জবাব দিল তাঁর চেপে রাখা দীর্ঘশ্বাস। আধ ঘুমে আধ জাগরণে বাকী রাতটা কাটল - প্রত্যেকবারই খেয়াল করলাম এপাশ ওপাশ করছে আমার স্ত্রী। ওর এক হাত আমার হাতে। ওঁকে আমি কিছু বলিনি, সান্তনার ভাষা আমার থেমে গেছে। সৈনিক জীবনের এ আর এক অধ্যায়। কর্তব্যের ডাকে সবাইকে ফেলে দূরে চলে যেতে হবে - ফিরে আসব কি আসব না তাতো জানা নেই!

www.pathagar.com

খুব ভোরে উঠেই ছুটলাম ইউনিটে। জি ও সি মেজর জেনারেল বদরুজ্জামান আসলেন আমাদের বিদায় জানাতে। এ ডি এম এস কর্ণেল শামসও সাথে আছেন। জেনারেল আমাদের সবার সাথে হাত মিলালেন। বললেন দেশের সম্মান অক্ষুন্ন রাখার কথা, দায়িত্বের প্রতি অবিচল থাকার কথা। তিনি চলে গেলেন অল্প সময়ের মধ্যেই আর ডিভিশন সদর দপ্তরের স্টাফরা আমাদের কুমিল্লা ছাড়ার জন্য তাড়া দিতে লাগলো। আমি এক ফাঁকে বাসায় আসলাম। সময় দু'মিনিট, দেখি ছোট ছেলে ছুটাছুটি করছে। ও তত কিছু বুঝে না। বলল - তুমি গেলে আমার কিন্তু ঘুম আসবে না। মেয়েটা মুখভারী, বয়স সাড়ে ছয়, ও কিছুটা বোঝে। ভাবছে আব্বু কোথাও চলে যাচ্ছে। মা বয়স্কা মোটামুটি শক্ত কিন্তু স্ত্রীর মুখ আকাশের কাল মেঘের মত গম্ভীর, চোখ ভেজা ভেজা, শক্ত করে কান্না ধরে আছে। আমি শুধু মাথায় হাত রেখে বললাম - আসি। তারপর দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে গাড়িতে উঠে বসলাম। তা না হলে সেও দেখতে পেত আষাঢ়ের বাঁধ ভাঙা জল ভর করেছে আমার দুই চোখের কুল ছাপিয়ে।

ফিরে এলাম ইউনিটে। যাত্রা হল শুরু। এতদিন যারা আমাদের সহকর্মী ছিল অথচ বিভিন্ন কারণে তাদের যাওয়া হচ্ছে না, তারা বার বার বলছে - আল্লাহ তোমাদের সহায় হোন। ওদের চোখে কান্না দেখে কিছুটা অবাক এবং খুশিও হলাম। সৈনিকের পাষাণ মনে আবেগ এবং ভালবাসা আছে দেখে নিজেকে গর্বিত মনে হল।

আমাদের বড় কনভয় কুমিল্লা - ঢাকা মহা সড়কের কাল মসৃন পথ পেরিয়ে যখন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের আর্মি সিগনাল ব্যাটালিয়নে পৌঁছল তখন বেলা পাঁচটা। সারা দিনের কর্মব্যস্ত ক্লান্ত সূর্য রাতের অবসর নিতে সবে তার আয়োজন শুরু করেছে। কিন্তু আমাদের কর্মব্যস্ততা ভোরের উদীয়মান সূর্যের মতই তারুণ্যে ভরপুর, জ্যান্ত। আমাদের সবাইকে সিগনাল ব্যাটালিয়নের আতিথেয়তায় খাবারের জন্য কিছুটা সময় দেয়া হল। তারপরই হুকুম হল বিমান বন্দরে যাবার জন্য। যে কথা সেই কাজ। ক্লান্ত রক্তিম সূর্য পরবর্তী নতুন দিনের প্রত্যাশায় পৃথিবীকে বিদায় জানাবার লগ্নে আমরা পৌঁছে গেলাম জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে।

বিদেশে যাবার ব্যাপারে আমরা সেনাবাহিনীর বেশির ভাগ লোক আনাড়ি। সেনাসদর থেকে একজন অফিসার এলেন। পাসপোর্টে সিল মারার কাজ সারল দু'জন ইনসপেক্টর। এরই ফাঁকে ফাঁকে আমাদের বিদায় জানাতে এলেন ডি এম এস (আর্মি) এবং ডি জি এম এস। এমনই দ্রুত সময় গড়াচ্ছে যে তাঁদেরকে ৫ মিনিট সময় দেয়াও মুশকিল, তবুও কিছুটা সময় তাঁদেরকে দেয়া হল। আনুষ্ঠানিকতা সারতে সারতে রাত প্রায় বারটার কাছাকাছি। ৪ তারিখের বিদায় ঘন্টা বাজছে - আর আমরা দাঁড়িয়ে আছি আলোয় ঝলমল জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে। অদূরেই আমাদের অপেক্ষায় বিশাল জাম্বোজেট - সৌদিয়া।

www.pathagar.com

০৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯০

ভোর রাত সাড়ে তিনটা। ঝলমলে বিমান বন্দরে অপেক্ষমাণ জাম্বোজেটের আলোকোজ্জ্বল সিঁড়ি বেয়ে উঠছি, পিছনে ফিরে তাকালাম। দেখলাম ৪৩০ জন অফিসার ও জওয়ানের এক সুশৃঙ্খল লম্বা সারি ধীরে ধীরে ঢুকে যাচ্ছে জাম্বোজেটের বিশাল পেটে। আমরা অফিসারগণ জায়গা পেলাম এক্সিকিউটিভ ক্লাশে, বেশ প্রশস্ত এবং আরামপ্রদ জায়গা। পিছনের দিকে একটু কম খোলামেলা তবে স্বাচ্ছন্দ্যের কমতি নেই। আমরা ৫ ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্স ছাড়াও সাথে যাচ্ছে পদাতিক বাহিনীর একটি কোম্পানি এবং আর্মি এস টি কোম্পানির লোকবল, সর্বসাকুল্যে ৪৩০ জন। নেতৃত্ব দিচ্ছেন আমাদের অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল আবদুস শহীদ খান। আমাদের বিদায় জানাতে প্লেনে এলেন চীফ অফ জেনারেল স্টাফ মেজর জেনারেল আবদুস সালাম। হাত মিলালেন সহাস্যে আমাদের সাথে। কিছু হালকা রসিকতাও করলেন - আমাদের মাঝে আবার হাসি খুশি ভাব ফিরে এল। এক সময় একে একে সবাই নেমে গেলেন। শুধু রইলাম আমরা যারা সুদূর সৌদি আরবে যাচ্ছি গুরু দায়িত্ব নিয়ে। বাংলাদেশের সাথে যে দেশের সময়ের ব্যবধান তিন ঘন্টা। দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। হালকা আলোয় ভরপুর জেটের অভ্যন্তর ভাগ। গুরু গম্ভীর গর্জন ছেড়ে পোয়াতী গাভীর গাম্ভীর্য নিয়ে রানওয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে জাম্বো জেট। রানওয়েতে উঠে হঠাৎ মনে হল একটু যেন মন্থর হয়েছে গতি। নারী কণ্ঠে আমাদের যাত্রার কথা ঘোষণা করা হল, প্রথমে আরবী এবং পরে ইংরেজিতে। তারপর পুরুষের গলায় ভেসে এল আল্লাহর রসুলের সুন্নত - যাত্রার প্রাক্কালের দোয়া, ছোবহানাল্লাজি সাখখারলানা হাজা অমা কুন্না লাহু মুকরেনিন অ ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুন কালেবুন। এর পর পরই জেট যেন প্রাণ ফিরে পেল। বিমান বন্দর কাঁপিয়ে শেষ রাত্রির নীরবতাকে খান খান করে, আশুরিক শক্তি ও দুর্দমনীয় গতিতে সামনে ছুটে চলল এতক্ষণের শান্ত ও গম্ভীর জেট। হঠাৎ মনে হল হালকা হয়ে গেলাম এবং কানে তালা লাগল। ঢোক গিললাম এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে। একবার মনে হল প্লেন নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। ২/৩ মিনিটের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে গেল। ভিতরে তেমন বিরক্তিকর কোন শব্দ নেই, শুধু হালকা শো শো মোলায়েম আওয়াজ।

আমরা এতক্ষণে ক্লান্তির ছোঁয়া পেলাম। অনেকেই সিটে এলিয়ে দিল শরীর কিন্তু ততক্ষণে সৌদি আতিথেয়তা শুরু হয়ে গেছে। প্রথমে একজন ক্রু এল। দেখাল জরুরী অবস্থায় কি কি করণীয় কাজ, কেমন করে অক্সিজেন ব্যবহার করতে হয় ইত্যাদি। তারপর এল খাবার, ক্ষুধার্ত ছিলাম কাজেই খাবার খেলাম পেটপুরে। এল

www.pathagar.com

চা, একজন সৌদি ক্রু বলল - সাককর, টি অর্থাৎ চিনি, চা। আমাদের সামনেই একজন অল্প বয়স্ক ক্যাপ্টেন তার সাথে একদম খেকিয়ে উঠল - Don't you see that I want to sleep. বেচারা থতমত খেয়ে গেল কিন্তু কিছু বলল না।

খাবারের পালা চুকল। এখন লম্বা সময় সামনে তাই গা এলিয়ে দিলাম সিটে। বসার আসনকে যথাসম্ভব ঘুমাবার উপযোগী করে নিলাম। কিছুক্ষণ পর আমার শীত শীত করতে লাগল। জানালার কাছেই বসেছি - বাইরে কিছুই দেখা যায় না। শুধু দেখলাম ঝলমলে রুপোর থালার মত একাকী চাঁদ আমাদের সঙ্গী হয়ে চলেছে সাথে সাথে। চাঁদের মন ভুলান স্নিগ্ধ আভা যেন আর আমাদের সঙ্গ ছাড়তে চায় না। শীত বাড়ছে, আমি গায়ে একটা চাদর জড়ালাম। ঘুমাতে চেষ্টা করলাম শরীর হালকা করে, তবে ঘুম আর এল না। নামাজ আদায় করলাম সময়মত। সৌদিয়ায় সুবিধা হল কম্পাসের মত একটা কাঁটা কাবার দিক নির্দেশ করে। খুব ভোরে যখন সাগরের উপর দিয়ে উড়ছি তখন ছড়ানো ছিটানো বেশ কিছু যুদ্ধ জাহাজের হালকা অবয়ব দেখতে পেলাম। দেখলাম হালকা আঁধারে দ্বীপ এবং আলো ঝলমল একাধিক শহর, তবে কোন শহর তা বুঝতে পারি নি। অবশেষে প্রায় পৌনে পাঁচ ঘন্টা একটানা উড়ে পাখি ফিওে পেল আপন নীড় - যুদ্ধাশঙ্কায় শঙ্কিত সৌদি আরবের ইস্টার্ন প্রভিন্সের দাহরাণ বিমান বন্দর। আমরা যখন নামছি তখনও হালকা অন্ধকার আদর বুলিয়ে দিচ্ছে স্নেহশীলা বোনের মত মরুভূমির বিশুস্ক বালুতে। হালকা মিষ্টি বাতাস বইছে তখনও, একদমই মনে হচ্ছে না যে আমরা দেশ ছেড়ে অন্য এক পরিবেশে চলে এসেছি। তবে চোখে দেখতে যা বেখাপ্পা লাগল তাহল ধু ধু শূন্যতার মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো কিছু ইমারত আর দূরে হারিয়ে যাওয়া কালো মসৃন রানওয়ে। নিচু হয়ে উড়ছে দু'টো চপার আর সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়ানো গোটা বিশেক যুদ্ধ বিমান। আমাদের এক সৈনিক আমার কানের কাছে মুখ এনে নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করলো - স্যার, এটাই কি সৌদি আরব? সম্ভবতঃ ওর কল্পনার সাথে স্থানের গড়মিল দেখে সংশয়ে ভুগছে বেচারা। হ্যাঁ, এটাই সৌদি আরব। আমি ওকে আশ্বস্ত করলাম। সময় এখন পৌনে ছয়টা। আমরা সারিবদ্ধ হয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামলাম। আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে রিয়াদ থেকে মিলিটারি অ্যাটাশে ব্রিগেডিয়ার কোরাইশী এসেছেন। তাঁর সাথে আছেন সৌদি আর্মির একজন চটপটে মেজর। আমাদের খালাস করে জাম্বো জেট আবার ডানা মেলল আকাশে। গন্তব্যস্থল রিয়াদ হয়ে বাংলাদেশ, উদ্দেশ্য আমাদের ফেলে আসা সঙ্গীদের নিয়ে আসা। সূর্য উঠল। মনে হল দূরে দেখা সাগরের বুক ফুঁড়ে উঠে এসেছে একখন্ড গনগনে অগ্নিপিন্ড। কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুনের আঁচ পেলাম। ছাঁয়া ছাড়া দাঁড়ান অসম্ভব হয়ে উঠল। অল্প দূরে একটা গাড়ি থেকে গাছে পানি দিতে দেখলাম। থেকে থেকে কিছুক্ষণ পর পরই পানি ছড়াচ্ছে যন্ত্র-

তা না হলে এ সবুজ বৃক্ষের জীবন ধারন অসম্ভব হয়ে উঠবে। তবে আমাদেরও জীবন ধারনের জন্য যে বিমান বন্দর দ্রুত ছাড়া দরকার তা বুঝতে পারছিলাম। এখানের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে সৌদি মিলিটারি পুলিশের দেখান পথ বেয়ে ওদের সময় বেলা নয়টা নাগাদ আমরা কিং ফাহাদ মিলিটারি সিটি দাহরানে পৌঁছলাম। অফিসারদের থাকার ব্যবস্থা হল অফিসার মেসে আর সৈনিকদের মাঠে, তাঁবুতে। শুরু হল নতুন পরিবেশে নতুন জীবন।

মেসে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন মেজর জেনারেল আব্দুল ওয়াহেদ। তিনি বেশ কিছুদিন ধরেই সৌদি আরবে অবস্থান করছিলেন। আমাদের এদেশে আসা এবং ভূমিকা কি হবে সে সম্পর্কে সৌদি সরকারের সাথে কথাবার্তা বলার দায়িত্ব তাঁর। আমরা সবাই ক্লান্ত। আমার অবস্থা এমন যে, যেখানে বসি সেখানেই ঘুমাই। কারণ বিগত তিন তারিখ রাত থেকে ঘুম নেই আমাদের। অফিসার মেসে পাঠিয়ে ফুতুর বা ভোরের নাস্তার ব্যবস্থা করা হল। আমরা ক্রীম দিয়ে বড় বড় রুটি খেলাম। ওরা বলে খুব্‌জ। ভালই তবে আমার কেন যেন রুচি হল না। এর সাথে আছে ফলের রস - ওরেঞ্জ বা ম্যাংগো, যার যেটা ভাল লাগে।

আমাদের জোয়ানদের খাবার ব্যবস্থা হল ওদের সৈনিক মেসে। খাবার মানের তেমন কোন তারতম্য নেই। সবাই খায় বিনা খরচে। এখানে সব খরচ বাদশাহের। তাঁবুতে দেখতে গেলাম সৈনিকদের। দেখলাম ঘামে এক একজন একবারে জবুথবু। তবে তাঁবুর বাইরে শনশন বয়ে যাওয়া বাতাসে দাঁড়ালে শরীরের কোন ঘাম জমে না, হ্যাঁ তবে বালি জমবে - কারণ বাতাসের আর্দ্রতা এখানে একদম কম, কিন্তু বালু উড়ে বেড়াচ্ছে সর্বত্র। আমরা যেখানে থাকি তার থেকে সৈনিকদের থাকার স্থান বড়জোড় আধা মাইল - কিন্তু গরমে হেঁটে যাবার জো নেই, চোখ মেলে তাকানো যায় না। সূর্যের এত তাপ আর উজ্জ্বলতা যে কোথায় লুকান ছিল তা এতদিন একদমই বুঝতে পারিনি। আমাদের মেসে এক এক কক্ষে ২ জন অফিসারকে জায়গা দেয়া হল। তবে আমার রুমের বাথরুম খারাপ থাকায় সেখানে আর কেউ গেল না। যে সৌদি কেয়ার টেকার ছিল তাকে বাথরুমের সমস্যা বুঝাতে যেয়ে গলদঘর্ম হলাম কিন্তু বুঝাতে পারলাম না। তখনও জানিনা ওরা টয়লেটকে বলে হাম্মাম। বার তের দিন পরে শ্রীলংকার একজন সুইপার পেলাম। তাকে ধরে নিয়ে গেলাম দেখাতে আমার দুরাবস্থা। ও এসে যখন সৌদি কেয়ার টেকারকে বলল তার পরের দিনই সমস্যার সমাধান পেলাম।

এখানকার মেসগুলো খুবই আরামপ্রদ। কেন্দ্রীয় ভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। ঘুমাবার জন্য এক রুম আর বসার জন্য আর এক রুম। বসার ঘরে বুস্টার এন্টিনা লাগানো সনি টেলিভিশন আছে। প্রায় ১০টি চ্যানেলে বাহরাইন, কাতার আবুধাবি, ওমান, ইরাক আর ইরান পর্যন্ত দেখা যায়। সৌদি আরবের কথাতো বাদই দিলাম।

পুরো মেস কার্পেটে মোড়া, যদি কেউ নিজেই রান্না করে খেতে চায় তার সব ব্যবস্থা আছে এখানে। রেফ্রিজারেটর আছে খাদ্য সংরক্ষণের জন্য, তবে আমাদের তেমন কোন কষ্ট করতে হচ্ছে না। কাছেই অফিসার ডাইনিং এ যেয়ে আমরা খাচ্ছি সময় মত।

অনতিদূরে অফিসার ডাইনিং এ যেতে প্রথমে মাথা উঁচু করে হাঁটতে পারিনি। হালকা নীল পুরু কাঁচের দরজা খুললেই মনে হত কেউ এক ঝলক আগুনের প্রলেপ মাখিয়ে দিয়েছে মুখে। চোখ খুলে তাকালে মনে হত চোখ ঝলসে যাবে। আমাদেরকে উপদেশ দেয়া হল ডেজার্ট সানগ্লাস ব্যবহারের জন্য। এদের মেস খুব উন্নত। লেঃ কর্ণেল এবং তার উপরের পদ মর্যাদার অফিসার এক পাশে বসেন, অন্য পাশে অন্যান্য অফিসারবৃন্দ। আমাদের দেশের হাসপাতালের মত প্লেটে করে লাইন দিয়ে খাবার নিতে হয় প্যান্ট্রি থেকে যার যত প্রয়োজন। ফল আছে প্রচুর। খাবার টেবিলে মাঝে মধ্যে খেজুরও পরিবেশন করা হয়। হাতমুখ মোছার জন্য আছে টিস্যু পেপার। হাত শুকাবার জন্য আধুনিক ব্যবস্থা, কি নেই। তারপর খাবার পরে কেউ বসার জায়গায় বসবেন। একজন আপনাকে চা পরিবেশন করবে। ওরা বলে শাই। ফ্লাস্কে ভরা আছে। যে কেউ নিজেও নিয়ে পান করতে পারে।

০৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯০

এখানে আবহাওয়া অত্যন্ত শুষ্ক। অনেকেরই ঠোঁট ফেটে রক্ত গড়াচ্ছে। রক্ষা পাবার জন্য সবাই ঢালাও ভাবে ভ্যাসেলিন ব্যবহার করলাম। ফলাফল ভাল। এখন আমাদের প্রচেষ্টা হল সৌদি আবহাওয়ায় অভ্যস্ত হওয়া। রোজ মাঠে আমাদের সৈনিকদের কাছে যাই এবং বেলা ১১টার মধ্যে ফিরে আসি। আবার যাই বিকালে যখন রোদের তেজ কিছুটা স্তিমিত হয়ে আসে। প্রথমে গাড়িতে যেতাম। পরে হেঁটে যাবার সাহস এবং শক্তি দু-ই সঞ্চারিত হল। আমাদের জোয়ানদের সামান্য শারীরিক কসরতের ব্যবস্থা হল। প্রথম দিকে লিয়াজোঁ হেড কোয়ার্টার কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার হাসান মশহুদ নিজেই প্যারেড নিতেন, পরে অবশ্য আর তা করেননি।

কিং ফাহাদ মিলিটারি সিটি অত্যন্ত ছিম ছাম। রাস্তা ঘাট, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, মসজিদ সবই সুন্দর। রাস্তার কোথাও ময়লা চোখে পড়ে না। সব কিছুই প্রয়োজন মোতাবেক। না কিছুর কমতি না কিছুর বাড়তি। একটা স্টেডিয়াম আছে সব আধুনিক সুবিধা সহ তবে তার ব্যবহার এ মুহূর্তে দেখলাম না।

www.pathagar.com

দাহরান মিলিটারি সিটিতে আমাদের নতুন জীবন

১২ সেপ্টেম্বর ১৯৯০

আমরা যখন এখানে আসি তখন সাথে কোন বৈদেশিক মুদ্রা ছিল না। মিলিটারি সিটি থেকে দেশে কথা বলার উপায় নেই কারণ এখানে কোন আন্তর্জাতিক ফোন বুথ নেই। কি করে এখানকার টেলিফোন ব্যবহার করতে হয় তাও জানিনা। আমাদের প্রাথমিক সাহায্যকারী হিসাবে হাজির হল ক্যাপ্টেন আকরাম। অল্প বয়সী, স্মার্ট একজন পাকিস্তানী অফিসার। সম্ভবতঃ আমাদের সমস্যা সে পুরোপুরি অনুধাবন করতে পেরেছে। ওর কাছে যে সামান্য কয়েন ছিল তা দিয়ে আমাদের একজনকে দেখাল কি করে টেলিফোন করতে হয়। ক্যাপ্টেন আকরাম যতদিন দাহরানে ছিল আমাদের যে কোন কাজে সব সময় সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে।

আমরা এরই মধ্যে সবাই অস্থির হয়ে গেছি। দেশ থেকে এসে আর কারও সাথে যোগাযোগ করতে পারিনি। আজ সুযোগ মিলল। লিয়াজোঁ হেডকোয়ার্টার সংক্ষেপে এল এইচ কিউ আমাদের প্রাপ্য সামান্য ভাতার ৩ মাসের অগ্রিম দিয়েছে, সাথে সাথে দাম্মাম শহরে যাবার অনুমতি, যাতে আমরা সবাই দেশে আপন জনের সাথে যোগাযোগ করতে পারি। কিন্তু ভাগ্য বিমুখ, পথিমধ্যে গাড়ি বিকল। তাই আর দাম্মাম যাওয়া হল না। গেলাম পরের দিন এবং দেশে আত্মীয় স্বজনের সাথে

www.pathagar.com

যোগাযোগ করলাম। কিন্তু স্ত্রীর সাথে কথা হল না। অসুস্থতার কারণে সে তখন ঢাকার সামরিক হাসপাতালে। তবুও সবাই উদ্বেগের হাত থেকে রেহাই পেল। কারণ দেশ ছাড়ার এক সপ্তাহের মধ্যে কোন সংবাদ না দিতে পারায় দেশে আমাদের আত্মীয় স্বজন অত্যন্ত দুশ্চিন্ততা গ্রস্ত ছিলেন।

দাম্মাম শহর সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। ইস্টার্ন প্রভিন্সের সবচেয়ে বড় শহর দাম্মাম। এখানে সব আছে যা প্রয়োজন। সুপরিকল্পিত ভাবে গড়ে উঠেছে এ শহর। এক বেলায় একে পুরো চিনে ফেলবো তা সম্ভব নয়। তবে ব্যাংক থেকে ডলার ভাঙালাম। সামান্য কেনাকাটা করলাম। আমাদের দেশের চেয়ে সব জিনিসের দাম বেশ কম এখানে, বিশেষতঃ ইলেকট্রনিকস সামগ্রী। যদিও যুদ্ধের ডামাডোলে পূর্বের চেয়ে সব জিনিসেরই দাম কিছুটা বেড়েছে। চশমার দোকানে গেলাম। দেখি বাঙালি সেলসম্যান। আমাদের পেয়ে চাঁদ হাতে পাবার অবস্থা ওর, খুব খুশি। খুশি আমরাও কারণ সৌদিতে ঢুকে বাংলা বলার সুযোগ পাওয়া কম কথা নয়। আরব উপসাগরের তীরে মাথা উঁচু করে গর্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়ান এ শহর ভাল ব্যবসা কেন্দ্র। এ ছাড়াও এখানে আছে ড্রাইডক, আছে গ্রেইন মিলস এবং ডিস্যালাইনেশন প্লান্ট। শহরের দু'একটা মোড় ঘুরলেই টেলিফোন দেওয়ালি অর্থাৎ আন্তর্জাতিক টেলিফোন। এক রিয়ালের কয়েন ফেলে কথা বলতে হবে। বিভিন্ন দেশের শ্রমজীবী মানুষ এ দেশে থাকেন বলেই হয়ত এর প্রয়োজনও ব্যাপক।

১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯০

সৌদি আরবে পদার্পণের পর অবশ্য করণীয় কিছু কাজের সাথে পরিচয় করানো হচ্ছে আমাদের কদিন ধরে। স্বাভাবিক চিকিৎসার বাইরে যে কাজগুলো আমাদের করতে হতে পারে তা হল কেমিক্যাল এবং বায়োলজিক্যাল যুদ্ধের মুখোমুখি হলে রোগাক্রান্ত কিংবা রাসায়নিক অস্ত্রে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা করা। যুদ্ধ ক্ষেত্রে রাসায়নিক অস্ত্রের আক্রমণ কিংবা শত্রু পক্ষ জীবাণু যুদ্ধ শুরু করলে তা থেকে বাঁচার এক উপায় এন বি সি স্যুট পরিধান করা। আক্রান্ত রোগীকে যিনি চিকিৎসা করবেন ডাক্তার কিংবা প্যারামেডিক, তাদেরকেও একই পোষাক পরিহিত হতে হবে। তানাহলে চিকিৎসা প্রদানকারী নিজেও আক্রান্ত হবেন। এখানে এন বি সি স্যুটের ব্যাপারে একটু বিস্তারিত বলতে চাই। এন বি সি স্যুট পরিধানরত অবস্থা যাকে এক কথায় বলা হয় মিশন ওরিয়েনটেড প্রটেকটিভ পশ্চার (এম ও পি পি), ৪ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সাধারণ সতর্ক অবস্থায় সৈনিক এম ও পি পি - ১ এ থাকে, তখন সে শুধু ট্রাউজার ও কোট পরিধান করবে। এম ও পি পি - ২ এ ট্রাউজার ও কোটের সাথে বুটও পরিধান করবে। এম ও পি পি - ৩ এ বুট, কোট এবং ট্রাউজারের অতিরিক্ত

তাকে মাস্ক পরিধান করতে হবে। এ মাস্কের ব্যবহৃত ফিল্টার তিন মাইক্রোনের চেয়ে ছোট বিধায় রাসায়নিক বা জীবাণু যুদ্ধের আক্রমণে সফলভাবে যুদ্ধরত সৈনিককে রক্ষা করতে পারে। এম ও পি পি - ৪ এ এম ও পি পি - ৩ এর অতিরিক্ত হিসাবে একজন সৈনিক হাতে গ্লোভস পরিধান করবে। সৈনিক যুদ্ধ ক্ষেত্রে এ অবস্থায় তখনই থাকে যখন আক্রমণের আশংকা একদম নিশ্চিত থাকে। আক্রান্ত রোগীকে চিকিৎসা করতে হলেও ডাক্তার কিংবা প্যারামেডিককে এম ও পি পি - ৪ এ থাকতে হবে। আর এর উল্লেখযোগ্য অসুবিধা হল এই যে, এ অবস্থায় পরিবেশের তাপমাত্রার চেয়ে শরীরের তাপমাত্রা ১০° ফাঃ বেড়ে যাবে এবং কর্মক্ষমতা হ্রাস পাবে উল্লেখযোগ্য হারে।

কিভাবে রাসায়নিক অস্ত্রে আক্রান্ত রোগীকে সংক্রমণ থেকে অবমুক্ত করা যায় তা সরেজমিনে দেখার জন্য ৫ এবং ৭ ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্সের সব অফিসারদের সুযোগ দেয়া হল। কিং ফাহাদ মিলিটারি মেডিক্যাল কমপ্লেক্স এর চত্বরেই তাঁবুতে লাগান হয়েছে এন বি সি ডিকন্টামিনেশন ইউনিট। প্রথমে কথা বললেন মেজর নাহারী এবং তাকে সহযোগিতা করলেন দশাসই চেহারা এবং স্বাস্থ্যের অধিকারী একজন সার্জেন্ট। সার্জেন্ট যখন এন বি সি স্যুটে নিজেকে পুরোপুরি ঢেকে কাজ করছিল তখন আমরা মাস্কের আড়াল থেকে তার ঘর্মাক্ত মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম। আট কি দশ মিনিটের মধ্যেই তাকে এন বি সি স্যুট খুলে ফেলতে বলা হল। কারণ সৌদি মরুর উত্তাপে বেশিক্ষণ এ অবস্থায় থাকলে ডাক্তার কিংবা প্যারামেডিক নিজেই রোগী হতে বাধ্য। অল্প সময়ে ওদের কর্মতৎপরতা আমাকে মুগ্ধ করল। সামান্য সময়েই গুছিয়ে রোগী গ্রহণ, তার পরিহিত এন বি সি স্যুট অপসারণ, পরিষ্কার পানিতে ধোয়া এবং তারপর পরীক্ষা পর্ব যে রোগীর শরীরে রসায়ন দূষণ রয়েছে কিন না, তা সুষ্ঠু ভাবে আমেদেরকে দেখিয়েছে ওরা। মেজর নাহারীর চেয়ে তার সাহায্যকারী সার্জেন্টকে বেশি কর্মতৎপর ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষ বলে মনে হচ্ছিল।

এর পরে কে এফ এম এম সি অর্থাৎ কিং ফাহাদ মিলিটারি মেডিক্যাল কমপ্লেক্স ঘুরে দেখার পালা। দেখার সময় খুব বেশি পাইনি কারণ এর পর পরই আমাদের হাসপাতাল ক্যাফেটারিয়ায় চা দিয়ে আপ্যায়ন করা হল ব্রিগেডিয়ার আহম্মেদ শরবিনির সৌজন্যে। তিনিই ইস্টার্ন প্রভিন্সের ডাইরেক্টর হসপিটালস এবং চীফ মেডিক্যাল প্লানার, মধ্য বয়সী হাসি খুশি সৌম্য চেহারার ভদ্র লোক। তাকে যারা সাহায্য করছেন তাদের মধ্যে লেঃ কর্ণেল হাসান উল্লেখযোগ্য। আমাদের কর্মক্ষেত্রে তদারক এবং সমন্বয় করার জন্য ক্যাপ্টেন মোবারককে নিযুক্ত করা হয়েছে।

কে এফ এম এম সি'র একদম অভ্যন্তরে কখনই ঢুকিনি তবে এর অভ্যর্থনা, অনুসন্ধানের পরিবেশ আমার কাছে চমকপ্রদ মনে হয়েছে। বাম পাশ দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। ডান দিকে লিফ্‌ট। অনেক উঁচুতে ঝুলছে চমকপ্রদ ঝাড় বাতি। সুন্দর মোজাইক মেঝের উপর আর আরামপ্রদ সোফা। সামনেই আন্তর্জাতিক টেলিফোন বুথ। হাসপাতালে ঢোকার দরজা দু'টো। একটার দিকে হাঁটলে মনে হয় এ বন্ধ দরজা

কখনো খুলবেনা। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে থাকতেই এটা সংক্রিয়ভাবে খুলে যায় এবং ঢোকা বা বেরোনো হয়ে গেলে আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যায় আবার। অন্য দরজাটা সাধারণ, ঠেলে প্রবেশ করতে হয়। সামনের চত্বর বিশাল। দেখলাম সাদা লম্বা পাখা মেলে একটা হেলিকপ্টার দাঁড়িয়ে আছে। উদ্দেশ্য দরকারে জরুরী রোগীর পরিবহন। পিছনে প্যারামেডিকদের থাকা এবং খাবার সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থা।

এখানকার ডাক্তারগণ বিভিন্ন ভাষাভাষী, তবে সাদা চামড়ার লোকদের আধিক্য বেশ বেশি বলে মনে হল। তবুও শুনলাম যুদ্ধের আশঙ্কায় অনেকেই চাকুরি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশে দেশে ফিরে গেছে। এটা একটা স্বয়ং সম্পূর্ণ হাসপাতাল। সৌদিরা ওদের বহির্বিভাগকে বলে প্রাইমারী কেয়ার। চিকিৎসা সবাই পাচ্ছে বিনা পয়সায়। এটা এখানে কখনোই ঘটেনা যে ডাক্তার ঔষধ লিখেছেন আর ডিসপেনসারী সেটা দিতে পারেনি। তবে সেনাবাহিনীর ডাক্তার কম। বেশির ভাগই বেসামরিক ডাক্তার, যাদের উপর সত্যিকারের যুদ্ধের সময় শতকরা একশত ভাগ নির্ভর করা যায় না।

রাসায়নিক এবং জীবাণু যুদ্ধের উপর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শোনার জন্য আমাদের নিয়ে আসা হল হাসপাতালের বিরাট অডিটরিয়ামে। এখানে রাসায়নিক ও জীবাণু যুদ্ধ এবং তার প্রতিরোধের উপর বক্তব্য রাখলেন লেঃ কর্ণেল কৃষ্ট ডানিয়েল ও লেঃ কর্ণেল ডেভিড অ্যান্ডারসন। উভয়েই ব্রিটিশ নাগরিক এবং রাসায়নিক যুদ্ধ বিশেষজ্ঞ। তারা কথা বললেন নার্ভ, ব্লিস্টার, ব্লাড, ও চোকিং এজেন্ট সম্পর্কে। বললেন - সৌদি আরবের বেশির ভাগ এলাকাই লোক শূন্য। ঠিক মত আঘাত হানতে না পারলে তেমন কোন ক্ষতি করতে পারবে না শত্রু পক্ষ। তা ছাড়া সৌদি আরবে বাতাস সব সময় উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে বয়। কৃষ্ট আবার খানিকটা কৌতুক করে বলল - যদি সৌদি আরবে বাতাস প্রবাহের দিক কখন পরিবর্তিত হয় যা গত ৫০ বৎসরে হয়নি তাহলে আমার নাম পরিবর্তন করে রাখবো। ডানিয়েল সমীক্ষা দিয়ে বলল - রাসায়নিক যুদ্ধ হলে ২% সৈনিক আক্রান্ত হবে। তারপর শুরু হল প্রশ্ন এবং উত্তর পর্ব। প্রায় এক ঘন্টা প্রাণবন্ত আলোচনার পরে সভার সমাপ্তি ঘটল এবং আমরা ফিরে এলাম আমাদের ডেরায় অর্থাৎ শান্তির নীড় কে এফ এম সি'র অফিসার মেসে।

১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯০

বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবে আমরা যারা এলাম সে সম্পর্কে সম্যক বিবরণ এখানে তুলে ধরা প্রয়োজন মনে করছি। ৬ ইঞ্জিনিয়ারের মোট লোক বল ৮৮৬ জন, ১ ইস্ট বেংগলের মোট জনবল ৮০৩ জন, ৫ ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্স এর ২০০ জন, ৭ ফিল্ড

www.pathagar.com

এ্যাম্বুলেন্স এর ২০০ জন, এ কোম্পানি আর্মি এসটি ব্যাটালিয়নের ১২১ জন। এ ছাড়া আমাদের সমন্বয়কারী এবং নিয়ন্ত্রণকারী সংগঠনকে বলা হল লিয়াজোঁ হেড কোয়ার্টার, ৮ জন অফিসার সহ যার মোট লোকবল ২২ এবং এর প্রধান হলেন ব্রিগেডিয়ার হাসান মশহুদ চৌধুরী। দ্বিতীয় ব্যক্তি কর্ণেল জোবায়ের এবং জি - ১ হলেন লেঃ কর্ণেল আঃ ওহাব যিনি খুব ভাল আরবী বলেন এবং সৌদিদের সাথে তিনিই একমাত্র আমাদের যোগাযোগের মাধ্যম। ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়নের অফিসারের সংখ্যা ২৪ জন, ১ ইস্ট বেংগলের অফিসার সংখ্যা ২১ জন, দুটি ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্সে ১৬ জন করে অফিসার আর 'এ' কোম্পানি এস টি ব্যাটালিয়নের অফিসারের সংখ্যা ৪ জন। আমরা ৮৯ জন অফিসার সহ সৌদি আরবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মোট লোকবল ২২৩২ জন।

এরই মধ্যে আমাদের সৌদি আবহাওয়া প্রায় সহ্য হয়ে এসেছে। এখন আর চোখ ঝলসানো রোদ বা দুপুরের তাতান সূর্য দেখে আঁতকে উঠিনা। ইতোমধ্যেই আমরা কেউ কেউ মরুভূমির উপযোগী ইউনিফরম পেয়ে গেছি। নতুন নতুন লাগছে নিজেদেরকে। অতি পরিচিত জনও পাশ থেকে হেঁটে গেলে সৌদি সেনা ভেবে চোখ তুলে কেউ তাকায়না। শুধু পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে ৬ ইঞ্জিনিয়ার্সের অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল ফারুক আমাকে ধরেই বললেন - আরে মিয়া যাও কই? আমিত তোমাকে সৌদিই ভাবলাম। এখন দেখি নতুন বোতলে পুরানা মাল। তাঁর কথা শুনে হেসে ফেললাম। বললাম - স্যার, আমাদের সবাইকেই এই নতুন বোতলে ঢুকতে হবে। ইতোমধ্যেই আমাদের অর্থাৎ মেডিক্যাল কোরের দুই অধিনায়ক আমাদের কর্ম পদ্ধতি এবং স্থান নিয়ে কথা বলেছেন ব্রিগেডিয়ার মশহুদ এবং সৌদি কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার শরবিনির সাথে। আমার অধিনায়ককে দু'একদিন মনক্ষুন্ন দেখলাম। নিজেই কথায় কথায় বললেন - সৌদি কর্তৃপক্ষ আমাদের ভাল হাসপাতালে রাখতে চেয়েছিল কিন্তু হলনা। আমাদের জিজ্ঞাসু চোখের জবাবে জানালেন - আমাদের লিয়াজোঁ হেডকোয়ার্টার কমান্ডার বলেছেন - তিনি ব্রিগেডিয়ার শরবিনিকে যা বলবেন মেডিক্যাল ইউনিটের অধিনায়কগণ যেন সে কথার প্রতিবাদ না করেন এবং হয়েছেও তাই। যখন ডাইরেক্টর হসপিটাল ব্রিগেডিয়ার আহমেদ শরবিনি আমাদের ৫ ও ৭ ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্সকে এখানকার আধুনিক হাসপাতালে সম্পৃক্ত করতে চাইলেন তখন আমাদের কর্মকর্তা জানালেন যে, আমরা যারা বাংলাদেশ থেকে এসেছি তারা সবাই মাঠেই কাজ করতে অভ্যস্ত, হাসপাতালের পরিবেশে আমাদের কর্মদক্ষতা ঠিক থাকবে না।

যাহোক আমাদের ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্সের এ ডি এস - ১ এর দায়িত্ব দেখতে দেখতে চলে এল। শুনলাম যেতে হবে সৌদি - কুয়েত সীমান্ত শহর খবজির কাছাকাছি এক ছোট্ট সমুদ্র বন্দরে, নাম তার রাস আল মিসহাব। একদিন অধিনায়ক, আমি ও মেজর জাফর সৌদি অফিসার ক্যাপ্টেন মোবারকের নেতৃত্বে চলে এলাম আমাদের নতুন জায়গা দেখতে এবং ভাল লাগল ছোট ছিমছাম এই নৌ বন্দর।

আমাদের জোয়ানরা এখন রোজই কিছু আরবী শিখছে। শারীরিক কসরত করছে কিছু কিছু। প্রশিক্ষণ নিচ্ছে রাসায়নিক যুদ্ধ মোকাবেলা পদ্ধতির। হঠাৎ দেখি আমাদের কাছাকাছি নতুন তাঁবু গেড়েছে স্বাস্থ্যবান লম্বা চওড়া কিছু সৈনিক। শুনলাম সেনেগালের স্পেশাল কমান্ডো গ্রুপ। এদের উদ্যম, উৎসাহ এবং প্রাণবন্ত আচরণ আমাদের সবারই ভাল লাগল।

২১ সেপ্টেম্বর ১৯৯০

দেখতে দেখতে সৌদি আরবে প্রথম দায়িত্ব প্রাপ্ত ৫ ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্সের এ ডি এস - ১ এর যাত্রার দিন চলে এল। দু'জন অফিসার সহ ২২ জনের ছোট দল। অপেক্ষাকৃত ট্রাকে আমাদের মালপত্র উঠানো হল। আর আমরা উঠলাম আরামদায়ক কোস্টারে। আমাদের যাত্রার দৃশ্যাবলী ধারণ করা হচ্ছে ভিডিও ক্যামেরার রঙিন ফিতায়। উপস্থিত আছেন আমাদের এল এইচ কিউ'র ডেপুটি কমান্ডার কর্ণেল জোবায়ের, স্টাফ অফিসার মেজর করিম ও আমাদের অধিনায়কসহ ইউনিটের অন্যান্য অফিসার ও সৈনিকবৃন্দ। একটা দৃশ্য আমাকে অবাক করল। বিদায় জানাতে এসে আমাদের ইউনিটের সৈনিকরা আবার হাপুস হুপুস করে কাঁদছে। ওদের দেখাদেখি আমার হৃদয়ও বিষাদে মুচড়ে উঠল। পিছনে ফেলে আসা বাংলাদেশে সন্তান, স্ত্রী, বৃদ্ধা মা একে একে সবার কথা মনে আসতে লাগল। ওদের স্মৃতি আর সৈনিকের শক্ত হৃদয় নিংড়ে বেরিয়ে আসা অশ্রুতে আমি আবেগ মথিত হলাম। এমনি কঠোর পরিবেশেও আমাদের সৈনিকদের একের প্রতি অন্যের ভালবাসা আর মমত্ববোধ গর্বিত করে তুলল আমাকে। ১৮ দিন কে এফ এম সিতে অবস্থানের পর শুরু হল আমাদের ২৫০ কিঃ মিঃ দূরত্বের নতুন গন্তব্যে যাত্রা। সাথে অন্য গাড়িতে ক্যাপ্টেন মোবারকের সাথে আছেন অধিনায়ক। উদ্দেশ্য আমাদের পৌঁছে দিয়ে চলে আসা। পিছনে মসৃন পথ রেখে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছি আমরা। পথে পথে দেখতে পাচ্ছি সুরম্য অট্টালিকার শহর। কোনটা ছোট আবার কোনটা বড়। ডানে বামে শুধু ধু ধু মরুভূমি আর হঠাৎ করে কোথাও মাঝে মধ্যে দুম্বার পাল ও সাথে রাখাল। কোথাও নয়ন ভুলান সবুজের ছোঁয়া। কোথাও আবার উটের লম্বা সারি। কোথাও কোথাও রাস্তায় লেখা - উট পারাপারের জায়গা, আস্তে চলুন। এদেশে রাস্তাঘাটে চলতে লোকজনকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হয় না কারণ বড় বড় সাইন পোস্ট ঝুলছে রাস্তায়। স্থানের পরিচিতি, দূরত্ব এবং দিক নির্দেশ করা আছে তাতে। কিছুদূর পর পরই পেট্রোল স্টেশন এবং সাথে একটা করে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। নিত্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই এখানে পাওয়া যায়। সাথে আছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক টেলিফোন বুথ এবং মসজিদ। এমনই একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে গাড়ি থামিয়ে সৌদি ড্রাইভার আমাদের সবার জন্য কোল্ড ড্রিংকস কিনল। ওর আতিথেয়তায় অবাক এবং মুগ্ধ হলাম। পরে অবশ্য

www.pathagar.com

অনেক বুঝিয়ে ওর টাকাটা আমরা ফেরত দিতে সমর্থ হই। দাম্মাম শহরকে পাশ কাটিয়ে যতই আমরা উত্তরে আমাদের গন্তব্যের দিকে এগুচ্ছি সাথে সাথে উভয় পাশে ফেলে যাচ্ছি কিছু উল্লেখযোগ্য স্থান যেমন আবু হাইদ্রিয়া, জুবেল, আবু মান, রাস্তা নুরা, আবু হাজারিয়া, সাফফানিয়া, ইত্যাদি। দ্রুত ধাবমান গাড়ি থেকে সব জায়গার নাম চট করে পড়তে কষ্ট হচ্ছিল।

এভাবে কখন যে সময় বয়ে গেল বুঝতে পারিনি। হঠাৎ দেখি রাস আল মিসহাব, আমাদের গন্তব্য স্থান। আমরা যখন এখানে পৌঁছি তখন দুপুর প্রায় ১২টা। আরব উপসাগরের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছোট নৌ ঘাঁটি ও নৌ বন্দর রাস আল মিসহাব। বন্দরটি নিতান্তই ছোট কিন্তু একদম ছিমছাম, যেন পটে আঁকা ছবি। এক টুকরো ভূমি যেন উঁকি দিয়ে দেখছে উপসাগরের সুন্দর মুখ। তুমুল উচ্ছ্বাসে আছড়ে পড়ছে লাস্যময়ী ঢেউয়ের দল বিস্তৃত বালুকা বেলায়, যেন কোন বাংলাদেশী কিশোরী ফাগুনের প্রথম পরশে ফুল কুড়াবার আনন্দে হাসছে। সাগরের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে বামে অদূরেই হাতির শুঁড়ের মত সাগরের পেটে সেধিয়ে যাওয়া বিশাল আউটার অ্যাংকরেজ এখন নীরব। প্রিন্সদের অবসর নিকেতন প্যালেসগুলো এখন শান্ত, যুদ্ধের ডামাডোলে কারো হাস্য মুখর পদচারণা এখানে এখন আর নেই।

উপসাগরের তীরে প্রিন্সদের অবসর নিকেতনে লেখক

লাল সাদায় মিশান শহরের উত্তর দক্ষিণে দাঁড়ান বিশাল স্তম্ভ দেখে ভাবলাম কোন আর্কিটেক্ট পিস। কিন্তু জিজ্ঞেস করে জানলাম ওগুলো পানির ট্যাংক। শহরে ঢোকার মুখেই চেক পোস্ট। এখানে দায়িত্ব পালন করছে সৌদি নৌ পুলিশ। দায়িত্ব পালনে এরা ধীর স্থির। কোন অবহেলা বা অস্থিরতা নেই। চেক পোস্ট থেকে

www.pathagar.com

সোজাসুজি কিছু দূর গেলেই চার রাস্তার মোড়, পাশেই মোডা (MODA) অফিস যার অর্থ মিনিস্ট্রি অব ডিফেন্স অ্যান্ড এভিয়েশন। বেস কমান্ডার ক্যাপ্টেন খালেদ ওতায়বীর পঞ্চাশের কোঠায় বয়স, ভারিক্কি গড়ন ও স্বভাবের অফিসার। জানালেন উনি যখন লেফটেন্যান্ট ছিলেন তখন চিটাগাং গিয়েছিলেন। যুদ্ধ শেষে আমাদের দেশ ভ্রমণের জন্য আমরা তাঁকে আমন্ত্রণ জানালাম।

উনি প্রথমে ক্যাপ্টেন মোবারককে বললেন যে, রাস মিসহাবের জন্য তাঁর দু'জন ডাক্তার এবং এতবেশি প্যারামেডিকের দরকার নেই। ক্যাপ্টেন মোবারক তাঁকে পরবর্তী যুদ্ধ পরিকল্পনায় আমাদের দরকার বুঝিয়ে বলায় তিনি আমাদের গ্রহণে সম্মতি দিলেন। এর পর ক্যাপ্টেন মোবারক এবং অধিনায়ক দাহরান চলে গেলেন।

মোডা (MODA) অফিস থেকে সোজা দক্ষিণে বড় একটা খালি মাঠের পাশে শহরের ঠিক মাঝামাঝি স্থানে দাঁড়ান রাস আল মিসহাব ক্লিনিক। সংক্ষেপে ওরা বলে আর এ এম ক্লিনিক। এ ক্লিনিক হল আমাদের কর্মের কেন্দ্র বিন্দু। এ মুহূর্তে এখানে কর্মরত আছে পাকিস্তানী দু'জন অফিসার। একজন ক্যাপ্টেন শোয়েব, ডাইভিং মেডিসিন স্পেশালিষ্ট, অন্যজন ক্যাপ্টেন মাসুদ, জেনারেল প্র্যাকটিশনার। সৌদিরা বলে তবিবে আম। ওরা দু'জনেই খুব সদালাপী। কথায় কথায় জানাল ওদের জন্ম বাংলাদেশে এবং শোয়েবের দু'একজন আত্মীয় আছে ঢাকায়। শোয়েব একটা বাংলা কথাই জানে আর তা হল "আমি কাঁঠাল খাব"। আমি হেসে বললাম - বাংলাদেশে আস কাঠাল খাওয়াব। ওরা আমাদের পেয়ে খুব খুশি কারণ দায়িত্ব ভাগাভাগি ছাড়াও মসল্লা সহ তরকারি খেতে পারবে এখন। কথায় কথায় বলল - আল্লাহকে ধন্যবাদ, তোমরা বাংলাদেশী, তা না হলে আমরা হয়ত এত সহযোগিতাই করতাম না।

আর এ এম ক্লিনিকের সম্মুখে বাংলাদেশী ও পাকিস্তানী অফিসারবৃন্দ

www.pathagar.com

এ শহর সম্পর্কে আরও কিছু বলা দরকার। আমাদের ক্লিনিকের দক্ষিণেই সৈনিক এবং অফিসার মেস, সাথেই বিরাট ওয়্যার হাউস। আরও দক্ষিণে খেলাধুলার জন্য বেশ বড় সড় একটা স্টেডিয়াম। খানিকটা এগিয়ে দক্ষিণ - পূর্বদিকে অফিসারদের বাসস্থান। ক্লিনিক থেকে আরো দক্ষিণে দু'তিন কিলোমিটারের মধ্যে একটা ছোট বিমান বন্দর। একটা স্কুলও আছে। আমাদের ক্লিনিক থেকে সাগরের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে কিছুটা উত্তরপূর্বে ২০ - ২৫ মিনিটের দূরত্বে খবজি, সৌদি আরবের অন্যতম সীমান্ত শহর। রাস মিসহাবে কিছু পাওয়া না গেলেও ওখানে সব পাওয়া যায়। বাজার করতে ওখানেই যেতে হবে আমাদের। ক্লিনিকের পশ্চিমে সামান্য দূরে মসজিদটি বেশ বড়। চলমান চাকার উপর কতকগুলো কেবিনকে জোড়া লাগিয়ে মসজিদ করা হয়েছে। আমাদের ক্লিনিকেরও একই অবস্থা। অবশ্য দেখলে বোঝা যায় না, কাজ করতেও কোন অসুবিধা নেই। এই ক্লিনিকে পাকিস্তানী অফিসার ছাড়াও আছেন মহিলা মেডিকেল অফিসার মিস ক্যানাবেল, একজন ডেন্টাল সার্জন নাম ফার্নান্ডেজ, জিমি, ফার্মাসিষ্ট ও একজন ল্যাবরেটরী টেকনিশিয়ান, গাসপার। ওরা সবাই ফিলিপিনো। আরো আছে ৩ জন নার্স - মেরিনা, মেরিয়েটা ও কৃষ্টি। আছে কয়েকজন সৌদি ড্রাইভার ও প্যারামেডিক। সবাই হাসি খুশি এবং কাজে পারদর্শী। আসার দিন থেকেই এখানে আমাদের ব্যস্ততম দিন শুরু হল।

২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯০

আমাদের প্রাথমিক দায়িত্ব হল ক্লিনিক সংলগ্ন খালি ঘর গুলোতে একটা ৩০ শয্যার ফিল্ড হাসপাতাল লাগান। উদ্দেশ্য যুদ্ধের সময় আহতদের চিকিৎসা করা, দরকারে কোন কোন রোগীকে কিছু সময় ধরে রাখা। ক্লিনিকের পিছনেই বড় একটা পরিত্যক্ত ঘর। ক্যাপ্টেন শোয়েব জানাল এটা একটা বাকালা অর্থাৎ ডিপার্টমেন্টাল স্টোর ছিল। ঘরটা ময়লা এবং আবর্জনায় ভর্তি। আসার দিন থেকেই আমাদের জোয়ানদের উদ্যমী কর্মঠ হাত কাজে লেগে গেল। পহেলা দিন বিরতিহীন আমাদের জোয়ানরা খাটল একটানা রাত ১২ টা পর্যন্ত। ক্লান্ত দেহে ওদের নির্ধারিত কক্ষে ওরা চলে গেল। আমরা দু'জন অফিসার একটা রুম পেলাম থাকার জন্য রাত পৌনে এগারটার দিকে। কারণ রুমটা দখলে ছিল অন্য কোন সৌদি অফিসারদের যাদের চেহারাও দেখিনি, নামও শুনিনি। তবে রুম ছাড়তে তারা প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি দেরি করেছে।

পরের দিন ভোরে উঠেই জোয়ানরা আবার কাজে লাগল। দেখতে দেখতে পরিত্যক্ত বাকালা একটা সুন্দর হাসপাতালে পরিণত হল। নতুন বিছানা এবং টেবিল চেয়ার লাগাবার পরে পঙ্কে পদ্মের মত লাগছিল নতুন হাসপাতাল। আমাদের স্থাপিত

www.pathagar.com

ফিল্ড হাসপাতালকে সৌদিরা বলে মুসতাশফা ময়দান। ছোট একটা কক্ষকে ডাক্তারদের ডিউটি রুমের জন্য আলাদা করে ফেললাম। অন্য আর একটা কক্ষকে চিহ্নিত করা হল অপারেশণ থিয়েটার হিসাবে।

এখনও অপারেশন টেবিল ও জীবাণুমুক্ত করণের যন্ত্র, অটোক্লেভ পাইনি। দু'দিনের মধ্যেই বিগ্রেডিয়ার শরবিনি আসলেন আমাদের কাজের পদ্ধতি এবং অগ্রগতি দেখতে। দেখলেন এবং এত খুশি হলেন যে, বেস কমান্ডার খালেদকে আমাদের জন্য একটা গাড়ি দিতে বললেন। এখানে উল্লেখ্য যে, আমাদের ব্যবহারের জন্য সৌদি সরকারের সরবরাহকৃত গাড়িগুলি অত্যন্ত পুরানো মডেলের এবং এয়ার কন্ডিশন নেই, মরুভূমিতে যার ব্যবহার মোটেই আরামপ্রদ নয়। বিগ্রেডিয়ার শরবিনি তাঁর বক্তব্যে বললেন - Gentlemen, I am very happy with your performances but be careful, we don't accept any mistake. অর্থাৎ ভদ্র মহোদয়, আমি আপনাদের কাজে খুবই খুশি। কিন্তু সতর্ক থাকবেন, আমরা কোন ভুলকে গ্রহণ করি না।

এখানে ছোট্ট একটা সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি আমি। নামাজের সময় এদেশে কেউ কাজ করে না। সবাই মসজিদে যায়। আমাদের এ ডি এস - ১ এর দলনেতাকে বললাম, আমাদের জোয়ানদের নিয়ে মসজিদে যাই। উনি কাজের অজুহাতে রাজি হলেন না বরং আমাকেও মসজিদে না যাবার পক্ষে মত দিলেন। একদিনের মধেই সৌদিদের মধ্যে কানাঘুষা উঠল, আমরা কি মুসলমান!

২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯০

আজ প্রথম বারের মত আমাদের অবস্থান ছেড়ে খবজি গেলাম। বাহন ক্লিনিকের ৪টি এ্যাম্বুলেন্সের একটি। এদেশে গাড়ি ড্রাইভারের নামে দেওয়া হয়। গাড়ির ভাল মন্দ চালকের দায়িত্ব। ড্রাইভার ঘুরে ঘুরে আমাদের খবজির বিভিন্ন এলাকা দেখাল। দেখাল বিখ্যাত আল আরব তেল কোম্পানি, এর তৈলাধার। এ কোম্পানির কর্মচারীদের বাসস্থান এবং বিরাট হাসপাতাল। আমাদের ক্লিনিকের জটিল রোগীদের ভাল চিকিৎসার প্রয়োজনে আপাততঃ আমরা এখানেই পাঠাই। সাগরের একদম তীর ঘেঁষে গড়ে উঠা এ কোম্পানিকে আমার কাছে ছবির মত লাগছিল। এখানে সাগর যেন লুকোচুরি খেলছে। চুমে যাচ্ছে বার বার মাথা উঁচু করে দাঁড়ান ইমারত গুলোর পা। গাড়িতে বসেই আমরা শুনতে পাচ্ছি তীরে আছড়ে পড়া ছোট ছোট ঢেউয়ের অকারণ উচ্ছ্বাস। আর দেখতে পাচ্ছি সামনে সীমাহীন দিগন্তে হারিয়ে যাওয়া অফুরন্ত জলরাশি।

www.pathagar.com

এখানে আছে বিরাট সুপার মার্কেট। এক দোকানে ঢুকে বড়শি খুঁজলাম। আমার বড়শি দিয়ে মাছ ধরার খুব শখ, দাম চাইল ১৩০০ রিয়াল। বললাম - এত দাম কেন? দোকানদার বলল - তুমি যে বড়শি চাইছ তা আমি বুঝতে পারছি। কুয়েত মুক্ত করে দাও - তোমাদের কম দামে এগুলো দেয়া যাবে। বড় একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ঢুকলাম। সব আছে এখানে। এক এক দিকে এক এক রকমের জিনিস। ট্রলি রাখা আছে। যার যা খুশি ট্রলিতে বা কম হলে হাতে করে নিয়ে এসে বেরুবার পথে দাম দিয়ে গেলেই হবে, কোন পাহারা নেই। কম্পিউটারে হিসাব করে মাত্র এক ব্যক্তি দাম রাখছে। এখানে আছে লাইন ধরে আন্তর্জাতিক টেলিফোন বুথ। পোস্ট অফিস থেকেও সরাসরি ডায়াল করা যায়। সৌদি ড্রাইভার একটা রাস্তা দেখাল। ওটা চলে গেছে সরাসির কুয়েতে। রাত নামায় সোডিয়াম লাইটে উজ্জ্বল হয়ে আছে সুপরিসর রাস্তা কিন্তু ওদিকে কোন যানবাহনের যাতায়াত নেই। ফিরে এলাম আমরা। বস্তুত সবাই আমরা বিমর্ষ, কারণ এ ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত কারও পছন্দ নয়। ইতোমধ্যেই নিরাপত্তা পরিষদে আরো দু'টো বিল পাশ হয়েছে। ১৩ সেপ্টেম্বরে ৬৬৬ নং রেজুলেশনে ইরাক এবং কুয়েতে আটকেপড়া এশীয়দের খাদ্য সরবরাহের কথা বলা হয়েছে। আর ১৬ সেপ্টেম্বরে ৬৬৭ নং রেজুলেশনে কুয়েতে অবস্থানরত পশ্চিমা কূটনীতিবিদদের উপর ইরাকী হামলার নিন্দা করা হয়েছে। ইরাকের যে কোন ভুল পদক্ষেপই মুক্ত বিশ্বকে তাদের বিরুদ্ধে সংহত করছে প্রতিনিয়ত।

২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯০

আজ বৃহস্পতিবার। গতকাল সংবাদ এসেছে, মেজর জেনারেল আব্দুল ওয়াহেদ আসবেন এখানে। দেখবেন ফিল্ড হাসপাতাল। নির্দিষ্ট সময় জানি না - কাজেই অপেক্ষার পালা শুরু হল ভোর থেকেই। দুপুর গড়াল - নামাজ সেরে নিলাম এক ফাঁকে। অবশেষে অপেক্ষার পালা চুকিয়ে বেলা পৌনে তিনটায় আসলেন জেনারেল। তাঁর সাথে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার হাসান মশহুদ চৌধুরী, কর্ণেল জোবায়ের, মেজর আব্দুল করিম এবং তাঁর এডিসি'র দায়িত্ব পালনরত ক্যাপ্টেন সানাউল। জেনারেলকে আপ্যায়ন করা হল হালকা পানীয় এবং আপেল দিয়ে। পাকিস্তানী অফিসার দু'জন আমাদের জেনারেলকে সম্মান জানাতে আন্তরিকতার কসুর করেনি। অবশেষে জেনারেল দেখতে চাইলেন কি করেছি আমরা। দেখালাম এবং দেখলেন তিনি ঘুরে ঘুরে। এরই মধ্যে হাসপাতালের কলেবর কিছুটা বর্ধিত হয়েছে - সংক্রামক ব্যাধি এবং অফিসারদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে আমাদের উদ্যোগে। ছোট একটা এক্সরে মেশিন স্থাপন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে আলাদা একটা কক্ষে। সব মিলিয়ে স্বল্প পরিসরে প্রাথমিক যত্নের জন্য উত্তম ব্যবস্থা। জেনারেল চমৎকৃত হলেন।

www.pathagar.com

সৈনিকদের সাথে কথা বললেন তিনি। বললেন দেশের সম্মানকে উঁচু রাখতে, আমাদের উদ্যমকে অক্ষুন্ন রাখতে। ব্যক্তিগত ভাবে ধন্যবাদ জানালেন আমাদের দলনেতা মেজর জাফরকে এবং প্রায় বিকাল সাড়ে তিনটায় ভিজিট শেষ করে দাহরানের উদ্দেশে রওনা করলেন তিনি। এখানে একটা কথা বলে রাখা ভাল - আমরা আমাদের শ্রমে যে প্রশংসনীয় কাজ করতে পেরেছি তার পিছনে ছিল প্রয়োজনীয় অর্থ এবং যথাসময়ে মালামালের সরবরাহ।

২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯০

রাস আল মিসহাব আমাদের জন্য নতুন জায়গা। তাই ভাল করে ঘুরে দেখার ইচ্ছা আমাদের। বের হলাম বিকালের পড়ন্ত রোদে। শীতের আগমনী ধ্বনি বাজছে - তাই পড়ন্ত রোদে আর তেমন অসহ্য গরম লাগে না। আর এ এম ক্লিনিক থেকে পূর্ব দিকে ৩০০ মিটার গেলেই সাগর। মাঝে মধ্যে হুশ করে বেরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত ধাবমান সেনাবাহিনীর কোন গাড়ি। দেখলাম কয়েকজন সৌদি সৈনিক তাস খেলে সময় কাটাচ্ছে আর্মার্ড কারের পিছনে কম্বলে বসে। পাশেই চায়ের ফ্লাস্ক এবং একটা প্লেটে কিছু খেজুর। আমাদের দেখে ওদের দু'জন ছুটে এল। সালাম বিনিময়ের পরে জানতে চাইল কোন দেশ থেকে এসেছি। বাংলাদেশের নাম শুনে ওরা খুব খুশি। কাঁধের র‍্যাঙ্ক দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল কোন পদবীর আমরা। বললাম রাইদ অর্থাৎ মেজর। তবিব অর্থাৎ ডাক্তার শুনে আরো খুশি। ওদের সাথে চা পানের জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করল আমাদের। বিকালের প্রথম পরিচিতি ঘোরাটা বরবাদ হবে ভেবে আমরা বিনয়ের সাথে ওদের আন্তরিক আতিথেয়তা এড়িয়ে গেলাম। হাঁটতে হাঁটতে আমরা এমন এক জায়গায় এসে হাজির হলাম যেখানে রাস্তার খুব কাছে শান্ত সাগরের ছোট ছোট ঢেউ আছড়ে পড়ছে। ছুটে গেলাম দু'জনেই। আমাদের দৃষ্টি হারাল সীমাহীন সাগরের অথৈ জলরাশির মাঝে। আমরা আবেগ মথিত হৃদয় অনুভব করলাম সৃষ্টির বিশালতা। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসায় ফিরছি দু'জনে। পাশেই সৈনিকদের সপরিবারে বসবাসের স্থান এবং মসজিদ। এখানকার বাসা গুলো প্লাইউডের, ছোট এবং বেশির ভাগই চাকার উপর বসান। এয়ার কুলার লাগান আছে সব গুলোতেই। বাচ্চাদের খেলার জন্য চত্বর এবং পানি দিয়ে কিছু সাধারণ ঘাস গজানো হয়েছে এখানে।

আজান দেয়ায় নামাজ পড়তে ঢুকলাম মসজিদে। এখানে মাত্র ৫/৬ জন মুসল্লি হল। কিন্তু মসজিদ অদ্ভুদ সুন্দর সবুজ কার্পেটে মোড়া এবং এয়ারকুলারের বদৌলতে শীতল। নামাজ পড়ে বের হতে দেখি আঁধার নেমেছে চারিদিকে। সাগরকে যেন আবার নতুন করে উপলব্ধি করলাম। সোজা উত্তরে ছড়ানো কিছু জ্বলন্ত শিখা তৈল

উত্তোলন ক্ষেত্র গুলোকে চিহ্নিত করছে। ডানে তাকিয়ে অবাক বিস্ময়ে দেখি সাগরের বুক ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সুন্দরী সাফফানিয়া যেন কোন লাস্যময়ী নব বধূ, মুক্তোর মালা গলায় পরে অপেক্ষা করে আছে তার দয়িতের সাথে মিলনের জন্য। আঁধার ঘনিয়ে আসায় ফিরে এসেছি ডেরায় কিন্তু মনটা রেখে এসেছি চোখ ধাঁধাঁনো সাফফানিয়ার সৌন্দর্যের কাছে।

২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯০

আজ জুবেল থেকে এক লম্বা ফর্সা ভদ্রলোক এসে হাজির। বলল - তোমরা এন বি সি ডিকন্টামিনেশন ইউনিট কোথায় লাগাবে? জায়গা দেখাও। ক্যাপ্টেন শোয়েব, আমি এবং মেজর জাফর জায়গা দেখলাম। সব দিক বিবেচনা করে আমাদের ক্লিনিকের ২০ মিটার পূর্ব দিকে এই ইউনিটের স্থান নির্বাচন করলাম। এন বি সি ডিকন্টামিনেশন ইউনিট লম্বায় ২২ মিটার, চওড়ায় ৪ মিটার এবং মাঝ খানে ৪ মিটারের মত জায়গা কিছুটা চিকন হয়ে গেছে। এর তিনটা অংশ। প্রথম অংশ অভ্যর্থনা, এখানে এ্যাম্বুলেন্সে করে আনা রোগী গ্রহণ করা হয়। বসার জন্য চেয়ার থাকবে এখানে।

সি এ এম দিয়ে রোগীকে পরীক্ষা ও হাসপাতালে প্রেরণ	রোগীকে রসায়ন বা জীবাণু মুক্ত করন	অভ্যর্থনা

এন বি সি ডিকন্টামিনেশন ইউনিটের বিভিন্ন অংশ

তারপর রোগীকে মধ্য ভাগে নিয়ে আসা হবে। এখানে রোগীর পা বা বুট রসায়ন মুক্ত করার জন্য এক ধরনের ধুলা থাকবে। তার উপর দিয়ে হাঁটলে বুট দূষণ মুক্ত হবে। যাদের কাপড় এবং শরীরে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া থাকবে তাদেরকে একটা টেবিলে শুইয়ে এন বি সি স্যুট পরিহিত প্যারামেডিক রোগীর এন বি সি পোষাক কেটে খুলবে এবং তাকে পরিষ্কার পানিতে ভাল করে ধুয়ে ফেলবে - তৃতীয় অংশে ফ্যান থাকা ভাল যার বাতাসের গতি দ্বিতীয় অংশের দিকে থাকবে। রোগীকে বাতাসের বিরুদ্ধে হাঁটিয়ে বা ট্রলিতে করে তৃতীয় অংশে নেয়া হবে। সেখানে এন বি সি স্যুট পরিহিত ডাক্তার ক্যাম (CAM) বা কেমিক্যাল এজেন্ট মনিটরের মাধ্যমে তার দেহ পরীক্ষা করবেন। রোগীকে দূষণ মুক্ত পেলেই তাকে হাসপাতালে স্থানান্তর করা

www.pathagar.com

হবে। এখানে বলে রাখা দরকার যে, আমাদের সকলকে একটি করে এন বি সি স্যুটের সাথে কিট ইস্যু করা হয়েছে যাতে আছে অ্যাট্রোপিন ইনজেকশন। কেউ রাসায়নিক অস্ত্রে আক্রান্ত হলে সাথে সাথে তাকে এ ইনজেকশন নিজেকেই নিজে নিতে হবে। যে গাড়ি রাসায়নিক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আসবে তাকেও দূষণ মুক্ত করার জন্য ধোবার ব্যবস্থা থাকতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে রোগী কিংবা গাড়ি ধোওয়া পানি কিংবা ব্যবহৃত কাপড় যেন নিরাপদ স্থানে গর্তে চাপা দেয়া হয়, তানা হলে এগুলো থেকে পরিবেশ দূষণ ও সাধারণ মানুষ আক্রান্ত হবে।

আমাদের স্থাপিত এন বি সি ডিকন্টামিনেশন ইউনিট

জুবেল হাসপাতাল থেকে আগত প্রতিনিধি তার থাই কন্ট্রাকটরের মাধ্যমে এন বি সি ডিকন্টামিনেশন ইউনিটের লোহার খাঁচা দাঁড় করাল এবং তাতে তেরপলের ছাউনি দিল আমাদের জোয়ানরা। এ ইউনিটের দায়িত্বে রাখা হল আমাকে কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি এ ইউনিট চালানোর মত লোকবল আমাদের নেই। রাসায়নিক যুদ্ধের সময় একটা ডিকন্টামিনেশন ইউনিট চালাতে এক এক শিফটে ১২ জন করে দক্ষ লোক লাগে, কারণ এন বি সি স্যুট পরে একাধারে একলোক বেশি সময় কাজ করতে পারে না। সে হিসাবে ২৪ ঘন্টা ডিকন্টামিনেশন ইউনিটকে কর্মক্ষম রাখতে ৩৬ জন দক্ষ লোক দরকার অথচ আমাদের অফিসার সহ সর্বসাকুল্যে লোকবল ২২ জন যাদের দিয়ে ফিল্ড হাসপাতালের দায়িত্বই কোনমতে পালিত হচ্ছে। ভাগ্য ভাল হলে যুদ্ধের কোন পর্যায়েই হয়ত আমাদের রাসায়নিক বা জীবাণু অস্ত্রের মোকাবিলা করতে হবে না।

৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৯০

এখানে এই রাস মিসহাবে খবরের কাগজ আসে অনিয়মিত। হয়ত আসে কিন্তু আমাদের হাতে পৌঁছে না। বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম হল টেলিভিশন, আছে ক্যাপ্টেন মাসুদের রুমে। মাঝে মধ্যে সেখানে আড্ডা মারি, খবর শুনি। ধীরে ধীরে দেখতে পাচ্ছি ইরাক পুরো বিশ্বের কাছ থেকে একঘরে হয়ে যাচ্ছে। নৈতিক কিছু সমর্থন পাচ্ছে পি এল ও'র কাছ থেকে। ইয়েমেন, কিউবা এবং জর্দান যতটুকু সমর্থন দিচ্ছে তাতে ইরাকের তেমন কোন লাভ হবে বলে মনে হয় না। আমরা মাঝে মধ্যে একমাত্র আরব নিউজ হাতের কাছে পাই। ইতোমধ্যেই ইরাকের বিমান চলাচলের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। শুধু মানবিক সাহায্য পৌঁছবে ইরাকে, অন্য

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট তুর্কুত ওজাল

www.pathagar.com

কিছু নয়। ৬৭০ নং জাতিসংঘের এ রেজুলেশন পাশ হয়েছে ১৪ - ১ ভোটে। কিউবা প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়েছে। আর বিগত ২৪ সেপ্টেম্বর ৬৬৯ নং রেজুলেশনের মাধ্যমে নিরাপত্তা পরিষদ তার স্যাংশন কমিটিকে ইরাক কিংবা কুয়েতে খাদ্য, ঔষধ বা অন্য মানবিক সাহায্য পাঠানোর ক্ষমতা প্রদান করেছে। বর্তমানে এক শ্বাসরুদ্ধ কর অবস্থা বিরাজমান এখানে। সাদ্দাম হোসেনের এক ভুলের জন্য মুসলিম উম্মাহ আজ বিভক্ত। মুসলমানদের ইতিহাস বড় কোন পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ইরাক অবশ্য ইসরাইলকে জড়িয়ে বিভিন্ন মুসলিম দেশের জনমত তার দিকে টানতে কিছুটা সমর্থ হয়েছে। দরকারে ইসরাইলকে আক্রমণের ইঙ্গিত দিচ্ছে ইরাক। প্যালেস্টাইনীদের স্বাধীন ভূমির সাথে তাঁর কুয়েত দখলের সম্পর্ক আমার মাথায় আসল না। একজন সাংবাদিক তুরস্কের প্রেসিডেন্টকে জিজ্ঞেস করেছেন - তুরস্ক কি করবে যদি ইরাক ইসরাইল আক্রমণ করে। জবাবে তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী তুর্কুত ওজাল বললেন -"That would be the biggest mistake, the suicide for the Iraqi people, Israel would blast them". অর্থাৎ এটা ইরাকের সবচেয়ে বড় ভুল হবে, এটা ইরাকীদের জন্য হবে আত্মহত্যা। ইসরাইল তাদেরকে উড়িয়ে দেবে।

অথচ এই আমরা ইরাকের শক্তি নিয়ে গর্ব অনুভব করেছি। ইসরাইলের বিরুদ্ধে একজোট হয়েছে মুসলিম উম্মাহ বার বার।

বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের বিবৃতি, মতামত, হুমকির মধ্যেই সামরিক প্রস্তুতি জোরদার হচ্ছে। সৌদি প্রিন্স সলমন ১২,০০০ স্বেচ্ছাসেবীর কুজকাওয়াজ দেখেছেন রিয়াদে। তিনি বলেছেন - সত্যিকারের জেহাদ হল সেটাই যেখানে কেউ ধর্মীয় কারণে দেশ মাতৃকার রক্ষায় আত্মোৎসর্গ করে। সৌদি সৈনিকদের সাথে প্রায়ই কথা হয় আমাদের। কথায় কথায় যুদ্ধের প্রসংগই আসে বেশি। ওদের মাঝে ইরাকের সাথে যুদ্ধ করার অনীহা বিদ্যমান। ওরা এখনও মনে করে ইরাক ওদের অস্থায়ী শত্রু এবং এ অবস্থা বেশি দিন থাকবে না।

সৌদি আরবে এসেছে আলফ্রেড লেরী, কমান্ড্যান্ট মেরিন কোর, ইউ এস মেরিন। তিনি এখনও সরাসরি যুদ্ধের কথা বলেননি, তবে তাঁর বক্তব্য হল - All know that best defence is the best offence অর্থাৎ সবাই জানে সর্বোত্তম প্রতিরক্ষা হল সর্বাত্মক আক্রমণ। এভাবে ধীরে ধীরে ঘনীভূত আশংকার মাঝে আমাদের দিন কাটছে একে একে।

০৪ অক্টোবর ১৯৯০

আর এ এম ক্লিনিকের ৪টি এ্যাম্বুলেন্স ছাড়াও আর একটা বড় সড় এ্যাম্বুলেন্স আবিষ্কার করলাম। সব সময় দাঁড়ান থাকে এটা, ব্যবহার নাই বললেই চলে, তাই

ততটা খেয়াল করিনি। দেখি ওর এক চাকা বসে গেছে, হাওয়া শূন্য। বুঝলাম এর কদর ফুরিয়েছে। কেন কদর নেই? খুঁজতে যেয়ে দরজা খুলে এর মধ্যে ঢুকে গেলাম। হা কপাল, অবাক কান্ড। সুপরিসর এ এ্যাম্বুলেন্সে ক্রিটিক্যাল রোগীর শুশ্রূষা দানের জন্য সব ব্যবস্থা আছে - সাকার মেশিন, অক্সিজেন সিলিন্ডার, কার্ডিয়াক মনিটর এবং ডিফিব্রিলেটর - কিন্তু বছরে একবারও ব্যবহার হয়নি বলে এর এত অযত্ন। অন্য এ্যাম্বুলেন্স গুলোও ভাল এবং স্বয়ংক্রিয়। একজনকে শুইয়ে এবং ৪ জন বসিয়ে মোট পাঁচজন রোগী স্বচ্ছন্দে বহন করা যায় - সামনের প্রশস্ত আসনে চালকের পাশে দু'জন সহজেই বসতে পারে।

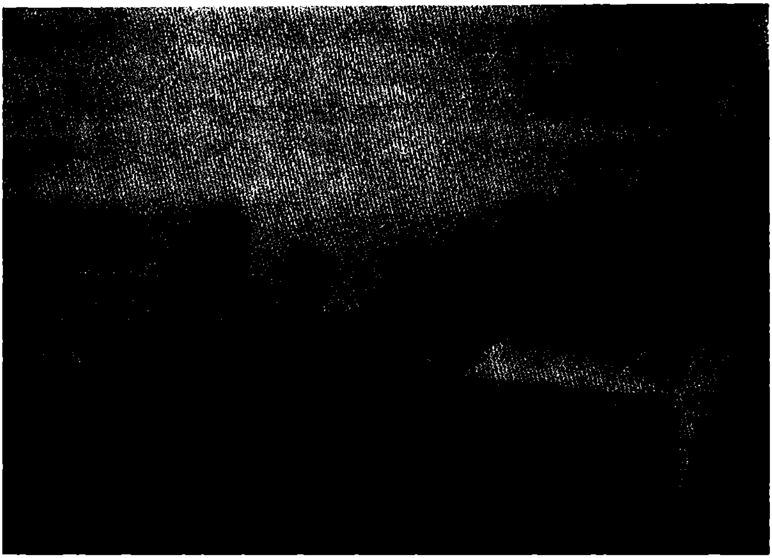

রোগী স্থানান্তরের জন্য ব্যবহৃত সৌদি এ্যাম্বুলেন্সের কাছে প্যারামেডিকসহ লেখক

আমাদের রোগী পাঠাতে হয় জুবেল হাসপাতালে কারণ রাস আল মিসহাব ক্লিনিক নৌ বাহিনীর। জুবেল হাসপাতালও নৌ-বাহিনীর কিন্তু আমাদের অর্থাৎ ফিল্ড হাসপাতালের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সরবরাহ পাচ্ছি দাহরান মিলিটারি মেডিকেল কমপ্লেক্স থেকে। আর এ এম ক্লিনিক তার প্রয়োজনীয় সামগ্রী আনে জুবেল থেকে অর্থাৎ এ মুহূর্তে আমাদের ঔষধ পত্রের প্রাপ্তির উৎস দাহরান এবং জুবেল দু'টোই।

আমরা সৌদি সেনাবাহিনী ছাড়াও এ মুহূর্তে কাতার, বাহরাইন, এমনকি মাঝে মাঝে দু'একজন মার্কিনী রোগীরও চিকিৎসা করছি। হঠাৎ করে আমাদের সম্মুখ সীমান্ত জবল আল সিদাদে অবস্থিত সৌদি ৮ ব্রিগেড অর্থাৎ আবু বকর ব্রিগেড থেকে রক্ত আমাশয়ের রোগী আসা শুরু করায় আমি জুবেলে যাব বলে ঠিক করলাম। ইচ্ছা সেখানকার প্রশাসকদের সাথে কথা বলা।

www.pathagar.com

ক্লিনিকের এ্যাম্বুলেন্সে করে যাচ্ছি জুবেল, সাথে ৪ জন রোগীও আছে। গাড়ি চলছে সোজা হাইওয়ের উপর দিয়ে। গতি ঘন্টায় ১৬০ কিঃ মিঃ। কিছুক্ষণ পর ড্রাইভারকে বললাম, আবদুর রহমান একটু আস্তে চালাও - কিন্তু কে শোনে কার কথা। রেডিওর আওয়াজ বাড়িয়ে শুনছে আরবী মিউজিক আবদুর রহমান। দুরন্ত বেগে ছুটছে গাড়ি, বাজছে মিউজিক এবং একই সাথে ও আমাকে আশ্বস্ত করছে - Don't worry doctor. তারপর গাড়ির গতির সাথে পাল্লা দিয়ে হালকা কোমর দুলিয়ে, পা নাচিয়ে ওর নাচের কসরত চালিয়ে যাওয়া, যা আমি কোনদিন ভুলব না।

আমরা যখন প্রথমে রাস আল মিসহাবে আসি তখনও পথে পথে আমেরিকান সেনাবাহিনীর কনভয় দেখেছি। আজ জুবেল যাবার পথে মনে হল সেনাবাহিনীর চলাচল এখন অনেক বেশি। দেখলাম সারি সারি আর্মার্ড কার, সেলফ প্রোপেলড গান, মালটি ব্যারেল রকেট লাঞ্চার এবং ডাবল ডেকার বোঝাই সৈন্য যাচ্ছে সীমান্তের দিকে। জানি যদি এ যুদ্ধ লাগেই তাহলে মুসলিম বিশ্বের অপুরণীয় ক্ষতি হবে।

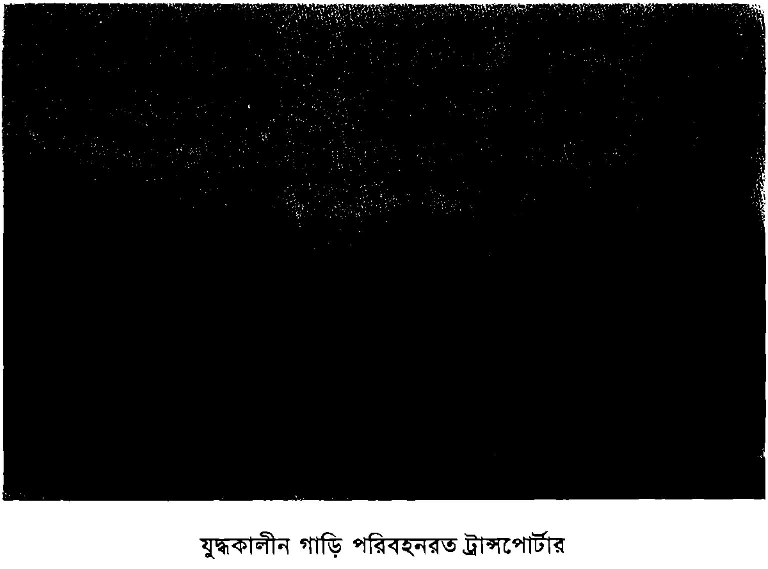

যুদ্ধকালীন গাড়ি পরিবহনরত ট্রান্সপোর্টার

প্রায় পৌনে ১২ টার দিকে জুবেল হাসপাতালে পৌঁছলাম। এখানে সাড়ে এগারটায় নামাজ এবং দুপুরের খাবারের ছুটি। একটার আগে আর কেউ সাধারণতঃ অফিসে বসে না। ছিমছাম ঝকঝকে পরিষ্কার হাসপাতাল, ১৫০ শয্যার। সৌদিদের এটা সবচেয়ে ছোট সশস্ত্র বাহিনী হাসপাতাল। ইমারজেন্সী, রিসাসসিটেশন, প্রাইমারী কেয়ার এবং ইনডোর সব আলাদা আলাদা এবং অত্যন্ত সুন্দর। হাসপাতালের মধ্যেই মসজিদ। ক্যাফেটারিয়া, ইলেক্ট্রোমেডিকেল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশন, কোন কিছু

বিকল হলেই সাথে সাথেই সেবা প্রদানের জন্য লোক হাজির। পেজিং সিস্টেম আছে হাসপাতালে। কাউকে দরকার হলে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে তাকে ডাকা যেতে পারে। পাকিস্তানী ক্যাপ্টেন শোয়েব নাজির আমার সাথে ছিল - ওর পোস্টিং এখানেই। আপাততঃ কিছুদিনের অস্থায়ী কর্তব্যে রাস আল মিসহাবে আছে। প্রথমে আমরা গেলাম প্রাইমারী কেয়ারে। শোয়েব আমাকে কয়েকজন পাকিস্তানী এবং সুদানী ডাক্তারের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। দেখি ওরা সবাই একজন ব্রিটিশ ডাক্তারের গোষ্ঠি উদ্ধার করছে। সুদানী ডাক্তার বললেন - বিশ্বাস করবেন না, ভোর থেকে ইতোমধ্যেই আমি ৪০ জনের বেশি রোগী দেখেছি অথচ সাদা চামড়ার ডাক্তার রোজ ১০ টার বেশি রোগী দেখবে না। আবার লম্বা একটা লেকচার মেরে বলবে, বেশি রোগী দেখলে ঠিক সিদ্ধান্ত দেয়া যায় না। ব্যাটা বেতন নিত ২৮ হাজার সৌদি রিয়াল প্রতিমাসে, এখন যুদ্ধের ভয়ে ভেগেছে।

এ হাসপাতালের রোগী পরিবহনের জন্য এ্যাম্বুলেন্স দেখলাম একসারি, দেখলাম হেলিপ্যাড এবং হেলিকপ্টার, আছে গাড়ি মেরামতের জন্য মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্ট। এদের মেডিকেল স্টোর দেখে তাক লাগল - ট্যাবলেট গুণে মেশিনে, আমাদের মত হাতে গুণে সময় নষ্ট করে না। আছে নির্ভুল হিসাব রক্ষণের জন্য কম্পিউটার যার বেশির ভাগ স্টাফই ফিলিপিনো - কিছু কিছু অবশ্য সৌদি, আমেরিকান ও পাকিস্তানী আছে। এ হাসপাতালে বর্তমান মেডিক্যাল ডাইরেক্টর একজন কাশ্মিরী। ক্যাফেটারিয়ায় খাবার সময় শোয়েব পরিচয় করিয়ে দিল তাঁর সাথে। ক্যাফেটারিয়া চালাচ্ছেন বাংলাদেশের ইসলাম। বাড়ি ময়মনসিংহে। সদালাপী এবং অল্প বয়সী ভদ্রলোক। আমার খাবার টেবিলে এসে বসলেন। তার ক্যাফেটারিয়ায় মাছ, ভাত, সবজী, স্যুপ, কোপ্তা মায় পটেটো ম্যাস পর্যন্ত আছে। ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। পটেটো ম্যাস মানে আমাদের আলু ভর্তা। খাবার রাখা আছে প্যানট্রিতে। লাইন ধরে প্লেট নিয়ে যার যেটা এবং যতটুকু পছন্দমত নিলেই হল। খাবারের বিল দেবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

আমার খুব ক্লান্তি লাগছিল। শোয়েবকে বললাম বিশ্রাম নেব। ও বলল - চল ইয়ার মেরা ঘরমে, আপকো ছোড়কে আতাহু। ওর এখানে একটা রুম আছে। এখানে অবিবাহিত বা স্ত্রী ছাড়া যারা বিবাহিত আছেন তাদের থাকার ব্যবস্থা খুবই আরামপ্রদ। বিরাট বিল্ডিং, লাল কার্পেটের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রায় শেষ মাথায় এসে নীচ তলাতেই ওর রুম। প্রত্যেকটা ঘরই বেশ বড়সড়। সহজেই সপরিবারে থাকার মত। এখানে আছে টেলিভিশন, মিউজিক্যাল সেন্টার, রেফ্রিজারেটর। বাথরুম খুবই সুন্দর, একদম ঝকঝক করেছ। পুরো রুমই লাল পুরু কার্পেট মোড়া। রুম দু'টো। দেয়ালে মনোমুগ্ধকর কার্পেট ঝুলান। অপেক্ষাকৃত বড় রুমে দেয়া আছে ডাবল বেড। তার অর্থ এই নয় যে রুমটা দু'জনার জন্য বরাদ্দ। থাকবেন এখানে এক জন। শোয়েব বলল - Mahmud, this place is better

than any week end in a five star hotel in Karachi - অর্থাৎ মাহমুদ, এ জায়গা সাপ্তাহিক ছুটির দিনের করাচীর যে কোন পাঁচ তারা হোটেলের চেয়ে উত্তম। বেলা ৩টার দিকে ও আমাকে ছেড়ে ওর কাজে গেল। ফিরে এল ৪টার দিকে। আমি এই এক ঘন্টা ঘুমালাম তৃপ্তির সাথে। তারপর সামান্য প্রস্তুতি এবং যাত্রা আবার ফেলে আসা রাস মিসহাবের উদ্দেশে।

জুবেল সম্পর্কে এখানে কিছু বলা দরকার। সৌদি আরবের ইস্টার্ন প্রভিন্সের উল্লেখযোগ্য শহরের মধ্যে এটা একটা। এখানে বিমান বন্দর, হাসপাতাল, নৌ বন্দর সবই আছে। এখানে আছে পেট্রোলিয়াম রিফাইনারী, পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্স, এ্যালুমিনিয়াম প্লান্ট ইত্যাদি। তাছাড়া আছে লোহার কারখানা, প্রাকৃতিক গ্যাস তরলীকরণ প্লান্ট। এ ছাড়াও আছে সামরিক বিমান বন্দর, যা জুবেল হাসপাতালে যাবার পথে ডান দিকেই পড়ে। সেখানে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে ফাইটার। আমি চলার পথে গুণেছি নব্বইটিরও বেশি। এখান হতে রোগী পাঠান হবে দাহরানে এবং দাহরান থেকে রিয়াদ কিংবা জেদ্দা। এটাই এখানকার রোগী পাঠাবার চেইন। সন্ধ্যার পরে মরুভূমিতে এ আমার প্রথম পথ চলা। ধু ধু মরুভূমিতে হালকা আলোর ছোঁয়া। কিন্তু শহরগুলো ঝলমলে সোডিয়াম লাইটের আলোয় উজ্জ্বল। সৌদি ড্রাইভার আব্দুর রহমান রাতের সৌদি আরবের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিল। চলতে চলতে হঠাৎ আমাদের গাড়ির গতি শ্লথ হয়ে এল একটা আমেরিকান গাড়ির পিছনে। হঠাৎ দেখি একজন সৈনিক দাঁড়ান অবস্থা থেকে বসে তার সাবমেশিনগান আমাদের গাড়ির দিকে তাক করল। আমরা যখন পাশ কাটিয়ে ওদের ছাড়িয়ে যাচ্ছি, সাথে সাথে আমাদের গাড়ির দিকে ঘুরে যেতে দেখলাম ওর মেশিনগানের নল, হাত সতর্ক ভঙ্গিতে ট্রিগারে। আমাদের ইউনিফরম আছে, আছে সৌদি নেভীর ছাপ মারা এ্যাম্বুলেন্স। তারপর কেন ওদের সন্দেহ হল বুঝতে পারিনি। তবে বিদেশে মিলিটারি মিশনে এ সতর্কতার দরকার আছে বৈকি। নতুন স্থানে নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে সন্ধ্যা ৭টায় আমরা রাস আল মিসহাবে ফিরে এলাম।

০৫ অক্টোবর ১৯৯০

আজ শুক্রবার, কাজ কম। ঘুমিয়েছি অনেকক্ষণ। এখন প্রায় সাড়ে দশটা। জুমার নামাজের জন্য তৈরি হচ্ছি। এখানে এসে নামাজের জন্য বেশ মুশকিলই হয়েছে। জোহর কিংবা জুমার আযান দেয়া হয় সাড়ে এগারটার দিকে এবং জামাত হয় দুপুর বারটায়। আসরের নামাজের আযান বিকাল তিনটায় এবং জামাত হয় আধঘন্টা পরে। মাগরিবের আযান এখন হয় সাড়ে পাঁচটায়, জামাত শুরু হয় দশ মিনিট পরে। আমাদের দেশে মাগরিবের পরে এভাবে কোন সময়

www.pathagar.com

দেয়া হয় না। এশার জামাত হয় সন্ধ্যা সাতটা পঁচিশে আর ফজর ভোর সাড়ে চারটায়। যে কোন ওয়াক্তে মসজিদে ঢুকলে দেখা যাবে মুসল্লিরা দাখিলুল মসজিদের দু'রাকাত নামাজ আদায় করছেন। প্রায় মুসল্লিই টুপি ছাড়া, গেনজি গায়। বলাবাহুল্য মুসল্লিরা বেশির ভাগই সৈনিক। এখানে যুদ্ধকালীন অবস্থায় একবার ওজু করে জুতা পরেই নামাজ আদায় করার ফতোয়া দেয়া হয়েছে। বেশির ভাগ লোকই জুতা নিয়ে মসজিদে ঢুকে নামাজ আদায় করছে। দু'একজন মুসল্লি আবার মাথায় সাদা কিংবা রঙীন তোয়ালের উপর কাল ব্যান্ড পরে। এখানে প্রায় লোকই বয়স নির্বিশেষে জোব্বা পরিধান করে। বেশির ভাগ সাবালক পুরুষই জামাতে হাজির হয়। যদি কেউ জামাত ধরতে ব্যর্থ হয় তবে যে ক'জন অবশিষ্ট থাকবেন তারা সবাই মিলে দ্বিতীয় জামাত আদায় করবেন। দু'জন হলেও এরা জামাতে নামাজ পড়ে। জুমার দিন খোৎবা হয় লম্বা করে। প্রথমাংশে সাধারণ সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় কথাবার্তা বলা হয়। এখন প্রায় জুমাতেই জিহাদ ও তার গুরুত্ব, শহীদ কিংবা গাজীর কি মর্যাদা আল্লাহ্ পাকের কাছে এ সম্পর্কে বলা হচ্ছে। দ্বিতীয় অংশ বেশ সংক্ষিপ্ত এবং আল্লাহর প্রশংসা সম্বলিত। এখানে মসজিদহীন কোন লোকালয় নেই। রেল গাড়ির বগির মত ছোট ছোট কেবিন চাকার উপর পাশাপাশি কয়েকটা বসিয়ে দিলেই সুন্দর মসজিদ, আর এয়ার কুলারের বদৌলতে উত্তাপের বালাই নেই। এখানে আযান হয় প্রত্যেক ওয়াক্তে মাইকে। আকামতে এরা হাইয়া আলাস সালাহ্ এবং হাইয়া আলাল ফালাহ্ একবার করে বলে। প্রত্যেক কথাতেই সাধারণ লোকের মুখেও আল্লাহর নাম এবং গুণগান, তবে যারা অতি আধুনিক হচ্ছে তাদের আচরণে পরিবর্তন আঁচ করা যায়।

০৬ অক্টোবর ১৯৯০

দেশ ছেড়ে বিদেশের মাটিতে এ আমার প্রথম অবস্থান। আমরা তিন ভাই। একজন থাকেন অস্ট্রেলিয়ায়। বিয়ে থা করে সংসারী হয়ে ভালই আছেন। তিনি ভাইদের মধ্যে মেজ এবং আমার বড়। ঠিক খুঁজে খুঁজে আমাকে বের করলেন বিকাল তিনটায়। টেলিফোন বাজল। ওর কণ্ঠস্বর শুনে আমার হৃদয় আকুলি বিকুলি করে উঠল। গত কদিন ধরেই স্বপ্নে বাচ্চাদের অনেক আদর করেছি। এতদূরে বসে থেকে থেকে মনে হয়েছে আপন জনের স্পর্শও স্বস্তিকর। ওর কণ্ঠস্বর আমায় নিয়ে গেল ফেলে আসা স্মৃতির সুরম্য উদ্যানে। ভাইয়ের সাথে কথা বলার পর মন হালকা হয়েছে অনেক। কি খুশিতে চোখের জল বইল তার ব্যাখ্যা আমার জানা নেই। আমি জানি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসা এ অশ্রু সুখের এবং দুঃখ ভোলানিয়া।

www.pathagar.com

০৭ অক্টোবর ১৯৯০

যুদ্ধের আগে এ নৌ ঘাঁটি প্রায় পরিত্যক্ত ছিল। এখন যতই দিন যাচ্ছে লোকজনের আনাগোনা বাড়ছে। আসছে আমেরিকান মেরিন, আসছে কাতার এবং মিশরের সেনাবাহিনী। সেনেগালের কয়েকজন অফিসার এসে ধরে বসল, ওদের এন বি সি ডিকন্টামিনেশন ইউনিট দেখাতে হবে। ঘুরে ফিরে দেখালাম ওদের এন বি সি ডিকন্টামিনেশন ইউনিট এবং আমাদের স্থাপিত মুসতাশফা ময়দান বা ফিল্ড হাসপাতাল।

এখানে বেস কমান্ডার ক্যাপ্টেন খালেদের সহকারী লেঃ কমান্ডার আহবাদ ইয়ামেনি দুই স্ত্রীর মালিক। দু'টো বাসা নিয়েছেন দু'জনার জন্য। আমাদের সেনাবাহিনীর মত এখানে দ্বিতীয়, তৃতীয় কিংবা চতুর্থ বিবাহে কোন বাধা নেই এদের।

আমরা যেখানে থাকি ক্লিনিক এবং খাবার ঘর উভয়ই খুব কাছাকাছি। আমাদের বাসস্থানের নাম ডরমিটরী এ - ২। কক্ষ নং - ১২। খাবার ঘরে যেতে হাঁটতে হয় গুণে গুণে কয়েক কদম। আমরা অফিসারগণ যেখানে বসে খাই তার উল্টা দিকে সৈনিকদের খাবারের স্থান। মেনু একই। ভুল করে কোন সৈনিক অফিসারদের খাবার ঘরে চলে এলে কেউ তাকে উঠে যেতে বলবে না। যার যতটুকু লাগে নিয়ে খাবে, নিষেধ করার কেউ নেই। মাংসের মধ্যে আছে দুম্বা আর মুরগী - মসল্লা ছাড়া এদের খাবার দেখতে সাদা কিন্তু খেতে খারাপ লাগেনা। একটা সবজি থাকে সব সময়, ধরলে পিছলে যায়। সাহস করে দিলাম একদিন মুখে পুরে। স্বাদ তত খারাপ নয়। আর টেবিলে সব সময় সাজান আছে হয় আপেল, কমলা, কলা কিংবা আংগুর - ভাত এবং রুটি দু-ই। কখনো কখনো নডিউলও পরিবেশন করা হয়। এখানে কেউ কাউকে চা পরিবেশন করে না। বড় একটা হিটারে পানি গরম হচ্ছে - পাশেই প্লাস্টিকের একবার ব্যবহার উপযোগী গ্লাস। দুধ, চিনি ও প্লাস্টিকের চামচ রাখা আছে টেবিলে। সাথে আছে ইয়োলো লেভেল লিপটন, যার যে ভাবে খুশি বানিয়ে পান করবে।

রাস আল মিসহাবে একটি ডিস্যালাইনেশন প্লান্ট আছে। ডরমিটরিতে যে পানি সরবরাহ করা হয় তা পানের জন্য নয়। পানের পানি আলাদা সরবরাহ করা হয়। পানি সব সময় ঠান্ডা রাখার জন্য এরা গটে রাখে। হাত মুখ মোছার জন্য টিস্যু পেপারের ব্যবহার সর্বত্র। টয়লেটে আমাদের দেশের মত বদনা নেই। ট্যাপ ছেড়ে দিলে ঝর্নার মত পানি বের হয়ে আসে। দু-ই আছে, গরম ও ঠান্ডা। না বুঝতে

www.pathagar.com

রাস মিসহাবে আমাদের বাসস্থান

পারলে গরম পানিতে প্রথম দিনই ফোস্কার ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে বেকায়দা মত। তখন লজ্জা ঢাকার জন্য সমস্যা লুকাতে ব্যস্ত হয়ে যেতে সম্ভবতঃ অনেকেই কসুর করবেনা।

এখন ফিরে আসি আমাদের কর্মস্থল ফিল্ড হাসপাতালে। এতদিনের পরিশ্রমে গড়ে উঠা হাসপাতাল প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের সরবরাহে আরো সুন্দর হয়েছে। আমাদের জোয়ানরাই আশে পাশের এলাকা পরিষ্কার রাখে। ঝক ঝক করেছে ফিল্ড হাসপাতাল, ওদের ভাষায় মুসতাশফা ময়দান। রোগীও ভর্তি হচ্ছে মাঝে মধ্যে। আমাদের কাজে এবং শৃঙ্খলার মানে এখানকার কর্তৃপক্ষ এত খুশি যে,

www.pathagar.com

আমাদেরকে আমাদের পছন্দ মোতাবেক রান্না করে খাবার অনুমতি দিলেন বেস কমান্ডার। আমাদের সৈনিকরাও খুশি। এতদিনে মনের মত করে খাবার খেতে পারবে তারা।

০৯ অক্টোবর ১৯৯০

এখানে খাবার দেয়া হয় ঘড়ি ধরে। নির্দিষ্ট সময়ের পরে এলে খাবার পাবার সম্ভাবনা নেই। খাবার ঘরের অফিসার ইনচার্জ লেফটেন্যান্ট ফাহাদ। মনে হয় বাতাস লাগলে আছড়ে পড়ে যাবে। ফুতুর অর্থাৎ ভোরের নাস্তা পরিবেশিত হয় সাড়ে ছয়টা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে। দুপুরের খাবার হল গাদা, পরিবেশনের সময় সাড়ে বারটা থেকে দু'টো পর্যন্ত। এর পর আশা অর্থাৎ ডিনার, পরিবেশিত হয় রাত আটটা হতে ন'টার মধ্যে। খাবারের সময় এক সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি হয়, বিভিন্ন ভাষা এবং রঙের সংমিশ্রণ ঘটে এখানে। মার্কিনী, ব্রিটিশ, কাতারী, বাংলাদেশী, পাকিস্তানী এবং খোদ সৌদি ছাড়াও আছে মিশর, মরোক্কো এবং জর্দানীরা। দেখে মনে হয় কোন আন্তর্জাতিক সম্মেলন হচ্ছে। খেতে থাকলেও যে পরে ঢুকবে সালাম করে ঢুকবে। অন্ততঃ ৫/৭ জনে জবাব দিবে এক সংগে। পাকিস্তানী অফিসার দ'ুজন সহ আমরা ৪ জন খাই মসল্লা দেয়া খাবার, আর সবাই খায় মসল্লা ছাড়া। দুপুরে এখানে পরিবেশিত হয় বাসমতি চালের ভাত সাথে থাকে বড় বড় রুটি, এদের ভাষায় খুব্জ। রাত্রিতে পরিবেশিত হয় মোটা চালের ভাত, রুটি কিংবা নডিউল। এখানকার নডিউল গুলো মোটা, ছোট এবং ভিতরে ফাঁপা, খেতে স্বাদ আছে তবে আমাদের চার রত্নের তা তেমন পছন্দ নয়। এখানে একেক জন একেক কায়দায় খায়। একদিন দেখি একজন স্বাস্থ্যবান টাকমাথা আমেরিকান লেঃ কর্ণেল ভাত রুটির মধ্যে পাকাচ্ছে যেভাবে আমরা মামলেট রাখি, তার পর খাচ্ছে খুব মজাছে। আমরা ক'জন খুব হাসলাম। উনি প্রায়ই ভারিক্কি চালে ঢোকেন এবং হাত নেড়ে মাঝে মধ্যে আমাদের সাথে ভালমন্দ দু'একটা কথা বলেন। ক্যাপ্টেন মাসুদ আফতাব বুখারী আবার একটু বেশি সৌখিন - ও সব সময় সাথে রাখে হটসস, পাকিস্তানের চাট মসল্লা আর আমরা সবাই মজা করে চাখি।

সৌদিদের সব কাজ কোম্পানি ভিত্তিক, সেনাবাহিনীর সরবরাহও চুক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন কোম্পানি করে থাকে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কোম্পানি নিজেদের নিয়োজিত লোকদের মাধ্যমে সরবরাহ ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখে। দেখলাম এমন এক কোম্পানিতে বাংলাদেশী কিছু লোক ৭০-৭৫ হাজার টাকা খরচে করে এসেছে। বেতন ১৬০ রিয়াল থেকে ২০০ রিয়াল। জিজ্ঞেস করলাম - তোমরা খরচের টাকা কবে নাগাদ তুলতে পারবে?

www.pathagar.com

হতাশ হয়ে কয়েকজন জবাব দিল - ৩ বছরের আগে নয়। তাও আবার কোম্পানির কর্মকর্তারা কোথাও কোথাও নিয়মিত বেতন দেয় না। আমাদের দেশে সেনাবাহিনীর সরবরাহ সেনাবাহিনীই নিশ্চিত করে। এখানে যদি যুদ্ধ লাগে এবং কোম্পানির কর্মকর্তারা পালিয়ে যায়, তখন অবস্থা কি দাঁড়াবে তাই ভাবছি।

এখানে ডাইনিং হলে দেখলাম খাবার অপচয় হয় প্রচুর। দেখে দুঃখও লাগে, অবাকও হই। প্লেট ভরে খাবার নিয়েছে কেউ ভাল লাগল না, ওভাবেই ফেলে রেখে চলে যাবে। এ খাবার যাবে ডাস্টবিনে। খাবে কুকুর বিড়ালে, নয়ত ফেলে দেয়া হবে সমুদ্রে। এদের অপচয় রোধ করতে পারলে তৃতীয় বিশ্বের এক কোটি লোকের অন্নের সাশ্রয় হবে বলে আমার বিশ্বাস।

১০ অক্টোবর ১৯৯০

আগের নিয়ম অনুযায়ী আমরা ক্লিনিকের প্রয়োজনীয় সরবরাহের জন্য জুবেল হাসপাতালে ফার্মাসিস্ট জিমিকে পাঠালাম। কিন্তু ওখান থেকে তাকে জানানো হল - এখন থেকে দাহরান মিলিটারি মেডিকেল কমপ্লেক্স হবে আমাদের সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান যার দূরত্ব এখান হতে ২৫০ কিঃ মিঃ। আর জুবেল হাসপাতালের দূরত্ব ১৮০ কিঃ মিঃ। হয়ত তাতেও কোন সমস্যা হবে না তবে আমাদের কর্মকান্ড জড়িত এমন সব সিদ্ধান্তের অবগতি যথাসময়ে আমাদের হওয়া উচিত।

কিছু কিছু লোকজনের মধ্যে একটা গা ছাড়া ভাব দেখছি। যুদ্ধ হবে না এমন একটা ধারনা সবার মধ্যে বদ্ধমূল। পাকিস্তানী অফিসার ক্যাপ্টেন শাহেদ তবুকের একটা এস এস জি ব্যাটালিয়নের আর এম ও অর্থাৎ রেজিমেনটাল মেডিক্যাল অফিসার। ওরা এসেছে বর্ডারে ডেপ্লয়মেন্টের জন্য। শাহেদ আছে দু'বছর ধরে সৌদি আরবে। কুমার, সময়ের অভাবে বিয়ে করার সুযোগ হয়নি। নিজের ভালবাসার জনের সাথে এনগেজমেন্ট হয়েছে - আশা আছে যুদ্ধের ধকল কাটিয়ে দেশে ফিরে গেলে বাকি কাজটাও হবে।

১১ অক্টোবর ১৯৯০

দেখা হল সালেহ আল আলি আল হিনদির সাথে। পদবী লেফটেন্যান্ট কমান্ডার। নিযুক্তি - রিলেসন্স অ্যান্ড সেফটি অফিসার। এসেছেন রাস আল মিসহাবে

www.pathagar.com

জরুরী মিশনে। কাজ করেছেন আজ সারাদিন। আরো কয়েকদিন এখানে থাকবেন। ওর সাথে আছে আরো ১১ জন বিভিন্ন পদবীর অফিসার তবে সালে আল আলি আল হিনদিই দলনেতা। ও আজ ভোরে এল আমার কাছে - কাশি, পেটে ব্যথা এবং কানের সমস্যা নিয়ে। প্রেসক্রিপশন লিখে ঠিকমত সেবনের পরামর্শ দিয়ে বিদায় করলাম। দুপুরে দেখা হল ডাইনিং রুমে। দেখেই হাত নাড়াল। আকর্ণ বিস্তৃত হাসি সবাইকে উপহার দিয়ে বলল - He is a good doctor for chest but not for abdomen. সবার সাথে আমি ও হাসিতে যোগ দিলাম। বললাম - তা হলে তোমার পেটে ব্যথা এখনও আছে কিন্তু হাক ডাক শুনেত মনে হচ্ছে পনই। আল আলি থাকে জেদ্দায়। নিজের বাসার ঠিকানা দিয়ে বললেন - যদি কোন প্রয়োজন বা অসুবিধা হয় হজ্ব বা ওমরার সময়, তা হলে আমার সাথে যোগাযোগ করবে।

১৬ অক্টোবর ১৯৯০

ডিনারের পরে হাঁটছি। মাঝে মধ্যে শরীর মন চাঙা করতে ক্যাপ্টেন মাসুদ, আমি এবং মেজর জাফর বাইরে খোলা হাওয়ায় ঘুরি। সমুদ্রের কিনারে এসে রাস্তা ডান বাম দু'দিকে ভাগ হয়ে গেছে। যুদ্ধের সম্ভাবনায় এখানে সোডিয়াম লাইটের উজ্জ্বলতা নেই। অন্ধকারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে আর্মার্ড কার। সতর্ক ভঙ্গিতে পাশেই সৈনিকরা ফরাস বিছিয়ে চা পান করছে, কেউ কেউ আবার তাস পিটাচ্ছে মনোযোগ দিয়ে। ওদের কাছ দিয়ে হাঁটলে সবাই খোঁজ নেবে কেমন আছি, চা পানের অনুরোধ করবে। বারটা বাজবে আমাদের সান্ধ্য ভ্রমণের।

বাম দিকের রাস্তা উত্তর মুখী। তাকালে খবজির আলোর সামান্য আঁচ বোঝা যায়। মাঝে মধ্যে চোখ ঝলসে দেবে ছুটে যাওয়া কোন গাড়ির উজ্জ্বল আলো। এদিকের ডেপ্লয়মেন্ট বেশ দূরে। অন্ততঃ ১ কিঃ মিঃ হবে। আমাদের চলার পথে সৌদি সৈনিকদের দেখা হবে না। এখন কোনটা করব আমরা? সান্ধ্য ভ্রমণে বাম দিকে যাব না চায়ের অতিথি হব সৌদি মেরিনদের। আমাদের তর্ক বেশ জমে উঠেছে, সমস্যা সমাধানের জন্য হঠাৎ ছেদ টানল মেজর জাফর। বলল- Let us avoid the Saudi hospitality and go to the left অর্থাৎ চল সৌদি আতিথেয়তা এড়িয়ে বাম দিকে যাই। তদাস্তু বলে আমরা সবাই বাম দিকে হাঁটা শুরু করলাম।

www.pathagar.com

১৭ অক্টোবর ১৯৯০

হঠাৎ করে টেলিফোনে সংবাদ এল লেঃ কমান্ডার আহ্‌বাদ ইয়ামেনির কাছ হতে। রিয়াদ থেকে কয়েকজন অফিসার আসছেন আমাদের মুসতাশফা ময়দান দেখতে। আসলেন তারা চপারে। লেঃ কর্নেল আব্দুল্লাহ্‌ ও মেজর ব্রাউন জানতে চাইলেন এখানকার সুযোগ সুবিধা। তাঁরা ঘুরে ঘুরে দেখলেন সব। ওদের হাসি মুখ দেখেই বুঝলাম ওরা খুশি। আমরা স্পষ্ট জানলাম, যুদ্ধ লাগলে আমাদের আরও ডাক্তার এবং প্যারামেডিক লাগবে। কারণ ২ জন ডাক্তার এবং ৬ জন প্যারামেডিকের পক্ষে যুদ্ধকালীন ফিল্ড হাসপাতাল চালান সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে ওরা আমাদের সাথে একমত হলেন।

১৮ অক্টোবর ১৯৯০

আজ বৃহস্পতিবার। ঘড়ির কাঁটার টিক টিক ধ্বনির সাথে উপসাগরীয় এলাকায় আমাদের আরো একটি দিন কাটল। দেখতে পাচ্ছি দ্রুত জনমত গড়ে উঠছে ইরাকের যুদ্ধংদেহী মনোভাবের বিরুদ্ধে। ইতোমধ্যেই বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক অবরোধের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে ইরাকে। ইরাক এসব ব্যাপারে একদম নির্বিকার বরং ইরাক অভিযোগ তুলেছে যে, সৌদি বিমান গত মংগলবার তার আকাশ সীমা লংঘন করে কুয়েতের অভ্যন্তরে ঢুকেছে। উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যেই ইরাক কুয়েতকে তার প্রদেশে পরিণত করে নাম মাত্র একটি প্রাদেশিক সরকার গঠন করেছে। ইরাকের উৎপাদিত তেল বিক্রি করতে না পারায় দৈনিক তার ক্ষতি হচ্ছে ৫৫ মিলিয়ন ডলার। ইরাক প্রস্তাব দিয়েছে ২১ ডলার দরে তারা প্রতি ব্যারেল তৈল বিক্রি করবে। কিন্তু কমদরে এ তেল কেনার জন্য কেউ এগিয়ে এল না। অথচ তেলের উর্ধগতিতে তৃতীয় বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হয়েছে। ফিলিপাইনে কোরীর সরকার পতনোন্মুখ, সমস্যা জর্জরিত ম্যানিলায় অভ্যুত্থান ঘটেছে।

এ মুহূর্তে আমেরিকার ২ লক্ষের অধিক সশস্ত্র বাহিনীর বিশাল দল সৌদি মরুভূমিতে। দ্বিতীয় বৃহত্তম দল ব্রিটেনের। তাদের ৭ গোলন্দাজ বাহিনীর

www.pathagar.com

সৌদি মরুভূমিতে মার্কিন ২৪ মেকানাইজড ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের একাংশ

লোকবল ৮ হাজার এবং দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের বিখ্যাত উত্তরসূরী ডেজার্ট র‍্যাটের অত্যন্ত শক্তিশালী ১২০ টি ট্যাংক এখন সৌদি আরবে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, এই মুহূর্তে ব্রিটেনের ৮৫% লোক ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পক্ষপাতী। আমেরিকার জনগণেরও অনেকেই যুদ্ধের পক্ষে তবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হবে মার্কিন সৈনিকদের। এজন্য এখনও যুদ্ধের পক্ষে তেমন ব্যাপক গণরায় আমেরিকায় নেই তবে অর্থনৈতিক অবরোধে ইরাক কুয়েত ত্যাগ না করলে যুদ্ধ অবধারিত। এ ব্যাপারে এখানে অনেকেরই সন্দেহ আছে কিন্তু আমার কোন সন্দেহ নেই। কথায় আছে কোন বিড়ালে ইঁদুর মারে তা তার গোঁফ দেখলে বোঝা যায়। আমেরিকার এত ব্যাপক আয়োজনে শুধু ভয় দেখাবার প্রয়াস হতে পারে না, প্রয়োজনে অবশ্যই তারা যুদ্ধ করবে।

আমি মুক্ত বিশ্বের দিকে তাকাই। তাকাই ইসরাইলের দিকে। গত ০৮ অক্টোবর ইসরাইলী সৈন্য আল আকসা মসজিদে গমনকারী মুসল্লিদের আক্রমণ করে ২২ জনকে হত্যা করেছে। আহত হয়েছে অনেকে। বিশ্বব্যাপী নিন্দার ঝড় উঠেছে এবং প্রথম বারের মত নিরাপত্তা পরিষদ ১৫ - ০ ভোটে ইসরাইলের নিন্দা জানিয়েছে। ৩ সদস্যের তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়েছে যারা হত্যার কারণ অনুসন্ধান করবে।

www.pathagar.com

ইসরাইল অবশ্য নিরাপত্তা পরিষদের গঠিত তদন্ত কমিশন প্রত্যাখান করেছে। এজন্য নিরাপত্তা পরিষদ ইসরাইলের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেবে কি? ব্রিটেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডগলাস হার্ড গত ২ দিন ইসরাইল সফর করেছেন। এবারে তাঁর অভ্যর্থনা ছিল শীতল। এ মুহূর্তে আমেরিকার সাথেও ইসরাইলের সম্পর্ক উষ্ণ নয়। প্রেসিডেন্ট বুশ ব্যক্তিগত ভাবে বার্তা পাঠিয়েছেন ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক সমীরের কাছে এবং তাতে বলেছেন - মুসলিম বিশ্ব ইসরাইলকে ইরাকের সাথে তুলনা করবে। আমেরিকা এ মুহূর্তে তার সকল কাজে মুসলিম বিশ্বের সমর্থন ধরে রাখার চেষ্টা করছে - ভবিষ্যতেও আমেরিকার এই মনোভাব অক্ষুন্ন থাকবে কি?

ডিক চেনী, আমেরিকার ডিফেন্স সেক্রেটারী। ঘুরে বেড়াচ্ছেন চরকির মত সারা বিশ্ব। ছুটে গেছেন রাশিয়ায়। মত বিনিময় করেছেন রাশিয়ার সাথে - গেছেন তুরস্কে। উপসাগরীয় দেশ গুলো একে একে সফর করে সবশেষে সৌদি আরব এবং সেখান থেকে আজ দেশে ফিরছেন। তার এ অব্যাহত কূটনৈতিক উদ্যোগ অবশ্য সুফল বয়ে আনছে প্রত্যাশা অনুযায়ী।

মার্কিন ডিফেন্স সেক্রেটারী ডিক চেনী ও জেনারেল কলিন পাওয়েল

ইরাক আন্তর্জাতিক ভাবে একঘরে হয়ে যাচ্ছে। কয়েকদিন হল রাশিয়ার বিশেষ দূত প্রিমাকভ দেখা করেছেন প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের সাথে। গরবাচেভ বলেছেন - এটা তাঁর শেষ চেষ্টা। বর্তমানে প্রিমাকভ আমেরিকায়। কথা বলছেন আমেরিকার

কর্মকর্তাদের সাথে এবং আশাবাদ ব্যক্ত করছেন যে, প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের সাথে শান্তিপূর্ণ সমাধান এখনও সম্ভব।

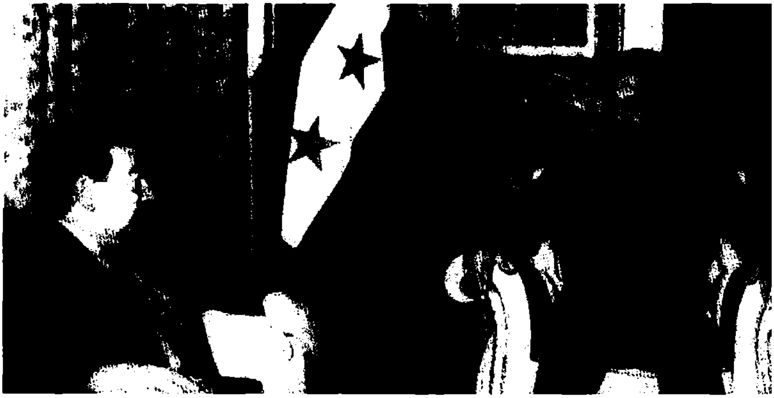

অব্যাহত কূটনৈতিক উদ্যোগ-সৌভিয়েত এনভয় প্রিমাকভ ও সাদ্দাম হোসেন

আমেরিকা এর আগে ঘোষণা করেছিল ইরাক ৪ঠা নভেম্বরের মধ্যে কুয়েত থেকে সরে না গেলে শক্তি প্রয়োগ করা হবে। সে কথা থেকে একটু নরম সুর ধরেছে আজকাল তারা। বলছে - আরো কিছু সময় সাদ্দাম হোসেনকে দেয়া যেতে পারে। কারণ বাণিজ্যিক অবরোধ কাজ করতে আরো কিছুটা সময় দরকার। সত্যই আমেরিকা সাদ্দাম হোসেনকে সময় দিচ্ছে না যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের সমর শক্তি বৃদ্ধি করতে আরও কিছুটা সময়ের প্রয়োজন তা অবশ্য স্পষ্ট করে কেউ বলছে না।

১৯ অক্টোবর ১৯৯০

মেজর ক্যাম এপস। আকারে আমাদের মতই, মার্কিন মেরিন অফিসার। দুই বছরের জন্য জাপানের ইয়োকোহোমা নৌ ঘাঁটিতে বদলি হয়েছিল। এক বছর যেতেই তলব সৌদি আরবে! মেডিক্যাল এ্যাডমিনিসট্রেটর। এখানে মেরিনদের জন্য ১৫০ শয্যার হাসপাতাল লাগাবার সুযোগ সুবিধা দেখতে এসেছে। ও যখন এসে বসলো আমাদের সাথে তখন ক্যাপ্টেন শোয়েব ছাড়া বাকি ত্রিরত্ন আমরা একত্রেই ছিলাম। মেজর ক্যাম আমাদের কর্মব্যাপ্তি দেখে মেজর জাফর এবং ক্যাপ্টেন মাসুদসহ খবজি গেলেন ওখানকার আরব ওয়েল কোম্পানির (এ ও সি) হাসপাতাল দেখতে। যুদ্ধের

সময় কিভাবে এর ব্যবহার যুদ্ধাহতদের জন্য করা যায় তা খতিয়ে দেখতে চায় ও। এ হাসপাতাল সীমান্ত হতে মাত্র দশ কি বার কিঃ মিঃ দূরে। যুদ্ধ শুরু হলে সব বেসামরিক ব্যক্তিদের সরিয়ে নেয়া হবে শহর থেকে। থাকবে শুধু হাসপাতাল আর সশস্ত্র বাহিনীর লোকজন। এ হাসপাতালের ১ নম্বর শেড হল আউটডোর। রক্ষণাবেক্ষণ খুব ভাল। এক্সরে, সি এ টি, প্যাথলজির সুবিধাসহ বিরাট ঔষধ ভান্ডার আছে এখানে। ইন পেশেন্ট ডিপার্টমেন্টের সিট সংখ্যা সত্তর। নার্স আছে ৬০ জন। ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট খুবই সুসজ্জিত, কিন্তু বর্তমানে বন্ধ। প্রশিক্ষিত লোকবল নেই। আছে আধুনিক অপারেশন থিয়েটার, সার্জন। যদি জানতে চান রোগীর ইলেক্ট্রোলাইট লেভেল, জানা যাবে দু'মিনিটেই। যুদ্ধের দামামা বাজায় চাকুরি ছেড়ে চলে গেছে বহুজন। সব পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ কিছু কিছু আছেন। কিন্তু সিনিয়র কেউ নেই। ব্যতিক্রম বাংলাদেশের একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ, তিনি আছেন গত ৩ বছর ধরে। যুদ্ধের ভয় এখনও তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়নি। এর আগে এখানে সশস্ত্র বাহিনীর কাউকে চিকিৎসা দেয়া হত না, এখন হচ্ছে। ইরাক কুয়েত দখল করে নেয়ার পর হাসপাতাল প্রশাসন জরুরী ম্যানেজমেন্ট প্লান তৈরি করেছে। নির্দিষ্ট করা হয়েছে হেলিপ্যাড, জরুরী রোগী পরিবহনের জন্য। হাসপাতাল পরিচালক মেজর ক্যামের গাড়ি দেখে মহাখুশি। এরকম একটা গাড়ি কিনতে চান তিনি। ক্যামের গাড়ির বাইরের আকার দেখতে চটকদার না হলেও আমেরিকার ফৌজি গাড়িগুলো খুবই মজবুত এবং সাধারণতঃ কোন সমস্যা দেয়না এগুলো।

সন্ধ্যা নাগাদ খবজি থেকে ফিরে এল ওরা। রাতে ক্যাম আমাদের সাথেই খেতে বসল। খেল আমাদের মসল্লা দেয়া মুরগি। জানাল যে সে এ ধরনের খাবার খুবই পছন্দ করে। এটা সেটা নিয়ে গল্প করতে করতে এক পর্যায় জানাল - ওর স্ত্রী এখন ইয়াকোহোমাতে। সে চিঠি লেখে সপ্তাহে একটা করে, ক্যাম নিজেও জবাব দেয় রীতিমতো। বলল - তোমাদের সাথে আমার সন্ধ্যাটা এত ভাল কেটেছে যে, মনে হচ্ছে আমার আপনজনের মধ্যেই আছি। যাবার আগে ওকে পুনরায় আমাদের এখানে আসতে বললাম। দু'এক দিনের মধ্যেই আসবে বলে ক্যাম আমাদের জানাল। গাড়িতে উঠে হাত নাড়ল ও। প্রতিউত্তরে আমরাও হাত নেড়ে ওকে বিদায় সম্ভাষন জানালাম। এরপর ক্যাপ্টেন মাসুদের সাথে গেলাম ওর রুমে, ওর টেলিভিশনটা ভাল। এখানেই এখন আমাদের আড্ডাঘর, অবসর ও বিনোদনের স্থান। এমনকি খাওয়া দাওয়া পর্যন্ত এখানেই সারি। সম্প্রতি এ নৌ ঘাঁটিতে আমরা দু'একটা অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছি। যেমন তিন চার দিন আগে রান্না ঘরের তত্ত্বাবধায়ক সার্জেন্ট সা'দ আমাদের সৈনিকদের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে। গত পরশু সার্জেন্ট গনি, একজন সৌদি, রুক্ষ আচরণ করেছে আমাদের পাচকের সাথে। আর গতকাল সার্জেন্ট গনি আমাদের রান্না করার হাড়িপাতিল নিয়ে গেছে। এখন আলাদা রান্না প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম। আমাদের সৈনিকরা উত্তেজিত, অনেক বুঝিয়ে থামিয়েছি ওদের। আমাদের দলনেতা মেজর জাফর কথা বললেন সৌদি কর্তৃপক্ষের সাথে। এদেশের অধস্তনরা চলে

www.pathagar.com

নিজেদের মর্জি মাফিক। উর্ধতনের হুকুম মানে তবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। এখানেও হয়েছে তাই। ওরা দু'জন বারবার সমস্যা সৃষ্টি করায় শেষ পর্যন্ত ওদেরকে শাস্তি দিয়ে রান্নাঘরের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হল। সমস্যার সূত্র খুঁজতে যেয়ে আবিষ্কার করলাম যে, কোন কোন সৌদি সৈনিক আমাদের মসল্লা দেয়া খাবার খেতে চেয়েছিল। কিন্তু আমাদের জোয়ানরা তা না দেওয়ায় ওরা রুষ্ট হয় এবং সূত্রপাত হয় অনাকাংক্ষিত ঘটনার।

এখানে সৌদি আরবে মাছির উপদ্রপ খুব বেশি। এত বেশি যে বাংলাদেশে বসে তা চিন্তাও করা যাবে না। ভরা দুপুর, তাতান রোদ, হয়ত তড়িঘড়ি করে মসজিদে যাচ্ছেন, হঠাৎ করেই দেখবেন নাকে সুড়সুড়ি লাগছে। একই সাথে চোখের পাতায়, কানে এবং কপালে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে আরও কয়েকটা মাছি। চড় মেড়ে মারতে যাবেন নিজেই ব্যথা পাবেন। তাড়াতে হলে হাতই যথেষ্ট নয় - সর্বশরীর দুলিয়ে, মাথা ঝাঁকিয়ে মাইকেল জ্যাকসনের মত ছুটতে হবে। অথবা বিরতিহীন ব্রেক ড্যান্স, হয়ত রোখা যাবে ওদের। ঘরে ঢুকবেন কিংবা মসজিদে, সাথে সাথে বিশ্বস্ত খাদেমের মত ওরাও ঢুকবে পিছু পিছু। একা একা কোথাও যাবেন, সে উপায় নেই। খুবই প্রভুভক্ত ওরা। দারুন ভাবে তেতে থাকা মরুভূমি। গাড়ি থামিয়ে কোন কারণে দরজা খুলেছেন। খালাছ, আপনার আশে পাশে ভনভন সংগীত চমৎকৃত করবে আপনাকে। আদর চলবে শরীরের যত্রতত্র, মেরে নিধন করা অসম্ভব। এরা সে জাতই নয়। দরজা বন্ধ করে মারতে যাবেন, শুধু শুধুই হয়রান হবেন। এরা কমান্ডোদের চেয়েও এ্যালার্ট, ছয় চোখের জীব এরা। তবে হাঁ, জোরে গাড়ি ছুটাবেন, জানালায় কাঁচ সামান্য ফাঁক করবেন, দেখবেন বাতাসের টানে সুড়ুৎ করে বেরিয়ে গেছে ওরা। অন্যথায় সৌদি ভাষায় মুশকিলা কাতির অর্থাৎ অনেক মুশকিল আছে কপালে। এই জন্য ঘরে কিংবা অফিসে সোয়াটের ছড়াছড়ি। মাছি মারার অব্যর্থ হাতিয়ার। ছোট বেলায় আমাদের দেশে চৈত্র বৈশাখ মাসে মাছি মারতে বেতের সোয়াট ব্যবহার করতে দেখেছি। আর আছে দামী স্প্রে, ছড়িয়ে দিলে মাছিও মরবে, বাতাসেও রমরমা খুশবু ছড়াবে। সৌদিদের মাছি মারতে বাতাসে খুশবু ছড়ালে হয়তো কোন সমস্যা নেই, তবে আমাদের যদি মাছি মারতে স্প্রে ব্যবহার করতে হত তা হলে হয়ত লাটে উঠত অনেক জরুরী কাজ। কাজেই বাবারে মাছি এখানেই থাক, আমাদের দিকে একবারও ফিরে তাকিও না।

আজকের খবর আশাবাদে ভরপুর। সৌভিয়েত এনভয় প্রিমাকভ সাংবাদিক সম্মেলনে ইরাকের গোপন প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করেছেন এবং সাথে সাথে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে এখনও শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভব। তিনি ব্যক্তিগত ভাবে তা বিশ্বাসও করেন। প্রিমাকভের বক্তব্যে দ্রুত প্রতিক্রিয়া হয়েছে তেলের বাজারে। ব্যারেল প্রতি ১৬ ডলারে এসে দাম ঠেকেছে। এতে একটা কথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বিশ্ব উম্মুখ হয়ে আছে শান্তির প্রত্যাশায়।

www.pathagar.com

আমরা চলে আসার পর বাংলাদেশ মিলিটারি কন্টিনজেন্টের অন্যান্য ইউনিট কোথায় কিভাবে থাকছে তার খোঁজ নিলাম। ১৮ সেপ্টেম্বর ইস্টার্ন কমান্ড হেড কোয়ার্টার হতে বাংলাদেশ কন্টিনজেন্ট অপারেশন অর্ডার লাভ করে। ৬ ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়নকে সৌদি ইঞ্জিনিয়ার সাপোর্ট কমান্ডের অধীনে ন্যস্ত করা হয়েছে এবং ১০ অক্টোবর তাঁরা আল নাইরিয়ায় চলে এসেছে।

মরুভূমিতে ৬ ইনজিনিয়ারের যোগ্যতার স্বাক্ষর

তাদের নির্মিত ডিভিশনাল ট্যাকটিক্যাল সদরদপ্তরের অগ্রবর্তী কমান্ড পোস্ট

১ ইস্ট বেংগলকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দু'টো। এক - কিং ফাহাদ মিলিটারি সিটির প্রতিরক্ষা এবং দুই - ট্যাকটিক্যাল হেড কোয়ার্টারের পাহারা। মেজর সালাহ্ উদ্দিনের নেতৃত্বে 'ডি' কোম্পানিকে কে এফ এম সি'র প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত করা হয়েছে। ওদের ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টার, 'বি','সি' এবং হেড কোয়ার্টার কোম্পানি বিগত ১০ তারিখে নাইরিয়ায় ডিভিশনাল হেড কোয়ার্টারে চলে এসেছে। 'এ' কোম্পানি খবজির ৩০ কিঃ মিঃ দক্ষিণ - পশ্চিমে ট্যাকটিক্যাল হেড কোয়ার্টার পাহারায় নিয়োজিত আছে। এ স্থানের নাম জবল আল বিলাল। বি কোম্পানি সকল রসদের নিরাপত্তার ভার নিয়েছে। আর 'সি' কোম্পানি তৈলাধার রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত হয়েছে।

কর্ণেল মোহাম্মদ এ্যাডমিন এরিয়া কমান্ডার। অফিসারদের কাছে শুনলাম উনি খুবই ধর্মভীরু এবং সজ্জন ব্যক্তি। ১ ইস্ট বেংগলের ট্যাকটিক্যাল হেড কোয়ার্টারে প্রধান দু'টো কাজ হলো নিয়ম মাফিক টহল এবং রাত্রির আঁধারে শত্রুর অনুপ্রবেশ রোধ। আমাদের অকুতোভয় সৈনিকরা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যোগ্যতার সাথেই

www.pathagar.com

করে যাচ্ছে। আর বিগত ১৫ অক্টোবর ৭ ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্স ৩ টি এ ডি এস (এ্যাডভান্স ড্রেসিং স্টেশন) মিসহাব হাম্মাদ এ পৌঁছেছে।

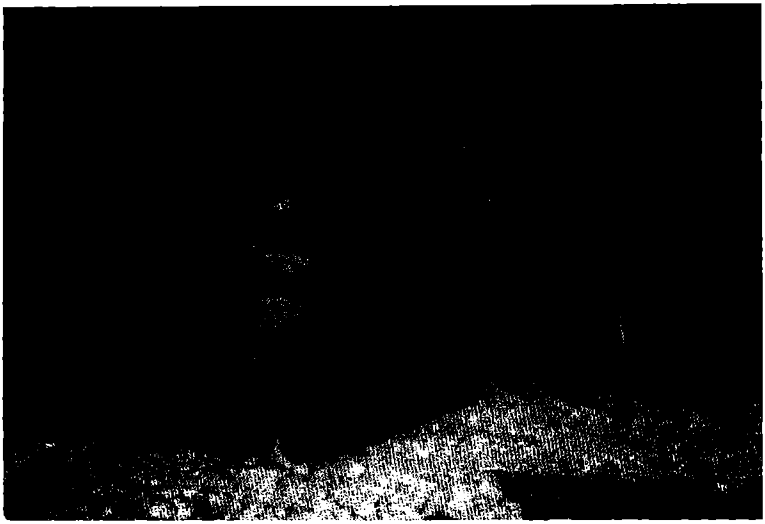

সৌদি মরুভূমিতে ১ ইস্ট বেঙ্গলের একাংশ

ওদের দায়িত্ব হল সৌদি ওসমান বিগ্রেডকে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা। ওদের মেইন ড্রেসিং স্টেশন (এম ডি এস) অবস্থান নিয়েছে জবল আল বিলাল

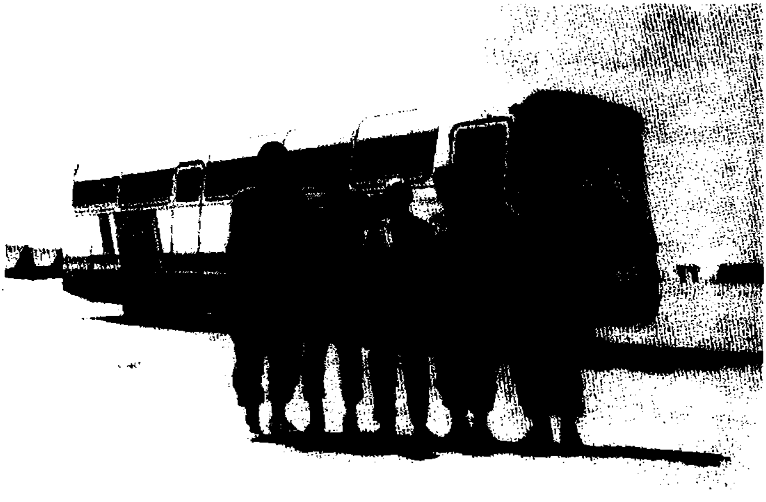

সৌদি মরুভূমিতে ৭ ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্স

www.pathagar.com

এ। আর আমাদের ৫ ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্স এর এম ডি এস চলে এসেছে নবগঠিত নাইরিয়া মিলিটারি হাসপাতালে। এ হাসপাতালে শুধু ইমারত আছে, যন্ত্রপাতি এখনও বসান হয়নি। এ গুরু দায়িত্ব নিল এম ডি এস এর সদস্যরা।

অন্য দু'টোএ ডি এস অর্থাৎ এ ডি এস - ২ এবং এ ডি এস - ৩ পাঠান হয়েছে জবল আবু সিদাদ এ। ওদের কাজ হলো আবু বকর ব্রিগেডকে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা।

সৌদি আবু বকর বিগ্রেডের অবস্থানে এ ডি এস - ২
ও এ ডি এস - ৩ এর কার্যক্রম দেখছেন কন্টিনজেন্ট কমান্ডার

সৌদি আরবে এসে আমরা যে সমস্যাগুলো উপলব্ধি করেছি তা উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ দেশের সাথে যোগাযোগ। নিয়মানুযায়ী বিনা খরচে আমাদের চিঠি পাঠাতে পারা উচিত। আমেরিকা সহ অন্যান্য দেশের সৈনিকরা সে সুবিধা পাচ্ছে। আমরা সময় মত সে সুযোগ সৌদি সরকারের তরফ থেকে পাইনি। এও হতে পারে সময় মত চাইনি। আর দ্বিতীয়তঃ বিনা খরচে দেশে আত্মীয় স্বজনের সাথে কথা বলার সুযোগ - আমাদের জন্য তাও হয়নি। সৈনিকদের মধ্যে এ নিয়ে বেশ কথাবার্তা হচ্ছে অথচ মার্কিন সৈন্যদের বিশেষ নম্বর দেয়া হয়েছে। সে নম্বরে ডায়াল করে সরাসরি ওরা প্রয়োজনীয় নম্বরে ডায়াল করে কথা বলে স্বদেশে ওদের যতক্ষণ মন চায়। সবার সুযোগের স্বার্থে পরে অবশ্য সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে। আমাদের কন্টিনজেন্ট কমান্ডার শুধু একটা আন্তর্জাতিক টেলিফোন পেয়েছেন। সেটার ব্যবহার ইস্টার্ণ প্রভিন্সের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান গ্রহণকারী বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যদের জন্য সম্ভব নয়। এ সমস্যার জন্য আমরা সত্যিই খুব কষ্ট পাচ্ছি।

www.pathagar.com

২১ অক্টোবর ১৯৯০

ভাবছিলাম আজকে উল্লেখযোগ্য কিছু থাকবে না। ক্লিনিকে বসে বসে রোগী দেখছি। একজন লম্বা চব্বিশ কি পঁচিশ বছরের আমেরিকান সৈনিক আসল। ওর ইংরেজি উচ্চারণ বোঝা খুব মুশকিল, বললাম ধীরে ধীরে বল। জানাল - ওদের একজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি মিশনে আছে। তার পক্ষে জায়গা ছাড়া সম্ভব নয়। কিন্তু ডাইরিয়া হয়েছে দু'দিন ধরে, কমছে না। উপদেশ দিলাম কি কি করতে হবে। তারপর সে আমার আরও কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল - তোমাদের এখানে চিকিৎসার কি কি সুযোগ সুবিধা আছে? মেজর অপারেশন করতে পারবে কি না? বললাম - প্রাথমিক চিকিৎসার সব ব্যবস্থা এখানে আছে তবে রোগী ধরে রাখার মত অবস্থা এবং লোকবল আমাদের নেই। ও জানাল ওদের ব্যাটালিয়ন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে কিন্তু চিকিৎসা সহায়তা অপ্রতুল। ওর চোখে জল ছল ছল করছে। ওকে সান্ত্বনা দিলাম। বললাম-ঘাবড়াবেনা, যুদ্ধের আগে সব প্রস্তুতিই সম্পন্ন হবে। রসদ এবং চিকিৎসা সহায়তা ছাড়া কেউই যুদ্ধে যাবে না। ও বলল - আমি তোমার প্রমোশনের সুপারিশ করব। মনে মনে হাসলাম। বললাম - ধন্যবাদ, তোমাকে সুপারিশ করতে হবে না। তবে মনে রাখবে তুমি যে কোন ব্যাপারে ভয় পেলে তোমার কর্মক্ষমতা হ্রাস পাবে দ্রুত এবং সিদ্ধান্তে ভুল হবে। ভয়ের কি আছে? আমরা সবাই একত্রে আছি। ও চলে যেতেই কর্ণেল তাসান এবং মেজর সালেহ মক্কি এলেন জুবেল হাসপাতাল থেকে। একটু পরেই এল মার্কিনী আর এক দল, উদ্দেশ্য বর্তমানে প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধার সাথে আরো প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সুবিধা যোগ করা যায় কিনা তা খতিয়ে দেখা। এখানে যাতে ব্লাড ব্যাংক হয় এবং সার্জন, এ্যানেসথেটিস্ট ও প্যাথলোজিস্ট সবাই একযোগে কাজ করতে পারে এবং একটা শক্তিশালী সম্মুখ সমরাঙ্গন হাসপাতাল হয়। মেজর জাফর এদের নিয়ে ব্যস্ত আর আমি ক্লিনিকের রোগী সামলাচ্ছি। হঠাৎ দেখি আমাদের এম ডি এস হতে মেজর সাদুল্লাহ, মেজর সালাহউদ্দিন এবং মেজর সৈয়দ আলী আমাদের জন্য কম্বল নিয়ে এসেছে। সামনে শীত তাই এ প্রস্তুতি। সৈয়দ আলী জানালেন অধিনায়ক কর্ণেল জোবায়েরকে নিয়ে আসছেন। রোগী বেশি থাকায় ওদের বসতে বলে আমি রোগী দেখছিলাম। হঠাৎ দেখি সৈয়দ আলী হন্তদন্ত হয়ে ঢুকছেন। বললেন - অধিনায়ক এতক্ষণ বাহিরে দাঁড়িয়ে, কেউ তাঁকে অভ্যর্থনা জানায়নি! ওর কণ্ঠের ব্যস্ততা আমাকেও স্পর্শ করল। বাইরে গিয়ে অধিনায়ককে নিয়ে আসলাম ভিতরে। লাঞ্চের পর অধিনায়ক এবং অন্যান্যের সাথে ঘুরে ফিরে দেখতে গেলাম এলাকাটা। সাগরের ছবি তুলছে অনেকে। দেখলাম সাগরের এক জায়গায় অনেকখানি কাল হয়ে আছে। ভাবলাম এখানে মনে হয় উঁচু হয়ে থাকা পাথর আছে। আরো কাছে এগিয়ে দেখি একঝাঁক মাছ। মাছের হুটোপুটি দেখে অধিনায়ক ছেলে মানুষের মত আনন্দ প্রকাশ করলেন। বললেন - মাছ ধরে খাওয়াও।

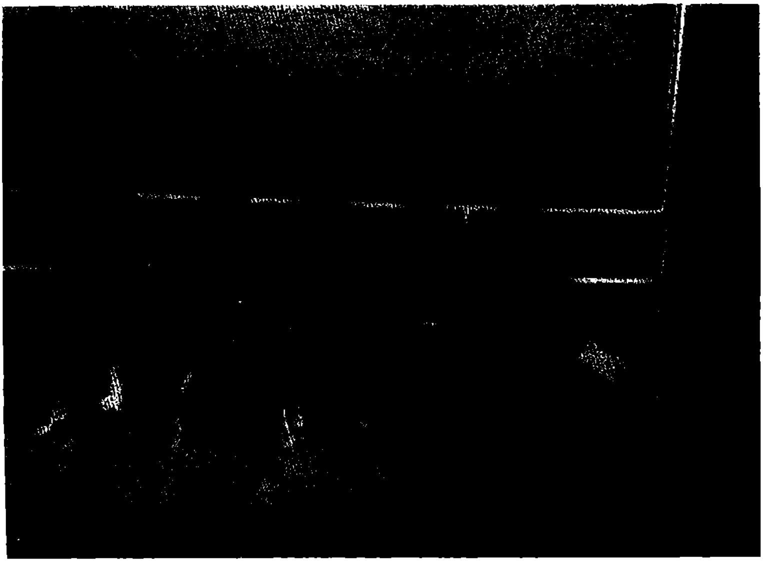

রাস মিসহাবের সমুদ্র সৈকতে অধিনায়ক

হাসতে হাসতে বললেন - তোমরা কোন কাজের না, অন্য এ ডি এস কমান্ডার হলে আমার কাছে মাছ পৌঁছে যেত। এখানে এত মাছ আছে আমাদের জানা ছিল না। মনে হচ্ছিল বসে থাকি সারাক্ষণ কিন্তু যেহেতু অধিনায়ক এবং অন্যান্য অফিসারগণ চলে যাবেন তাই তাড়াতাড়ি ফিরতে হল।

রাস মিসহাবে অধিনায়কের সান্নিধ্যে কিছুক্ষণ

www.pathagar.com

খবর শুনতে বসি রোজ ন'টায় ক্যাপ্টেন মাসুদের রুমে। আজ উল্লেখযোগ্য খবরের মধ্যে আছে ইসরাইল অধিকৃত আরব এলাকায় এক ব্যক্তি ৩ জন ইসরাইলীকে হত্যা করেছে। নিহতদের মধ্যে আছে এক জন মহিলা সৈনিক, একজন কর্তব্যরত পুলিশ এবং একটি স্কুলগামী বাচ্চা ছেলে। মনে হচ্ছে অধিকৃত এলাকায় উত্তাপ আরো বাড়বে। এর পাশাপাশি আছে প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ইরাক সফর এবং কিছু কিছু জিম্মিদের মুক্তির ব্যাপারে সাদ্দামের অনুমতি লাভ। এর সাথে আছে আরো পুরোদমে যুদ্ধ প্রস্তুতির সংবাদ। সৌদি আরবে পৌঁছেছে চ্যালেঞ্জার, ব্রিটিশ ৭ম আর্মার্ড ব্রিগেডের ট্যাংক। তবে যুদ্ধে অংশ নিতে এগুলোর আরো কয়েক সপ্তাহ সময় লাগবে।

২৫ অক্টোবর ১৯৯০

দুপুরে খাবারের সময় মেজর ক্যাম এসে হাজির। জানাল ওর সাথে কয়েকজন কলিগ আছে, আমাদের মেডিক্যাল সেট আপ দেখবে। ওরা আমাদের ফিল্ড হাসপাতাল দেখলো। কিন্তু ওদের দরকার আরো অনেক বড় বড় রুম। ওরা করতে চাচ্ছে অপারেশন থিয়েটার, ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট, রিকভারী রুম ইত্যাদি। ডাইনিং হলের পাশে অবহেলায় পড়ে থাকা সৌদি বিনোদন কক্ষ ওদের পছন্দ হল। কারণ ওখানে বড় বড় ৩ টি রুম ছাড়াও আছে অফিস, টয়লেট এবং স্টোর রুম। মেজর ক্যামের কলিকদের মধ্যে আছেন ক্যাপ্টেন ঈগান, সার্জন ; ক্যাপ্টেন জন, অর্থপেডিক

নিজ সেনাবাহিনীর সাথে আমেরিকার বিদেশমন্ত্রী জেমস বেকার

www.pathagar.com

সার্জন ; লেঃ কমান্ডার নেলসন, হাসপাতাল পরিচালক এবং লেঃ পারনি, কোরম্যান। এরা সবাই মেরিন অফিসার। ন্যাভাল বেসের এক্স ও লেঃ কমান্ডার ইয়ামেনি বলেছেন, কর্তৃপক্ষের একটা চিঠি নিয়ে এলে তিনি ওদেরকে এগুলো ব্যবহার করার অনুমতি দেবেন। ক্যাপ্টেন চেনি, গ্রুপ সার্জন ফার্স্টফোর্স সার্ভিস গ্রুপ, দায়িত্ব পেয়েছেন রাস মিসহাবে ১৫০ বেডের হাসপাতাল স্থাপনের। ওরা সবাই দরদী কর্মী। এ নৌ ঘাঁটির সবাই ওদের সাহায্য করছে এবং সৌদিদের কেউ কেউ এসে ওদের ব্যাপারে আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে, ওদের জন্য আর কি কি করা যায় সে ব্যাপারে। অথচ আমরা যখন এখানে এসেছি আমাদের গ্রহণে এদের অনীহা ছিল প্রবল। যোগ্যতা এবং আন্তরিকতা দিয়ে এদের মনের কাছাকাছি আসতে হয়েছে আমাদের।

যুদ্ধ প্রস্তুতি এবং শান্তির জন্য রাজনৈতিক উদ্যোগের এক সুন্দর সমন্বয় ঘটছে শতাব্দীর এ বছরের ক্রান্তিলগ্নে। আমেরিকার সেক্রেটারী অব স্টেট জেমস বেকার সৌদি আরবে আসছেন যুদ্ধ পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলতে। ডিক চেনী কুয়েতে অবস্থানকারী ইরাকের ৪ লক্ষ ৪০ হাজারের বিরাট বাহিনীর সাথে যুদ্ধের প্রয়োজনে এখানে আরো একলক্ষ সেনা আনার কথা ভাবছেন। ইতোমধ্যেই ওদের রিজার্ভকে তলব করা হয়েছে।

জেনি হেনরী - জাতিসংঘে ব্রিটিশ দূত এবং নিরাপত্তা পরিষদের সেক্রেটারী এক বিবৃতিতে বলেছেন - 7th armoured brigade with the nick name desert rat doing exercise in the desert - অর্থাৎ ৭ম আর্মার্ড বিগ্রেড মরু ইঁদুর নাম নিয়ে মরুভূমিতে যুদ্ধের অনুশীলন করছে। শুধু ব্রিটিশ নয়, আমেরিকা

মরুভূমিতে যুদ্ধ অনুশীলনে ব্যস্ত চ্যালেঞ্জার ট্যাংক

www.pathagar.com

এবং অন্যান্য দেশের উপস্থিত সকল বাহিনীই সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ এবং মহড়া চালাচ্ছে যাতে দরকারে যুদ্ধে শত্রুকে আঘাত হানতে কোন ভুল না হয়।

যদি এ যুদ্ধ লাগে তবে তা হবে শতাব্দীর সর্বনাশা এক যুদ্ধ। হবে অসম, ভয়ংকর এবং ইরাকের জন্য আত্মঘাতী এক যুদ্ধ। যেখানে শুধুমাত্র মার্কিনীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়েই নিশ্চিত বিজয়ের সম্ভাবনা নেই, সেখানে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে বহুজাতিক বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয়ের আশা ইরাকের জন্য নিশ্চিত দুরাশার সামিল।

আবার এর পাশাপাশি দেখি জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আগামী সপ্তাহে বাগদাদ যাবেন। সেখানে শান্তির পথ খুঁজে পাওয়া যায় কিনা এবং সাথে সাথে শুধু জাপানী নয় সমস্ত বেসামরিক বন্দীদের ছাড়াবার চেষ্টা করবেন তিনি। এখানে বলে রাখা ভাল যে, ইরাক শুধু ব্রিটিশ এবং আমেরিকার নাগরিকদের বন্দী করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং যত ইউরোপীয়দের পেয়েছে সবাইকেই বন্দী করেছে। মোট বন্দীর সংখ্যা বিশ হাজার। আর রাশিয়ার বিশেষ দূত ছুটে বেড়াচ্ছেন ইউরোপ হয়ে আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে। শোনা যায় প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন চিঠি লিখেছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া মিতেরাঁর কাছে কথা বলার জন্য। কিন্তু বুশের দৃঢ় প্রত্যয় ভরা আপোষহীন কন্ঠ শোনা যায় টেলিভেশনে। ডিক চেনী আরো এক লক্ষ মার্কিন সেনা উপসাগরে আনায় ব্যস্ত। ডগলাস হার্ড দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন যে, এ মুহূর্তে শতকরা ৮৫ জন ব্রিটিশ নাগরিক যুদ্ধ চায় তবে যাদের দেশে যুদ্ধ হবে তারা কি সত্যি সত্যিই এ যুদ্ধ চাচ্ছে?

২৭ অক্টোবর ১৯৯০

ভোরে আমার ক্লিনিক ডিউটি। ক্যাপ্টেন মাসুদ চলে যাবে আজ জুবেল হাসপাতালে। ওর অস্হায়ী দায়িত্ব শেষ। এই ক্লিনিকের স্থায়ী কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন আবদুর রশিদ, দুই বিবির স্বামী এবং পাঁচ সন্তানের জনক। একটু ভারিক্কি গড়নের, চশমা পরে। চলে এসেছে দুপুরের দিকে। আমার দায়িত্ব শেষে ফিরে এলাম রুমে, ইচ্ছা একটু বিশ্রাম নেব। হঠাৎ করেই টেলিফোন বাজল, শুনি পরিচিত কণ্ঠস্বর, ক্যাপ্টেন মাসুদ। বললাম- কেয়া বাত হায়। ও বলল - এধার আও ভাইয়া, এক জেয়াদা পার্টি হায়। কিছুটা অনিচ্ছার সাথেই হেঁটে ক্লিনিকে চলে এলাম।

ওরে বাবা, দেখি একেবারে এলাহী কান্ড। এর আগে এখানকার ফিলিপিনো স্টাফদের কথা বলেছি। মহিলা ডাক্তার মিস ক্যানাবেলের কথা বলেছি, তবে লম্বা

ভারী মত ফিলিপিনো মেল নার্স রিনির কথা বলিনি। এরা পুরো দলটাই হাসি খুশি, মিশুক। এর সাথে যোগ হয়েছে ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান গাসপার। মহিলা কর্মীদের উদ্যোগে ক্যাপ্টেন মাসুদের যাওয়া উপলক্ষে ওদের আয়োজিত

ক্লিনিকের অভ্যন্তরে বিদায় অনুষ্ঠানের ছবি

আয়োজন চমৎকার। দু'টো চকলেট কেক টেবিলের দু'পাশে সাজান, মাঝখানে বড় বাটিতে ফ্রুট সালাদ আমরা যাকে ফ্রুট কাস্টার্ড বলি এবং কোমল পানীয় পেপসি। এ আয়োজনের উদ্যোক্তা সৌদি ভাষায় দকতুরা অর্থাৎ মহিলা ডাক্তার, বানিয়েছে ওরা সবাই মিলে। খেয়ে আমরা সবাই খুব তারিফ করলাম। ছবি উঠল অনেক বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে হয়ে। অনেকবার কোলাকুলি করে মাসুদ এ্যাম্বুলেন্সে করে বিকাল তিনটার দিকে জুবেল হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা করল আর আমরা ফিরলাম যে যার ডেরায়।

একটা ঘটনা ঘটছে কদিন ধরে। মেজর জাফর তার নির্ধারিত ক্লিনিক ডিউটি করেন না। কোন না কোন বাহানায় দায়িত্ব আমার উপরে চাপান। একটানা ১৬ ঘন্টা না হলেও ১৩ - ১৪ ঘন্টা আমার ক্লিনিক ডিউটি করতে হচ্ছে। এতে শরীর এবং মন দু'টোর উপরেই চাপ বাড়ছে। তবে এখন পর্যন্ত কোন অভিযোগ বা অনুযোগ তুলিনি। মাত্র দু'জন বাংলাদেশী ডাক্তার - তাও যদি দায়িত্ব বন্টনের ব্যাপারে হাঙ্গামা করতে হয় তা হলে পাকিস্তানীদের সামনে ছোট হয়ে যাব।

www.pathagar.com

২৮ অক্টোবর ১৯৯০

আজ ভোর বেলা ঘুম ভেঙেছে আমাদের প্যারামেডিক নায়েক মিজানের টেলিফোন পেয়ে। বিরক্ত হলেও টেলিফোন তুললাম। বলল - উপ অধিনায়ক মেজর শওকত ইকবাল এসেছেন। তখনও মাথা ঝিম ঝিম করছে কারণ পর পর দু'দিন ১৬ ঘন্টা ডিউটি করেছি। উঠে গেলাম ক্লিনিকে। মেজর শওকত জানালেন - কন্টিনজেন্ট কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার মশহুদ আসবেন এক ঘন্টার মধ্যে। আমাদের প্রস্তুতি দ্রুত সম্পন্ন করলাম। ঠিক সাড়ে ন'টার দিকে আসলেন কমান্ডার। দেখলেন আমাদের কাজ ঘুরে ঘুরে। কিছু উপদেশ দিলেন প্রহরীর স্থান সম্পর্কে।

সৈনিকদের বাসস্থানে কন্টিনজেন্ট কমান্ডার

অস্ত্রের নিরাপত্তার দিকটা দেখলেন ভাল করে। আমাদের জোয়ানদের সময় কাটানোর কোন উপকরণ নেই বলে ডিউটির বাইরের সময়টা শুধু স্মৃতি চারণে ব্যাপৃত থাকতে হয়। তাই কমান্ডার একটা ভলিবল সরবরাহের আশ্বাস দিলেন।

রাস মিসহাবে যিনি আসেন তিনিই প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী দেখতে চান। কারণ এমন বিস্তৃত শান্ত সাগর রাস মিসহাব ছাড়া আর কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই। কমান্ডারকে নিয়ে গেলাম সাগর তীরে যেখানে আছে প্রিন্সদের অবসর নিকেতন। ছোট টার্মিনালের উপর দিয়ে হেঁটে চলে এলাম সাগরের উপরে। সিঁড়ি নেমে গেছে

www.pathagar.com

সৈনিকদের উদ্দেশে বক্তব্যরত কন্টিনজেন্ট কমান্ডার

নিচে, নামলেই পানি ছোঁয়া যায়। পানি এতই স্বচ্ছ যে নিচে পাথর গুলো দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। কমান্ডার দেখলেন সাগর আর ছুটে যাওয়া ঝাঁক ঝাঁক মাছ। দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন - এখানে আমি অনায়াসে এক বছর কাটিয়ে দিতে পারি।

রাস মিসহাবে কন্টিনজেন্ট কমান্ডারের কিছু হাস্যমুখর সময়

www.pathagar.com

আজকে এখানে একজন আমেরিকান জেনারেল আসার কথা। ওদের গড়ে উঠার প্রক্রিয়ায় ১৫০ শয্যার হাসপাতাল দেখবেন তিনি। হয়ত এসেছেন কিন্তু ওদের মধ্যে তেমন কোন তোড় জোড় লক্ষ্য করিনি যেমনটা দেখা যায় আমাদের মধ্যে। তবে হ্যাঁ, কাজের গতি বেড়েছে ওদের। আর এ এম ক্লিনিকের সামনের বিরাট খালি মাঠে তাঁবু উঠছে একের পর এক। কাজ করে যাচ্ছে আমেরিকান মেরিন এবং তদারক করছে ওদের অফিসারবৃন্দ।

গত দিনের খবর শুনে মনে হচ্ছিল হয়ত উপসাগরের আকাশ থেকে দুর্যোগের মেঘ কেটে যাবে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ তার নতুন প্রস্তাব স্থগিত রেখেছে। গরবাচেভের দূত কাজ করছেন দিন রাত এবং গরবাচেভ বার বার সমস্যার সামরিক সমাধান থেকে দূরে থাকার উপর জোড় দিচ্ছেন। সম্ভাবনা যদিও ক্ষীণ হয় তবুও বলব - সমস্ত বিশ্ব কায়মনো বাক্যে একটা শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ চেয়ে বসে আছে।

৩০ অক্টোবর ১৯৯০

আজ এমন সময় লিখতে বসেছি যখন ৩০ কে বিদায় দিয়ে ৩১ শুরু হতে যাচ্ছে। চারদিকে সারা দিনই দেখছি দারুণ ব্যস্ততা। জুবেল হাসপাতালের পরিচালক লেঃ কর্ণেল আঃ আজিজ এবং ব্রিগেডিয়ার শরবিনির স্টাফ অফিসার লেঃ কর্ণেল হাসান এসেছিলেন। লেঃ কর্ণেল আজিজ জানালেন - যে কোন সময়ই যুদ্ধাহত সৈনিক আসতে পারে, তোমরা প্রস্তুত থেক। আমেরিকান একজন মেজর ওদের ডেন্টাল সার্জনসহ আসলেন। ডেন্টাল সার্জনের নাম লেঃ শাল্জ। বলল যে, আমাদের এক্সরে রুমের পাশে ওদের যদি একটা ডেন্টাল চেয়ার বসাতে দেই তা হলে খুব ভাল হয়। ওদের মুখও টান টান, আক্রমণের পূর্বে ক্ষুধার্ত চিতার মত, যুদ্ধের আগের মুহূর্তে যেমনটা হয়ে থাকে। তবে যুদ্ধ এখনই শুরু হবে এমনটা কেন জানি আমার মনে হচ্ছিল না।

আজকের খবরে অবশ্য যুদ্ধ এড়িয়ে যাবার কোন আশাবাদ শোনা যাচ্ছে না। জর্জ বুশ স্পষ্টতঃই বলেছেন - সোভিয়েত উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছে। ইরাকেরও যুদ্ধংদেহী ভাব, তারাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। জেমস বেকার বলেছেন - তাঁর (সাদ্দাম হোসেন) কার্যকলাপ শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথে নয়। তিনি একাধারে একগুয়ের মত কাজ করে যাচ্ছেন। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ১৩ - ০ ভোটে ৬৭৪ নং রেজুলেশনে ইরাকের নিন্দা করে সাদ্দাম হোসেনকে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করেছে। কারণ শোনা যায় কুয়েতে সাদ্দাম হোসেনের সেনাবাহিনী নারকীয় অত্যাচার চালাচ্ছে।

ইরাকের হাতে নির্দয়ভবে প্রহৃত একজন কুয়েতি নাগরিক

সৌদি আরবে বসে আমরা যে খবর পাই এবং পত্রিকায় পড়ি তাতে ইরাকের সমর্থনে মুখ খোলার উপায় নেই। টেলিভিশনে দেখলাম ক্রন্দনরত মহিলা যাকে ইরাকী সৈন্যরা ধর্ষণ করেছে। দেখলাম ক্রেনের মাথায় পোড়া মৃত দেহ যাকে ইরাকীরা পুড়িয়ে হত্যা করেছে। জাতিসংঘের এ রেজুলেশনে পশ্চিমা সকল দূতাবাসে খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করা ছাড়াও সকল বন্দীদের ছেড়ে দেয়ার দাবি করা হয়েছে। সত্য কিংবা মিথ্যা বা শুধুই যুদ্ধের প্রচারণা কিনা এ সম্পর্কে মন্তব্য করা বড়ই কঠিন। তবে ইরাক হতে মানববর্ম হিসাবে ব্যবহৃত আজ ২৬৩ জন ফরাসী নিরপরাধ নাগরিক মুক্তি পেয়ে ফ্রান্সে পৌছেছে। বিমান বন্দরে তাদের আবেগ মথিত কান্না আমাকে ছুঁয়ে গেল বার বার। মুক্তি প্রাপ্তদের মধ্যে অন্যান্য দেশের নাগরিকও আছে ১৯ জন। তাই বলে যুদ্ধ প্রস্তুতি ঝিমিয়ে পড়েনি। এ মুহূর্তে সৌদি আরবের ইস্টার্ন প্রভিন্সে সার্বিক যুদ্ধ প্রস্তুতি এবং যুদ্ধের চাপা উত্তেজনার স্রোত বয়ে যাচ্ছে অনন্ত লাভার মত।

www.pathagar.com

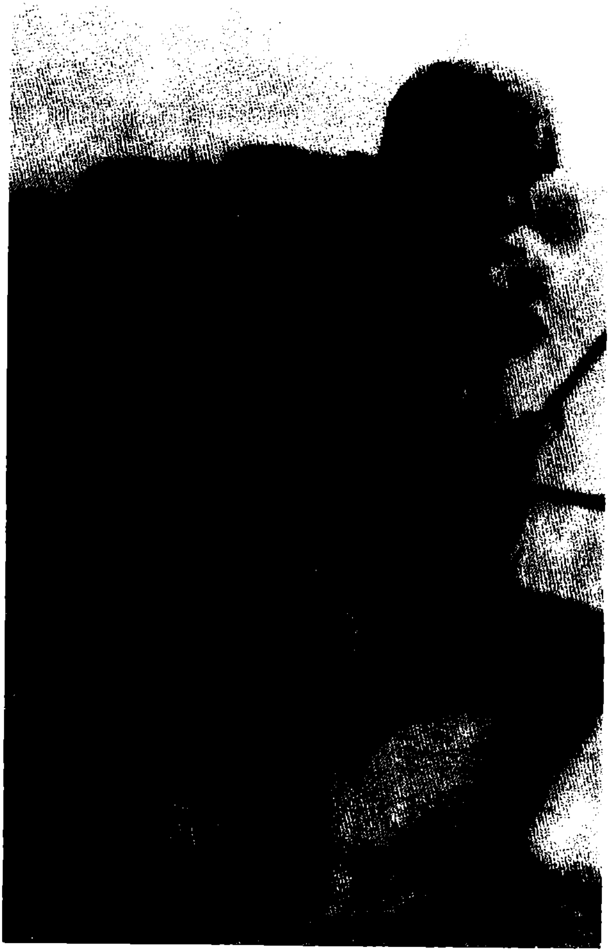

মরুভূমিতে প্রত্যয়ী কোয়ালিশন সৈনিকদের অনুশীলন

০২ নভেম্বর ১৯৯০

আজকে ঘুম ভেঙেছে খুব ভোরে। মনটা আষাঢ়ের আকাশের মত গুমোট বেঁধে আছে। বাংলাদেশে থাকতে কুমিল্লায় ওয়ার সিমেট্রি দেখতে গিয়েছিলাম একদিন। একটা লাইন লেখা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রাণ হারানো এক সৈনিকের

www.pathagar.com

শিয়রে দাঁড়ানো ছোট ফলকে। We remember you dad অর্থাৎ আব্বু আমরা তোমাকে স্মরণ করি। হয়ত আমাদেরও কারও কারও মৃত দেহ থেকে যাবে মরুভূমির কোন এক অজানা স্থানে। খুঁজে পাবে কোথাও আমাদের কোন সন্তান আগত কোন এক শান্ত বিকেলে। রাস আল মিসহাবের আশে পাশে এক গুচ্ছ ফুল আর ভালবাসার অশ্রুর সাথে হয়ত লিখে যাবে - বাবা তোমাকে দেখিনি তবে দেখতে বড় ইচ্ছে হয়। বাবা তোমাকে ভালবাসি। মনটা ব্যথায় টন টন করছে। বার বার সুর তুলতে চাইছে দুঃখী বাউলের হাতে এক তারার মত। ইতোমধ্যেই আমাদের সবার প্রতি হুকুম হয়েছে গ্যাস মাস্ক এবং ডিকন্টামিনেশন কিট সাথে রাখার জন্য। সৈনিকদের কারও কারও মুখে বিষাদের ছায়া। দেশ থেকে আপন জনের সাথে যোগাযোগও অনিয়মিত। আবার কবে দেখা হবে! সবাই মিলে ফিরে যাবার নিশ্চয়তা কি সত্যি আছে!

ইতোমধ্যেই রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট গরবাচেভ শান্তির প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে আরব শীর্ষ সম্মেলণের প্রস্তাব দিয়েছেন। আজ কয়েকজন আরব নেতৃবৃন্দ এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন - আরব শীর্ষ সম্মেলনের (সামিট) প্রয়োজনীয়তা নেই। সাদ্দাম হোসেন যদি সত্যিকারের নমনীয়তা দেখাতেন তাহলে হয়ত এ সামিট অর্থবহ হত। মিশরের প্রেসিডেন্ট দৃঢ়ভাবে সামিটের বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু একই সাথে সিরিয়া, সৌদি আরব এবং মিশরের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক হচ্ছে। জাতিসংঘের মহাসচিব পেরেজ দ্য কুয়েলার গতকাল বলেছেন - এখনও শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভব। আর গরবাচেভ হয়ত এত দিনের প্রচেষ্টায় ধৈর্য হারিয়ে সামরিক সমাধানের প্রয়োজনের আর বিরোধিতা করেছেন না। তিনি বলেছেন - যদি সাদ্দাম হোসেন কুয়েত ছাড়তে না চান তা হলে সামরিক হস্তক্ষেপের কথা বাদ দেয়া যায় না। এর সাথে রাশিয়া সিদ্ধান্ত নিয়েছে, নভেম্বরের শেষ নাগাদ ইরাকে অবস্থানরত তাদের উপদেষ্টারা সবাই দেশে ফিরে যাবে। সৌদি আরবে অবস্থানরত আমেরিকার সেনাধ্যক্ষ বলেছেন - খুব শীঘ্রই যুদ্ধ হবার সম্ভাবনা আছে, তবে যুদ্ধ ছাড়াও অন্য পন্থায় অভীষ্ট সিদ্ধ হতে পারে।

আমেরিকা যুদ্ধে যাবার লক্ষণ হিসাবে ভূমধ্য সাগরে অবস্থানরত বিমানবাহী রণতরী গুলোকে সামনের অবস্থানে নিয়ে এসেছে। বুশ দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেছেন - Saddam's aggression will not stand অর্থাৎ সাদ্দামের আক্রমণ টিকবে না এবং সাথে সাথে তাঁর সেনাবাহিনী এবং ইরাকে বন্দী অন্যান্য সবার জন্য দোয়া চেয়েছেন বুশ। তাঁর ভাষায় - Pray for our hostages and soldiers in the gulf. সাদ্দাম হোসেনের এককালের বিশ্বস্ত মিত্র রাশিয়া ধীরে ধীরে হাতগুটিয়ে নিচ্ছে। সাদ্দাম কি তার পায়ের তলার মাটি সরে যাবার শব্দ শুনতে পাচ্ছেন না? নিজের জেদ বজায় রাখতে যেয়ে তাঁর দেশের সাধারণ জনগণের জন্য কি সত্যিকারের এক মহা বিপর্যয় ডেকে আনছেন তিনি!

www.pathagar.com

বিমানবাহী রনতরী ইনডিপেনডেন্স

০৪ নভেম্বর ১৯৯০

জেমস বেকার আজ মরুভূমিতে অবস্থান গ্রহণকারী তাদের সৈনিকদের সাথে দেখা করেছেন। সেখান হতে যাবেন সোজা বাহরাইন। এর আগে তিনি কথা বলেছেন বাদশাহ ফাহাদের সাথে। যুদ্ধের বিস্তারিত পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনাই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। যদি কুয়েত হতে ইরাকী বাহিনী স্বেচ্ছায় সরে না যায় তা হলে কি করা হবে এবং সাথে সাথে নিরাপত্তা পরিষদ যাতে প্রয়োজনে যুদ্ধের অনুমতি দেয় তার প্রচেষ্টা গ্রহণ তাঁর এ সফরের উদ্দেশ্য।

ইতিপূর্বে তিনজন ফরাসী সৈন্য মরুভূমিতে পথ হারিয়ে ইরাকে ঢুকে বন্দী হয়েছে। ইরাক তাদের ছেড়ে দিয়েছে। আরও ছেড়েছে ফ্রান্সের আটক বেসামরিক ব্যক্তিদের। মনে হচ্ছে ইরাক ফ্রান্সকে তার বিপক্ষের দৃঢ় অবস্থান থেকে টলাতে চায়। ইরাক একটা কূটনৈতিক উদ্যোগ নিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। তারা বলেছে - জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের যে কোন দু'জন স্থায়ী সদস্য যদি আশ্বাস দেয় যে বহুজাতিক বাহিনী তাদের দেশ আক্রমণ করবে না তা হলে মানববর্ম হিসাবে ব্যবহৃত সব বিদেশিকে ইরাক ছেড়ে দেবে। তবে ইরাকের এ প্রস্তাবে আসল সমস্যা সমাধানের কোন ইঙ্গিত না থাকায় বরফ গলবে বলে মনে হয় না। কারণ ইরাক এখানে তাদের প্রস্তাবে কুয়েত ত্যাগের কোন আভাস দেয়নি।

www.pathagar.com

০৫ নভেম্বর ১৯৯০

বহুজাতিক বাহিনীর ব্যাপক সমাগম ঘটেছে সৌদি আরবে। ইতিহাস তার আর এক অধ্যায় রচনা করতে চলেছে এখানে। প্যান আরব ফোর্সের মধ্যে মিশর এবং সিরিয়ার আর্মার্ড ডিভিশন ও সৌদি টাস্ক ফোর্স, উপসাগরীয় অন্যান্য দেশের মধ্যে কাতার, ওমান, মরক্কো এবং সেনেগাল উল্লেখযোগ্য। আমেরিকা ও ব্রিটেন ছাড়াও আছে ফ্রান্স, ইতালি কানাডা, নেদারল্যান্ড, স্পেন, অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, আর্জেন্টিনা, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও খোদ সোভিয়েত ইউনিয়ন। যেহেতু এখন এদের সেনাবাহিনী এবং যুদ্ধ সামগ্রী সৌদি আরবে আসার পথে কাজেই এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার সময় এখনও হয়নি।

সৌদি মরুভূমিতে সিরীয় সেনাবাহিনীর একাংশ

লেঃ শাল্‌জ দন্ত চিকিৎসক, আমেরিকান মেরিন, ভাব হয়েছে ওর সাথে। কিছুইনা একটু সহৃদয়তা দেখিয়েছি মাত্র, ওরা যখন জায়গা চেয়েছে ডেন্টাল চেয়ার বসাবার জন্য। ও কাজ করে দিনের প্রথম ভাগে, দ্বিতীয়ভাগে হয় আমাদের সাথে আড্ডার

www.pathagar.com

ভাগীদার, মাঝে মধ্যে আমাদের সাথে খায়। আমরা আসন দিয়ে মাটিতে বসি, ও হাফ চেয়ার হয়ে যায়, অভ্যাস নেই। বললাম বিছানায় বসে খাও। নিজের সম্পর্কে অনেক কথা বলল শাল্জ। সেন্ট্রাল আমেরিকার অ্যারিজোয়ানার লোক। মোট আট ভাই বোনের ও একজন। বেসামরিক জীবন থেকে সামরিক জীবনে প্রবেশের পিছনে কাজ করেছে ওর দেশপ্রেম। বেসামরিক জীবনে সে অনেক বেশি বেতন পেত কিন্তু তার পরিবারের সব পুরুষই আর্মি কিংবা নেভীতে চাকুরি করেছে কোন না কোন সময়। শাল্জ এসেছে তিন বছরের চুক্তিতে। এ জন্য তাকে একটা বড় ত্যাগ করতে হয়েছে আর তা হল স্ত্রীর সাথে সাময়িক বিভাজন। ঠিক ছাড়াছাড়িও নয় এবং একঘরে থাকাও নয়। আমার শিকারের শখ শুনে ও নিজের শিকারের শখের কথা বলল। ওর নিজের রাইফেল এবং শটগান আছে। বাড়ি থেকে বের হয়ে আধ ঘন্টা হাঁটার পরে জঙ্গল শুরু। হাঁটতে হাঁটতেই শিকার করা যায়। বার ধরনের হরিণ আর আছে নানান জাতের পাখি। কোন কিছুরই অভাব নেই সেখানে। তবে ওদের দেশে অনেকে আবার শিকার অপছন্দ করে। হেসে কৌতুক করে বলল - খাবার সময় ওদের আবার মাংস ছাড়া চলে না। তবে হ্যাঁ, রান্না করা অবস্থায় প্লেটে মাংস জ্যান্ত পাখির মত প্রাণবন্ত থাকে না বলেই হয়ত তাদের খেতে কোন আপত্তি হয় না। জানালো অ্যারিজোয়ানায় এখনো যে কেউ পিস্তল কোমরে ঝুলিয়ে কিংবা রাইফেল কাঁধে নিয়ে যে কোন দিকে যেতে পারে। কিন্তু কোন কোন স্টেটে রেজিস্ট্রেশন ছাড়া অস্ত্র বহন নিষিদ্ধ। জিজ্ঞেস করলাম - চা পান করছ মদ্যপান করছ না কেন? বলল - আমি মদ্যপান করি না তবে এখানে নিষেধ আছে বলে অনেকেরই লং ফেস দেখতে পাচ্ছ।

আমি আমার পরিবারবর্গের কথা আলোচনা কালে শাল্জ বলল - ওর এক প্যারামেডিক সেদিন তার স্ত্রীর সাথে দু'ঘন্টা কথা বলেছে। বয়স তার উনিশ। একসঙ্গে দুই বাচ্চার বাবা হতে চলেছে বলে সে বেশ উদ্বিগ্ন। তার স্ত্রী প্রত্যেকদিন ১টি করে চিঠি আর সপ্তাহে তিন চারটা করে খাবারের প্যাকেট পাঠাচ্ছে। বলল - শেষে বাধ্য হয়ে তার স্ত্রীর কাছে চিঠি লিখেছি এভাবে খরচ না করতে, না হলে ওর স্ত্রী ফতুর হয়ে যাবে। একের পর এক গল্প হচ্ছে আর ছবি দেখছি। সৌদি আরবে না দেখালেও উপসাগরীয় সব দেশেই হিন্দি ছবির দৌরাত্ম্য, তবে বুষ্টার এন্টিনার বদৌলতে এখানে বসে সব ছবিই দেখা যায়। কাতার এবং ইউনাইটেড আরব আমিরাত থেকে প্রত্যেক সপ্তাহে একটি করে হিন্দি ছবি দেখান হয়। লেঃ শাল্জকে বললাম - তুমি হিন্দি ছবি দেখলে আমি বুঝিয়ে দেব। ও খুশি হয়ে বলল - দেখব। এর ফাঁকে ওর ডাক এল কনফারেন্সে যাবার জন্য। চলে গেল লেঃ শাল্জ।

ইরাক তার রিজার্ভ এবং অবসর ভোগকারী সৈনিকদের তলব করেছে। ঘোষণা করেছে কুয়েত তাদের অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রদেশ, কাজেই ছাড়ার কোন প্রশ্নই উঠেনা। তারা কুয়েতকে দুর্ভেদ্য ব্যূহ বানাতে ট্রেঞ্চ কাটছে, লাগাচ্ছে কাঁটা তারের

বেড়া এবং শত্রুর অগ্রগতি রুখতে মাইন ছড়াচ্ছে। সেনাবাহিনীর মনোবল চাঙ্গা রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে সেখানে। এক কথায় বিশ্বকে বৃদ্ধাংগুলি দেখাবার শপথ

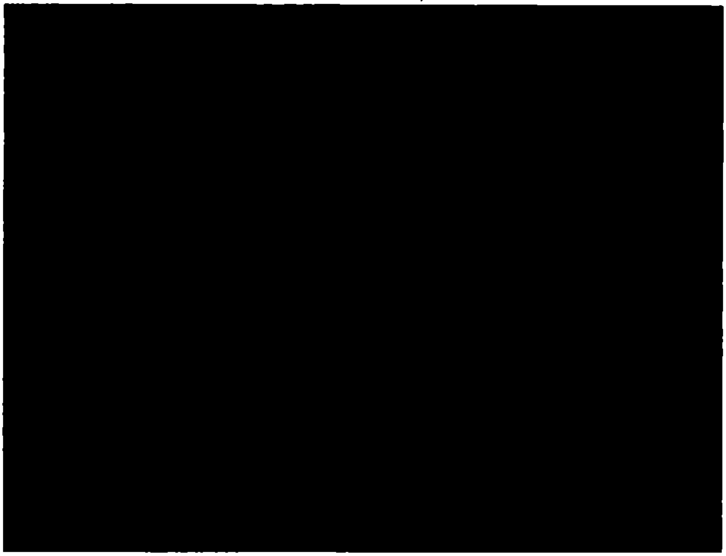

ইরাক সৌদি সীমান্ত বরাবর গড়ে তুলেছে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যূহ

নিয়েছেন সাদ্দাম হোসেন। আমাদের ছেলেদের মধ্যেও দোটানা ভাব। কেউ কেউ বলে - স্যার, সাদ্দামের এমন কিছু আছে যা কেউ জানে না। তা নাহলে এত সাহস পায় কোথেকে? আমি ভাবি হয়ত আছে অজানা কিছু একটা আর তা হল তাঁর এক রোখা গোয়ার্তুমি, যা তাঁকে ও তাঁর দেশের জনগণকে ধ্বংস করে দিতে পারে।

মুসলমান হওয়ার এ এক অনুভূতি যা সব সময়ই আমাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে - যুদ্ধ হলে হার কিংবা জিত যারই হোক, ক্ষতি হবে মুসলমানদেরই। কিন্তু কে বোঝাবে সাদ্দাম হোসেনকে সে কথা। ওদিকে আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম বিমানবাহী রণতরী মিডওয়ে ঢুকেছে পারস্য উপসাগরে, সাথে আছে আরো ৭টি পাহারাদার যুদ্ধ জাহাজ। ইরাকে হামলার উপযোগী ৭৫টি অত্যাধুনিক জংগী বিমান বহন করছে মিডওয়ে। জেমস বেকার দেখা করেছেন কুয়েতের আমিরের সাথে তায়েফে। সিংহাসন হারা জাবের আল সাবাহ চাচ্ছেন যাতে তাড়াতাড়ি তাঁর সিংহাসন পুনরুদ্ধার হয়। কুয়েতের হাউজিং মিনিস্টার ইয়াহিয়া ফাহাদ আল সুমেত বলেছেন - Every day that passes in Kuwait, our people are being humiliated, killed and raped. আমেরিকা তার বড় রিজার্ভ বাহিনী তলব করেছে।

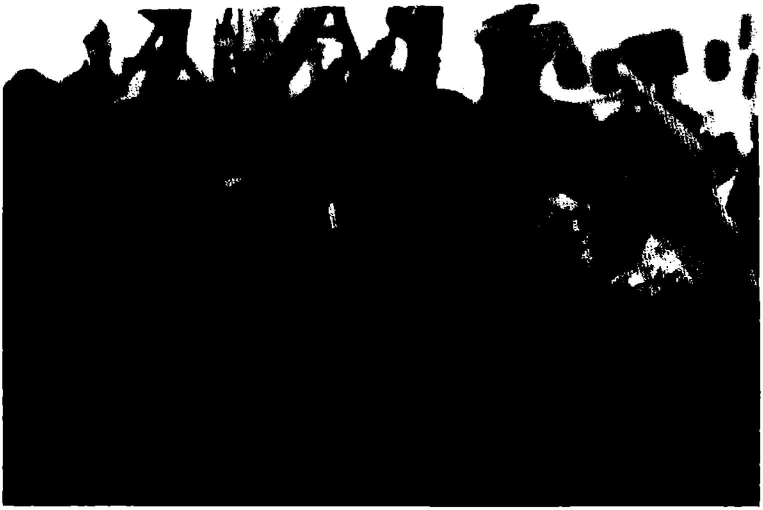

যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি - প্রশিক্ষণরত ইরাকের পপুলার আর্মি

খাবার ঘরেও নতুন নতুন মার্কিনী মুখ। একজন নিজের পেটে হাত বুলিয়ে বলল - এসেছি সত্যি তবে আমি বেসামরিক ব্যক্তি। কাজের পরিচয় দিল না তবে বুঝলাম কোন বিশেষ ব্যাপারে দক্ষ বলে এদের ব্যবহার করা হচ্ছে। দীর্ঘশ্বাস চেপে বুঝলাম এ কাল যুদ্ধ এড়ান যাবে না।

০৭ নভেম্বর ১৯৯০

আজ লেঃ শাল্জ আমাদের সাথে খাবে এবং ছবি দেখবে। বললাম - তোমার কলিগরা তোমাকে খুঁজবে না? ও হেসে বলল - ওরা ব্যস্ত থাকে বিনা কারণে। দৌড়াদৌড়ি করে অযথাই। আর মাঝে মধ্যে তড়পায় Like a cut head chicken অর্থাৎ মাথা কাটা মুরগীর মত। ওর উপমাটা ভাল লাগল। হাসলাম সবাই মিলে। খবরের আগেই সিনেমা দেখার ইচ্ছা। হিন্দি ছবির নায়িকা শ্রীদেবী। এক দৃশ্যে নায়িকা একা একা নাচছেন ভিজে পাতলা শাড়িতে। শাল্জকে দেখলাম নড়েচড়ে বসতে। বললাম - কেমন লাগছে তোমার? ও বলল - আমেরিকা হলে সে আরও বেশি আয় করতে পারত। খাওয়া শেষ। ছবির মাঝখানেই তলব এল শাল্জের। হাসলাম, বললাম - গলাকাটা মুরগীর মাথাগুলো তোমাকে ফ্রাই করতে ডাকছে।

www.pathagar.com

শাল্জ আমাদের একটা স্মিত হাসি উপহার দিয়ে বিদায় নিল। টেলিভিশনে সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সৌদ আল ফয়সলের সাক্ষাৎকার দেখলাম। উনি পরিষ্কার ভাষায় বললেন - আমরা শান্তিপূর্ণ সমাধান চাই। যুদ্ধ হবে কিনা তা ইরাকের হাতে। জনাব ফয়সল তার এক কথায় সৌদি অবস্থান পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলেন।

১০ নভেম্বর ১৯৯০

ডিক চেনী আমেরিকার দৃঢ় অবস্থানের কথা আবার ব্যক্ত করেছেন অল্প কথায়। তিনি বলেছেন - US Force will either drive away Iraqi Force from Kuwait or Saddam will retreat অর্থাৎ আমেরিকার সেনাবাহিনী কুয়েত হতে ইরাকী বাহিনী তাড়াবে বা সাদ্দাম সরে যাবেন। জেমস বেকার কূটনৈতিক তৎপরতায় ব্যস্ত। আজ তিনি মিশর, সিরিয়া, তুরস্ক, ব্রিটেন, রাশিয়া ও সৌদি আরব সফর শেষ করে বলেছেন - সবাই এখন পর্যন্ত জাতিসংঘের প্রস্তাবের পূর্ণ বাস্তবায়নের পক্ষে একমত। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রতিশ্রুতির চেয়ে আরো বেশি সৈন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠাবার কথা ভাবছেন। প্রেসিডেন্ট বুশ গত পরশু আরও দেড় হতে দুই লক্ষ সৈন্য এখানে পাঠাবার আদেশ প্রদান করেছেন। তবে কিছুটা গলা নরম করে বলেছেন - যুদ্ধে যাবার আগে অন্যান্য উপায় নিঃশেষ না হলে তিনি যুদ্ধে যাবার কথা চিন্তা করবেন না।

আজ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট গরবাচেভ জার্মানী সফরকালে বলেছেন - সম্ভবতঃ সাদ্দাম হোসেনের জন্য শক্তি প্রয়োগ করতে হবে কিন্তু তার পূর্বে শান্তির পথে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। ফরাসী প্রধানমন্ত্রী বলেছেন - ইরাক যদি বিদেশি বন্দীদের মুক্তি প্রদান এবং কুয়েত ত্যাগ করে তবে তার বিদেশি ঋণ, তৈল ক্ষেত্রের উপর দাবী কিংবা কুয়েতের কিছু অংশ ব্যবহার করে সাগরে পৌঁছার ব্যাপারে রাজনৈতিক কিংবা কূটনৈতিক সংলাপ সম্ভব।

ইতিমধ্যেই শক্তিশালী চ্যালেঞ্জার ট্যাংক মোতায়েন করা হয়েছে সৌদি মরুভূমিতে। এদের সংখ্যা ১৬০ টি। আগামীতে মার্কিনী বাহিনীর সাথে আসবে কোবরা হেলিকপ্টার। প্রতিদিনই হচ্ছে ব্যাপক সামরিক মহড়া এবং রাত্রিকালীন অনুপ্রবেশের তালিম। ইতোমধ্যেই প্রশিক্ষণকালীন দুর্ঘটনায় ৪০ জন আমেরিকান প্রাণ হারিয়েছে। ইরাকও বসে নেই। তারা শক্তিশালী করেছে তাদের প্রতিরক্ষা অবস্থান। কিন্তু বিশ্ব জনমতের বিরুদ্ধে ইরাকের এ প্রচেষ্টা যেন প্রশান্ত মহাসাগরে এক টুকরো জাহাজের কাঠ আকড়ে ধরে বাঁচার মত উদ্যোগ। ফ্রান্স এখন পর্যন্ত তার সেনাবাহিনী মার্কিন কমান্ডে দিতে রাজি হয়নি তবে অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ রাজি

www.pathagar.com

হয়েছে কারণ একীভূত কমান্ড না হলে যুদ্ধে শৃঙ্খলা বজায় রাখা মুশকিল হয়ে পড়বে।

প্রয়োজনে যুদ্ধ - যৌথ মহড়ায় মার্কিন ও সৌদি সৈনিক

১১ নভেম্বর ১৯৯০

মরোক্কোর বাদশাহ হাসান ডাক দিয়েছেন আর একটা আরব শীর্ষ সম্মেলনের। তিনি বলেছেন - এটা এক সপ্তাহের মধ্যেই হওয়া সম্ভব। মিশরের প্রেসিডেন্টের আরব শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তাবের বিরোধিতার পর এটা দ্বিতীয় প্রস্তাব। হাসান বলেছেন - উপসাগরে যুদ্ধ এড়াবার জন্য এটা হবে শেষ সম্মেলন। তিনি উপসাগরীয় সমস্যা সমাধানের সাথে সাথে প্যালেস্টাইনী সমস্যা সমাধানের কথাও তুলেছেন।

সাদ্দাম হোসেন ব্রিটিশ টেলিভিশনের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন - তিনি আলোচনায় বসতে রাজি, তবে উপসাগরীয় সমস্যা আলোচনার সাথে প্যালেস্টাইনী সমস্যারও সমাধান খুঁজতে হবে। মনে হয় সাদ্দাম হোসেনের দাবিতে বিভিন্ন মুসলিম দেশে তাঁর সপক্ষে কিছু জনমত গড়ে উঠবে। আমাদেরও কারও কারও মধ্যে সাদ্দাম হোসেনের এ দাবির সপক্ষে মত পোষণ করতে দেখলাম।

ব্রিটিশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী টম কিন বলেছেন যে, তাঁরা ইরাকের বিরুদ্ধ শক্তিকে শক্তিশালী করতে আরো সেনা পাঠাতে পারেন। ইতোমধ্যেই তাদের আর্মার্ড বিগ্রেড

www.pathagar.com

ছাড়াও ১৩২ টি ট্যাংক এবং সাড়ে নয় হাজার সৈন্য এখানে পৌঁছে গেছে। টম কিন আগামীকাল মধ্যপ্রাচ্যে আসবেন। তিনি ইরাককে হুঁশিয়ার করে বলেছেন যে, ইরাক রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করলে তাকে মারাত্মক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে - তবে কি সে পরিস্থিতি তার বিশদ কোন ব্যাখ্যা টম কিন দেন নি।

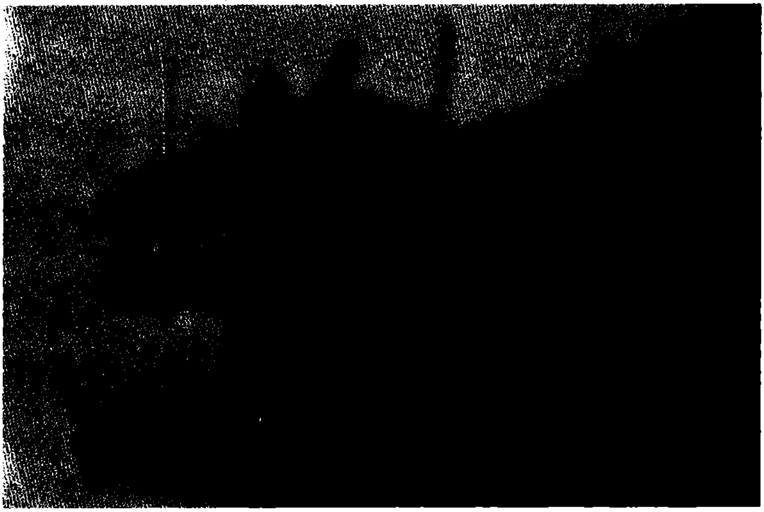

ভূমিযুদ্ধে দুর্জেয় আব্রাহাম ট্যাংক

ফ্রান্সের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রোনাল্ড ডুমাস আশঙ্কা করেছেন যে, হয়ত যুদ্ধ এড়ান যাবে না। আমেরিকা তার হাই টেক ট্যাঙ্ক পাঠাচ্ছে এখানে, M - 1A1, আব্রাহাম ট্যাঙ্ক। প্রতিটির মূল্য ৪.৪ মিলিয়ন ডলার, ওজন ৫৫ টন এবং যে কোন আণবিক, জীবাণু কিংবা রাসায়নিক যুদ্ধে টিকে থাকার ক্ষমতা রয়েছে এগুলোর ক্রুদের। এ ট্যাঙ্কের কামানের পাল্লা দুই মাইল এবং ইরাকী ট্যাংকের লৌহ বক্ষ ভেদ করার ক্ষমতা সম্পন্ন কিন্তু ইরাকী ট্যাংকের কামানের পাল্লা মাত্র এক মাইল এবং তা আব্রাহামের বর্ম ভেদ করার ক্ষমতা রাখে না।

ডিক চেনী বলেছেন - অনির্দিষ্ট কালের জন্য আমেরিকার সেনাবাহিনী মরুভূমিতে রাখা হবে না বা আমেরিকার জনগণ সেটা চাইবেও না। বুশ আরো দুই লক্ষ সৈন্য এখানে পাঠাবার হুকুম দিয়েছেন। উপসাগরীয় অঞ্চলে ধেয়ে আসছে আরো তিনটি বিমানবাহী রণতরী। বোঝা যাচ্ছে, যুদ্ধ হলে খুব বেশি দেরি নেই এবং তা হবে আত্মক্ষয়ী এবং রক্তক্ষয়ী। চিনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী চিয়েন এখন মধ্যপ্রাচ্যে, যাবেন ইরাক। ইচ্ছে আছে জনাব তারিক আজিজ ও প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের সাথে কথা বলবেন তিনি। যদিও শান্তির উদ্যোক্তা হিসাবে তিনি আসেননি তবুও বলেছেন - শান্তির

www.pathagar.com

অগ্রগতি তিনি দেখতে চান। তিনি ফেরার আগে সৌদি আরবে আসবেন এবং এখানকার নেতৃবৃন্দের সাথেও আলাপ আলোচনা করবেন।

১২ নভেম্বর ১৯৯০

ইরাক বেসামরিক ব্যক্তিদের মানববর্ম হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়ে যুক্তিগ্রাহ্য কাজ করেনি। যদিও তা নিয়ে তারা ভাল দর কষাকষির প্রয়াস পাচ্ছে। কিছু ছাড়ছে আর কিছু রাখছে। এরা সম্ভবতঃ ইরাকের হাতের পাঁচ কিন্তু এদের দিয়ে পুরো বিশ্বের চিন্তা ঘুরিয়ে কুয়েতে তার দখল কায়েম রাখা সম্ভবপর হবে না। জর্জ বুশ ত বলেই দিয়েছেন - বন্দীদের জন্য তাঁর পদক্ষেপের কোন পরিবর্তন হবে না। আয়রন

আয়রন লেডি - মার্গারেট থ্যাচার

লেডি আরো বাঁকা করে খোঁচা দিয়েছেন ইরাকী প্রেসিডেন্টকে। তিনি বলেছেন - Saddam Hossain is now trying in his tactics to hide behind western women and children and use them as human shield and use them as part of his negotiations, we do not enter into such negotiations অর্থাৎ সাদ্দাম হোসেন তাঁর কৌশল হিসাবে ইউরোপীয় মহিলা এবং শিশুদের পিছনে লুকাবার চেষ্টা করছেন এবং তাদের মানব বর্ম হিসাবে ব্যবহার করছেন এবং তাদেরকে আপোষ রফার অংশ হিসাবে ব্যবহার করতে চাইছেন। আমরা এমন আপোষে যাবনা।

একজন মুসলমান এবং সচেতন মানুষ হিসাবে আমি মনে করি সাদ্দাম হোসেনের এমন উল্টো পাল্টা কাজ বাদ দিয়ে উপসাগরীয় অঞ্চলের নেতৃবৃন্দের সাথে কথা বলে নিজেদের মর্যাদা ও শক্তি অক্ষুন্ন রাখা উচিত।

১৪ নভেম্বর ১৯৯০

বাদশা হাসানের আরব শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তাবে উপসাগরীয় অঞ্চল আবার যেন গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। ইরাক প্রথমে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও পরের দিন আবার ইতিবাচক সাড়া দিয়ে শর্ত জুড়েছে যে, আগের শীর্ষ সম্মেলনের রেজুলেশন প্রত্যাহার করে নিতে হবে। প্রেসিডেন্ট মোবারক বর্তমানে সিরিয়া ও লিবিয়া সফর করছেন। শান্তির অন্বেষাই এ সফরের উদ্দেশ্য। ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলী আকবর বেলায়েতি এখন ইরাকে। ইরান বিশ্বের প্রধান স্রোতের সাথে মিলে মিশে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সকল প্রস্তাবের প্রতি পূর্ণ সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। বাদশাহ ফাহাদ মুখ খুলেছেন। তিনি বলেছেন - ইরাক যদি প্রতিশ্রুতি দেয় যে তারা কথা শুনবে তা হলে এ সম্মেলনে লাভ হবে, অন্যথায় শুধু শুধু কালক্ষেপণ করা হবে। ব্রিটিশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী আজ মরুভূমিতে ডেজার্ট র‍্যাটের মহড়া দেখেছেন। তাঁবুতে বসে এক সাক্ষাৎকারে তিনি আরো পাঁচ হাজার ব্রিটিশ সৈন্য পাঠানোর কথা বলেছেন। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট মিতেরাঁ বলেছেন - আমরা এক নিদারুণ সত্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আবার শীঘ্রই নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক বসবে যুদ্ধের কথা বিবেচনা করার জন্য। চীন এখন পর্যন্ত যুদ্ধের বিপক্ষে এবং তাদের সেনাবাহিনী বহুজাতিক বাহিনীর সংগে এখনও হাত মিলায়নি। প্রেসিডেন্ট বুশ বিশেষ কংগ্রেস অধিবেশন ডেকেছেন। মধ্যপ্রাচ্য অধিক হারে সেনা মোতায়েনের ব্যাপারে আলোচনা এর উদ্দেশ্য। আর ঠিক এ মুহূর্তে আমেরিকার জনগণ ক্রমান্বয়ে যেন যুদ্ধের বিপক্ষে চলে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

১৫ নভেম্বর **১৯৯০**

এখানে কাজে এত ব্যস্ত থাকি যে আমাদের অন্যান্য সবার খোঁজ খবর রাখতে পারি না। আমাদের মূল দল আল নাইরিয়ায় মিলিটারি হাসপাতালের দায়িত্বে। ওদের কাছ থেকে মাঝে মধ্যে টেলিফোনে নির্দেশ পাই - আজ সুযোগ হল, বেস কমান্ডার ক্যাপ্টেন খালেদ ওতায়বী একটা গাড়ি দিলেন আল নাইরিয়া যাবার জন্য। পৌঁছলাম আল নাইরিয়া শহরে ঠিক বিকাল তিনটার পর পরই - ছোট হলেও ছিমছাম শহর। এখন এখানে অনেকের বাস, অনেকে আবার আপন নিবাস ফেলে চলে গেছে বহু দিন আগে। সাক্ষ্য বহন করছে কিছু পরিত্যক্ত ঘরবাড়ি। নাইরিয়া মিলিটারি হাসপাতালে পৌঁছার পথে দেখতে পেলাম বিভিন্ন দেশের সতর্ক সেনাবাহিনী। টেলিফোন এক্সচেঞ্জ এর কাছে দৃশ্যটা আরো মধুর। মহিলা কিংবা পুরুষ সৈনিকের কাঁধে রাইফেল, সারা শরীর ধুলিমাখা কিন্তু প্রাণোচ্ছল হাসি লেপটে আছে মুখে।

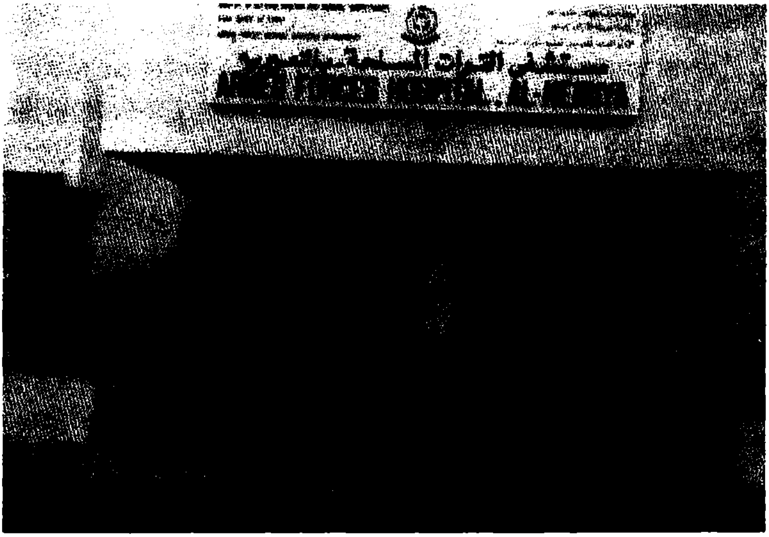

আল নাইরিয়া হাসপাতাল

হাসপাতালের গেটে সৌদি সান্ত্রীর সাথে আমাদের সৈনিকদের কর্তব্যরত দেখতে পেলাম। আমাকে দেখে মহা খুশি ওরা। অনেক দিন পরে দেখা তাই এক দৌড়ে ছুটে এল কাছে। ওদের সাথে কুশল বিনিময় করে ভিতরে ঢুকলাম। সেন্ট্রালি এয়ার

www.pathagar.com

কন্ডিশন্ড, সিমসাম। অন্যান্য হাসপাতালের মতই চৌকষ। এখনও ঠিকমত রোগী আসা শুরু হয়নি, তবে সাজান গোছান শেষ। এ হাসপাতাল এখন ব্যবহারের উপযোগী। প্রথমে দেখা আমাদের রেডিওলোজিস্ট মেজর আব্দুল কুদ্দুসের সাথে। আমাকে জড়িয়ে ধরে আছে, আর ছাড়ার নাম নেই। আমাকে এসে উদ্ধার করল মেজর সালাহ উদ্দিন এবং মেজর সৈয়দ আলী। ক্যাপ্টেন সাইফ উদ্দিন, দন্ত রোগ বিশেষজ্ঞ; অনেক দিন পর দেখলাম তাকে কিন্তু তিনি ছিলেন খানিকটা বিমর্ষ।

উপ-অধিনায়ক মেজর শওকতের কাছে গিয়ে দেখি মেজর ইকবাল আর এম ও ১ ইস্ট বেংগল উপস্থিত। এদের অবস্থান হাসপাতাল থেকে ৭/৮ মাইলের মধ্যে মরুভূমিতে, মাঝে মধ্যে ফ্রেশ হতে এখানে আসেন। দেখলাম ক্যাপ্টেন আব্দুস সাত্তার কোয়ার্টার মাস্টার, হন্তদন্ত হয়ে ছুটছেন। বললাম - কি ভায়া, খবর কি? উত্তরে বললেন - স্যার, আর বলবেন না, একদম মরে গেছি। ইউনিফরম খোলার সময় পাই না। রেশন আনতে যেতে হয় সেকেন্ড সিটার হয়ে, যেতে হয় প্রত্যেক জায়গায় প্রত্যেক দিন। আমি মাগরিবের নামাজ পড়লাম এখানে হাসপাতালের পাশে লাগান বড় তাঁবুতে। নামাজের কিছুটা নতুন নিয়ম দেখলাম এখানে। ফতোয়া এসেছে - যুদ্ধের এ সময় জোহর ও আসর এবং মাগরিব ও এশার নামাজ একত্রে আদায় করে ফেলতে হবে। আমাদের রিলিজিয়াস টিচার বলেছেন - সবাইকে কসর আদায় করতে হবে। তবে রাস মিসহাবে এখনও এ রকম কোন নিয়ম চালু হয় নি।

নামাজ শেষ করে দেখি ব্রিগেডিয়ার মশহুদের গাড়ি দাঁড়ান। ছুটাছুটি করছেন মেজর সৈয়দ আলী। বললাম - আরে ভাই কি হয়েছে? এত ব্যস্ত কেন? বললেন - হায় হায় কেউ নাই, দেখি কমান্ডার এসেছেন। কাজেই আমি তাকে রুমে নিয়ে গেলাম। ব্যস্ত থাকলেও অতিথেয়তা ভুললেন না মেজর সৈয়দ আলী। এক ফাঁকে এসে কোমল পানীয়ের একটা ক্যান আমার হাতে তুলে দিলেন। আর পলকের মধ্যে মেজর সালাহ উদ্দিন সেটা লুফে নিয়ে সাবড়ে দিলেন। আঁধার বাড়ছে ধীরে ধীরে। অধিনায়কের জন্য অপেক্ষা করে তাঁকে না পেয়ে উপ-অধিনায়ক মেজর শওকতকে বলে সবে রওনা করেছি। দেখি ধুলিধূসরিত অধিনায়ক সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছেন উপরে।

অধিনায়ক কথা বললেন। তাঁকে বললাম কমান্ডারের সাথে দেখা করব কিনা। উনি বললেন - কি দরকার। দেখা করলে কি বলবে জানি। তারপর বললেন - সাবধানে থাকবে। যে সমস্ত আদেশ দিয়েছি মেনে চলবে। আগে ভেবেছিলাম তোমরা সবাই ভাল, এখন দেখছি কেউ কেউ ভাল না। একজন মেজরতো আজ আমাকে বলেই বসল - স্যার, আমি একজন ফিল্ড অফিসার, ভাল না লাগলে দেশে পাঠিয়ে দিন। বুঝলাম মেজর শহীদের কথা বলছে। এ ডি এস - ২ এর কমান্ডার। ওর এ ডি এস এর একটা এ্যাম্বুলেন্স অন্য একটা গাড়িকে বাঁচাতে যেয়ে তিন গড়ান দিয়ে স্বমুর্তি হারিয়ে ফেলেছে। দেখলে এখন আর এ্যাম্বুলেন্স বলে চেনা যায় না। মাথায় আঘাত পেয়েছে ড্রাইভার। এর আগে একজন জেসিও হুকুম ছাড়াই গাড়ি নিয়ে

www.pathagar.com

রাস্তার পাশে গড়ান দিয়েছে। ১ ইস্ট বেংগলের একটা গাড়ি একজন সৌদি পুলিশকে মেরে ফেলেছে। কমান্ডারের গাড়ি দুর্ঘটনায় একজনার স্পাইনাল ইনজুরি হয়েছে। ইতোমধ্যেই এসব ঘটনার শেষ ঘটনা ঘটল এ ডি এস - ২এ। দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে ড্রাইভার এবং দায়িত্বের শীর্ষে থাকার কারণে এর দায়দায়িত্ব এ ডি এস কমান্ডারকেই বহন করতে হচ্ছে। যাক, আমি আল্লাহ্‌ হাফেজ বলে তাড়াতাড়ি কেটে পড়লাম। উঠলাম অপেক্ষারত সুপারভ্যানে। এখান হতে নিরাপদে রাস মিসহাবে আঁপন ডেরায় ফেরার তাড়া অনুভব করলাম।

১৬ নভেম্বর ১৯৯০

বেলোনাগভ, সোভিয়েত উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী; ওদের পিস এনভয়ের একজন। এক সপ্তাহের জন্য মধ্যপ্রাচ্য সফরে এসেছেন। তিনি আজ বলেছেন - মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থা আশঙ্কা জনক (critical)। হোসনী মোবারক গেছেন চীন সফরে। চীন - মিশর যৌথ বিবৃতিতে বলেছে - তারা মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক মীমাংসার জাতিসংঘের উদ্যোগের বিরোধিতা করবে না।

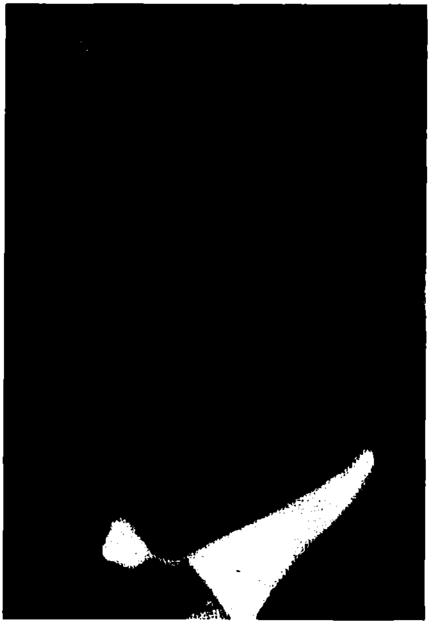

মিশরের প্রেসিডেন্ট হোসনী মোবারক

www.pathagar.com

জর্জ বুশ আজ ইউরোপসহ মধ্যপ্রাচ্যের সংশ্লিষ্ট দেশ ভ্রমণে বের হয়েছেন। যাত্রার প্রাক্কালে তাঁর আগের কথারই প্রতিধ্বনি তুলেছেন তিনি - ইরাককে কুয়েত ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু প্রিমাকভ, ভূতপূর্ব সৌভিয়েত এনভয় বলেছেন - ইরাককে কুয়েত ত্যাগের আগে মুখ রক্ষার্থে অন্ততঃ তিন মাস সময় দেয়া উচিত। কূটনৈতিক উদ্যোগের পাশাপাশি আমেরিকা আজ ইরাকের উপর গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের জন্য গোপন সামরিক উপগ্রহ কক্ষপথে ছুড়েছে এবং শুরু হয়েছে ইমিনেন্ট থান্ডার। ভয় পাবার কারণ নেই কেননা কোন আশু বজ্রপাতের ঘটনা এটা নয়, একটা যুদ্ধ মহড়া মাত্র। কুয়েত ইরাক বর্ডারের কাছাকাছি জলে, স্থলে এবং অন্তরীক্ষে কোয়ালিশন ফোর্সের লক্ষ লক্ষ মেরিন অংশ গ্রহণ করছে, সাথে আছে বার শতের অধিক ফাইটার এবং ৬০ টিরও বেশি যুদ্ধ জাহাজ। ইরাক একে উস্কানিমূলক বললেও আমেরিকা তা প্রত্যাখ্যান করেছে।

যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে মার্কিন মেরিন

১৯ নভেম্বর ১৯৯০

জোকিং? হ্যাঁ জোকিং। একে বলে সৌদি জোকিং। ঘটছে আমাদের ক্লিনিকে। মোহাম্মদ আসিরি একজন স্বাস্থ্যবান সৌদি প্যারামেডিক, দেখি তার বাম হাতের বৃদ্ধাংগুলিতে ব্যান্ডেজ বাঁধা। জানতে চাইলাম কি হয়েছে। বলল - Nothing

www.pathagar.com

doctor, it's a joke. জোক? আমি হতভম্ব হলাম। ইয়েস ডক্টর বলে হেসে চলে গেলও। দু'দিন পরে শুনি পাশের রুমে ধুমধাম শব্দ এবং সাথে সাথে হাসি আর টেবিল ছোঁড়াছুড়ি। জানি মাঝেমধ্যে ওরা এরকমটা করে থাকে। কাজেই কিছু না বলে চুপ করে আছি। কিছুক্ষণ পর একজন প্যারামেডিক ওবায়েদ আমার কাছে এল। দেখি ওর গলার কাছে লাল হয়ে আছে এবং ড্রেসিং করা। বললাম কি হয়েছে তোমার? মুচকি হেসে বলল - Nothing doctor, it's a joke. আবারও অবাক হবার পালা আমার। বললাম - What type? অর্থাৎ কি ধরণের? বলল - সৌদি জোক ডক্টর। বলে হেসে চলে গেল ও। এর দু'তিন দিন পর পর দেখি ওদের কারও না কারো কোথাও না কোথাও ব্যান্ডেজ বাঁধা। ওদের অদ্ভুত কৌতুক কি রকম। ভাবলাম হয়ত আমার সাথে মিথ্যা বলেছে লজ্জা এড়াতে, রাগারাগি বা মারামারি হয়ত হরহামেশাই ওরা করে।

কিছুদিন পরে যোহরের নামাজে যাচ্ছি। দেখি নার্সের কাছে এক রোগী বসা। দেখলাম বাম হাতের এক জায়গায় প্রায় তিন ইঞ্চি লম্বা ছড়ে গেছে। তবে হালকা, গভীর হয়নি। বললাম - কেমন করে তোমার হাতে এভাবে আঘাত পেলে? সৌদি প্যারামেডিক সার্জেন্ট আলী বলল - ডক্টর বন্ধুদের সাথে জোক করেছে। ধরলাম ওকে। বললাম - বলত দেখি তোমরা জোক বলতে কি বুঝ? জোক করতে করতে একদিন মানুষ খুন করে ফেলবে। বলল - না না, কেউ নিহত হবে না। তবে হ্যাঁ, সামান্য আঘাত পেতে পারে।

অস্থায়ী কর্তব্যে এ ক্লিনিকে সৌদি প্যারামেডিকরা বেশির ভাগ আসে দাহরান বিমান ঘাঁটি থেকে। ২/৩ মাস পরে আবার চলে যায়। এদের বেশির ভাগই অত্যন্ত বিনয়ী এবং ভদ্র। তবে দু'একজন এমনও আছে যে, যারা মনে করে পুরো সৌদি আরবের মালিক তারা। আরবীতে কথা বলার চেষ্টা করছি দেখে সার্জেন্ট সালেম আমাকে একটা বই দিল। ওদের বিভিন্ন বংশ সম্পর্কে জানতে চাইলে দিল এক লম্বা লিস্ট। যেমন তাগাফি, গামদি, ওতায়বী, জাহরানী, শেহরী, শাহরানী, বুগামী, গোরাশী, এনেজি, খায়বারী, মারহাবী, জায়জানী, হারদী, ওমেইনী, মালী, থুবেতী, সায়দী, বেলয়ী, গাহতানী ইত্যাদি। বলল - বাদশাহ ফাহাদ এনেজি বংশের। সত্য মিথ্যা যাচাই করা আমার সাধ্যের বাইরে। তাই ওর কথাতেই মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

২১ নভেম্বর ১৯৯০

প্রেসিডেন্ট বুশ তার ইউরোপ সফর শেষ করে সৌদি আরবে পৌঁছে গেছেন। কূটনৈতিক সাফল্য এখন তাঁর নিত্য সংগী। বুশের সামরিক সমাধানের প্রধান বাধা

ছিল রাশিয়া। দেখলাম কাতার টেলিভিশনে প্রচারিত গরবাচেভের বক্তব্য। তিনি বলছেন - মধ্য প্রাচ্যের অবস্থা এখন মারাত্মক। নিরাপত্তা পরিষদকে পুনরায় বসে খুঁজে দেখতে হবে তার অন্যান্য প্রস্তাব গুলো বাস্তবায়নের জন্য আর কি কি পদক্ষেপ নেয়া যায়। গরবাচেভের কথায় দৃঢ়তা বিদ্যমান। সম্ভবতঃ সাদ্দাম হোসেনের কার্যকলাপে এবং তাঁর পরামর্শ না মানায় তিনিও বিরক্ত। এটাই সৌভিয়েত ইউনিয়নের তরফ হতে আপাততঃ শেষ বক্তব্য। যদিও একদিন আগেও গরবাচেভ ধৈর্য ধারনের কথা বলেছিলেন। কিন্তু তাঁর আজকের কথা আলাদা এবং ডিসাইসিভ। প্রিমাকভ প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে মুখ রক্ষার জন্য অন্ততঃ তিন মাস সময় দেয়ার কথা বলেছিলেন কিন্তু সে অবস্থার অবসান ঘটল এখন। অর্ধেক দুনিয়াকে অধৈর্য করে এরই মধ্যে সাদ্দাম হোসেন ঘোষণা করেছেন - কুয়েতে আরো আড়াই লক্ষ সৈন্য পাঠিয়ে তাঁর অবস্থান সুদৃঢ় করবেন তিনি। ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে কুয়েত ছাড়ার এরাদা তাঁর নেই।

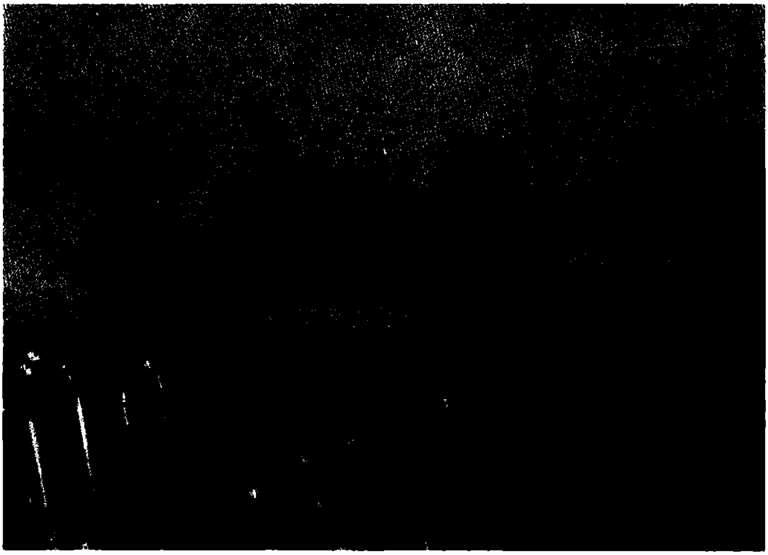

প্রয়োজনে যুদ্ধ - প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরাকী আর্টিলারি

পাশাপাশি ইংল্যান্ডের আয়রন লেডি ভাগ্য পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছেন। মাইকেল হ্যাসেলটাইন এককালের বিদেশ বিষয়কমন্ত্রী, গত ১১ বৎসরের একচ্ছত্র অধিপতির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছেন এবং প্রথম নির্বাচনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক মিসেস থ্যাচারকে দ্বিতীয় নির্বাচনে যেতে হবে। ইংল্যান্ডের ইলেকশন এবং প্রধানমন্ত্রীর ভাগ্য নির্ধারণ প্রসঙ্গ হয়ত আমার কাছে প্রাধান্য পেত না কিন্তু যেহেতু গ্রেট ব্রিটেন আমেরিকার মুখ্য

www.pathagar.com

সহচর এবং উপসাগরীয় এলাকার বর্তমান গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে সাদ্দাম বিরোধী সোচ্চার কণ্ঠ তাই সেখানকার ক্ষমতা পরিবর্তনের লড়াই কিছুটা হলেও এ মুহূর্তে উল্লেখযোগ্য বৈকি।

কথা বললাম লেঃ শাল্‌জের সাথে। ওর সাথে ছিল আর একজন আমেরিকান মেজর। সেও একজন ডেন্টাল সার্জন। কথা প্রসংগে ওরা বলল - সাদ্দামকে তাঁর এই শক্তি সহ ছাড়া ঠিক হবে না। কারণ দেখা যাবে ৫ বছর পর আণবিক শক্তির অধিকারী হয়ে সে সারা দুনিয়াকে নাচাচ্ছে।

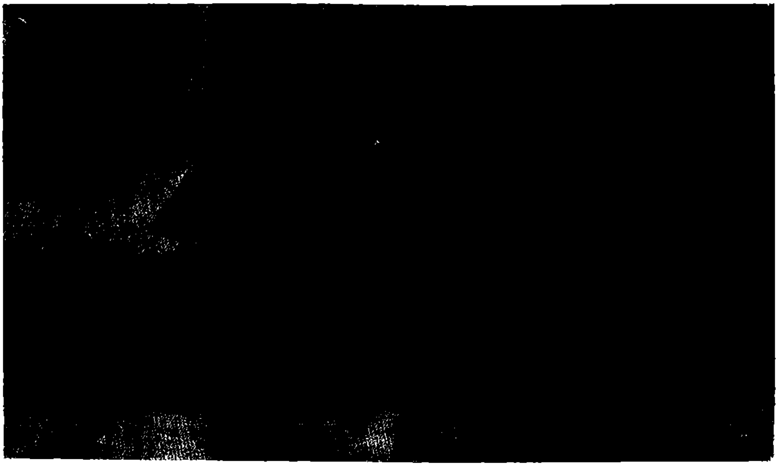

অব্যাহত মার্কিন যুদ্ধ প্রস্তুতি - জীবন্ত গোলা ছুড়ে মহড়ারত মার্কিন ট্যাংক

আমারও তাই বিশ্বাস। সাদ্দাম হোসেনের এক হটকারী সিদ্ধান্তের সুযোগে এখানে জমায়েত হওয়া মার্কিন সেনাবাহিনী সৌদি আরব ছাড়লেও কুয়েত বা অন্য কোথাও তাদের শক্তিশালী উপস্থিতি অবশ্যই বজায় রাখবে এবং সাদ্দাম হোসেনের ক্ষমতাকে খর্ব করা ছাড়া তারা মধ্যপ্রাচ্য ছেড়ে যাবার উদ্যোগ নেবে না।

২৩ নভেম্বর ১৯৯০

সমস্ত পৃথিবী অধৈর্য হয়ে যাচ্ছে, অফুরন্ত সময় ইরাককে দেয়া যাবে না কুয়েত ত্যাগ করার জন্য - মধ্যপ্রাচ্য সফরের শেষ পর্যায়ে বুশ এ মন্তব্য করেছেন কায়রোতে। প্রেসিডেন্ট মোবারকও তাঁর মতামতকে সমর্থন করেছেন। আজ মোবারক গেছেন সুইজারল্যান্ড, সেখানে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হাফেজ আল আসাদের সাথে সাক্ষাৎ

www.pathagar.com

করবেন। প্রেসিডেন্ট বুশের কূটনৈতিক মিশন পূর্ণ সফলতা লাভ করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ প্রয়োজনীয় সকল নেতাদের সমর্থন পেয়েছেন তিনি। আগামী সপ্তাহে নতুন করে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক বসবে। শক্তি প্রয়োগের বিষয়ে সর্বসম্মত মতামতের জন্য এ ব্যাপক প্রচেষ্টা আমেরিকার। জর্জ বুশও তাঁর সফরের এক পর্যায়ে স্পষ্টতঃই বলেছেন - আমেরিকা এখন শক্তি প্রয়োগ করতে পারে তবে তারা শুধু অপেক্ষা করছে জাতিসংঘের মতামতের জন্য।

শান্তির অন্বেষায় কূটনৈতিক উদ্যোগ - প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ও বাদশাহ ফাহাদ

এদিকে বহুজাতিক বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। টমকিন বলেছেন - তাঁর দেশের আরও চৌদ্দ হাজার সৈনিক আসবে আর্মার্ড ডিভিশনের। তাদের থাকবে অত্যাধুনিক মালটিব্যারেল রকেট লাঞ্চার, ট্যাংক এবং মিসাইল বহনকারী হেলিকপ্টার, যেগুলো লক্ষ্য ভেদে পারদর্শী। এরা পৌঁছে গেলে ব্রিটিশ বাহিনীর মোট সংখ্যা দাঁড়াবে তিরিশ হাজারে। ওদিকে মিসেস থ্যাচার পার্টি প্রধান হতে পদত্যাগ করেছেন। সেখানে পার্টির প্রাধান্য নিয়ে লড়াই এখন তুংগে।

এখানে রাস মিসহাবে অপেক্ষমাণ আমেরিকান মেরিন এবং নেভী যারা ১৫০ শয্যার হাসপাতাল না লাগিয়ে অপেক্ষা করছিল তারা তাদের সমস্ত মেশিন এবং ইকুইপমেন্ট রেখে জুবেল চলে গেল। আবার ফেরত আসবে আগামীকাল। ফেরত আসবে কালকে ওদের অসমাপ্ত কাজে হাত দিতে। সম্ভবতঃ যুদ্ধ কিংবা শান্তির শেষ সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করছিল ওরা।

এদিকে ৬ নভেম্বরে মেডিক্যাল কো-অর্ডিনেশন মিটিং হয়েছে দাহরানে।

www.pathagar.com

এখানকার যুদ্ধের প্রয়োজনীয় চাহিদা আমরা তুলে ধরেছি ওদের কাছে। ওদের প্রতিনিধি এসে যাচাইও করে গেছে সব কিছু কিন্তু কোন সুরাহা হয়নি। এসেছেন জুবেল হাসপাতালের পরিচালক লেঃ কর্ণেল আবদুল আজিজ এবং উপ-পরিচালক লেঃ কর্ণেল জালালী - শেষ পর্যন্ত আমাদের এখানে এ্যাম্বুলেন্সের সংখ্যা বাড়াবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা। কিছু কিছু যাত্রীবাহী বাসকে রোগী বহনযোগ্য করা হয়েছে। এগুলোতে সাধারণ আহত রোগীকে বহন করা যাবে। এক একটা বাসের রোগী বহন ক্ষমতা হবে ৩২ জন।

২৪ নভেম্বর ১৯৯০

আজ আলাপ করছিলাম সদালাপী মেজর ক্যামের সাথে। ওকে জিজ্ঞেস করলাম - কবে নাগাদ যুদ্ধ শুরু করতে চাও, নাকি ছেড়ে দেবে সাদ্দাম হোসেনকে? বলল - তাঁকে এভাবে ছাড়া হবে না। ছাড়লে সে সুপার পাওয়ারে পরিণত হবে। বুঝলাম মন থেকেই বলছে কথাগুলো। জিজ্ঞেস করলাম - তোমরা জাতিসংঘ প্রস্তাব পাশের আগে কিছু করার কথা ভাবছ? না - ক্যাম নিশ্চিত ভাবে বলল। May be before that অর্থাৎ হতে পারে তার আগে। তার পর পরই একটু থতমত খেয়ে বলল - তোমার কি ধারনা? আমি বললাম - তা তোমরা করবে না কারণ তাহলে যুদ্ধের পরিধি প্রসারিত হবে - তোমরা কিছু সমর্থক হারাবে এবং তখন যুদ্ধ আর সংক্ষিপ্ত হবে না। বললাম - নির্দিষ্ট করে কি আমরা সময়টা জানতে পারি বা তোমার ধারনা কি? প্রত্যুত্তরে ও আমাকে জিজ্ঞেস করল - When your holy month starts? অর্থাৎ কখন তোমাদের পবিত্র মাস শুরু হবে? বললাম - এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে। ও বলল - এর আগে কোন এক সময়। ভাবলাম ওদের ভিতরকার নির্যাস হয়ত কিছুটা বের হয়ে এসেছে। এক সময় প্রশ্ন করলাম - তা হলে আর দেরি করে কি লাভ, এখনই নয় কেন? ক্যাম বলল - যেখানে যে জিনিসটা থাকা দরকার তা নেই। আরও কিছুটা সময় লাগবে। আক্রমণ হবে তীব্র এবং সংক্ষিপ্ত - হয়ত এক সপ্তাহের মধ্যে মিশন কমপ্লিট হবে।

২৬ নভেম্বর ১৯৯০

পৃথিবীর দৃষ্টি এখন উপসাগরীয় অঞ্চলে নিবদ্ধ। কানাডীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী জো ক্লার্ক এখন মিশরে। তিনি মত বিনিময় করছেন প্রেসিডেন্ট মোবারকের সাথে। তিনি

প্রশংসা করেছেন মধ্যপ্রাচ্যে মিশরের ভূমিকার। হয়তবা মোবারক আনন্দে গদ গদ হয়েছেন সে প্রশংসায় কিন্তু উপসাগরীয় এলাকার কুয়াশা তাতে কমবে না। নিরাপত্তা পরিষদ নতুন প্রস্তাব পাশ করতে যাচ্ছে। সময় নির্ধারণ করে দেয়া হচ্ছে ইরাককে, জানুয়ারির মধ্যে ইরাক কুয়েত ত্যাগ না করলে শক্তি প্রয়োগ করা হবে এবং সাথে সাথে উদীয়মান মুসলিম শক্তির হবে বিনাশ। সাদ্দাম হোসেন অবশ্য সরাসরি প্রেসিডেন্ট বুশের প্রতিনিধির সাথে কথা বলতে চেয়েছেন। একই সাথে ইরাকী পররাষ্ট্রমন্ত্রী তারিক আজিজ গেছেন মস্কো। রাশিয়া সুস্পষ্টভাবে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে যে, ইরাকে অবস্থানরত তাদের লোকজনকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সময় রাখলে তা ইরাকের জন্য কল্যাণকর হবে না।

মধ্যপ্রাচ্যে উদগীরিত বিষবাষ্প ঘনীভূত হচ্ছে। বাদশাহ ফাহাদ মুখ খুলেছেন জাতির উদ্দেশে। ব্যাখ্যা করেছেন কি অবস্থার প্রেক্ষিতে তিনি বহুজাতিক বাহিনীকে তার দেশ রক্ষার জন্য ডেকেছেন। তিনি বললেন - আমি জানতাম কুয়েত এবং ইরাকের মধ্যে কিছু সমস্যা আছে। ইরাকী সৈন্যদের অস্বাভাবিক চলাচল দেখে আমি প্রিন্স সৌদ আল ফয়সলকে ইরাকে পাঠাই। ইরাক বলে পাঠায় এটা তাদের স্বাভাবিক মহড়া। মিশরের প্রেসিডেন্ট মোবারকও উদ্বিগ্ন হলেন ইরাকী সৈন্যের গতিবিধিতে। আমার আশ্বাস সত্ত্বেও মোবারক ইরাক এবং কুয়েত সফর করে জানালেন দুই দেশের প্রতিনিধিরা সৌদি আরবে মিলিত হতে চায়। আমি রাজি হয়ে ওদের ডাকলাম। আসলেন কুয়েতী ক্রাউন প্রিন্স এবং ইরাকী ভাইস প্রেসিডেন্ট এজিদ ইব্রাহিম। তাঁরা কথা বললেন এবং সবাই ভাবল মিটমাটের রাস্তা হয়ত খুলে যাবে। তাদের সম্মানে দেয়া নৈশভোজে আমি জানতে চাইলাম আলোচনার অগ্রগতি। এজিদ ইব্রাহিম জানালেন পরবর্তী আলোচনা ইরাকে হবে। কিন্তু পরবর্তী আলোচনা না হয়ে পরের শনিবারে আমি জানতে পারলাম ইরাক কুয়েত আক্রমণ করেছে। সৌদি দূতাবাসে টেলিফোন করলে দূত জানালেন - এই মুহূর্তে ইরাক কুয়েত দখল করছে। অথচ কুয়েতের সাথে ইরাকের বন্ধুত্ব এবং মর্যাদার সম্পর্ক ছিল। বাদশাহ্ আরো বললেন যে, তিনি যখন জাবেরের পরিবারকে আশ্রয় দিলেন ইরাক তখন ইস্টার্ন প্রভিন্স যেখানে সৌদি আরবের বেশির ভাগ তৈলক্ষেত্র অবস্থিত, দখলের হুমকি দিল। তখন বাধ্য হয়ে তিনি তাঁর দেশ রক্ষার জন্য বন্ধুপ্রতিম দেশের বাহিনীকে ডাকলেন। বাদশাহ্ ইরাককে উদ্দেশ্য করে বললেন - আমরা ভাই ছিলাম, ভাই থাকব। শুধু ইরানের সাথে তোমরা যে সৌহার্দ্য দেখিয়েছ সে ভাবে কুয়েতের সাথেও সৌহার্দ্য দেখাও অর্থাৎ শর্তহীন ভাবে সম্পূর্ণ প্রত্যাহার কর। তিনি বললেন - এ ছাড়া ইরাকের সাথে কোন কথা হবে না, কোন সমঝোতা বা আংশিক সমাধান নয়। বাদশাহ তাঁর দেশবাসীকে আশ্বস্ত করে বললেন - বহুজাতিক সেনাবাহিনী সমস্যা সমাধানের পরে তাঁর দেশ ত্যাগ করবে অথবা যখন তিনি ওদের যেতে অনুরোধ করবেন, তারা চলে যাবে। গভীর মনোযোগ দিয়ে বাদশাহ ফাহাদের ভাষণ শুনলাম সরাসরি টেলিভিশন থেকে। ভাবলাম - হয়ত ইরাকের সমস্যা এড়াবার এ আর একটা সুযোগ।

www.pathagar.com

২৮ নভেম্বর ১৯৯০

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শরবিনি গতকাল দাহ্‌রান থেকে টেলিফোন করেছেন, আজ দুপুর বারটায় এখানে আসবেন তিনি। পরবর্তীতে রাত্রে টেলিফোনে সময় পরিবর্তন করে আসার সময় সকাল আটটা করা হল। সকালেই উঠে পড়লাম। দেখি আমাদের অতি পরিচিত এবং বন্ধু ক্যাপ্টেন মোবারক হাজির। ও রওয়ানা করেছে ভোর রাত চারটায় দাহ্‌রান থেকে। পথে ফজরের নামাজ আদায় করেছে। জানাল ভোর আটটায় মেজর জেনারেল হামিদ আল ফারায়েদী আসছেন। উনি ডাইরেক্টর সাপ্লাই, ওরা বলে মুদিরে মকতুবুল তামুইন। আমি, মেজর জাফর, ক্যাপ্টেন মোবারক ও পাকিস্তানী ক্যাপ্টেন রশিদ সবাই ক্লিনিকের বাইরে দাঁড়িয়ে। আসলেন জেনারেল প্রায় সাড়ে আটটার দিকে। বেস কমান্ডারের সাথে দেখা করে আমাদের এখানে এসে দেখলেন আমাদের সেটআপ এবং প্রস্তুতি। মেজর জাফর আমাদের দলনেতা হিসাবে তাকে সংক্ষিপ্ত ভাবে স্থানের সাথে পরিচিত করাল। ব্রিগেডিয়ার শরবিনি বারবার আমাকে তাঁর কাছে ঠেলে দিচ্ছিলেন। জেনারেলকে ওয়ার্ড দেখাবার দায়িত্ব আমার এবং দেখালাম। যাবার সময় বললাম - স্যার, দয়াকরে আমাদের সাথে এক কাপ চা পান করুন। উনি বেশ লম্বা এবং বয়স্ক। আমাকে আদর করে জড়িয়ে ধরে বললেন - You have done a great job - I don't have time today. Next time I shall have a cup of tea with you. অর্থাৎ তোমরা একটা বড় কাজ করেছ। আমার হাতে আজ সময় নেই, পরবর্তীতে আমি তোমাদের সাথে চা পান করব। তিনি চলে গেলেন সাড়ে ন'টার দিকে। গেলেন নাইরিয়ায় এবং তার কাছাকাছি ৭ ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্সের স্থাপিত মুসতাশফা ময়দান অর্থাৎ ফিল্ড হাসপাতাল দেখতে। আমরা চারজন তাঁকে সালাম করে বিদায় জানালাম।

২৯ নভেম্বর ১৯৯০

আজ নিরাপত্তা পরিষদ তার ৬৭৭ নং রেজুলেশন পাশ করেছে। তাতে কুয়েত হতে সেখানকার নাগরিকদের তাড়িয়ে অন্য লোকদের পুনর্বাসনের ইরাকী উদ্যোগকে নিন্দা করা হয়েছে। এ প্রস্তাবে জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেলকে কুয়েতী লোকজনের হিসাব এবং নাগরিকত্বের রেকর্ড রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

ইতোমধ্যে বাংলাদেশের সেনা প্রধান লেঃ জেনারেল নুর উদ্দীন খান সৌদি

আরবে এসেছেন। তিনি লেঃ জেনারেল খালেদ এবং অন্যান্য জেনারেলের সাথে সাক্ষাৎ এবং পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন।

সৌদি আরবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাথে সেনাপ্রধান

ভোর হতে রাস মিসহাবে আজ সাজ সাজ রব। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধানের ভিজিট এবং দরবার নাইরিয়াতে। সেখানে যাবেন মেজর জাফর এবং আরও দশ জন সৈনিক। ওরা সাড়ে সাতটার মধ্যেই রওনা করে চলে গেল।

বিকাল তিনটায় নাইরিয়া টেলিফোন করলাম আমাদের জোয়ানদের সংবাদ জানার জন্য। নায়েক মাসুদ এক্সচেঞ্জে ছিল। বলল - স্যার ১০, ১২ এবং ১৫ ডলার। আমি বললাম - কি বলছ? বলল সৈনিক, জেসিও এবং অফিসার। বললাম - পরিস্কার করে বল। বলল - স্যার, বিভিন্ন পদবীর একজন সৈনিক পাবে দৈনিক ১০ ডলার, জেসিও পাবে ১২ ডলার এবং অফিসার ১৫ ডলার করে কর্ণেল পদবী পর্যন্ত। বললাম - টাকার কথা রাখ, দেশে ফিরতে পারব কবে? বলল - স্যার, চীফ সবে এসেছেন, হাত মিলাচ্ছেন সবার সাথে। এখনও দরবার হয়নি। আপনাকে জানাব কি সিদ্ধান্ত হয়।

এত কষ্টের মাঝে আমরা, সৈনিকদের সম্মুখে যুদ্ধের হুমকি এবং সম্ভবতঃ অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধ সমাগত অথচ গত তিনমাসে দৈনিক ভাতার হার সৈনিক, জেসিও এবং অফিসার যথাক্রমে ২, ৩ এবং ৪ ডলার। এবারে চীফ আসায় কিছুটা বাড়ল বটে তবে এটাও আমি বলব ভয়ানক ভাবে কম। কারণ, আন্তর্জাতিক কিংবা আমাদের দেশের বিদেশে অবস্থানকারী ব্যক্তিদের দৈনিক ভাতারও এটা কোন

www.pathagar.com

কাছাকাছি অঙ্ক নয়। অথচ শোনা যায় সৌদি সরকার আমাদের সেদেশে অবস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা আমাদের সরকারকে দিয়েছেন। দৈনিক ভাতা কম দেয়ার কারণে যা হয়েছে তা হলো সর্বস্তরে চাপা অসন্তোষ ও ক্ষোভ, এক ধরণের অনিশ্চয়তা এবং কাজের প্রতি অনীহা।

ফিরে আসি বাস্তবে, আপন বৃত্ত থেকে পূর্ব গোলার্ধের দিকে। বৃহস্পতিবার আজ। খবর শুনছি আগ্রহ ভরে। ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী রোনাল্ড দুমা বলেছেন, জাতিসংঘের ড্রাফ্ট রেজুলেশন যা ইরাককে ১৫ জানুয়ারি ১৯৯১ পর্যন্ত সময় বেঁধে দিচ্ছে কুয়েত হতে সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য, যুদ্ধ এড়াবার এটাই ইরাকের শেষ সুযোগ। রাত পৌনে একটা অর্থাৎ ২৯ নভেম্বরকে বিদায় দিয়ে শিশু ৩০শে নভেম্বরের হাত ধরে হাঁটছে পৃথিবী। হঠাৎ দেখি সৌদি টেলিভিশন চ্যানেল - ২ এ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সরাসরি সম্প্রচার, নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক। আলোচ্য বিষয়, ১৫ জানুয়ারি ১৯৯১ ইং তারিখের মধ্যে ইরাক কুয়েত ত্যাগ না করলে তার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করা হবে কি না।

মোহাম্মদ সাল্লাম, জাতিসংঘে ইয়েমেনের রাষ্ট্রদূত। শক্ত বক্তব্য রাখলেন তিনি শক্তি প্রয়োগের বিরুদ্ধে। তাঁর বক্তব্যে জেমস বেকারের মুখে অধৈর্যের ছাপ ফুটল বার কয়েক। ইয়েমেন বলল - তাদের এ ভোট খুব দামী এবং তারা এ দামী ভোট প্রস্তাবের বিপক্ষে দিচ্ছে। ভোট দামী বলার কারণ স্পষ্ট, তাদের দেশের উন্নয়নের জন্য আমেরিকার সাহায্য ব্যাপক ভাবে কমিয়ে দেয়ার হুমকি দেয়া হয়েছে। জায়ারের সাদামাটা কথা এবং ইরাকের কুয়েত দখলের বিরোধিতা করে তারা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিল। ইথিওপিয়ার প্রতিনিধি বললেন - ন্যায় বিচারে দেরি করা বিচারকে অস্বীকার করারই শামিল। আর যেহেতু কুয়েত চাচ্ছে তার সরকার দ্রুত ক্ষমতায় ফিরে যাক কাজেই এ সুযোগের সৎ ব্যবহার করা উচিত।

কিউবার প্রতিনিধি বেশ বড় সড় বক্তব্য রাখলেন। তিনি বললেন - ২ সপ্তাহ পূর্বে ভাইস প্রেসিডেন্টকে বিশেষ দূত হিসাবে শান্তির অন্বেষায় পাঠান হয়েছিল। এর পূর্বেও কিউবা শান্তির উদ্যোগ নিয়েছিল। কুয়েত অধিকার এবং তাকে ইরাকের অন্তর্ভুক্ত করাকে অবশ্যই নিন্দা জ্ঞাপন করতে হবে এবং নিরপরাধ লোকজনকে আটক করা কোন ভাবেই গ্রহণ যোগ্য নয়। কিন্তু অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা যা ঔষধপত্র সরবরাহ বন্ধ এবং লক্ষ লক্ষ লোককে ক্ষুধার কাছে বন্দী করেছে, উপরন্তু আক্রমণকারী ছাড়াও কুয়েত ও অন্যান্য প্রতিবেশী দেশের তৈল ক্ষেত্র এবং যারা তৈল উৎপাদনকারী দেশ নয় তাদেরও যুদ্ধ হলে প্রভুত ক্ষতি সাধিত হবে। যদিও সম্পৃক্ত করছি না কিন্তু ইসরাইল ও প্যালেস্টাইন সমস্যা বিগত ২৩ বৎসর ধরে অমিমাংসিত। যদিও দুনিয়ায় বিরাজমান সব সমস্যার সমাধান একবারে সম্ভব নয়, তার পরও জাতিসংঘে আলোচনার মাধ্যমে অনেক সমস্যারই সমাধান সম্ভব। সবচেয়ে ভাল দৃষ্টান্ত হল নামিবিয়া। কিউবার রাষ্ট্রদূত আরও বললেন - শক্তি প্রয়োগের কথা বলা পাগলামি। কোন দেশই

www.pathagar.com

রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক একাকিত্বে সমস্ত পৃথিবী থেকে আলাদা হয়ে থাকতে পারে না। ৬ সপ্তাহ পরে পৃথিবী অপেক্ষা করবে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধের শুরু দেখতে। কিউবা এরকম একটা ঐতিহাসিক কাজে অংশ নিতে পারে না। কাজেই কিউবার ভোটও বিপক্ষে গেল। কিন্তু বাকি সবাই কুয়েতে ইরাকের দখলদারিত্ব হটানোর জন্য প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগের পক্ষে ভোট দিল। ভোটদানে বিরত থাকল চীন। জাতিসংঘের ২১৯৬১ ড্রাফ্‌ট রেজুলেশন ৬৭৮ নং রেজুলেশন হিসাবে পাশ হয়ে গেল। জেমস বেকারের খুশি খুশি ভাব এবং আত্মবিশ্বাসী চেহারার মাঝে ঘোষণা করতে দেখা গেল যে, জাতিসংঘের প্রস্তাব ৬৭৮, ১৯৯০, ১২-২ ভোটে গৃহীত হল।

এর পর পরই টেলিভিশনে ভেসে উঠল আমেরিকার বৈদেশিক ভাষ্যকারের চেহারা। তিনি বললেন - অর্থাৎ ১৫ জানুয়ারি ১৯৯১ সালের পরে বহুজাতিক বাহিনীর যে কোন দেশ ইরাকের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করতে পারবে।

৩০ নভেম্বর ১৯৯০

আজ রাস মিসহাবে আমি একা। পুরো ক্লিনিকের দায়িত্বে ৩৬ ঘন্টা আমার কাছে। মেজর জাফর ও ক্যাপ্টেন রশিদ গেছে বিভিন্ন শহর ঘুরে দেখতে। এখন ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে শরীর। ওদের আসার নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেছে আরও বার ঘন্টা আগে। এখন হয়ত চলে আসবে ওরা।

বাদশাহ ফাহাদ আজ পৃথক পৃথক বার্তা পেয়েছেন প্রেসিডেন্ট বুশ, কুয়েতের আমীর জাবের আল সাবাহ এবং মিশরের প্রেসিডেন্ট মোবারকের কাছ থেকে। জেমস বেকার উপসাগরীয় এলাকায় নতুন পরিস্থিতির উপর সাদ্দামের সাথে আলাপ করতে ইরাক যাচ্ছেন এবং সাথে সাথে ইরাকের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে ওয়াশিংটনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে, উদ্দেশ্য পরিস্থিতির পর্যালোচনা। রাশিয়া বলেছে যে, তারা বহুজাতিক বাহিনীতে কোন সৈন্য পাঠাবে না, তবে তাদের একজন লোকও ক্ষতিগ্রস্ত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

০২ ডিসেম্বর ১৯৯০

বছর শেষ হবার ঘন্টা বাজছে কিন্তু ঘটনার পরিসমাপ্তির কোন লক্ষণ নেই। কখনো যদিও বা কিছুটা আশার আলো জ্বলে উঠে আবার মনে হয় তা এক ফুৎকারে

www.pathagar.com

নিভে গেল। ৬৭৮ নং জাতিসংঘ সনদ পাশ হবার পরে প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের তারিক আজিজকে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ এবং জেমস বেকারকে বাগদাদে প্রেরণের প্রস্তাবকে বহুদেশ স্বাগত জানিয়েছে। পৃথিবী হয়ত এ পথেই শেষ আশার আলো দেখছে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম আজ ফ্রান্সের এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বলেছেন - বুশ যদি খোলামনে শান্তির জন্য ইরাককে ডেকে থাকে এবং সেভাবে আলোচনা হয় তাহলে শান্তির সম্ভাবনা পঞ্চাশ ভাগ। কিন্তু বিশ্বের যুদ্ধ বিরোধী মনোভাবকে এবং নিজের দেশের লোককে ধোঁকা দেবার জন্য যদি এ আলোচনার প্রস্তাব দিয়ে থাকে তাহলে আমরা যুদ্ধের খুব কাছাকাছি। জেমস বেকার বলেছেন - আলোচনার অর্থই যুদ্ধ পরিহার করা নয়। আর আজ সারাদিন বহুজাতিক বাহিনী রেড এ্যালার্ট জারি করেছে। এ অবস্থা ছিল প্রায় ১০ ঘন্টা। কারণ সাদ্দাম নামের বালক কুয়েতে আজ মহড়া চালাচ্ছেন। বর্তমানে এমন এক অবস্থা যে, কারও ছোট ভুলেও যে কোন সময় শুরু হয়ে যেতে পারে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। অন্যদিকে উপসাগরে বাণিজ্য অবরোধ কার্যকর করতে বহুজাতিক বাহিনী তাদের নৌ শক্তি বৃদ্ধি করেছে। ইরাক এ পদক্ষেপে নারাজ। তারা জানিয়েছে - এ ভাবে চলতে থাকলে তারা শক্তি প্রয়োগ করতে পারে।

কোয়ালিশন যুদ্ধ প্রস্তুতি অব্যাহত - প্রহরারত সতর্ক ফরাসী সৈনিক

পাশাপাশি এ সময় সারা দুনিয়া প্রত্যক্ষ করছে ইসরাইলী জুলুম। নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় এক সপ্তাহে লেবাননে অন্ততঃ দু'বার হামলা করেছে তারা কিন্তু মুক্ত বিশ্ব সব দেখেও এখানে কোন কিছু না দেখার ভান করছে।

গতকাল বাদশাহ ফাহাদ এক আদেশ বলে মিশরের সব বকেয়া ঋণ মাফ করে দিয়েছেন এবং আমেরিকা ও অন্যান্য দেশ যারা সৌদি আরবকে সহায়তা করছে

তাদেরকে কম দামে তৈল সরবরাহ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। এদিকে প্রিন্স খালেদ যিনি বাদশাহের ছোট ভাই এবং বহুজাতিক বাহিনী এবং সৌদি বাহিনীর প্রধান, আজ আমেরিকার মেরিন এবং ব্রিটিশ সেনাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন।

জার্মানী এবং ব্রিটেনে ক্ষমতার বড় ধরণের পরিবর্তন হয়েছে। হেলমুট কোল মুক্ত জার্মানীর চ্যান্সেলর এবং জন মেজর ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। মার্গারেট থ্যাচার সরকারের পতনে ইরাক আনন্দিত এবং ইরাকের আনন্দ প্রকাশের ভঙ্গিতে এমন একটা ভাব যেন ইরাকের বিরোধিতার কারণেই লৌহ মানবীর পতন হয়েছে।

রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী এডওয়ার্ড শেভার্দনাদজে বলেছেন যে, তাঁর দেশ বহুজাতিক বাহিনীতে সৈন্য পাঠাবে না কিন্তু রাশিয়ার কোন নাগরিক যদি ইরাক দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহলে সৈন্য পাঠাবে। এ ব্যাপারে ইরাক তার ত্বরিত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। বলেছে - এটা রাশিয়ার সৈন্য পাঠাবার একটা চাল এবং তারা যদি তা করে তাহলে দুইশত মিলিয়ন আরববাসীর ভালবাসা হারাবে।

০৩ ডিসেম্বর ১৯৯০

সৌদি আরবে ফ্রন্ট লাইনে থেকেও দেশের কথা লোকজন ভাবতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমরা। উপসাগরীয় এলাকার পরিস্থিতি অবলোকনের সাথে সাথে দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনের দিকে চোখ কান খাড়া করে রাখি। দেশের যে কোন অস্বস্তিকর অবস্থা আমাদের বিচলিত করে। দেশে কখনো টেলিফোন করলে আত্মীয় স্বজনের কাছে জিজ্ঞেস করি কি ঘটছে - সান্ধ্য আইন, বাইরে যাওয়া যায় না। বিদেশি সংবাদ মাধ্যমে জানতে পারছি সরকার বদলের জন্য স্বতঃস্ফূর্ত গণআন্দোলন এখন তুঙ্গে। ধরপাকড় চলছে বেধড়ক। সবাই দল বেঁধে যাচ্ছিল রেডিও স্টেশন দখল করতে - পুলিশ তাদের পিটিয়ে ফিরিয়েছে। জারি করা হয়েছে জরুরী অবস্থা ৭/৮ দিন আগেই। অবস্থা বেগতিক দেখে সামরিক বাহিনীকে তলব করা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলনের গতি এত তীব্র যে সরকারী কঠোর ব্যবস্থার ফলেও বিক্ষোভ দমন করা যাচ্ছে না। এ পর্যন্ত নিহত হয়েছে ৭০ জন এবং আহত হাজারের উপর। গত ২৮ শে নভেম্বর ঢাকায় টেলিফোন করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছি। পরে বিবিসি'র সংবাদে শুনলাম জরুরী অবস্থার কথা। জানলাম বাংলাদেশ বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। দেশের এমতাবস্থায় দাতা দেশ গুলো অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য চাপ দিয়েছে বর্তমান সরকারকে, অন্যথায় সাহায্য বন্ধ হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

০৪ ডিসেম্বর ১৯৯০

ইতোমধ্যেই মরুভূমিতে অবস্থানরত আমেরিকার সেনাবাহিনী তাদের চতুর্থ মহড়া শেষ করেছে। শারীরিক ভাবে সুদক্ষ এবং বর্তমান ভূমিতে শত্রুকে ঘায়েল করতে অব্যর্থ লক্ষ্যভেদই এত কঠোর পরিশ্রমের উদ্দেশ্য। ডিক চেনী এবং জেনারেল কলিন পাওয়েল, চেয়ারম্যান জয়েন্ট চীফ অব স্টাফ কথা বলেছেন কংগ্রেসম্যানদের সাথে। এটা একটা বিশেষ বৈঠক। তারা পর্যালোচনা করেছেন যুদ্ধ সংক্রান্ত সকল ব্যাপার।

কোয়ালিশন ফোর্সের কঠোর অনুশীলন
মহড়া শেষে মরুভূমিতে একসার এম - ৬০ ট্যাংক

ডিক চেনীর বক্তব্য সরাসরি যুদ্ধের পক্ষে। তিনি বলেছেন - যখন কোয়ালিশন অক্ষত এবং ২৬ টি দেশ একত্রে, জাতিসংঘ সনদ শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা দিয়েছে, তখন শক্তি প্রয়োগ করা যেতে পারে। তা না হলে হয়ত আগামী পাঁচ বছর পরে ঠিক এ কাজটাই করতে হবে। তিনি আরো বললেন যে, তাদের সম্ভাব্য সকল শক্তি মধ্যপ্রাচ্যে সমবেত করা হচ্ছে আর ইতোমধ্যেই দুই লক্ষ রিজারভিস্টকে তলব করা হয়েছে। কলিন পাওয়েল বললেন - It is a challenge which is very very manageable in my judgement. এ মুহূর্তে আমেরিকা উপসাগরীয় এলাকায় জমায়েত করছে তার সম্ভাব্য সকল শক্তি। আরো বিমানবাহী রণতরী এবং অন্যান্য যুদ্ধ

www.pathagar.com

মার্কিন জয়েন্ট চীফ অব জেনারেল স্টাফ জেনারেল কলিন পাওয়েল

জাহাজ এখন উপসাগরকে লক্ষ্য করে ছুটছে। ভাসতে ভাসতে চলে আসছে অত্যাধুনিক বিমান যা শত্রুর রাডারকে সহজেই ফাঁকি দিতে পারে। আর আমেরিকার এক জনমত সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, অর্থনৈতিক অবরোধের পক্ষে ৪৯% ও আক্রমণের পক্ষে ৪২% জনমত রয়েছে। কিন্তু সি এন এন দাবী করেছে ৬০% আমেরিকান যুদ্ধ চায় এবং ৩২% চায় না। জার্মানীতে অবস্থানরত আমেরিকার সৈনিকদের তলব করা হয়েছে এখানে এবং তাদের আগমনও শুরু হয়েছে। ডাকা হয়েছে আমেরিকার ন্যাশনাল গার্ডকে। কলিন পাওয়েল দেখা করেছেন ব্রিটিশ যুদ্ধমন্ত্রী টমকিন এবং প্রধানমন্ত্রী জন মেজরের সাথে।

রাশিয়ার তিন হাজার কর্মচারীকে আগামী সপ্তাহে ছেড়ে দেবে বলে ইরাক আজ ঘোষণা করেছে। আমেরিকা বলেছে - বুশ যে আলোচনার ডাক দিয়েছেন ইরাক এখনও তা সরকারী ভাবে গ্রহণ করেনি। ইরাক অবশ্য বিভিন্ন বক্তব্যে যে কোন আলোচনায় মধ্যপ্রাচ্যের বিদ্যমান সমস্যা অন্তর্ভুক্ত করার উপর জোর দিচ্ছে। ইতোমধ্যেই আমেরিকা তার ৯৭ হাজার রিজারভিস্টকে নিয়মিত বাহিনীতে নিয়েছে এবং ফরমান জারি করেছে আরো ২ লক্ষ রিজারভিস্টকে নেয়ার জন্য। এত ব্যাপক যুদ্ধ প্রস্তুতির মাঝে রবার্ট ম্যাকনমারা অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, আরো আঠার মাস অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা চালিয়ে যাওয়া উচিত। প্রেসিডেন্ট বুশের কণ্ঠস্বর ভেসে এল ভয়েস অব আমেরিকা থেকে - I know people of our country don't want war because of the fear of another Vietnam. But I can say it will

www.pathagar.com

not be another Vietnam. It will not be a long protracted war । শুনলাম তাঁকে তার দেশবাসিকে আশ্বস্ত করতে। তিনি বললেন - আমি জানি আমাদের দেশের জনগণ আরেকটা ভিয়েতনামের ভয়তে যুদ্ধ চায় না। কিন্তু আমি বলতে পারি এটা আর একটা ভিয়েতনাম হবে না। এটা একটা দীর্ঘস্থায়ী বিলম্বিত যুদ্ধ হবে না।

০৬ ডিসেম্বর ১৯৯০

সারা পৃথিবীকে অবাক করে দিয়ে সব বিদেশি নাগরিকদের চলাচলের উপর বিধি নিষেধ প্রত্যাহার করেছেন সাদ্দাম হোসেন। তিনি তাঁর সংসদের স্পীকারকে নির্দেশ দিয়েছেন বন্দীদের ছেড়ে দিতে। অথচ এর জন্য বিভিন্ন দেশ এতদিন পেরেশান ছিল। বন্দী ছিল সকল বিদেশি - নারী শিশু নির্বিশেষে। এদের ছাড়াবার প্রচেষ্টায় জার্মানীর উইলি ব্রান্ট, ব্রিটেনের এডওয়ার্ড হিথ, আমেরিকার জেসি জ্যাকসন এবং আরও অনেকে এর আগে এসেছেন বাগদাদে এবং কিছু কিছু বন্দীদের মুক্ত করে নিয়ে গেছেন। যাক রামের সুমতির মত সাদ্দামের সুমতিকে স্বাগত জানাই। সাথে সাথেই সর্বত্র একটা অনুকূলে হাওয়া বইতে শুরু করল। পৃথিবী যেন হেসে উঠল শান্তির প্রত্যাশায়। তেলের দাম কমে প্রতি ব্যারেল ২৬ ডলারে এসে ঠেকল। স্টক এক্সচেঞ্জে এর প্রভাব পড়েছে যথেষ্ট। ব্রিটেন সাথে সাথে তার নাগরিকদের উদ্ধারের জন্য বিশালকার প্লেন পাঠিয়েছে। আগামীকাল পাঠাচ্ছে আমেরিকা। দক্ষিণ আফ্রিকা সফররত প্রেসিডেন্ট বুশ বলেছেন - পুরোপুরি জাতিসংঘ সনদ বাস্তবায়িত না হলে শক্তি প্রয়োগ করা হতে পারে এবং এর সাথে সাথে অব্যাহত ভাবে উপসাগরীয় এলাকায় আমেরিকার সমর শক্তি বেড়েই চলেছে। কিন্তু গুজব একটা চলছে বাতাসে, এখানে থেকে ওখানে। আমেরিকার গোপন চুক্তি হয়ে গেছে বা হচ্ছে ইরাকের সাথে।

০৯ ডিসেম্বর ১৯৯০

গত সাত এবং আট তারিখে ইরাকে আটকে পড়া বন্দীদের জোরেসোরে অপসারণ করা হয়েছে। আজ দোহায় বসেছে জি সি সি দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক। এ মাসের শেষের দিকে জি সি সি শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতি চলছে। কাতার এ সম্মেলনে ইরাকের বন্দী ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলেছে, হয়ত উপসাগরীয় অঞ্চলে শান্তিপূর্ন সমাধান হবে। কিন্তু বুশ বলেছেন - আমেরিকার বন্দীদের ছেড়ে দিলে সামরিক সিদ্ধান্তের বিষয়টা সহজ হবে।

www.pathagar.com

প্যালেস্টাইন প্রশ্নে আন্তর্জাতিক শান্তি বৈঠক এক দিনের জন্য ৯ - ৪ ভোটে নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন থেকে স্থগিত করা হয়েছে। বুশ বলেছেন - যদি সিকিউরিটি কাউন্সিল এ সিদ্ধান্ত নেয় তা হলে সাদ্দাম হোসেনের জন্য এটা এক ধরনের বিজয় কারণ তিনি এটা চাচ্ছেন বহু দিন ধরে।

আজ আমেরিকা ইরাকী প্লেন চার্টার করেছে। ব্রিটেন সহ অন্যান্য দেশকেও তাদের পদাংক অনুসরণ করতে হচ্ছে কারণ ইরাকের আকাশ সীমায় অন্য দেশের বিমানকে অনুপ্রবেশ করতে দেয়া হচ্ছে না।

ইরাক আগামী ১২ জানুয়ারি ৯১ সালে জেমস বেকারকে আলোচনার জন্য বাগদাদে ডেকেছে। সাথে সাথে তা মার্কিনী প্রশাসন প্রত্যাখান করেছে এই বলে যে, ইরাক এখনও শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য আন্তরিক নয়।

বসে বসে আমরা এই মুহূর্তে টেলিভিশনে দেখতে পাচ্ছি আমেরিকার একটি বিমানবাহী রণতরী যাতে আছে ৯৫ টি আক্রমণকারী বিমান ও সাথে সহচর ৭টি ডেস্ট্রয়ার। এগুলোর সাথে সাড়ে সাত হাজার মেরিন আমেরিকা ত্যাগ করছে। ক্রিস্টমাসের পরে তারা আরো দু'টো বিমানবাহী রণতরী পাঠাবে এখানে।

জেমস বেকার আজ বলেছেন যে, তারা উপসাগরীয় এ সমস্যার একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান দেখতে চান এবং সাথে সাথে এও বলেছে যে, তারা তাদের ইরাকে মার্কিন দূতাবাসের কাজকর্ম বন্ধ করে দেবেন।

পশ্চিমা বিভিন্ন পত্রিকায় একটা জল্পনা কল্পনা চলছে। এ সময় ইরাক হয়ত রামালা তৈলক্ষেত্র পর্যন্ত তাদের সৈন্য এ মাসের শেষ নাগাদ প্রত্যাহার করে নিতে পারে। সাদ্দাম হোসেন, ইয়াসির আরাফাত এবং বাদশাহ হোসেনের সম্মেলনের পর এ রকম একটা চিন্তা ভাবনা চলছে এবং ইরাক তার বিতর্কিত এলাকা বরাবর কাঁটাতারের বেড়া তুলছে।

ইনতিফাদা - প্যালেস্টাইনী জাগরণ শুরু হয় ১৯৮৭ সালে। এখন চতুর্থ বর্ষ, মৃতের সংখ্যা ১০০০ জনের কিছুটা বেশি। মৃত্যু যেন ওদের নিত্য সংগী। এখন ইসরাইলীরা কারফিউ দিয়ে রাখে সেখানে। সন্দেহ হলেই লোকজনকে ধরে বেদম প্রহার করে - সাধারণ কারণে গুলি করে মারা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। সভ্য পৃথিবীর সবল হাতের শাসন যুগের পর যুগ ধরে নীরবে নিভৃতে কাঁদছে এখানে।

১০ ডিসেম্বর ১৯৯০

দিন গড়িয়ে চলে আপন গতিতে। রাস মিসহাবে পার হচ্ছে আমাদের কর্মব্যস্ত দিন। আমাদের স্থাপিত এন বি সি ডিকন্টামিনেশন ইউনিট এখানে বেশ পরিচিতি

লাভ করেছে কারণ জুবেল ছাড়া আর কোথাও অনুরূপ ইউনিট স্থাপিত হয়নি। আজ সেনেগাল মেডিক্যাল কোরের কয়েকজন অফিসার ও অন্যান্য পদবীর সৈনিক আসল আমাদের এন বি সি ডিকন্টামিনেশন সেট আপ দেখতে। ইউনিটের ভারপ্রাপ্ত অফিসার হিসাবে আমিই ঘুরে ঘুরে ওদের সব দেখালাম। ওদের মধ্যে মেজর হোসেন নোবা, ক্যাপ্টেন আগস্টিন জায়ি বেশ উৎসাহ দেখাল সব ব্যাপারে। বললাম - যুদ্ধের ব্যাপারে তোমাদের কি ধারণা? বলল - রাসায়নিক যুদ্ধ হলে পরিস্থিতি মারাত্মক হতে পারে। আর যুদ্ধ, যে ভাব গতিক দেখছি; লেগেই যাবে মনে হয় একটা।

তবে আমি স্বস্তি পাচ্ছি দেশের স্থিতিবস্থা দেখে। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন ৬ জনকে নিয়ে উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেছেন যারা তাঁকে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনায় সাহায্য করবেন। এই ছয় জন দরকারে বিভিন্ন সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করতে পারবেন।

১১ ডিসেম্বর ১৯৯০

উপসাগরীয় এলাকায় শান্তি উদ্যোগ এগিয়ে চলার সাথে সাথে কুয়েত এবং ইরাকের মধ্যে প্রায়ই বেশ তর্জন গর্জন শোনা যাচ্ছে। কুয়েত বলছে সে তার এক ইঞ্চি জমিও ছাড়বে না - ইরাক বলছে পারলে তাড়াও। শান্তির লক্ষে আলজেরিয়া মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করছে। মুসলিম বিশ্ব একটা আপোষ রফায় আসতে চায় কিন্তু

স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে বদ্ধপরিকর - সৌদি আরবে প্রশিক্ষণরত কুয়েতি ভলান্টিয়ার

www.pathagar.com

মনে হয় আমেরিকা তা চায় না। কারণ ইরাক তা হলে একটা শক্তিশালী শত্রু বলে বড় রকমের হুমকি হিসাবে থেকেই যাবে। ইসরাইলত সরাসরি বলেই বেড়াচ্ছে- আমেরিকা ইরাকের সামরিক শক্তি খর্ব না করলে এটা তাদেরকেই করতে হবে।

আজ তৃতীয় দিনের মত গাজা সহ অন্যান্য অধিকৃত ভূখন্ডে কারফিউ চলছে। চলছে ধরপাকড় এবং হত্যাযজ্ঞ। অথচ সামান্য আন্তর্জাতিক শান্তি বৈঠকের ব্যাপারে ভোটাভুটি পর্যন্ত আমেরিকা বন্ধ করে দিচ্ছে। এতেও যদি মুসলিম বিশ্ব আপন পর চিনতে না পারে তা হলে আর তা কোন দিনই পারবে না।

এখানে এই সৌদি আরবে দু'একদিন সৌদি ড্রাইভার নিয়ে গেছি এখানে সেখানে। কারও কারও মধ্যে আমেরিকার প্রতি অশ্রদ্ধা দেখেছি প্রবল। একজন ড্রাইভার ত আমেরিকার কনভয় দেখে চিৎকার করে উঠল - বুশ শয়তান। ওর কথা বাদ দিলেও সাধারণ সৌদি সৈনিক ও অফিসারবৃন্দ যুদ্ধের বিপক্ষে। তাদের বক্তব্য - সাদ্দামের কুয়েত থেকে সরে যাওয়া উচিত। মুসলিম হয়ে প্রতিবেশি ছোট ভ্রাতৃপ্রতিম দেশে এ ভাবে হামলা করাটা অন্যায় আর তা ছাড়া ইরাক-ইরান যুদ্ধে এই কুয়েতই বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার দিয়ে সাহায্য করেছে ইরাককে। একজন সৌদি অফিসার ক্যাপ্টেন মোহম্মদ আনাজীত বলেই বসল - ইরাক আমাদের টাকায় কেনা অস্ত্রে এখন আমাদেরকেই শাসাচ্ছে। আমাদের এখানে রাস মিসহাবে কর্মরত একজন বাচ্চা সৈনিকও বুঝতে পারছে ইরাককে তার শক্তি অক্ষত রাখতে হলে একঘরে হয়ে নয় বরং মুসলিম বিশ্বের সাথে হাত মিলিয়ে কুয়েত থেকে বিনাশর্তে সরে যেতে হবে, কেবল বুঝতে পারছেন না সাদ্দাম হোসেন। তাঁর একরোখা মনোভাবই হয়ত তাকে বলির পাঠার মত শাণিত তরবারির নিচে ঘাড় পেতে দিতে উদ্বুদ্ধ করছে।

এডমিরাল ফাহাদ ইবনে আবদুল্লাহ, সৌদি চীফ অব ন্যাভাল স্টাফ গতকাল আমাদের কিছু না জানিয়েই আমাদের ফিল্ড হাসপাতাল দেখতে আসলেন। সুদর্শন রাশভারী মানুষ। হাঁটেন একটু ভারিক্কি চালে। তাঁর পৌঁছার এক মিনিট আগে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল লেঃ আদিব। বলল - ন্যাভাল চীফ এসেছেন, তোমরা কিছু দেখাতে পারবে? এই সৌদি অফিসারের ইংরেজি উচ্চারণ আমেরিকানদের মত। গলদঘর্ম হচ্ছিল সে। বললাম - আগে জানাওনি কেন? বলতে বলতেই বাইরে গাড়ির আওয়াজ শুনে আমি আর ক্যাপ্টেন মাসুদ ছুটে বেরুলাম।

আমাদের ক্লিনিকে তখন কোন রোগী ছিল না। এডমিরাল সব দেখলেন ঘুরে ঘুরে এবং তারপর আমাদের সালাম জানালেন। বস্তুতঃ আমরা তাঁকেই সালাম করলাম কিন্তু তাঁর পরে।

আজ মেজর জামিল আসলেন নাইরিয়া থেকে। তিনি এল এইচ কিউ'র অফিসার, গো ধরলেন বিবিসি'র খবর না শুনে যাবেন না। ওকে সাথে নিয়ে শুনলাম বিবিসি'র পরিবেশিত সংবাদ। পররাষ্ট্র দফতরের উপদেষ্টার সাক্ষাৎকারে জানলাম ক্ষমতাচ্যুত

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট এরশাদকে অন্তরীণ করা হয়েছে। তাঁকে তাঁর সরকারী বাসভবন থেকে সরিয়ে বেসরকারী ভবনে স্থানান্তর করা হয়েছে।

বিবিসি'র খবর শোনার পর থেকে মেজর জামিল তার ভাংগা গাড়ি নিয়ে নাইরিয়া ছুটলেন। গাড়ি ভাংগা বলার কারণ এই যে, এ গাড়ির দু'টো দিকই খোলা। কনকনে শীত এখানে। স্পীড বেশি হলে প্রতি ঘন্টায় ষাট মাইল। অথচ কিছুদিন আগে সৌদি সরকার ১০ হাজার গাড়ি এনেছেন - ব্যবহার করতে দিয়েছেন মার্কিন অফিসারদের। এই বেসে আমাদের বহুদিন হল, এখনও একটা গাড়ির প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি। আর বাংলাদেশী অফিসারদের মধ্যে শুধু কয়েকজন ব্যাটালিয়ন কমান্ডারদের ব্যবহারের জন্য ভাল গাড়ি দিয়েছে ওরা, আর কাউকে নয়।

সৌদি আরব কর্তৃক সরবরাহকৃত জীপের পাশে একজন কর্মকর্তাসহ লেখক

গালফে সময়ের সাথে পরিবর্তন হচ্ছে পট। আবার একগুয়েমী ইরাকের। ইরাক ঘোষণা করেছে, আলোচনার জন্য আমেরিকার দেয়া কোন তারিখ তারা মেনে নেবে না। ওদের রেডিও এবং টেলিভিশনে যুদ্ধকালীন অবস্থায় বেসামরিক নাগরিকদের করণীয় বিষয় ওয়াকিফহাল করা হচ্ছে। নাগরিকদের বলা হচ্ছে অবস্থা অনেক খারাপ হতে পারে এবং বলা হচ্ছে ১৫ জানুয়ারিতে তারা সিভিল ডিফেন্স মহড়া চালাবে।

এবার আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট বের হয়েছেন শান্তির অন্বেষায়। ইরাকে দুই দিনের সফর শেষে গেছেন ইরান। এডওয়ার্ড শেভার্দনাদজে আজ তুরস্কে। ওপেক মন্ত্রীরা আজ তেলের দাম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গালফের সমস্যা মিটে গেলে জুলাই ৯০ এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক তেলের দাম নির্ধারিত হবে এবং উৎপাদন কমিয়ে স্বাভাবিক মাত্রায় নিয়ে আসা হবে। অন্যদিকে সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী এখন বনে। এখানে

www.pathagar.com

এটা তার দ্বিতীয় সফর - প্রচেষ্টা শান্তির, তবে শান্তি কত দূর বলা সত্যিই বড় মুশকিল।

শান্তির অন্বেষায় অব্যাহত কূটনৈতিক উদ্যোগ - জর্জ বুশ ও এডওয়ার্ড শেভার্দনাদজে

এখানে জি সি সি সম্পর্কে একটু বলে নেওয়া ভাল। জি সি সি মানে গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিল। প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮১ সালে। তাদের সমস্যা সমাধানে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে কাতার, মিশর, সিরিয়া, আবুধাবী, ওমান ও সৌদি আরব। সাটেল ককের মত ছুটছেন নেতৃবৃন্দ। কুয়েত হুংকার ছাড়ছে - তাদের এক ইঞ্চি জমিও তারা ছাড়বে না। কোন আংশিক সমাধান তারা চায় না। ইরাক এখন পর্যন্ত মুসলিম স্বার্থ ব্যাহত হচ্ছে জেনেও নিজের অবস্হান থেকে এক চুলও নড়েনি বরং যুদ্ধমন্ত্রী বদল করেছে এবং সম্ভবতঃ কুয়েতের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে একশতেরও অধিক সামরিক অফিসারের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করেছে তারা। এ খবরের নিশ্চয়তা বিধান করা এ মুহূর্তে আমার জন্য অসম্ভব।

এদিকে আমেরিকার সামরিক শক্তি পুরোদমে সীমান্ত বরাবরে এগিয়ে চলেছে, তারা সুসংহত করছে নিজেদেরকে। আর সৌদি আরবে সফরের সময় জেমস বেকারের সাথে একটা চুক্তি নবায়ন করা হয়েছে সৌদিদের। তা হল, মার্কিন সেনাবাহিনী সৌদি ভূমিতে থাকাকালীন সৌদি হুকুমে চলবে আর সীমান্ত অতিক্রম করলে তারা নিজেদের কমান্ড নিজেরাই পরিচালনা করবে।

আমেরিকা এবার অজ্ঞাত সংখ্যক এফ - ১৬ বিমান পাঠাচ্ছে এখানে, আসছে জার্মানী থেকে। আরো আসবে আর্মার্ড ভেহিকেল এর সাথে কংগ্রেসের একটা লবি

www.pathagar.com

সোচ্চার হচ্ছে - কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া আমেরিকার প্রেসিডেন্ট যুদ্ধে যেতে পারবে না কিন্তু ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে, বুশ এ মুহূর্তে কংগ্রেসকে পরোয়া করছেন না। ডিক চেনী এবং জেনারেল কলিন পাওয়েল আগামী মঙ্গলবার সৌদিতে আসবেন। আসবেন যুদ্ধ প্রস্তুতি দেখতে। বুশ কথায় এবং কাজে যুদ্ধ দামামা বাজিয়ে চলেছেন অনবরত। ইরাকে যুদ্ধের ব্যাপারে সতর্ক করা হচ্ছে জনগণকে। ইরাক রেডিও সাদ্দাম হোসেনকে মুজাহিদ হিসাবে আখ্যায়িত করেছে।

এই ফাঁকে সৌদি আরবের কিছু রীতি রেওয়াজের কথা বলি। আমাদের দেশে এবং সম্ভবতঃ উপমহাদেশের পুরো এলাকাই আর্মি অফিসারদের স্ত্রীদের খুব সম্মান দেখান হয়। কোন পদবীর অফিসারের স্ত্রী সে জন্য আলাদা চোখে তাকে কেউ দেখবে না। নতুন কমিশন্ড অফিসারের স্ত্রীকে সম্মান দেখাতে জেনারেলও উঠে দাঁড়ান এবং আমরা কথায় বলি ভাবীকে সালাম জানিও এবং সিনিয়র অফিসার হলে ভাবীকে সালাম জানাবেন ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সৌদি আরবে ওদের স্ত্রী বা পরিবারবর্গের কথা জানতে চাওয়া ওদের রীতিবিরুদ্ধ। আমি না বুঝে মাঝে মধ্যে ক্যাপ্টেন মোবারককে বলতাম - ভাবী কেমন আছেন? তোমার বাচ্চারা কেমন আছে? আমার সালাম জানিও। দেখতাম হঠাৎ করেই ওর মুখ খানিকটা বিমর্ষ হয়ে যাচ্ছে। তখনও কারণ বুঝিনি। রাস মিসহাবে সৌদি কাষ্টমস নামে একটা বই উল্টাতে উল্টাতে দেখি সর্বনাশ আমি না বুঝে মোবারককে কষ্ট দিয়েছি। ওদের স্বাগতম জানাবার ভাষা হল আহলান, প্রথমে ডানগালে গাল লাগিয়ে চুক চুক করে মৃদু চুম্বনের শব্দ, পরে একই ভাবে বাম গালে গাল লাগিয়ে একই কাজ। এরই ফাঁকে ফাঁকে বলে কোয়েজ, মাফসুদ, তায়েবিন, কাইফা হাল বা এশ আখবার ইত্যাদি। যাকে স্বাগত জানাচ্ছেন বা ভাব বিনিময় করছেন সে যদি বেশি পরিচিত হয় তা হলেত কথাই নেই। হাত ধরবে খপ করে বাঘের মত, চুম্বনের শব্দও মাত্রা ছাড়াতে পারে। এত সবের পরেও আসন গ্রহণ করতে যাচ্ছেন, হায় আল্লাহ তখনও আগন্তুক ফিরে বলবে কোয়েচ? বসা শেষ, আবারও হয়ত বলবে কোয়েচ? এবং মাথা ঝাঁকিয়ে প্রত্যেক বারই কথার জবাব দেয়া একটা সুন্দর রেওয়াজ এখানে।

১৫ ডিসেম্বর ১৯৯০

এখানেও লোকজন মিথ্যে কথা বলে। পানি যে রকম আকৃতিহীন সৈনিকও সব দেশে সব ক্ষেত্রেই সেই রকমই আকৃতিহীন। ওদের খাত্তাম আমামী অর্থাৎ ফ্রন্টলাইন। ওখান থেকে সৈনিক আসবে পেটে ব্যাথা নিয়ে, প্রচন্ড চিৎকার - তবিব মউত মউত

উ উ। অর্থাৎ ডাক্তার মরে গেলাম। ব্যথায় কাতরাচ্ছে। অথচ কিছু নেই। সিনিয়র অফিসারদের সাথে বেয়াদপী করে পাগলের ভান করতে দেখেছি কাউকে কাউকে। এদেশে চুরি বিরল ঘটনা কিন্তু ঘটল। আমাদের সব সৈনিক মসজিদের বাইরে জুতা রেখে নামাজে গেল। ফিরে দেখে খালাছ - ৪ জোড়া বেমালুম গায়েব। আমাদের দেশে অবশ্য ঘটনাটা উল্টো। চুরি হবেনা সেটাই অস্বাভাবিক। এ দেশে চুরির শাস্তি ভয়ানক, ডান হাত কব্জি থেকে কেটে আলাদা করে ফেলা হয়।

আর ওদিকে বাক যুদ্ধ চলছে উপসাগরীয় রাজনীতিতে। ঘনীভূত হচ্ছে শীতল লড়াই, ইরাক এবং আমেরিকার মধ্যে। বিষয় - জেমস বেকারের ইরাক গমনের তারিখ। ইরাক ১২ই জানুয়ারিতে স্থির হয়ে আছে অনড় ঘড়ির কাঁটার মত আর আমেরিকা ১২ তারিখের পূর্বে বেশ কয়েকটা তারিখ দিয়েছে - ইরাকের কোনটাই মনঃপূত হয়নি। ইরাক তার ধারনা ব্যক্ত করেছে - কংগ্রেস এবং বিশ্বকে ধোঁকা দিতেই আমেরিকা এই আলোচনার আয়োজন করতে চাচ্ছে।

সি আই এ'র পরিচালক বলেছেন - সাদ্দাম হোসেন কুয়েত থেকে তার সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করবে না, তবে যুদ্ধ আসন্ন হলে করতেও পারে। জাতিসংঘ প্রস্তাবে ইতোমধ্যেই বলা হয়েছে জানুয়ারি পনর'র পরে কুয়েতে একজনও ইরাকী সৈন্য থাকবে না।

অন্যদিকে এডওয়ার্ড শেভার্দনাদজে এখন আঙ্কারায়। ফলপ্রসূ আলোচনা করেছেন তুর্কুত ওজালের সাথে। তিনি বলেছেন - শান্তিপূর্ণ সমাধানই উত্তম। ফ্রান্স আশ্বাস দিয়েছে যে, ইরাকী বাহিনী প্রত্যাহারের সময় তাদেরকে আক্রমণ করা হবেনা আর সাদলি বেনজাদিদ ইরান হতে এসেছেন সিরিয়া, তারপর যাবেন মিশর। ঘুরছেন তিনি হন্যে হয়ে শান্তির প্রত্যাশায়। কিন্তু ইরাক আবার তারিক আজিজের আগামী সোমবারে বুশের সাথে নির্ধারিত সাক্ষাৎ বন্ধ করে দিল। কিছু কিছু কংগ্রেসম্যান প্রেসিডেন্ট বুশকে ধৈর্য ধারন এবং অন্যান্য গৃহীত ব্যবস্থাদি যাতে কাজ করতে পারে তার সুযোগ দেয়ার উপর গুরুত্ব দিতে মতামত ব্যক্ত করেছেন। ইতোমধ্যেই সামরিক ব্যবস্থার একটা মাথা ব্যথা মার্কিন বন্দী, সবাই ফিরে গেছে দেশে। আজ ফিরে গেলেন রাষ্ট্রদূত পেনিয়েল হাওয়েল এবং তাঁর স্ত্রী। এখন ইরাকে আর একজনও মার্কিনী নাগরিক নেই। ফিরে আসা বন্দীদের কাছে তাদের প্রতি অমানবিক আচরণ এবং কোন কোন মহিলা বন্দীদের ধর্ষণের খবরও পাওয়া গেল।

ইসরাইল কিন্তু তার ইচ্ছামত প্যালেস্টাইন দমন নীতি অব্যাহত রেখেছে। অধিকৃত পশ্চিম তীর ও গাজাকে তারা মিলিটারি জোন হিসাবে ঘোষণা করেছে। বন্দী করেছে শিক্ষাবিধ এবং অন্যান্য পেশার লোকদের, দিয়ে চলেছে সান্ধ্য আইন। ইতোমধ্যেই ৩০০ জনের অধিক ফিলিস্তিনি বন্দী হয়েছে।

www.pathagar.com

১৮ ডিসেম্বর ১৯৯০

সময় এখানে মাঝে মধ্যে মন্থর হয়ে যায় যেন শত বছরের জমে থাকা কোন পাষাণ মাটি কামড়ে পড়ে আছে। আগামী বছর ছুঁই ছুঁই করেও যেন ছুঁতে চায়না এ বছরের ক্রান্তিলগ্ন। কেন যেন কত সংকোচ আর ভীতি ভর করেছে এখানে। পথে ঘাটে শ্বাসে শ্বাসে বাতাসে প্রতিহিংসা যেন নমরুদের আগুনের মত লকলকে লোভাতুর জিভ বের করে দিয়েছে সব নিঃশেষ করে দিতে। গতকাল গিয়েছিলাম দাহরান। স্বাভাবিক অবস্থাতেই এত বেশি সামরিক যানবাহন চলছে যে কোথাও কোথাও দীর্ঘ সময় ধরে ট্রাফিক জ্যাম। সৌদি আরবে ট্রাফিক জ্যাম - এ বিরল ঘটনা তবে দেখার সুযোগ ঘটল। সারি সারি গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে লোকজন, মালপত্র এবং যুদ্ধ উপকরণ। পথে যেতে যেতেও দেখা যাচ্ছে মহড়ারত সেনাবাহিনী। হয়ত মাথা উঁচু করে আছে কোন বালির ঢিপি, ভাল করে তাকালেই দেখা যাবে ছদ্মাবরণের আড়ালে ওটা সন্দেহাতীতভাবে কোন না কোন মিসাইল ঘাঁটি বা রাডার স্টেশন।

শান্তির প্রত্যাশায় রাজনৈতিক সংলাপ এখনও চলছে। সাদ্দাম হোসেনকে শেষ আলোচনায় সম্মত করাবার জন্য বুশের চেষ্টায় যেন আন্তরিকতার ছোঁয়া দেখছি। ইতিপূর্বে তিনি সি এন এন এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন - Saddam says that his calender is full until 12. It is not credible that over two weeks Saddam can't manage a couple of hours for talks. অর্থাৎ সাদ্দাম

মার্কিন সামরিক পরিবহনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে সি - ৫ পরিবহন বিমান

বলেন যে তাঁর দিনপঞ্জি ১২ তারিখ পর্যন্ত পূর্ণ। এটা সম্ভব নয় যে দুই সপ্তাহের মধ্যে কয়েক ঘন্টা তিনি আলোচনার জন্য বের করতে পারবেন না। গতকাল বুশ আবার বলেছেন - তাঁর তরফ হতে আলোচনার প্রস্তাব কোন ধাপ্পা নয়, তিনি এখনও শান্তিপূর্ণ সমাধান প্রত্যাশা করছেন তবে সাদ্দাম হোসেনকে শর্তহীন ভাবে ১৫ জানুয়ারির মধ্যে তাঁর বাহিনী প্রত্যাহার করে নিতে হবে। আর বুশের রণদামামার সাথে তাল রেখে সাদ্দাম হোসেনও ইতোমধ্যেই ৫ লক্ষের অধিক সৈনিক মোতায়েন করেছেন

তৎপর ইরাকী ইঞ্জিনিয়ার্স - গড়ে তুলছে প্রতিরক্ষা ব্যূহ

কুয়েতে। রিজারভিস্ট ছাড়াও অবসর ভোগকারী সব সেনাদের তলব করেছেন তিনি। আগেই বয়স্ক সমরমন্ত্রী জেনারেল আবদুল জাফফার খলিল শানশালকে বিদায় দিয়ে ইরাক ইরান যুদ্ধের বিজয়ী বীর মেজর জেনারেল সাদী তুমা আব্বাসকে সমরমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ দান করেছেন।

জি সি সি মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে প্রতিষ্ঠার পর থেকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। এর রাষ্ট্রপ্রধানগণও সর্ব সম্মতভাবে জাতিসংঘের প্রস্তাবের বাস্তবায়ন চান। এত ডামাডোলের মাঝে জেমস বেকারের বক্তব্য গুরুত্ব রাখে বৈ কি। তিনি আবারও বলেছেন - ইরাক কুয়েত ত্যাগ না করলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী।

ভোর এগারটার দিকে ক্যাপ্টেন আঃ রশিদ জুবেল থেকে টেলিফোন করে এটা সেটা বলার পরে জানাল, মনে হয় এবার আমরা সত্যি সত্যিই যুদ্ধ করতে যাচ্ছি। ওর কণ্ঠ বেদনাসিক্ত মনে হচ্ছিল। বেচারার এখানে তিন বছরের চাকুরির মেয়াদ শেষ। সময়মত রিপ্লেসমেন্ট না আসায় দেশে ফিরে যেতে পারছে না। দুপুরে কথা

www.pathagar.com

হল একজন সৌদি অফিসারের সাথে। এতদিন প্রায় সবাই একটা মিষ্টি হাসি দিয়ে বলত - ডক্টর আমরা যুদ্ধ করবো না, সাদ্দাম কুয়েত ছেড়ে যাবে কিন্তু আজ ম্লান হাসি দিয়ে বলল - Yes, we are going to do some thing. অর্থাৎ হ্যাঁ আমরা কিছু একটা করতে যাচ্ছি।

ফ্রান্স ইতোমধ্যেই তার সৈন্য সংখ্যা দশ হাজারে উন্নীত করেছে। আরও পাঠাচ্ছে ১২২ টি হান্টার হেলিকপ্টার। এগুলো নিপুণ লক্ষ্যভেদে পারদর্শী। আর যৌথ বাহিনীর

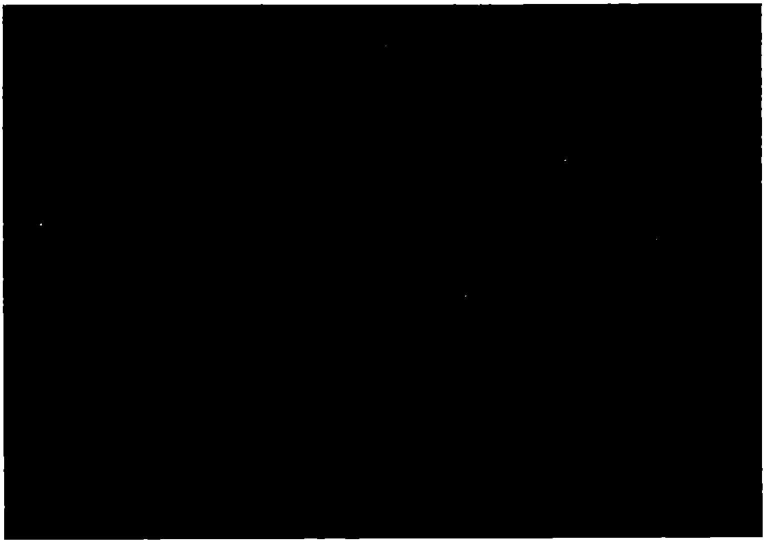

উপসাগর অভিমুখে অগ্রসরমান ফ্রেঞ্চ চপার

শুধু অস্ত্রই ভাল তা নয়, এরা নিরলস ভাবে চালিয়ে যাচ্ছে মহড়া। সারাদিন দেখতে পাচ্ছি ঝাঁক বেধে উড়ছে চপার, সাগরে; মরুভূমিতে। স্বল্প উচ্চতায় ডিগবাজি খাচ্ছে যত্রতত্র। জেনারেল কলিন পাওয়েল বলেছেন - We must leave Saddam with alternative to move his force (out of Kuwait) or loose them. We will use our technological advantages in ways seen or unseen, in a manner Iraq has never dreamed of. Powel added, if it is necessary to go to war, we will go to war to win. He challenged. আমরা সাদ্দামকে বিকল্প হিসাবে তার বাহিনী কুয়েতের বাইরে সরিয়ে নিতে দেব অথবা তাদের হারাতে হবে। আমরা আমাদের যান্ত্রিক উন্নতিকে এমন ভাবে ব্যবহার করব যা দেখা যাবে অথবা যাবে না, এমন ভাবে যা ইরাক স্বপ্নেও ভাবেনি। তিনি আরো বললেন - যদি যুদ্ধ করার দরকার হয় তা হলে বিজয়ের জন্যই করব। *(সৌজন্যে, আরব নিউজ, ১৬ ডিসেম্বর ৯০)*

www.pathagar.com

মরুভূমিরে ছদ্মাবরণে লক্ষ্যভেদে পারদর্শী সুপার কোবরা হেলিকপ্টার

আর রাস মিসহাব সাগরের তীর ঘেঁষে কালমসৃন রাস্তার দুই পাশে ইতোমধ্যেই খোঁড়া খুঁড়িতে তার সৌন্দর্য্য এবং আকৃতি দুই-ই হারিয়েছে। কাজ করছে আমেরিকান মেরিন। স্থাপন করছে মিসাইল বেস। কাছেই ওত পেতে বসা সতর্ক সৈনিক। আছে উভচর আর্মার্ড কার। সাঁই সাঁই ছুটছে সৈনিকের ব্যস্ত গাড়ি। ঘড় ঘড় আওয়াজ তুলে ছুটছে মাটি খোঁড়ার যন্ত্র। উপরে উড়ছে চেনুক, যাচ্ছে তীর থেকে সাগরের গভীরে আবার ফিরে আসছে দল বেঁধে। কসরত দেখাচ্ছে কোবরা। মাথার উপর কিছুক্ষণ পর পর বাদুরের মত ঝুলছে রিমোট কন্ট্রোল প্লেন।

আমেরিকানদের তথ্য সংগ্রহের এ আরেক কায়দা। ওদের সংগৃহীত ছবি কম্পিউটারে যেয়ে তথ্য হয়ে বের হয়ে আসে। এক কথায় ছায়াছবির মত দ্রুত পট পরিবর্তন হচ্ছে এখানে যেন ঘড়ি তার পায় কোন স্রোতস্বিনী ঝরনার গতি পেয়েছে।

১৯ ডিসেম্বর ১৯৯০

আজ ডিক চেনী এবং জেনারেল কলিন পাওয়েল সৌদি আরবে এসেছেন, থাকবেন পাঁচ দিন। লেঃ জেনারেল খালেদ বিন সুলতান তাঁদের রিয়াদে আমন্ত্রন জানিয়েছেন। তাদের সাথে আছে উচ্চ পর্যায়ের সামরিক প্রতিনিধি বৃন্দ।

www.pathagar.com

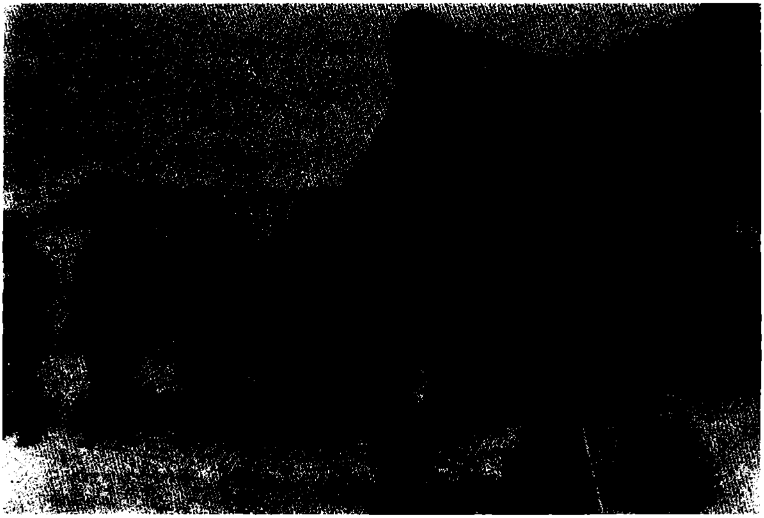

সৌদি আরবে নিজ সেনাবাহিনীর সাথে জেনারেল কলিন পাওয়েল

এতদিনে নিউজিল্যান্ড গালফে সৈন্য পাঠাতে উৎসাহী হয়েছে। জানিয়েছে তাদের সেনারা শীঘ্রই বহুজাতিক বাহিনীতে যোগ দেবে। তারা এখন সৌদি কর্তৃপক্ষের সাথে তাদের বাহিনীর অবস্থানের শর্তাবলী নিয়ে আলাপ আলোচনা করছে। আর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কুয়েতে ইরাকের অমানবিক কার্যাবলীর নিন্দা করেছে ১৫০ - ০ ভোটে। অভিযোগ আছে ইরাক কুয়েতে লোকজন ক্রেনে ঝুলিয়ে হত্যা করেছে। অন্যান্য মালপত্রের সাথে হাসপাতালের ইনকিউবেটর পর্যন্ত নিয়ে গেছে ইরাকে আর প্রয়োজনে নব জাতককে ওরা ইনকিউবেটর থেকে বের করে দিয়েছে। দামী যা কিছু নেবার মত আছে কুয়েতে, সব নিয়ে গেছে ওরা ট্রাকে ভরে ভরে। ধর্ষণ করছে দেশি বা বিদেশি নারীদের। যদিও ইরাক তার প্রতি আনীত সকল অভিযোগ অস্বীকার করে চলেছে আগের মতই তবুও আমরা কুয়েতে ক্রেনে ঝুলন্ত মৃত দেহ দেখেছি এখানকার টেলিভিশনে। শুনেছি ধর্ষিতা মহিলার ক্রন্দনরত কণ্ঠ যাদের মুখ দেখান হয়নি।

সীমালংঘন কারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। ইরাক কি আল্লার স্বীকৃত সীমানা বহু আগেই লংঘন করেছে!

২০ ডিসেম্বর ১৯৯০

যুদ্ধ প্রস্তুতি যে গতিতে এগিয়ে চলেছে তার চেয়েও দ্রুত এগিয়ে চলেছে মনস্তাত্ত্বিক

www.pathagar.com

যুদ্ধ। চলছে কানাঘুষা, ছড়াচ্ছে রিউমার। আমার মনে হচ্ছে হিটলারের অন্যতম ডানহাত এবং প্রচারমন্ত্রী গোয়েবলসের কথা। হয়ত সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে প্রচারের ধরন পাল্টেছে, সেখানে আজ আধুনিক বিজ্ঞানের ছোঁয়া। শোনা যায় সাদ্দাম হোসেন তাঁর দেশবাসীর কাছে বলে বেড়াচ্ছেন - রাসুলুল্লাহ (সঃ) তাকে স্বপ্নে জেহাদের নির্দেশ দিয়েছেন। মুসলমানদের একত্রিত করে যুদ্ধে সর্বোচ্চ ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করতে তিনি সম্ভবতঃ সবচেয়ে মোক্ষম অস্ত্র ব্যবহার করেছেন। ইরাকের টেলিভিশন জুড়ে আছে সাদ্দাম হোসেনের গুণগান। তাদের রাজপথের উভয় পার্শ্বে কিছুদূর পর পরই তাঁর বিশালাকৃতি ছবি। আছে খবর, দীর্ঘ সময় ধরে শুধু প্রেসিডেন্টের বিভিন্ন কাজ ও সভা সমিতিই তাতে প্রতিফলিত হচ্ছে। তার সাথে আছে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান এবং দেশপ্রেমের গান। আমাদের সুবিধা হল রাস মিসহাব থেকে বুষ্টার এন্টিনা লাগিয়ে ইরাক, ইরান, বাহরাইন, কাতার, আবুধাবী, ওমান ইত্যাদি সব দেশ অনায়াসে দেখতে পারি।

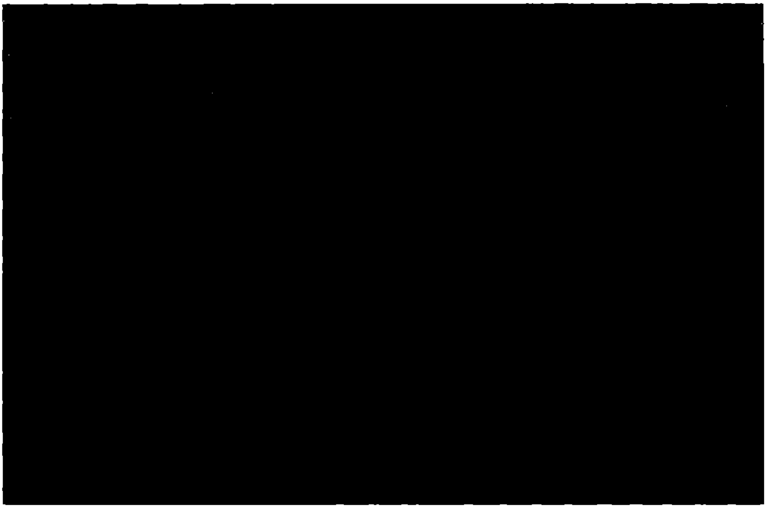

মরুভূমিতে মার্কিন কোর হেডকোয়ার্টার

আমেরিকার হাকডাক আগের মতই চলছে। প্রয়োজনে তারা শক্তি প্রয়োগ করবে এ কথা থেকে এক চুলও বিচ্যুত হয়নি এখন পর্যন্ত। এখানে ওদের ব্যাপক প্রস্তুতি ও তৎপরতা দেখছি। এই নৌ ঘাঁটিকে ওরা খুবই গুরুত্ব দিচ্ছে। আমাদের থেকে দুই কি আড়াই কিলোমিটার পিছনে সৌদি এয়ার ডিফেন্স ইউনিট ও সামনে খবজি, সীমান্ত শহর। পাশে সাগর, যুদ্ধ জাহাজ ভেড়ার এবং ছাড়ার জন্য বিশাল আউটার এ্যাংকরেজ। এয়ার ডিফেন্স ইউনিট এবং নৌ বন্দরের মাঝামাঝি ছোট কিন্তু সব সুবিধা সহ আছে এয়ারপোর্ট। বিমান উঠা নামা করছে অহরহ। কোন

www.pathagar.com

সমস্যা নেই। সব মিলিয়ে কুয়েতে প্রবেশের আগে শক্তিশালী অবস্থান নেবার জন্য এই অঞ্চে এটাই উত্তম স্থান। এরই ফাঁকে ফাঁকে নেতা কিংবা জেনারেলদের বিবৃতি প্রায়ই শোনা যায়। আজ সৌদি আরবে অবস্থানরত আমেরিকার সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় ব্যক্তি লেঃ জেনারেল কলভিন বলেছেন - ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝির আগে আমেরিকা যুদ্ধে যেতে পারবে না। এই বিবৃতি আমেরিকার একটা রাজনৈতিক অথবা সামরিক চাল হতে পারে, ইরাকের সতর্ক ব্যবস্থাকে অসতর্ক করার জন্য, অথবা নাও হতে পারে।

ইরানের প্রেসিডেন্ট রফসানজানি বলেছেন - উপসাগরে যুদ্ধ হতে পারে, আশঙ্কা প্রচুর। তবে ইরাক তার বাহিনী হঠাৎ করে প্রত্যাহার করেও নিতে পারে। প্রেসিডেন্ট ইরাকী বাহিনীর কুয়েত থেকে সম্পূর্ণ প্রত্যাহারে তাঁর পূর্ণ সমর্থনের কথা আবারও ব্যক্ত করেছেন।

আমেরিকায় সৌদি দূত বান্দর বিন সুলতান ইবনে আবদুল আজিজ ভাইস প্রেসিডেন্ট ডন কোয়েলকে সৌদি আরব ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। কোয়েল ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ আসবেন এখানে, মিলিত হবেন তাঁর দেশের সেনাবাহিনীর সাথে।

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া মিতেরাঁ

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট মিতেরাঁ এক টেলিভেশন সাক্ষাৎকারে বলেছেন - মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির চেয়ে যুদ্ধের সম্ভাবনা অনেক বেশি। তিনি বলেছেন - ইরাক আংশিক ভাবে

www.pathagar.com

সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করলেও ফ্রান্স কিংবা আমেরিকা তা মেনে নেবে না। ইরাককে পুরোপুরি প্রত্যাহার করতে হবে। তিনি এরই সাথে আশা প্রকাশ করেছেন যে, জাতিসংঘের দেয়া শেষ সময়সীমার আগেই ইরাক এবং আমেরিকার মধ্যে আলোচনা সম্ভবপর হবে। গতকাল অবশ্য ফ্রান্স বলেছে, কোন কারণে আমেরিকার সাথে আলোচনা না হলে তারা মধ্যস্থতার চেষ্টা করবে।

এরই সাথে সাথে আমরা দুঃখের সাথে লক্ষ্য করছি মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনের প্রস্তাব বার কয়েক স্থগিত থাকার পর আবার নিরাপত্তা পরিষদে ৯ - ৬ ভোটে তা সাসপেন্ড হল।

২১ ডিসেম্বর ১৯৯০

রাত একটা, বি বি সি'র ইংরেজি সংবাদ শুনছি। জানলাম এই প্রথম বারের মত জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ প্যালেস্টাইনীদের রক্ষার জন্য রেজুলেশন পাশ করেছে। ইসরাইলী অধিকৃত এলাকায় তাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ১৫ - ০ ভোটে ৬৮১ নং রেজুলেশন পাশ হল। বলাহল ফিলিস্তিনিদের রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানের।

লেঃ জেনারেল কলভিন আবারও মুখ খুলেছেন। বলেছেন - ১৫ জানুয়ারির পূর্বে এখানে অবস্থানরত মার্কিন স্থলবাহিনী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবে না। এর অর্থ কি এই নয় যে জাতিসংঘের নির্ধারিত সময়সীমার পরে তারা প্রস্তুত থাকবে? তা হলে কি তারা শুধু বিমান যুদ্ধে ইরাককে হারাতে চায়?

বুশ কথা বলছিলেন সৌদি আরব সফর শেষে প্রত্যাগত কয়েকজন সিনেট মেম্বারদের সাথে। তিনি বললেন - ইরাকের বোঝা উচিত আমেরিকার সাথে যুদ্ধ হলে তাদের কি অবস্থা হতে পারে এবং ইতোমধ্যেই এক হাজারেরও বেশি জেট উপসাগরীয় এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে। অন্যদিকে কূটনৈতিক উদ্যোগের অংশ হিসাবে আজ কুয়েতের রাজ পরিবারের কয়েকজন ইরান সফর করছেন। এদের অন্যতম সাবাহ আল রাইস বললেন - প্রয়োজনে সমগ্র বিশ্ব ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। আর একজন বললেন - রামালা তৈল ক্ষেত্র এবং অন্যান্য বিতর্কিত দ্বীপ দু'টো পুরো কুয়েতের ২০%। কুয়েতের সংবিধান অনুযায়ী তাদের ভূমির কোন অংশই কাউকে দেয়া যাবে না।

www.pathagar.com

সৌদি মরুভূমিতে প্রশিক্ষণরত মিশরীয় সেনাবাহিনী

আব্দুল মুগিদ, মিশরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী; তাঁর দেশকে আরও সাহায্যের জন্য জি সি সি দেশ গুলোর প্রতি আহবান জানিয়েছেন। এই মুহূর্তে মিশরের আরও সৈন্য সৌদি আরবের পথে রয়েছে এবং মিশর জানিয়েছে, দরকারে মিশর সৌদি আরবে আরও সৈন্য পাঠাবে। ইতোমধ্যেই মিশরের ৪টি আর্মার্ড ডিভিশন সৌদি আরবে রয়েছে এবং তাদের গ্রহণ করেছেন লেঃ জেনারেল খালেদ। এরা আধুনিক অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত।

প্রিন্স সুলতান বিন আব্দুল আজিজ যিনি সৌদি আরবের দ্বিতীয় ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী এবং ইনেসপেক্টর জেনারেল মিনিস্ট্রি অব ডিফেন্স এ্যান্ড এভিয়েশন, গত কয়েকদিন

www.pathagar.com

ধরে জি সি সি ভুক্ত দেশগুলো সফর করছেন। কালকে গালফের পরিস্থিতি নিয়ে জি সি সি রাষ্ট্রপ্রধানগণ বৈঠকে বসবেন।

২২ ডিসেম্বর ১৯৯০

জি সি সি নেতাদের বৈঠক বসেছে, গালফের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও এর নিরাপত্তার কথা এখানে আলোচিত হচ্ছে। বৈঠক চলাকালে প্রেসিডেন্ট বুশ এবং প্রেসিডেন্ট গরবাচেভ ব্যক্তিগত বার্তা পাঠিয়েছেন জি সি সি নেতৃবৃন্দের কাছে। টেলিভিশনে বারবার কাতার, সৌদি আরব, ইউনাইটেড আরব আমিরাত ও ওমানের বাদশাহ এর মুখ দেখতে পাচ্ছি।

আর সাথে সাথে বাহারাইন টেলিভিশন দেখাচ্ছে আমেরিকার যুদ্ধ সামগ্রী ও রণ কৌশল, দেখছিলাম স্টীলথ ফাইটারের কারসাজি। শত্রুর রাডারকে ফাঁকি দিয়ে নিঃশব্দে আঘাত হানতে ওস্তাদ এগুলো। লেসার গাইডেড মিসাইল ছুড়ে লক্ষ্য ভেদে নিপুণ। অনায়াসে ঢুকে যাবে শত্রুর ব্যূহ ভেদ করে এবং জানাবে উড়ন্ত শিকারী

আকাশ যুদ্ধে শত্রুর আতঙ্ক এফ - ১৫ জঙ্গী বিমান

বিমানকে কিংবা ভূমি নিয়ন্ত্রণ কক্ষকে। দেখাচ্ছিল এফ - ১৫ এবং এফ - ১৬ বিমানের আঘাত হানার ক্ষমতা, দেখাচ্ছিল ভ্রাম্যমাণ রাডার আওয়াক্স যা কিনা সৌদি

www.pathagar.com

আরবের আকাশে ২৯০০ ফিট উচ্চতায় বাগদাদের উত্তরের বিমান বন্দরের রানওয়েতে চলমান প্লেনকে সনাক্ত করতে সক্ষম। এফ - ১৫ শত্রু বিমানকে ৮০ মাইল দূর থেকেই রাডারে সনাক্ত করতে পারে এবং ৪০ মাইল দূর হতেই মিসাইলের আঘাতে ধরাশায়ী করতে সক্ষম। ব্রিটিশ এবং ইটালিয়ান টর্নেডো, গ্রাউন্ড এ্যাটাক বম্বার ও জেট আছে এদের দলে। এগুলো একবারে ৬০ টি বোম রানওয়েতে ছুড়তে পারে। ছুড়তে পারে ৪৩০ টি মাইন, পারে ভাঙা রানওয়ে মেরামতকারী দলকে হত্যা করতে। ইরাকী লংরেঞ্জ রাডার বিকল করার

জন্য আছে ই এফ - ১১১ এ যারা সৌদি আরবে উড়ন্ত অবস্থাতেই দশটি আলাদা শক্তিশালী জ্যামিং ট্রান্সমিটার ব্যবহার করে তাদের মিশন সফল করতে সক্ষম। এদের আছে এফ - ৪৪ ওয়াইল্ড উইজেল যা ইরাকী স্যাম মিসাইলকে অকেজো করে দেবে। দ্রুত সগর্জনে ছুটন্ত এ যুদ্ধ বিমান দেখে মনে মনে বার বার

শত্রুর আক্রমণ ও প্রতিরোধ ক্ষমতা অচল করতে সক্ষম এফ - ৪৪ ওয়াইল্ড উইজেল

www.pathagar.com

ভাবছিলাম, সাদ্দাম তোমার সুমতি হোক, জেদ ধরে নিজের এবং দেশের বারটা বাজিও না। দেখাচ্ছিল গোলন্দাজ বাহিনীর বিধ্বংসীকারী ক্ষমতা। এর এক একটা শেল ফেটে ধুলা আর মাটি আকাশকে করে দিচ্ছিল বাংলার আষাঢ়ের মেঘ ঢাকা গোমড়া মুখো দিনের মত। এর সাথে আছে যুদ্ধ জাহাজ আর ছুটন্ত মিসাইল, আর আছে আমেরিকা এবং তার মিত্রদের দৃঢ় প্রত্যয়, ১৫ই জানুয়ারি সাদ্দামের জন্য শান্তিপূর্ণ প্রত্যাহারের শেষ দিন।

শত্রুর বুকে মরণ কামড়ে সক্ষম এফ - ১৪

২৩ ডিসেম্বর ১৯৯০

শেখ আহমেদ বিন খলিফা আলতানি হোটেল শেরাটনে বাদশাহ ফাহাদের সাথে দেখা করলেন। আবদুল্লাহ বিশারা, সেক্রেটারী জি সি সি; রুদ্ধদার কক্ষে একটা রিপোর্ট পেশ করলেন তাঁর কাছে। এখানে নেতারা একমত হয়েছেন যে, এখনও লেবানন আরবদের প্রধান সমস্যা যদিও বর্তমানে ইরাকের কুয়েত দখল সেটাকে ব্যাহত করছে। নেতারা এখানে বলেছেন - যদি সাদ্দাম হোসেন তাঁর সেনাবাহিনী প্রত্যাহার না করেন তা হলে একমাত্র আল্লাহই জানেন কি হবে।

ডিক চেনী এবং জেনারেল কলিন পাওয়েল সৌদি আরবে পাঁচ দিনের সফর শেষে আজ মিশর যাত্রা করেছেন। ইস্টার্ণ জোন কমান্ডার তাঁদের বিদায় জানালেন।

www.pathagar.com

বিদায়ের প্রাক্কালে ডিক চেনী এখানে বললেন - ইরাক সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের এখন পর্যন্ত কোন লক্ষণ দেখায়নি।

২৪ ডিসেম্বর ১৯৯০

সময় এখানে আজদাহা সাপের মত ফনা তুলে আছে। পার হয়ে যাচ্ছে ব্যস্ত তৎপরতার মাঝে। এরই ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মধ্যে জোটে কিছু কৌতুকের খোরাক। এইত সেদিন মেজর জাফর খাবার ঘরে নিজের পেটের চামড়া ধরে বলল - দেখতো কেমন তুল তুলে হয়েছে, সমস্ত সৌদি খাবার জমছে এখানে চর্বির আকারে।

আজকে আবার কমলা খাচ্ছিল মেজর জাফর। বলল - সৌদি ফল খেয়ে সব শেষ করে ফেলব। ছোট ছোট কমলা কিন্তু মিষ্টি। কিছুক্ষণের মধ্যেই সাবড়ে দিল এক ডজন। তারপর সামান্য দমধরে বলল- আর বোধ হয় খাওয়া ঠিক হবে না, এক ডজন শেষ করে ফেলেছি। ক্যাপ্টেন মাসুদ বলল - কুই বাদ নেহি, দোসরী ডজনছে ফের এক কমলা পাকড়লো, আরামছে খাও ইয়ার। ইতোমধ্যেই মাসুদের হাসি দুই কান পর্যন্ত ঠেকেছে - বাঙালি মারের কথা শুনেছেও। একাত্তরের যুদ্ধের সময় ও চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। কিন্তু বাঙালি খানেওয়ালা দেখছে এই প্রথম। মেজর জাফরও হেরে যাবার পাত্র নয়। বীর বিক্রমে হাত বাড়াল দ্বিতীয় ডজনের এক নম্বরের দিকে। লুফে নিল একটা, আয়েশের সাথে খেল। তবে থামল এখানেই। হম্বিতম্বি ছাড়ল কিছুক্ষণ। সম্ভবতঃ ভাবল সব সৌদি খাবার তার একার পক্ষে শেষ করা সম্ভব নয়।

প্রসঙ্গে ফিরে আসি। দু'দিন পূর্বেই ইরাক তার নতুন প্রত্যয় এবং অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে - যদি মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ লাগে তাহলে ইরাক ইসরাইল আক্রমণ করবে। জবাবে আজ ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন - ইরাকের ধমকে আমরা আর ভয় পাই না। ইরাকের যে অস্ত্রশস্ত্র আছে তা নিয়ে ইসরাইলের ভূমিতে পৌঁছা সহজ হবে না। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাথে এক সাক্ষাৎকারে ইসরাইলের যুদ্ধমন্ত্রী বললেন - ইরাক মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান সমস্যাকে আরব ইসরাইল সমস্যা হিসাবে দেখতে চায় এবং দেখাতে চায়।

আমি যেখানে বসে আছি একজন সাধারণ মুসলমান হিসাবে ছোট দুর্বল কুয়েত হতে শক্তিশালী ইরাকের নিঃশর্ত প্রত্যাহারই দেখতে চাই। আর কুয়েত-ইরাক সমস্যাকে আরব ইসরাইল সমস্যায় রূপান্তরের চেষ্টায় ইরাক সঙ্গী হিসাবে প্রতিবেশি কোন মুসলিম দেশকে এই মুহূর্তে পাবে বলে আমার মনে হচ্ছে না।

www.pathagar.com

বড়দিনের শুভেচ্ছা বাণী পাঠিয়েছেন প্রেসিডেন্ট বুশ, পাঠিয়েছেন বড়দিনে (২৫ ডিসেম্বর) সৌদি আরবে অবস্থানরত লক্ষ লক্ষ মার্কিন তরুণদের কাছে। বড়দিনের উৎসবের মাঝেও ওরা আছে সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায়। কি জানি হঠাৎ যদি ইরাক আক্রমণ করে বসে। বুশ তাঁর বাণীতে বলেছেন - যে সমস্ত মার্কিনী এখন মধ্যপ্রাচ্যে আছে জাতি তাদের কথা ভুলবে না। বুশ আরও বললেন - একজন লোকের গোয়ার্তুমির জন্য বিশ্ব আজ বিরাট সমস্যার মুখোমুখি। বললেন - Saddam Hossain is an international out law. অর্থাৎ সাদ্দাম হোসেন একজন আন্তর্জাতিক অপরাধী।

আজ জি সি সি সামিটের শেষ দিন। কাতারে অনুষ্ঠিত এ শীর্ষ সম্মেলনে কোন পথ খুলে যাবে কিনা আমরা জানিনা। সেখানে আছেন সৌদি বাদশাহ ফাহাদ ইবনে আবদুল আজিজ ও কাতারের খলিফা শেখ আহমেদ বিন খলিফা আলতানি, বাহরাইনের খলিফা বিন সালমান আল খলিফা, কুয়েতের আমির শেখ জাবের আল আহমেদ আল সাবাহ, ওমানের সুলতান ইবনে কাবুস। আছেন অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এই ১১তম সম্মেলন উপসাগরীয় এলাকার বর্তমান পরিস্থিতিতে যদিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু ছিল দুঃখ ভরা। বাদশাহ ফাহাদ বললেন - একজন ছিলেন আমাদের ভাই আর এখন সে আমাদের শত্রু। তবে তিনি বিশ্বের অন্যান্য দেশের সহমর্মিতার কথা উল্লেখ করলেন। বললেন - এখানে আমরা যুদ্ধ কিংবা শান্তির জন্য আসিনি। আমরা চাই কুয়েত মুক্ত হোক। এখানে তিনি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উপসাগরীয় এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নতুন করে সাজাবার উপরও গুরুত্ব আরোপ করলেন।

রাত একটা, সরাসরি টেলিভিশনে আমরা বাদশাহ ফাহাদের আরবী বক্তব্য এবং তার ইংরেজি অনুবাদ শুনতে পাচ্ছি। বাদশাহের কণ্ঠ ছিল আবেগাপ্লুত। আবেগের সাথে বাস্তব মিশে ইরাকের জন্য দিশারি এ বক্তব্য, যদি ইরাক নিজের ইজ্জত রক্ষা করতে চায় এবং চায় মুসলিম উম্মার ঐক্য।

বাদশাহ ইরাকের প্রতি তাঁর আহবানে বললেন - আমরা অতীতে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ ছিলাম, ভবিষ্যতেও থাকব। যদি শান্তি চাও তবে কুয়েত হতে সরে যেতে হবে। সব সময় যুদ্ধ করাটাই বীরত্ব নয়, অনেক সময় শান্তির অন্বেষায় সাহায্য করাটাও বীরত্ব। তবে এর আগে বাদশাহ হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বললেন - যদি যুদ্ধ করতে চাও তবে আমরাও যুদ্ধ করতে প্রস্তুত, আর যদি শান্তি চাও তাহলে কুয়েত হতে সরে দাঁড়াও।

বাদশাহ ফাহাদের এই বক্তব্য বিদেশের প্রচার মাধ্যম গুলো লুফে নিয়েছে। বিবিসি'র আজ হেড লাইন ছিল বাদশাহের বক্তব্য। অনেক দুর্যোগের মাঝে হঠাৎ দেখা সুর্যের মুখের মত যেন শান্তির দূত।

ইরাক অবশ্য বাদশাহ ফাহাদের বক্তব্যের জবাবে সাড়া দেয়নি তবে তারা নিরাপত্তা পরিষদ সহ বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত তার দূতদের ডেকে পাঠিয়েছে। আমি যখন ডাইরি লিখছি ততক্ষণে ১০ জন দূত ইরাকের মাটিতে পৌঁছে গেছে।

www.pathagar.com

২৭ ডিসেম্বর ১৯৯০

আজ ভোরে গিয়েছিলাম নাইরিয়া - ফিরেছি সন্ধ্যার পরে। ওখানেই জানলাম এ ডি এস - ২ এবং ৩ এর অবস্থান আরো ৩০ মাইল কুয়েত সীমান্তের দিকে সরে গেছে। আমাদের অধিনায়ক গিয়েছিলেন এ ডি এস দেখতে। শুনলাম তার বিচিত্র অভিজ্ঞতা, পথ হারিয়ে সৌদি ড্রাইভার ঘুরেছে দুপুর পৌনে একটা পর্যন্ত। দিক চিহ্নহীন মরুভূমি, পেট্রোলও প্রায় শেষ, শেষমেষ দেখা দু'জন মার্কিন বিমান বাহিনীর সৈনিকের সাথে। ওরাই আবু বকর ব্রিগেডের অবস্থান জানাল ১০ কিঃ মিঃ দূরে। সাগর আর মরুভূমিতে কোন পার্থক্য নেই। সাগরে নাবিক নাক বরাবর যে কোন দিকে চলে যেতে পারে, মরুভূমিতেও পারে পথের হদিস হারিয়ে ফেলতে। নাক বরাবর যেতে খেতে হয় নাকানি চুবানি নরম বালুতে। আরও সাথে আছে প্রচন্ড গরম। অধিনায়ক বলছিলেন যে, যেতে যেতে তারা বিভিন্ন জায়গায় মৃত উটের ফসিল দেখেছেন। গা তার ছম ছম করে উঠেছে। মনে পড়েছে অতীতে মরুভূমিতে পথ হারিয়ে ক্লান্ত অবসন্ন পথিকের ক্ষুধ পিপাসায় মরীচিকার পিছনে ঘুরে ঘুরে মৃত্যুর কথা।

দু'পক্ষ অর্থাৎ আমেরিকা ও ইরাক এখনও মুখো মুখি বসেনি তবে বসার সম্ভাবনা মনে হয় বেড়েছে। কয়েকদিন পূর্বে ইরাকের ডেপুটি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও আমেরিকার চাজ দ্য অ্যাফেয়ার্স কথা বলেছেন নিজেদের মধ্যে।

সাদ্দাম হোসেন অবশেষে তাঁর শক্ত ভিত হতে একটু নড়েছেন মনে হয়। তাঁর দূতদের সাথে আলাপ আলোচনায় হয়ত নতুন কোন পরিকল্পনা বের হয়ে এসেছে। সাদ্দাম বলেছেন - ইসরাইল প্যালেস্টাইন ছাড়বে ত ইরাকও কুয়েত ছাড়বে। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ঐতিহাসিক ভাবে কুয়েত ইরাকের অংশ ছিল কিন্তু প্যালেস্টাইনত ইসরাইলের কোন অংশ ছিল না। সাদ্দাম আরও জানালেন - সমস্যা মিটাতে তিনি তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতায় সম্মত আছেন। সাদ্দাম হোসেন যদিও আলোচনার অংশ হিসাবে প্যালেস্টাইনকে সম্পৃক্ত করেছেন কিন্তু আমেরিকা এ সংযোগকে বরাবরই অস্বীকার করে চলেছে।

এদিকে সৌদি আরবে অবস্থানরত একজন আমেরিকান কমান্ডার বলেছেন - ইরাক সীমান্তের দিকে তাদের সামরিক সরবরাহ বাড়িয়ে চলেছে, নতুন নতুন মজবুত বাংকার গড়ছে। পুরানো বাংকারগুলো সজীব করে বাড়াচ্ছে চারিদিকের প্রতিরোধ ব্যবস্থা। দেখে মনে হচ্ছে আমরা দ্রুত যুদ্ধের দিকে এগুচ্ছি।

আর ইরান রেডিও আজ শঙ্কা প্রকাশ করেছে যে, হঠাৎ করে ইরাক আক্রমণের সূচনা করতে পারে।

www.pathagar.com

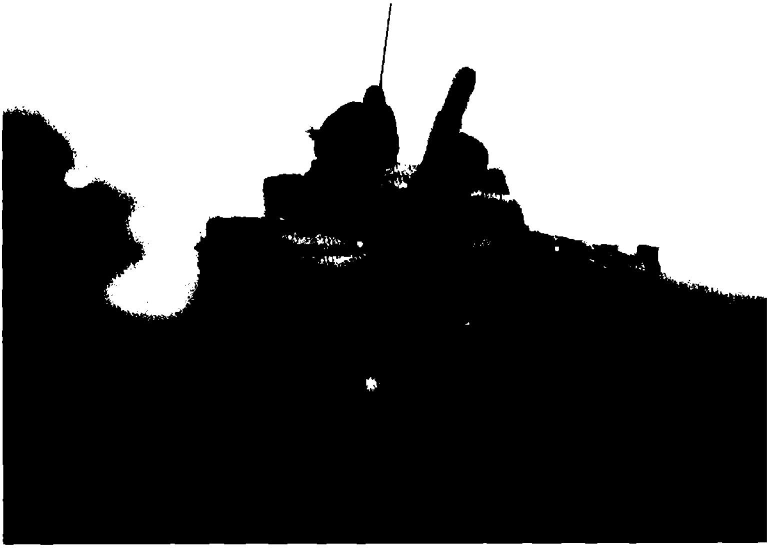

মরুভূমিতে প্রশিক্ষণরত ইরাকী ট্যাংক

এখানে রাস মিসহাবে সৌদি এয়ার ডিফেন্সের কমান্ডার একজন লেঃ কর্নেল। তার বাড়ি এখান হতে উল্টো দিকে, জর্দান সীমান্তের কাছাকাছি। তাঁর বাচ্চাদের নিয়ে এসেছিলেন দাঁত দেখাতে। অল্প কথা বললেন ভদ্রলোক তবে মনে হল মনের কথাই বললেন। তাঁর এলাকার আবহাওয়া জিজ্ঞেস করায় বললেন - তাপমাত্রা শূন্যের অনেক নীচে কিন্তু বরফ দেখা যায় না। বললেন - স্ত্রীলোক এবং শিশুদের নিরাপদ স্থানে সরাবার হুকুম হয়েছে। তাঁর স্ত্রী বলেছেন - মরলে তোমার সাথে মরব, কোথাও যাব না। আরও বললেন - মেয়েরা যাই বলুক, পাঠিয়ে দেব বাড়িতে। বললাম - যুদ্ধ সম্পর্কে আপনার ধারনা কি? বলল - সাদ্দাম চলে যাবে ১৫ ই জানুয়ারির আগে, যদি যুদ্ধ হয় ইরাক ধ্বংস হয়ে যাবে। বলল - আমরা খুশি হয়ে আমেরিকাকে ডাকিনি, বাধ্য হয়ে ডাকতে হয়েছে। আমরা যুদ্ধ চাইনা কিন্তু আমেরিকা ইরাক ধ্বংসের জন্য যুদ্ধ চায়। সাদ্দাম যদি না বুঝে, মরবে।

আমেরিকা জেনারেল নরম্যান শোয়ার্জকভকে গালফে তার বাহিনী প্রধান হিসাবে নিয়োগদান করেছে। এখনকার ওদের প্রস্তুতির নাম অপারেশন ডেজার্টশীল্ড। জেনারেল শোয়ার্জকভ তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন। তাঁর আই কিউ ১৭০। জেনারেল সব সময় চলাচল করেন শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যূহের আড়ালে। তাঁর সাথে একজন সার্জেন্ট একটা স্যাটেলাইট রিলে ফোকাস বহন করে যা দিয়ে তাৎক্ষণিক ভাবে আমেরিকার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করা যায়।

www.pathagar.com

জেনারেল নরম্যান শোয়ার্জকভ

লেঃ জেনারেল জন ইওসোক (Lt Gen John Yeosock) যিনি আমেরিকার সেনা প্রধান, ২০ ডিসেম্বরে বলেছেন - I am ready today for whatever mission I will be called upon to perform. My perspective is Saddam gets out of Kuwait or prepared for the consequences. We will do everything in our power to apply maximum power in minimum time to maintain the highest up tempo of battle ever recorded. অর্থাৎ আমি যে কোন মিশনের জন্য প্রস্তুত। আমার উদ্দেশ্য সাদ্দাম হোসেন কুয়েত ছাড়বেন অথবা পরিণতি ভোগ করবেন। আমরা আমাদের ক্ষমতার মধ্যে সব করব যুদ্ধের এমন গতি বজায় রাখতে যা পূর্বে কখনও দেখা যায় নি।

বহুজাতিক বাহিনীর অংশ হিসাবে এগুলো আমাদের সুখের সংবাদ। কিন্তু দুঃখের সংবাদ আসছে ইসরাইলের গাজা স্ট্রীপ থেকে। ইসরাইলী সৈন্যরা সেখানে আজও একজনকে গুলি করে হত্যা করেছে। মৃতের শরীরে বিধেছে ১০টি তপ্ত সীসা এবং সাথে সাথে সেখানে জারি করা হয়েছে সান্ধ্য আইন।

২৮ ডিসেম্বর ১৯৯০

দেশের পরিস্থিতি আমাকে ভয়ানকভাবে নাড়া দেয়। এখানকার পরিস্থিতির

www.pathagar.com

মাঝেও দেশের ভালমন্দ জানার জন্য অস্থির হয়ে থাকি। কারণ যেখানেই থাকি আমার অহংকার আমার দেশ, আমার ভালবাসা আমার দেশ। জানলাম দেশে সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রতি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আশ্বাস। জাতীয় সংসদের নির্বাচনের তারিখ এখন ২৭ ফেব্রুয়ারিতে নির্ধারণ করা হয়েছে। বিচারপতি হোসেন খান প্রধান নির্বাচন কমিশনার। মনোনয়ন দাখিল এবং বাছাইয়ের তারিখ ১০ এবং ১২ জানুয়ারি। আমরা সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গণতন্ত্রের সুরম্য উদ্যানে প্রবেশ করতে যাচ্ছি জেনে গর্বে আমার বুক ভরে উঠল। জানি এর ফলে অর্থনৈতিক দৈন্যতা সত্ত্বেও আমরা উন্নতির অগ্রযাত্রায় উন্নত বিশ্বের সাথে শামিল হতে পারব।

কাদের সিদ্দিকী বহু বছর স্বেচ্ছা নির্বাসনের পরে দেশে ফিরেছেন। তিনি দেশ সেবার সুযোগ চেয়েছেন জনগণের কাছে। মুক্ত এবং অবাধ রাজনীতি ফিরে আসুক আমাদের দেশে এই কামনাই করি। কিন্তু চট্টগ্রামে ছাত্র ফ্রন্টের মারামারি এবং মৃত্যু বারবার আমাকে উদ্বিগ্ন করে তুলছে। বায়ান্ন থেকে নব্বই পর্যন্ত বহুবার আত্মাহুতি দিয়েছে আমাদের সোনার ছেলেরা। বিনা কারণে যেন ওদের আর আত্মাহুতি দিতে না হয়।

ফিরে আসি রাস মিসহাবে। এখানে শীত শুরু হয়েছে বহুদিন। আমাদের জোয়ানদের নামাজে যেতে ভারী জ্যাকেট দরকার, দলনেতার অনুমোদন ব্যতিরেকে ওরা পরতে পারছেনা। ফজরের নামাজের সময় ওরা কাঁপে ঠক ঠক করে। আমি নিজে মেজর জাফরকে বলেও ব্যর্থ হলাম। মেজর জাফর রুম থেকে বের হয় দেরি করে। কাজেই শীতের প্রকোপ বুঝে উঠতে পারা তার জন্য সম্ভব নয় কিন্তু আজ ভোরে দরজা খুলতেই তার শক্ত শরীরেও শীতের কাঁপন লাগল। আমাদের দেশে কথা আছে, মাঘের শীত বাঘের গায়। তবে এখানকার এই ডিসেম্বরের শীত আমাদের দেশের মাঘের শীতের বাবা। তার উপর আবার হাওয়ার তেজ। শীত যেন বিচ্ছিকের দংশন। দল নেতার হুশ ফিরল। তাড়াতাড়ি হুকুম জারি করল জ্যাকেট পরিধানের জন্য।

২৯ ডিসেম্বর ১৯৯০

যুদ্ধ প্রস্তুতি এগিয়ে চলেছে বহুজাতিক বাহিনী এবং ইরাকের। আমেরিকা এবং ইউরোপের যে সমস্ত নাগরিক সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চলে অর্থাৎ খবজি, সাফফানিয়া, খোবার, দাম্মাম, দাহরান ও নাইরিয়ায় কর্মরত ছিল তাদের ইতোমধ্যেই সরিয়ে নেয়া হয়েছে। অতি সম্প্রতি কাতার, ওমান, ইউ এ ই থেকে অপ্রয়োজনীয় বেসামরিক মার্কিনীদের সরে যেতে বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

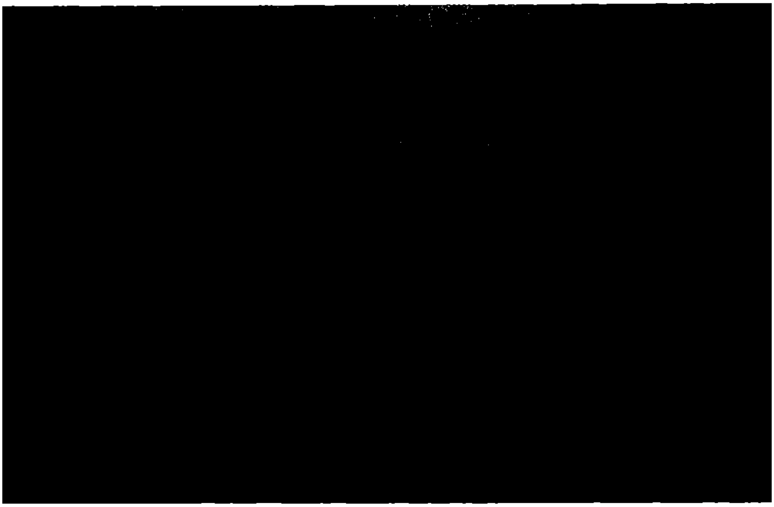

ঘন্টায় ৭০ মাইল গতিতে ছুটতে সক্ষম মার্কিনী হামভি ভেহিকেল

এদিকে বি বি সি'র প্রচারিত সমীক্ষা অনুযায়ী আমেরিকায় অর্থনৈতিক সমস্যা বাড়ছে। বাড়ছে বেকারত্ব। খুচরা বিক্রয়ে ইতোমধ্যেই ভাটার টান। ফেডারেল ব্যাংক সুদের হার ছাটাই করেছে ০.৫% ভাগ। নতুন যুদ্ধ পরিস্থিতির জন্য সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমেরিকার খরচ ধরা হয়েছে ৩ হাজার কোটি ডলার। পূর্ণ যুদ্ধ হলে এ খরচ আরো বেড়ে যাবে। আমেরিকার ১২,০০০ ব্যাংকের এক হাজারই বন্ধের অপেক্ষায়, অর্থনৈতিক মন্দাই এর কারণ। ভাষ্যকার ভিয়েতনামের পরে এটাকেই আমেরিকার সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

তবে হ্যাঁ, আমেরিকার অর্থনৈতিক সমস্যা যুদ্ধ প্রস্তুতিকে কোন ক্রমেই ব্যাহত করছে না এখানে। বুশ আজ ক্যাম্প ডেভিডে বলেছেন - UNO resolution should be implemented without any concession. Either Iraq will pullout or face the possibility of war. অর্থাৎ জাতিসংঘ সনদ কোন ছাড় ছাড়াই বাস্তবায়িত করা উচিত। হয় ইরাক কুয়েত হতে প্রত্যাহার করবে অথবা যুদ্ধের সম্ভাবনার মুখোমুখি হবে। বক্তব্যের সাথে সাথে তাল রেখে উপসাগরের দিকে দ্রুত ধেয়ে আসছে আমেরিকার বিমানবাহী রণতরী রুজভেল্ট এবং আমেরিকা। প্রত্যেকটি রণতরীতে আছে ৯০টি করে যুদ্ধ বিমান এবং সাথে আছে ৪টি ক্রুজার, ৩টি ডেস্ট্রয়ার ও সরবরাহ যান। মোট আসছে ১৬,০০০ নেভী এবং মেরিন। সাথে আসছে মিসাইল ও বিমান বিধ্বংসী গান এবং ভারী কামান। এরা ১৫ জানুয়ারির পূর্বেই যুদ্ধের জন্য অবস্থান নেবে তাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে। গতদিন আরো ব্রিটিশ ট্যাংক এবং সৈনিক তাদের পূর্বসূরীদের সাথে যোগ দিতে সৌদি ভূমিতে পৌঁছে গেছে। ব্রিটেন

www.pathagar.com

তার ৩৯০ জন রিজারভিস্টকে যোগদান করতে বলেছে। এখানে অবস্থানরত সব আমেরিকান সৈনিকদের জীবাণু যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি হিসাবে শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থা চাঙা করতে টীকা নেবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ইসরাইল আজ হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছে যে, কোন কারণে জর্দানে যদি বিদেশি (ইরাকী) সৈন্য প্রবেশ করে তাহলে ইসরাইল জর্দান দখল করে নেবে। ওদিকে পেন্টাগন দাবি করেছে ইরাকের জীবাণু অস্ত্র আছে এবং যে কোন পূর্বাভাস ছাড়াই ইরাক ইসরাইলকে আক্রমণ করতে পারে।

যুদ্ধের সম্ভাবনা বেড়ে যাওয়ায় গতকাল থাইল্যান্ড সৌদি আরবে অবস্থানরত সকল থাই শ্রমিককে দেশে ফিরে যাবার আহবান জানিয়েছিল। থাই প্রধানমন্ত্রী আজ সে আহবান প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন - থাই শ্রমিকরা চলে আসার সাথে সাথে সে পদগুলো বিদেশি শ্রমিকরা দখল করে নেবে। যেহেতু ইরাক সৌদি আরবে সরাসরি ঢুকতে পারবে না এবং সমস্যা হবে মিসাইল নিয়ে, কাজেই তারা সীমান্ত হতে ৪০০ কিঃ মিঃ দূরে ক্যাম্পে ১০ হাজার করে লোক থাকতে পারবে। তাদের জন্য থাকবে ৭ জন করে ডাক্তার। থাইল্যান্ড থেকে বিশেষজ্ঞ পাঠান হবে যারা তাদেরকে রাসায়নিক এবং জীবাণু যুদ্ধ হতে বেঁচে থাকার নিয়ম কানুন শিখাবে।

৩০ ডিসেম্বর ১৯৯০

পূর্বাঞ্চলে যুদ্ধকালীন চিকিৎসা পরিকল্পনায় কিছুটা রদবদল হল। গতকাল দাহরান থেকে সৌদি ক্যাপ্টেন মোবারক এবং নাইরিয়া হতে আমাদের অধিনায়ক এলেন। অধিনায়ক বললেন - আমাদের ৩ টি এ ডি এস একত্রে থাকলে আমি বেশি নিশ্চিত থাকি। সে ভাবেই আমি মৌখিক এবং লিখিত আদেশ প্রদান করেছি। ডেডলাইন কাছাকাছি, এ সময় আমাদের বেশি নড়াচড়া করা ঠিক হবে না। অবস্থানও শক্তিশালী করা দরকার। মেজর জাফর আমাদের এ অবস্থান হতে না সরাবার পক্ষে যুক্তি প্রদান করছিলেন। অধিনায়ক বললেন - It is the operational requirement. আমরা চুপ করে গেলাম। এরপরে কথা চলেনা। এখানে আসবে এম ডি এস এবং এখানের এ ডি এস - ১ গিয়ে মিলিত হবে এ ডি এস - ২ ও ৩ এর সাথে সৌদি ৮ ব্রিগেডকে চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের জন্য। আসলে ঘটনা হল, আমরা যে রোগী সংক্রান্ত তথ্য দাহরানে পাঠিয়েছি তাতে দেখা গেছে যে, রাস মিসহাবে নাইরিয়ার চেয়ে রোগীর সংখ্যা অনেক বেশি। কাজেই কর্তৃপক্ষ এম ডি এস এর বৃহৎ দলকেই রাস মিসহাবের জন্য উপযুক্ত মনে করেছেন।

www.pathagar.com

রাত্রেই ক্যাপ্টেন মোবারক এম ডি এস এর জন্য ২৬টি টেন্ট পাঠিয়ে দিল। মেজর শওকত নাইরিয়া থেকে টেলিফোন করে টেন্ট লাগাবার হুকুম দিলেন।

৩১ ডিসেম্বর ১৯৯০

আজ ভোর থেকেই মনটা ভারী। অনেকদিন ছিলাম এখানে। প্রায় ঘটনার শুরু থেকে। আমরা যখন রাস মিসহাবে আসি তখন এখানে লোকজনের সমাগম ছিল অনেক কম। আমাদের এম ডি এস এখানে আসার জন্য সকাল দশটায় রওয়ানা করেছে। এসে পৌঁছল পৌনে বারটার দিকে। এ ডি এস চলে যাবে দেখে বেস কমান্ডার ক্যাপ্টেন খালেদ ওতায়বী আসলেন আমাদের সাথে কথা বলার জন্য। আমাদের ছোট সমাবেশে উনি বললেন - তোমরা শূন্য থেকে অনেক কিছু করেছ। এখানে বিভিন্ন দেশের সেনাবাহিনী আছে। আমাদের বিপদের শুরু থেকেই তোমরা এখানে আছ। তোমাদের কাজে আমি খুব সন্তুষ্ট। তোমাদের যে কেউ যে কোন সময় এখানে যদি আস আমি খুব খুশি হব। তোমরা আমার মেহমান হবে। জবাবে আমাদের দলনেতা ওদের প্রশংসা করলেন। উনি আমাদের লাঞ্চের দাওয়াত দিলেন। আমি, মেজর জাফর, ক্যাপ্টেন মাসুদ এবং মোবারক লাঞ্চের দাওয়াত গ্রহণ করলাম। বেস কমান্ডার আমাদের সব ছেলেকে একটা করে ছোট সুন্দর বাঁধান কোরান শরীফ উপহার দিলেন। এরই মাঝে সিদ্ধান্ত হল আমাকে এখানে থাকতে হবে। নতুন যারা এলেন তাদের কাছে পুরো এলাকাটাই অপরিচিত। আমি যেহেতু পুরানোদেরই একজন কাজেই থাকলে তাদের কাজের সহায়তা হবে। রেখে দেয়া হল আমাকে রাস মিসহাবে। মেজর জাফর এ ডি এস - ১ নিয়ে চলে যাচ্ছে। ক্যাপ্টেন মাসুদের সাথে যখন বুক মিলাচ্ছে, দেখলাম আবেগে দু'জনার চোখই ছলছল। আমি বললাম - Come on guys, behave like a man. যাহোক এ ডি এস - ১ চলে গেল রাস মিসহাব ছেড়ে।

লেফটেন্যান্ট জেনারেল কলভিন ওয়ালার, একজন শক্ত আত্মনির্ভর ব্যক্তি, বয়স তেপ্পান্ন, যিনি উপসাগরীয় এলাকার মার্কিন বাহিনীর ডেপুটি কমান্ডার। তিনি বলেছেন - Every unit will not be fully combat ready until after the first of February sometime. তিনি প্রেসিডেন্টকে উপদেশ দেবেন - That until our full complement of forces are on the ground - we shall not initiate hostile activities. তাঁর মত একজন জেনারেল কথার মূল্য আছে বৈকি তবে জাতিসংঘের বেঁধে দেয়া শেষ সময় যেহেতু খুবই কাছে কাজেই এ ধরনের মন্তব্য সতর্ক শত্রুকে অসতর্ক করার প্রায়াসের অংশ হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

আন্তর্জাতিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট ডন কোয়েল এখন সৌদি আরবে। দেখা করেছেন বাদশাহ ফাহাদের

www.pathagar.com

সাথে। তিনি আজ দাহরানে বলেছেন - যদি ইরাক শর্তহীন ভাবে কুয়েত হতে তাঁর সেনাবাহিনী প্রত্যাহার না করে তবে শক্তি প্রয়োগ করে তাকে তাড়ান হবে। বিশ্ব যথেষ্ট সময় ইরাককে দিয়েছে এবং যথেষ্ট ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে। ইতোমধ্যেই আমেরিকার যুদ্ধ বিমানের শেষ বহরও চলে এসেছে সৌদি আরবে।

মরুভূমিতে মার্কিন, সৌদি আরব ও সিরিয়ার সেনানায়কদের অভূতপূর্ব সমাবেশ

আর মরুভূমিতে অবস্থানরত ব্রিটিশ সৈন্যরা তাদের রাত্রিকালীন প্রশিক্ষণ বাড়িয়েছে, রাসায়নিক যুদ্ধে ব্যবহৃত সংকেত চালু করেছে। জীবাণু যুদ্ধের আশঙ্কায় আগামী ১০ জানুয়ারির মধ্যে সবার টিকা নেয়া শেষ করার হুকুম দেয়া হয়েছে।

মাউন্ট টেম্পলে গুলিবিদ্ধ একজন প্যালেস্টাইনীকে হাসপাতালে নেয়া হচ্ছে

www.pathagar.com

কিন্তু ইসরাইলী অধিকৃত গাজা এলাকায় ইসরাইলী অত্যাচার ক্ষমা অতিক্রম করেছে। ওরা আবার ৪ জন শিশু সহ ৮ জনকে হত্যা করেছে এবং আহত করেছে ২০০ জন প্যালেস্টাইনীকে। সাথে সাথে জারি করেছে কারফিউ।

যাহোক আমাদের প্রস্তুতির শেষ পর্ব উপস্থিত। এখন শুধু অপেক্ষার পালা। ডিসেম্বর - জানুয়ারি সন্ধিক্ষণে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবস্থান দেখা যাক।

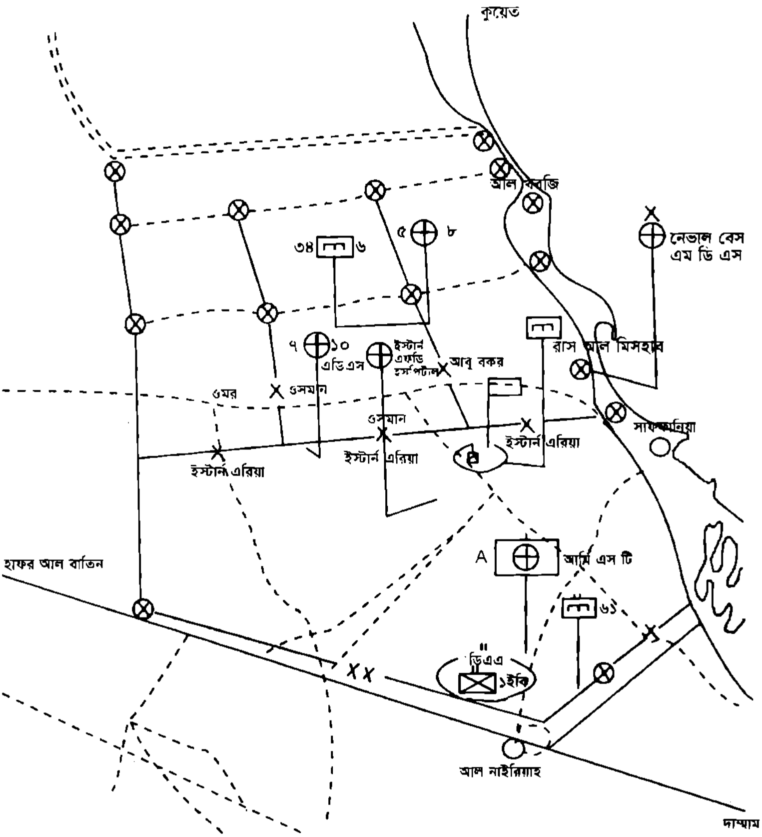

আমাদের সেনাবাহিনীর অবস্থান

বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে সৌদি আরব এবার তার বাজেট ঘোষণা করেনি। গত বছরের বাজেটই অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। এর কারণ যুদ্ধ লাগলে খরচের লাগাম কোন সীমানায় ঠেকবে তা আন্দাজ করা যাচ্ছে না। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সকল সুযোগ সুবিধা অব্যাহত থাকবে। এখানে লক্ষ্য করেছি সাধারণ পণ্যের

www.pathagar.com

বাজার দরের তেমন কোন হেরফের হয়নি এখনও। পূর্বাঞ্চলে কোন কোন জিনিসের দাম সামান্য বেড়েছে বটে তবে সরকারী চাকুরিজীবীরা ইতোমধ্যেই দু'টো ইনক্রিমেন্ট পেয়েছে। ক্যাপ্টেন রশিদ ত মহাখুশি। এক এক ইনক্রিমেন্টে বেতন বৃদ্ধি পাঁচশত সৌদি রিয়াল। সুসংবাদের সাথে সাথে ওর হাত নাড়ান এবং আনন্দের বহিঃপ্রকাশ আমার খুব ভাল লাগল। ইনক্রিমেন্টের আনন্দ ওকে আপততঃ যুদ্ধের শঙ্কা থেকে নিয়ে গেছে বহু দূরে।

০১ জানুয়ারি ১৯৯১

সূর্য উঁকি দিয়েছে দিগন্তে। নতুন বছর ও নতুন মাস আলিঙ্গন করছে পৃথিবীকে। আজকের এ ভোর যেন পৃথিবীর কাছে সমস্ত কালিমা আর অহঙ্কার ধুয়ে মুছে শুধু শান্তির প্রত্যাশা করছে। উন্মুখ হয়ে আছে গালফের প্রশান্ত শীতল বাতাস কোন নতুন সুসংবাদের জন্য। কিন্তু বাতাসে ভেসে এল আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্টের কন্ঠে - I am Don Quel, Vice President of United States of America. Our sons are doing an excellent job here অর্থাৎ আমি ডন কোয়েল, যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট। আমাদের সৈনিকরা এখানে চমৎকার কাজ করছে। ইস্টার্ণ প্রভিন্সে আমেরিকান সৈনিকদের ভাষণ দান কালে তিনি বলেন - If we have to attack, it will be quick, massive and decisive. It will not be another Viet-nam, অর্থাৎ যদি আমাদের আক্রমণ করতে হয় তা হবে দ্রুত, ভয়ঙ্কর এবং চূড়ান্ত - এটা আর এক ভিয়েতনাম হবে না। উপস্থিত সৈন্যরা হাততালির মাঝে উল্লাসে ফেটে পড়ল। কোয়েল জোয়ানদের সাথে ভলিবল খেললেন, ঘুরে ঘুরে দেখলেন সব। মনে হল ওদের মনোবল আকাশচুম্বী যা যুদ্ধ জয়ের জন্য অপরিহার্য। যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ওরা।

আর আমাদের এম ডি এস এখানে আসায় ফিল্ড হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বাড়িয়ে ৫০ করা হয়েছে। আমাদের এখন লোকবল ১১৯। শুধু একটা এ ডি এস এর চেয়ে অবস্থাটা এখন অনেক ভাল।

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট মিতেরাঁ নববর্ষের বাণীতে বলেছেন - ফ্রান্স জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ সনদের বাস্তবায়ন দেখতে চায়। যদি তার জন্য যুদ্ধ দরকার হয় তাহলে ফ্রান্স তার পক্ষে। জাপান আশঙ্কা ব্যক্ত করে বলেছে যে, উপসাগরে যুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে।

পাশাপাশি এগিয়ে চলেছে জল্পনা কল্পনা - অনেকেই ধারনা করছে, হয়ত একদম শেষ মুহূর্তে ইরাক নতি স্বীকার করবে। কেউ কেউ আবার বলছে, যুদ্ধ

www.pathagar.com

হলে একদিন কি দুইদিন। যুদ্ধের হাওয়া এখন সর্বত্র। আমার ভাই আবদুল হালিম অস্ট্রেলিয়া থেকে টেলিফোনে সান্ত্বনা দিলেন - চিন্তা করিস না, যুদ্ধ হবে না। আমি ওকে দৃঢ়তার সাথে বললাম - যুদ্ধ হবে। আমি ফ্রন্ট লাইনে বসে আছি। আমার ধারনা এ যুদ্ধ এড়াবার নয়। সূর্য অস্তমিত হবার পর আধারে পৃথিবী ঢেকে যাওয়া যেমনি অবধারিত তেমনি উপসাগরীয় এলাকার অনাকাঙ্খিত অভিসম্পাত হিসাবে এ যুদ্ধও অবধারিত।

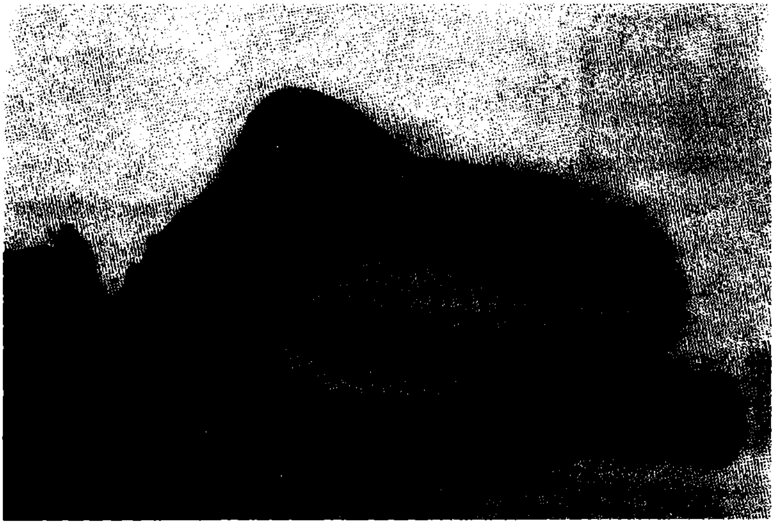

যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ভয়ালদর্শন এ - ১০ থান্ডারবোল্ট

ইতোমধ্যেই বর্ডার টাউন খবজি হতে বেসামরিক ব্যক্তিদের অপসারণ শুরু করা হয়েছে। রাস মিসহাব থেকেও বেসামরিক ব্যক্তিদের সরিয়ে নেয়া হবে ১০ বা ১১ তারিখের মধ্যে। সব জায়গায় চাপা উত্তেজনা। রাস্তাঘাটে চলছে শুধু সামরিক যানবাহন। সৌদি আরব, কাতার, আবুধাবীর টিভি দেখে এখানকার অবস্থা আন্দাজ করা যাবে না। তবে আমাদের ব্যক্তি নিরাপত্তার জন্য কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এই বেসে আমেরিকা ছাড়া আর কারও বিপদ সংকেত দেয়ার ব্যবস্থা নেই। আমাদের এন বি সি স্যুট ছাড়া টিকা দেবার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি অর্থাৎ জীবাণু যুদ্ধ হলে আমরা অপ্রতিরোধ্য গতিতে আক্রান্ত হব শত্রুর ছড়ানো জীবাণুতে। নতুন নতুন রোগে মৃত্যু হবে আমাদের এবং অকর্মণ্য হয়ে যেতে হবে অনেককেই। এমনকি এখন পর্যন্ত বোমা বা গোলার ভগ্নাংশের আঘাত থেকে বাঁচার জন্য বাঙ্কার দরকার তাও খোঁড়া হয় নি। এটা যে কোন যুদ্ধে আত্মরক্ষার অপরিহার্য অংশ। আলোচনা কালে এ ব্যাপারে অধিনায়ককে জিজ্ঞেস করায় উনি অভিমত দিলেন যে, হ্যাঁ - আমরা বাঙ্কার বা ট্রেঞ্চ খুড়ব।

www.pathagar.com

০২ জানুয়ারি ১৯৯১

সৌদি আরবে আমাদের মত বর্ষা নেই, আলাদা বর্ষাকালও নেই। তবে বর্ষা যে একদম হয় না তাও নয়। হয় এই শীতে, দু'একদিন; তখন ছিটেফোঁটা পানি জমে কোথাও কোথাও কিছু সময়ের জন্য। বালি ফুঁড়ে নতুন ঘাস গজায়, কিছুটা সবুজের ছোঁয়া লাগে তবে নিরেট বালুর বুকে। অন্যান্য গাছপালাও যা সামান্য কিছু আছে তা যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠে তবে শীতকে করে আরো তীব্র। কিন্তু মরুর দেশে বর্ষা এলে এর অধিবাসীরা হয় আনন্দে আত্মহারা। আমরা রাস মিসহাবে গতকাল এবং আজ দারুণ শীত আর সৌদি বর্ষায় সংকুচিত হয়ে আছি। ঘরের দরজা খুললেই শীতের ঝাপটা লাগে, এরই মাঝে এগিয়ে চলছে নির্ধারিত কাজ। যারা খোলা মরুভূমিতে আছে তাদেরত কথাই নেই। ওদের অবস্থা একদম বেহাল। মেজর রহিম এল এ ডি এস থেকে। প্রায় ৩ মাস পর দেখা। মুখের কিছু অংশ কাল হয়ে গেছে ওর। বলল - স্যার, মরুভূমির শীতের সাক্ষ্য বহন করছি। এ সাক্ষ্য দেখেছি মরুভূমি থেকে ফিরে আসা প্রত্যেকটা সৈনিকের মুখে।

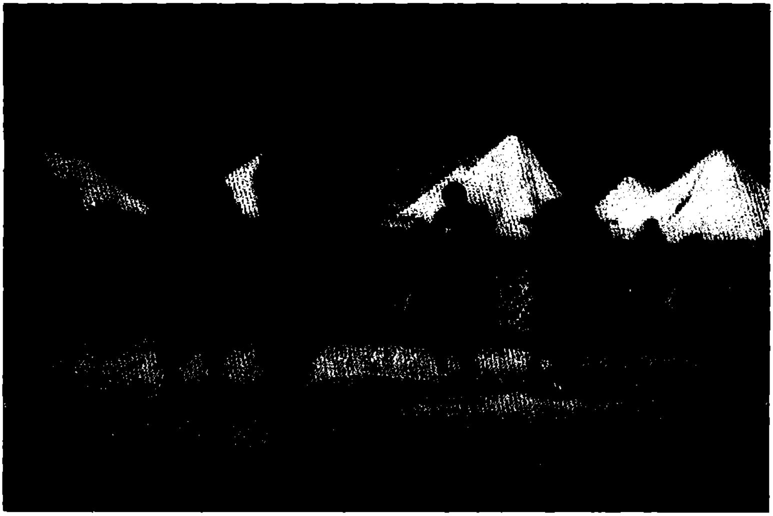

রাস মিসহাবে আমাদের যুদ্ধ প্রস্তুতি - রাসায়নিক যুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ

রাসায়নিক যুদ্ধে ব্যবহৃত এন বি সি স্যুট চলে এসেছে আমাদের জন্য। কিন্তু এর উপর আমাদের সৈনিকদের প্রশিক্ষণ অপ্রতুল। তাই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া

www.pathagar.com

হল কেন্দ্রীয়ভাবে যাতে কেউই বাদ না পড়ে এবং প্রয়োজনে আত্মরক্ষায় এগুলোর ব্যবহার যথাযথ হয়। এখন আর শঙ্কা নেই, আছে শুধু প্রস্তুতি আর অপেক্ষার পালা।

ইতোমধ্যেই আমাদের চিঠি আদান প্রদানের সহজ ব্যবস্থা চালু হয়েছে। বলতে গেলে বিনামূল্যে প্রতি সপ্তাহে যত খুশি চিঠি লিখতে পারি। দেশ থেকেও চিঠি আসে সহজ নিয়ম কানুনের আওতায়। এই পদ্ধতি প্রথম থেকেই প্রচলিত হলে আমাদের প্রাথমিক অসুবিধা গুলো হত না, তবে এখান হতে বিনামূল্যে টেলিফোনের সুবিধা আমরা এখনও পাইনি।

গতকাল রেডিওতে প্রেসিডেন্ট বুশের প্রত্যয় শুনেছি। তিনি বলেছেন - There will be no compromise with Iraqi President Saddam Hossain. It will be a war of few days. I can assure you that it will not be another Vietnam.অর্থাৎ ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের সাথে কোন আপোষ হবেনা। যুদ্ধ হবে কয়েক দিনের। আমি আশ্বস্ত করতে পারি যে এটা আর এক ভিয়েতনাম হবে না। বি বি সি'র ভাষ্যকার আজ বলেছেন - বুশের দেয়া সময়সীমা শেষ। ইরাকের সাথে আলোচনার দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। বুশ সিনেটের বিশেষ অধিবেশন ডেকেছেন আগামীকাল। তিনি বলেছেন - এ সপ্তাহেই মধ্যপ্রাচ্যের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যাবে। অন্য দিকে আলজেরিয়া, লিবিয়া এবং সিরিয়ার শান্তি উদ্যোগ স্থবির হয়ে পড়েছে।

এর পাশাপাশি দেখছি ইসরাইলের হাতে প্যালেস্টাইনীদের নিগ্রহ। মুসলমান হিসাবে মন বিদ্রোহ করছে ইসরাইলের বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধ হচ্ছে ইরাকের বেদরদী এবং বেহিসাবি ভুল সিদ্ধান্তের জন্য। সাদ্দাম হোসেনের এক ভুলে আজ তিনি একঘরে হয়ে ইরাকের মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করতে যাচ্ছেন। বিভক্ত করে ফেলেছেন মুসলিম উম্মাহকে। এ এক ধরনের ইসরাইলী বিজয়।

সম্মিলিত বাহিনীর অংশ হিসেবে আমাদের প্রস্তুতি অন্যান্যদের সাথে সমান তালে এগিয়ে চলেছে। অবহেলার কোন কারণ নেই এখানে, হয় বাঁচ অথবা মর। আবেগ দিয়ে যুদ্ধ চলেনা। অধিনায়ক ডেকেছিলেন আমাদের সবাইকে। জানালেন - কমান্ডারের সাথে সভা করে ফিরেছেন। জিজ্ঞেস করলেন - দেশে ফিরতে চাও কিনা? দেশে কে না ফিরতে চায় - বললাম সম্ভব হলে এখনি। উনি বললেন - কমান্ডার দরবার নিবেন, যদি ১৫ থেকে ৩০ জানুয়ারির মধ্যে সমস্যার সমাধান না হয় তা হলে পরের মাসের এক তারিখের মধ্যেই আমরা আমাদের প্রত্যাহার অথবা বদলির জন্য চিঠি লিখব। বললেন - সৈনিকদের সবাইকে দিয়ে কমান্ডারকে একথা বলাতে হবে। আমি মনে মনে বললাম - ১৫ জানুয়ারির পরে নির্ধারিত সমাধান যুদ্ধই। ইরাক ভালয় ভালয় ফিরে না গেলে আমেরিকা তখন মরণ কামড় দেবে ইরাককে। এত এখন বাচ্চা ছেলেও বুঝতে পারছে। কাজেই ৩০ তারিখ পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে না। এরপর অধিনায়ক আমাদের স্থানীয়

www.pathagar.com

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার খুটিনাটি পর্যালোচনা করলেন। কোথায় কোথায় ট্রেঞ্চ হবে, রাসায়নিক অস্ত্রের আক্রমণের মুখে আমাদের ইউনিটের প্রস্তুতি ইত্যাদি ইত্যাদি।

০৩ জানুয়ারি ১৯৯১

এম ডি এস এখানে আসায় কাজের পরিমাণ বেড়ে গেছে অনেক। কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত থাকি যে যুদ্ধের টেনশন মুক্ত হয়ে গেছি। মাঝে মধ্যেই রাতের অবসর কাটে সবাই মিলে ফুর্তি করে। ক্যাপ্টেন রশিদের ভি সি আর এবং বুস্টার এন্টিনাসহ টিভির বদৌলতে আমরা বিনোদন এবং পুরো মধ্যপ্রাচ্য চোখের সামনে ধরে রেখেছি। মেজর জাফর এখানে থাকতে সে ছিল সংবাদ সংগ্রহের প্রধান উৎস। রাত একটা বাজলেও ক্ষমা নেই, তার রেডিও টুং টুাং বেজেই চলেছে। খুব ভোরে ত সমস্যা আরো, তার টিউনিং করার প্রচেষ্টায় ঘুম ভাঙতে বাধ্য। শেষে একদিন বলেই ফেললাম - ঘুমাতে পারছি না স্যার। এর পরে অবশ্য সে সতর্ক থাকত - তবে সে আমাদের চলমান বিবিসি সংবাদের স্টক। কখোনোই তার কাছ থেকে সংবাদ ফুরাতে চাইত না। এম ডি এস এ তার পরিবর্তে পেলাম ক্যাপ্টেন সাইফুদ্দিনকে। হালকা পাতলা, হাসিখুশি, দন্তরোগ বিশেষজ্ঞ। কথা বলেন সোজা সাপটা। তাকে ঘিরে গোল হয়ে বসি। মেজর সালাহ উদ্দিনও কম যান না। মেডিকেল স্পেশালিস্ট, কিছুটা ভারি গড়ন কিন্তু চলমান ঘটনার শেষ বিবরণ তার কাছে পাওয়া যাবে। মাঝে মধ্যে এদের ঘিরে চলে আড্ডা। শুনলাম প্রেসিডেন্ট বুশ সোমবার হতে বুধবার পর্যন্ত মার্কিন - ইরাক বৈঠকের সময় সীমা বর্ধিত করেছেন যদিও ইতিপূর্বে তিনি সময় না বাড়াবার সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। বুশ বলেছেন - আগামী শুক্রবারের মধ্যে বৈঠকের ফলাফল তাঁকে জানতে হবে।

যখন ক্যাপ্টেন সাইফুদ্দীনকে খুঁজতে খুঁজতে তার রুমে হাজির, দেখি উপ-অধিনায়ক এবং কোয়ার্টার মাস্টার সেখানে উপস্থিত। সালামের জবাবে উপ-অধিনায়ক বললেন, মাহমুদ দেখি সারাদিন রুমে থাক। বললাম - স্যার, শরীর খারাপ ছিল, খানিকটা বিশ্রাম নিয়েছি। উত্তরে উনি বললেন - এত নরম শরীর নিয়ে চলবে কেমন করে? সারাদিন মাঠে থাকবে তা না হলে যুদ্ধ করবে কেমন করে? তার কথা শুনে থতমত খেলাম। আমাদের সেনাবাহিনীতে কখনো কখনো এটা দেখা যায় - তাং করা অর্থাৎ প্রয়োজনের বাইরে অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যস্ত রাখা, রুক্ষ আচরণ ইত্যাদি।

বুঝলাম আমাকেও তাং করা হল। আমার কর্তব্যের বাইরে খানিকটা বিশ্রাম নিলে কারো ক্ষতি বৃদ্ধি হবার কথা নয়। তা ছাড়া এখানকার যুদ্ধ পৌরাণিক যুগের হাতাহাতি যুদ্ধ নয় যে, বল্লম নিয়ে লড়াইয়ের ময়দানে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। যুদ্ধ হবে কৌশলগত এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। আমাদের সেনাবাহিনীকে আরো কর্মক্ষম করে তুলতে তাং বন্ধ করে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের উপর আরো গুরুত্ব

www.pathagar.com

দিতে হবে। তবে বর্তমান অবস্থান থেকে আমার এ অভিমত আদৌ কোথাও পৌঁছবে কি না বা কোন কাজে লাগবে কিনা তা বলা খুবই মুশকিল।

এ শতাব্দীর সম্ভাব্য সবচেয়ে আধুনিক এবং ভয়ংকর যুদ্ধের ডেডলাইন আর অল্প দূরে। মাত্র ১১ দিন বাকি। আমরা সৌদি আরবে অবস্থানরত বহুজাতিক বাহিনীর ক্ষমতা একটু খানি খতিয়ে দেখি ঃ

ক্রমিক নং	দেশ		সামর্থ
১।	অস্ট্রেলিয়া	১।	নেভী - ফ্রিগেট এডিলেইড ডারউইন, এর আছে গাইডেড মিসাইল ছোড়ার ক্ষমতা এবং সরবরাহ জাহাজ সাকসেস।
২।	আর্জেন্টিনা	১।	আর্মি - ১০০ জনের দল
		২।	নেভী - ডেস্ট্রয়ার আলমিরান্টি ব্রাউন এবং ফ্রিগেট স্পাইরো
৩।	বাংলাদেশ	১।	আর্মি - ২২৩২ জন সদস্যের দল।
৪।	বেলজিয়াম	১।	নেভী-মাইন ধ্বংসকারী আইরিস ও মাওসাইটি এবং সরবরাহ জাহাজ জিনিয়া।
		২।	এয়ার ফোর্স - ৪ টি সি - ১৩০ পরিবহন বিমান।
৫।	কানাডা	১।	আর্মি - ৪৫০ জনের দল।
		২।	নেভী - ডেস্ট্রয়ার আটহাবাসকান ও টেরানোভা এবং একটি সরবরাহ জাহাজ প্রটেক্টর।
		৩।	এয়ার ফোর্স - ১৮ টি সি এফ - ১৮ ফাইটার জেট।
৬।	মিশর	১।	আর্মি - তৃতীয় ও চতুর্থ আর্মার্ড ডিভিশনের ৩৬,০০০ সৈন্য সৌদি আরবে এবং ২,৫০০ সৈন্য ইউনাইটেড আরব আমিরাতে।
৭।	ইতালি	১।	নেভী - ফ্রিগেট লাইবকিও, ওরসা সেফিরো ও সহয়তাকারী জাহাজ রোমবলি, করভিটি, মিনারভা এবং স্টিঞ্জ।
		২।	এয়ার ফোর্স - ৮ টি টর্নেডো বিমানের এক স্কোয়াড্রন।

ক্রমিক নং	দেশ		সামর্থ
৮।	মরোক্কো	১।	আর্মি - ১২০০ জনের দল সৌদি আরবে এবং ৫০০ জনের দল ইউ এ ই তে।
৯।	নেদারল্যান্ড	১।	নেভী - ফ্রিগেট উইটি ডি এবং পাইটার ফ্লোরিজ ও সরবরাহ জাহাজ জুইডাররুইস।
১০।	নাইজেরিয়া	১।	আর্মি - ৫০০ সদস্যের দল।
১১।	পাকিস্তান	১।	আর্মি - ১১,০০০ সদস্যের দল। এর সাথে একটি আর্মার্ড ব্রিগেড আছে। এ ছাড়াও ৫,০০০ উপদেষ্টা সংযুক্ত সৌদী সেনাবাহিনীর সাথে। ইউ এ ই তে আছে ২,০০০ সদস্যের সেনাবাহিনী।
১২।	সেনেগাল	১।	আর্মি - ৫০০ সদস্যের দল।
১৩।	স্পেন	১।	নেভী - ফ্রিগেট শান্তা মারিয়া এবং করভিটি, ইজাডোরা ও ডেসকিউবিয়েরটা।
১৪।	সিরিয়া	১।	আর্মি - নবম আর্মার্ড ডিভিশন লোকবল মোট ২০,০০০ এবং ইউ এ ই তে আছে ২০০০ সদস্যের দল।
১৫।	রাশিয়া	১।	নেভী - ডেস্ট্রয়ার এডমিরাল ট্রাইবিউট্স্ এবং একটি এন্টি সাবমেরিন শিপ।
১৬।	ব্রিটেন	১।	নেভী - ১২টি যুদ্ধ জাহাজ যার মধ্যে ১টি মিসাইল ডেস্ট্রয়ার, ২টি মিসাইল ফ্রিগেট, ৩টি মাইন অপসারণকারী জাহাজ এবং কিছু সহায়তাকারী জাহাজ।
		২।	আর্মি - মোট লোকবল ৩৭,০০০, ১ম আর্মার্ড ডিভিশনের সাথে ১৬০টিরও বেশি চ্যালেঞ্জার ট্যাংক। ৭ম আর্মার্ড ব্রিগেড, সৈন্য সংখ্যা ৯,৫০০। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিখ্যাত ডেজার্ট র‍্যাটের উত্তরসূরী।

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	দেশ		সামর্থ
		৩।	এয়ার ফোর্স - ১০০ শত যুদ্ধ বিমান। নেভী - ১৬ টি যুদ্ধ জাহাজ যার মধ্যে আছে ৩টি মিসাইল ডেস্ট্রয়ার ৫টি মিসাইল ফ্রিগেট, ৩টি মাইন অপসারনকারী জাহাজ সহ সহায়তাকারী জাহাজ।
১৭।	ফ্রান্স	১।	আর্মি - ৬ষ্ঠ লাইট আর্মার্ড ডিভিশন, লোকবল ১২,০০০। এ ছাড়াও দ্রুত কর্মক্ষম ৪,০০০ সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে। এদের সাথে আছে ট্যাংক বিধ্বংসী মিসাইল।
		২।	নেভী - ১২ হতে ১৪ টি যুদ্ধ জাহাজ যার লোকবল ১,২০০ জনের মত। এর সাথে আছে ১টি গাইডেড মিসাইল ক্রুজার, ২টি মিসাইল ডেস্ট্রয়ার, ৪টি ফ্রিগেট, ১টি করভিটি এবং সহায়তাকারী জাহাজ।
১৮।	জি সি সি	১।	আর্মি - দ্রুত কর্মক্ষম ১০,০০০ - ৫০,৫০০ দেশ সমূহ সম্মিলিত ভাবে সৌদি, কুয়েত ও ইউ এ ই। এদের ট্যাংকের সংখ্যা ৮০০।
		২।	এয়ার ফোর্স - বিমানের সংখ্যা ৩৩০। সৌদি আরব সহ কয়েকটি দেশের আধুনিক এফ - ১৫ যুদ্ধ বিমানও আছে।
১৯।	আমেরিকা	১।	আর্মি - ২,৯৫,০০০ সদস্যের বিশাল বাহিনী।
		২।	মেরিন - ৯৪,০০০। এদের সাথে আছে ১৮,০০০ উভচর দল যা জলে এবং স্থলে যুদ্ধে পারদর্শী।
		৩।	নেভী - ৮২,০০০।
		৪।	এয়ারফোর্স - ৫৬,০০০।

www.pathagar.com

এখানে উল্লেখ্য যে, কুয়েতী ২০,০০০ আর্মির মধ্যে ৭,০০০ পালিয়ে আসা সৈনিক এবং অন্যান্য পালিয়ে আসা সাধারণ লোকজন নিয়ে তৈরি করা হয়েছে।

উপসাগরীয় যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী দেশের মধ্যে আছে সৌদি আরব, কুয়েত, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, বাহরাইন, বাংলাদেশ, বেলজিয়াম, কানাডা, চেকোশ্লোভাকিয়া, ডেনমার্ক, মিশর, সিরিয়া, ফ্রান্স, জার্মানী, গ্রীস, ইতালি, জাপান, মরোক্কো, নেদারল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, নাইজার, নরওয়ে, ওমান, পাকিস্তান, পোল্যান্ড, কাতার, সেনেগাল, নেপাল, সুইডেন, আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন ও ইউ এ ই।

পুরো যুদ্ধে আমেরিকাই সর্ব বৃহৎ দল। শুধু আমেরিকারই এখানে আছে ২,০০০ হাজারেরও বেশি ট্যাংক, ১,৭০০ হেলিকপ্টার, ২,২০০ আর্মার্ড পারসোনেল ক্যারিয়ার। পারস্য উপসাগর, আরব সাগর এবং ভূমধ্যসারে উপস্থিত একশতটির অধিক যুদ্ধ জাহাজের মধ্যে বিমানবাহী রণতরী তেরটি। এর মধ্যে সারাতোগা, জন এফ কেনেডি, মিডওয়ে, আমেরিকা, থিওডোর রুজভেল্ট এবং রেঞ্জার উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধ জাহাজের

বিমানবাহী রণতরী জন এফ কেনেডি

মধ্যে উইসকনসিন এবং মিসৌরী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডেস্ট্রয়ার, সরবরাহ জাহাজ ফ্রিগেট ছাড়াও এদের আছে ৬টি থেকে ৮টি পারমাণবিক শক্তি চালিত সাবমেরিন। বিমানবাহী যুদ্ধ জাহাজের আঘাত হানার ক্ষমতা বিপুল, আছে ৪৫০টি বিভিন্ন ধরনের বিমান, যেমন এ - ৬ ইনট্রুডার, এফ এ - ১৮ হরনেট, এফ - ১৪ টমক্যাট ফাইটার জেট। মেরিনদের আছে ৭০টি এভি ৮বি হ্যারিয়ার জাম্প জেট। সমস্ত যুদ্ধ বিমানের মধ্যে আট শতেরও অধিক হল এফ - ১১৭ এ স্টিল্‌থ ফাইটার, এবং দূর পাল্লার এফ - ১১১ এফ বম্বার। আমেরিকার আরও আছে প্রায় ১৫০টি এফ - ১৬ এবং এফ - ১৫ বিমান,৭০টির অধিক এ - ১০ ট্যাংক বিধ্বংসী থান্ডারবোল্ট এবং অজানা সংখ্যক এফ - ৪ ওয়াইল্ড উইজেল এয়ার ডিফেন্স সাপ্রেশন জেট। এত বিশাল সংখ্যক বিমানকে ৩০ টি বিমান ক্ষেত্রে মোতায়েত করা হয়েছে। ৩টি স্কোয়াড্রন রাখা হয়েছে দক্ষিণ তুরস্কে। প্রায় ৪০ টির মত বি - ৫২ বোম্বারকে

www.pathagar.com

দ্রুত মিশন সম্পাদনে সক্ষম হ্যারিয়ার জাম্প জেট

ভারত মহাসাগরের দিয়াগো গার্সিয়া দ্বীপে মোতায়েন করা হয়েছে। এর ঘাঁটি আছে স্পেন এবং ইংল্যান্ডে। অনেক দূর থেকে উড়ে এসে শত্রুর আক্রমণের আওতার বাইরে থেকে ৭৫০ টন বিস্ফোরক উদগীরণ করার ক্ষমতা রয়েছে এগুলোর। ভিয়েতনাম যুদ্ধে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত এ বোমারু বিমানের উড্ডয়ন পাল্লা ৩৬০০ হইতে ৫৫৫০ মাইল।

শব্দহীন নিপুন লক্ষ্যভেদী স্টীল্থ ফাইটার

www.pathagar.com

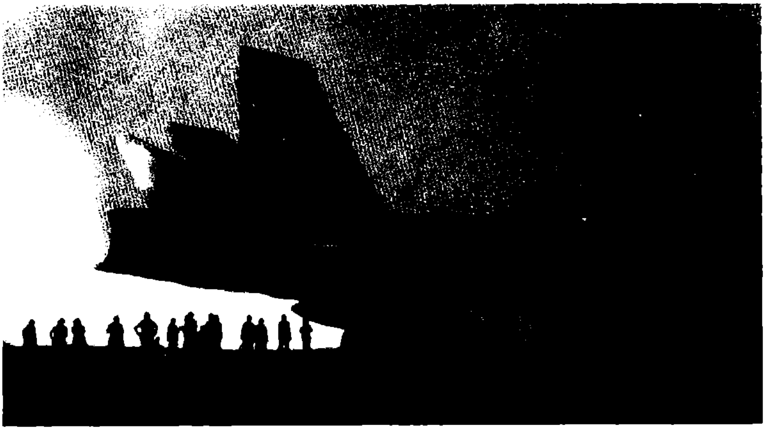

বিমানবাহী রণতরী সারাতোগায় প্রস্তুত হরনেট

মার্কিন বাহিনীর আছে বহুসংখ্যক উভচর যান যেমন ব্রাডলি এম - ২ ভেহিকেল, আছে মালটিব্যারেল রকেট লাঞ্চার যা ৩০ কিঃ মিঃ দূরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম। আছে টমহক যা প্রতি ঘন্টায় ৫৫০ মাইল গতিতে স্বল্প উচ্চতায় ছুটে যাবে এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তু খুঁজে বের করে তার ১০ ফিটের মধ্যে আঘাত হানবে। এগুলো বহন করে ১০০০ পাউন্ড ওজনের বিস্ফোরক। আছে স্কাডের তিনগুণ গতি সম্পন্ন পেট্রিয়ট মিসাইল যা কিনা ইরাকের বহুল আলোচিত স্কাডকে আকাশেই ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে। আছে অ্যাপাচি হেলিকপ্টার যা লেসার গাইডেড হেলফায়ার মিসাইল ছোড়ে। যে লেসারবীম লক্ষ্যবস্তুকে আলোকিত করবে তা এ্যাপাচির না হলেও চলবে। অন্য যে কোন চপার, প্লেন, ট্যাংক কিংবা কোন পদাতিক সৈনিকের তরফ হতে হলেও সমস্যা নেই। হেল ফায়ার মিসাইল লেসার বিমে আলোকিত লক্ষ্যবস্তুকে এক কথায় তালাবদ্ধ করে রাখে এবং এমনকি লক্ষ্যবস্তুকে না দেখেই নিপুণভাবে লক্ষ্যভেদ করতে পারে এর পাইলট।

এর পাশাপাশি এক নজরে ইরাকী সমর শক্তির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তাদের আছে ৫৫ থেকে ৬০ ডিভিশন সৈন্য যেখানে নিয়মিত সেনাবাহিনী হল ৫,৫৫,০০০ এবং রিজারভিস্ট হল ৪,৮০,০০০। মনে করা হচ্ছে সাদ্দাম হোসেন সবাইকেই কাজে লাগাচ্ছেন। প্যারামিলিটারি আছে ৮,৫০,০০০। লোকবল ছাড়াও আছে ৫,৫০০ ট্যাংক যার মধ্যে টি -৭২ হল৫০০ টি। এগুলি অত্যাধুনিক। মাঝারি গুণাবলীর টি - ৬২ আছে ১০০০ টি। আছে ৩,৫০০টি আর্টিলারি গান, ২০০ রকেট লাঞ্চার এবং সম্ভবতঃ ৫০০টি ভূমি হতে ভূমিতে উৎক্ষেপণ যোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র। বিমান বাহিনীতে আছে ৭০০টি যুদ্ধ বিমান যার মধ্যে মিগ - ২৯ ও এস ইউ - ২৪ ফাইটার বম্বার উল্লেখযোগ্য।

www.pathagar.com

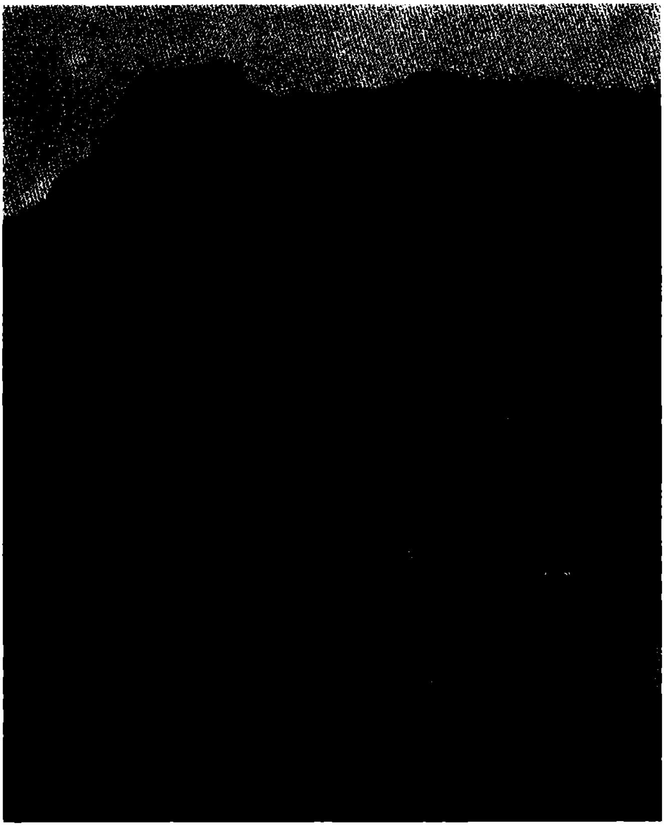

শত্রু হননে পারদর্শী   হাইটেক অ্যাপাচি হেলিকপ্টার

ইরাক কুয়েত রক্ষার জন্য তার সমর শক্তির বিশাল অংশ কুয়েতেই জড় করেছে। নির্ভরযোগ্য তথ্য অনুযায়ী প্রায় ৫,৪৫,০০০ ইরাকী সৈন্য এখন কুয়েত রক্ষায় নিয়োজিত। এদের সাথে আছে ৪,২০০ ট্যাংক, ১,৮০০ আর্মার্ড পারসোনেল কেরিয়ার এবং ৩,১০০ আর্টিলারি গান।

সমর শক্তির উপস্থিতি দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, কোন পক্ষ যদি মনোবল না হারিয়ে সঠিক ভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যায় তা হলে এ এলাকার তেল সম্পদ সহ প্রচুর লোকবলেরও ক্ষতি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। যুদ্ধ হবে প্রচন্ড এবং রক্তক্ষয়ী। কাজেই প্রত্যেকটা সংবাদ, সেটা এখানকার সামরিক কর্মকর্তাদের তরফ থেকেই হোক কিংবা গণ মাধ্যমের হোক, গোটা পৃথিবীকে নাড়া দিচ্ছে। আমরা এখন আশা করছি প্রেসিডেন্ট বুশের দেয়া বর্ধিত সময়ে যদি ইরাকের তারিক আজিজ এবং আমেরিকার জেমস

www.pathagar.com

বেকারের মধ্যে কোন সমঝোতা হয় ভাল, তা না হলে রক্তক্ষয়ী এ যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। অন্যদিকে ই ই সি পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা বৈঠকে বসেছেন, ক্ষীণ আশা ধরে আছি, এখান হতেও হয়ত শান্তির কোন পথ নির্দেশনা বের হয়ে আসতে পারে যদি না সাদ্দাম হোসেন অনমনীয় হন। মাঝেমধ্যে এখানে ভাল গুজব রটে। আজ শুনলাম তার একটা। ইরাক কুয়েতের মধ্যে সমঝোতা হয়েছে, কুয়েত তার কিছু অংশ এবং দু'টো দ্বীপ ইরাককে দিয়ে দেবে। আরও শর্ত আছে, ইরাকী বাহিনী প্রত্যাহারের সময় আমেরিকা কিংবা ইসরাইলী আক্রমণ হতে পারবেনা এ নিশ্চয়তা দেয়া হবে ইরাককে। ভাবলাম - ভাল কিন্তু তা-ই যদি হবে তা হলে কুয়েতের রাজপরিবার এখন কুয়েতেই থাকতে পারত, এত ছুটাছুটি আর আয়োজনের কোন প্রয়োজনই হত না।

ইরাকের যুদ্ধ প্রস্তুতি - উড্ডয়মান ইরাকী জঙ্গী বিমান

ইরাকের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ ভারতে গিয়েছিলেন আলোচনার জন্য। ভারত ইরাকের বহুদিনের পুরানো বন্ধু এবং বহুজাতিক বাহিনীতে তাদের কোন অংশীদারিত্বও নেই। ভারত তার মিত্রকে পরিষ্কার বলে দিয়েছে যে, বর্তমান সমস্যার সাথে মধ্যপ্রাচ্যের বিরাজমান অন্যান্য সমস্যা সম্পৃক্ত করা সঠিক নয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী এম চন্দ্রশেখর বলেছেন - ইরাকের উচিত অনতিবিলম্বে আমেরিকার সাথে আলোচনা করা, অন্যথায় ব্যাপারটা একদমই নাগালের বাইরে চলে যাবে।

একজন উর্ধতন ইসরাইলী কূটনীতিক মন্তব্য করেছেন - এ মুহূর্তে ইসরাইলের মত অন্য কোন দেশ ইরাকের কাছ হতে হুমকির মুখে নেই। ইসরাইল তার আশঙ্কা

www.pathagar.com

ব্যক্ত করেছে যে, আগামী এক বৎসরের মধ্যে ইরাক পারমাণবিক বোমার অধিকারী হতে পারে। সাদ্দামের হুমকি নিরসনের একমাত্র উপায় তাকে হত্যা, বহিষ্কার কিংবা ক্ষমতাহীন করা, এমন ভাবে যাতে আরব বিশ্বে তাঁর ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়। এখন প্রায়ই সাদ্দাম বলছেন, তিনি আক্রান্ত হলে ইসরাইল হবে তার আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য। কোথায় ইসরাইল আর কোথায় ইরাক ও কুয়েত। চারিদিক হতে অবরুদ্ধ হয়ে আছে ইরাকী বাহিনী। সাদ্দাম হোসেনের চাল হল মুসলিম বিশ্বের সহানুভূতি ও ভালবাসাকে পুঁজি করে বাণিজ্য করা, কারণ ইরাক আক্রান্ত হলে ইসরাইলের দিকে আঙ্গুল তোলার হুঁশ বা সময় তাদের থাকবে না। আর স্কাড নামক জুজু যদি দু'একটা ইসরাইলের দিকে ছোঁড়েও তাতে ইসরাইলের তেমন কোন ক্ষতি হবে না বরং ইসরাইলের শক্তিশালী বিমান বাহিনী ইরাক আক্রমণে চলে আসতে পারে। তা ছাড়াও ইসরাইল ইতোমধ্যেই পারমাণবিক বোমার অধিকারী এবং ইসরাইল বলছে, কেউ যদি তাদের আক্রমণ করে এবং বাধ্য করে তাহলে তারা ওটাও ব্যবহার করতে পারে।

আমেরিকা অবশ্য ইসরাইলকে এবারকার ড্রামা থেকে দূরে রাখতে চাচ্ছে। কেননা ইসরাইল যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে এখানে অবস্থানরত মুসলিম এবং এ্যাংলো ইউরোপীয় বাহিনীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যেতে পারে।

সিরিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেনারেল মোস্তফা তাওয়াজ আজ সৌদি আরবে এসেছেন এবং প্রিন্স আবদুল্লা রুদ্ধদ্বার কক্ষে তাঁর সাথে কিছু সময় আলোচনা করেছেন। গতকাল ব্রিটেন ইরাকী দূত এবং ৮৭ জন অন্যান্য নাগরিককে তাদের দেশ ত্যাগ করার আদেশ জারি করেছে এবং কড়া পুলিশ প্রহরায় আজ তাদেরকে ব্রিটেন থেকে বের করে দেয়া হচ্ছে। ব্রিটেন অভিযোগ করেছে যে, তারা সন্ত্রাসমূলক কাজে লিপ্ত হতে পারে।

এর সাথে ছোট একটা সুখবর - জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ আবারও ইসরাইলী বর্বরতার নিন্দা করেছে।

০৫ জানুয়ারি ১৯৯১

আমাদের প্রতিরক্ষা অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য ট্রেঞ্চ কাটা জরুরী হয়ে পড়ল। অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল শহীদ খান আমাকে এবং মেজর সাত্তারকে ডেকে বললেন যে, তিনি বেস কমান্ডারের সাথে কথা বলেছেন। সৌদিদের মাটি খোঁড়ার যন্ত্র নেই। তিনি বেস কমান্ডারকে অনুরোধ করেছেন যাতে আমেরিকান অফিসার মেজর ক্যামকে বলে আমাদের কাজটা করিয়ে দেন। মনে মনে ভাবলাম, সৌদিদের বসে কাজ নেই, আমাদের জন্য আমেরিকানদের অনুরোধ করতে যাবে ওরা। মনের ভাব মনেই

www.pathagar.com

থাকল। সন্ধ্যা নাগাদ মেজর সাত্তারকে নিয়ে চললাম ক্যামের খোঁজে। এ ধরনের কাজের দায়িত্ব কোয়ার্টার মাস্টারের কিন্তু যেহেতু তিনি এখানে নতুন কাজেই তাঁর সাথে সাথে পুরান হিসেবে আমাকেই যেতে হচ্ছে প্রায় সব যায়গায়।

বিরাট এলাকা জুড়ে কাজ করছে মার্কিনীরা। মেজর ক্যামের খোঁজ করছি শুনে আমেরিকান সান্ত্রী ছাড়ল আমাদের। দেখি ক্যাম যাচ্ছে ওর গাড়িতে করে। গাড়ি থামাতে হাত তুললাম। আমাকে দেখে ও দাঁড়ালো। জিজ্ঞেস করলাম - তুমি কি এ মুহূর্তে ব্যস্ত, কিছু কথা আছে? ও বলল - ব্যস্ত, ডাইনিং হলে কথা বল।

খাবার সময় দেখি মেজর ক্যাম একা একা বসে খাচ্ছে এক টেবিলে। মেজর সাত্তার এবং আমি অন্য আর এক টেবিলে বসা ছিলাম। মেজর সাত্তারকে বললাম - দাঁড়াও ওর সাথে কথা বলে নেই। বসলাম ক্যামের টেবিলে। বললাম - বেস কমান্ডার ক্যাপ্টেন খালেদ মাটি খোঁড়ার ব্যাপারে তোমাকে কোন অনুরোধ করেছে কিনা? ও মাথা এ পাশ ও পাশ করল অর্থাৎ না। বললাম - দেখ, এখন আমরা দেশ থেকে বহু দূরে। মাটি খোঁড়ার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমাদের নেই - সৌদিরাও দিচ্ছে না। তুমি কি আমাদেরকে সাহায্য করবে? একটু থেমে ও বলল - দেখ বন্ধু, তিন মাস আগে বলেছ এক নৌকায় আছি। তা ছাড়া সাহায্যও করেছ অনেক। তোমাকে না বলার অধিকার আমার নেই। সাহায্য তোমরা পাবে। আরও বলল - আমাদের গত রাতের শেষ গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী ইরাক আরো দুই ডিভিশন সৈন্য এনেছে কুয়েতে। তাদের সরার কোন লক্ষণ নেই। আর হ্যাঁ, আমরা খুব শীঘ্রই যুদ্ধে যাচ্ছি। তোমাকে তারিখ বলা উচিত নয়, সম্ভবও নয়। আর তা ছাড়া আমি মেডিকেল প্লানার। তবে

রাস মিসহাবে আমাদের ক্যাম্পের একাংশ

www.pathagar.com

তোমাকে বলতে পারি, আজ রাত্রে আমরা আক্রমণ পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে যাচ্ছি। ক্যাম বলল - যদি সাদ্দাম হোসেন রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করে তা হলে আমরা ছোট ছোট ট্যাকটিকাল আণবিক বোমা ব্যবহার করব এবং এ রকম ১০০০ বোমা আমরা বহন করছি।

পরের দিনই একজন সার্জেন্টের নেতৃত্বে মাটি খোঁড়ার কাজ শুরু করল ওদের যন্ত্র। দু'দিনেই কাজ শেষ করল ওরা। প্রায় ১৫০ মিটার দীর্ঘ, ১মিটার চওড়া ও ১মিটার গভীর হল আমাদের ট্রেঞ্চ। বাকি আমাদের হাসপাতাল এবং ডরমিটরির সামনে আমরা ইংরেজি আই টাইপের আদলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ট্রেঞ্চ কেটে নিলাম। দাঁড়িয়ে গেল আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। সরাসরি শেল, বোমা বা মিসাইল আঘাত না হানলে এখন আর আমাদের হতাহত হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

মার্কিনীদের সহায়তায় খোঁড়া আমাদের প্রতিরক্ষা ট্রেঞ্চ

০৬ জানুয়ারি ১৯৯১

ইরাক তার সেনাবাহিনী কুয়েত থেকে প্রত্যাহার না করলে তাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে - বুশ তাঁর জাতির উদ্দেশে ভাষণে এ কথা বলেছেন। তিনি আবেদন করেছেন - মধ্যপ্রাচ্যে কোন সমাধান ছাড়া আমেরিকা নীরব থাকলে তাঁর দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হবে। বুশের পরে জাতির উদ্দেশে সাদ্দাম হোসেন বলেছেন -

www.pathagar.com

কুয়েত ইরাকের অংশ ছিল, আছে এবং থাকবে। তিনি বলেছেন - প্যালেস্টাইনী এবং ইরাকীরা যুদ্ধ করলে এটা হবে জেহাদ এবং বিজয় তাদের পদ চুম্বন করবে। টেলিভিশনে তাঁর কথায় দৃঢ়তা দেখলাম। মনে হল তিনি হটে যাবার পাত্র নন। তবে হ্যাঁ, ইরাক অবশ্য মুখ খুলেছে। বসবেন তারিক আজিজ তাঁর প্রতিপক্ষ জেমস বেকারের সাথে জেনেভায়। বসবেন আগামী বুধবার। বিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যে আশঙ্কা ব্যক্ত করছেন - যদি যুদ্ধ হয় এবং কুয়েতের তেল খনিতে আগুন লাগে তা হলে শুধু মাসের পর মাসই নয় বরং বছরের পর বছর তা জ্বলতে পারে এবং পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়াটা অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

০৭ জানুয়ারি ১৯৯১

মনে হয় শান্তি উদ্যোগ কিছুটা জোরদার হচ্ছে। এ মুহূর্তে ইয়াসির আরাফাত ইরাকে। সম্ভবতঃ দাবার চালে আরাফাত সামান্য ভুল করে ইরাকের টালমাটাল তরীতে পা দিয়েছেন এবার। ইরাক এবং পি এল ও সম্ভবতঃ ফ্রান্সকে অনুরোধ করেছে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক ডেকে ইরাককে আরো কিছু দিন সময় দিতে, তা হলে ইরাক শান্তিপূর্ণ সমাধানে রাজি আছে। তবে হ্যাঁ, প্যালেস্টাইনী বিষয়টি সব সময় আলোচনার বিষয় বস্তুতে অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

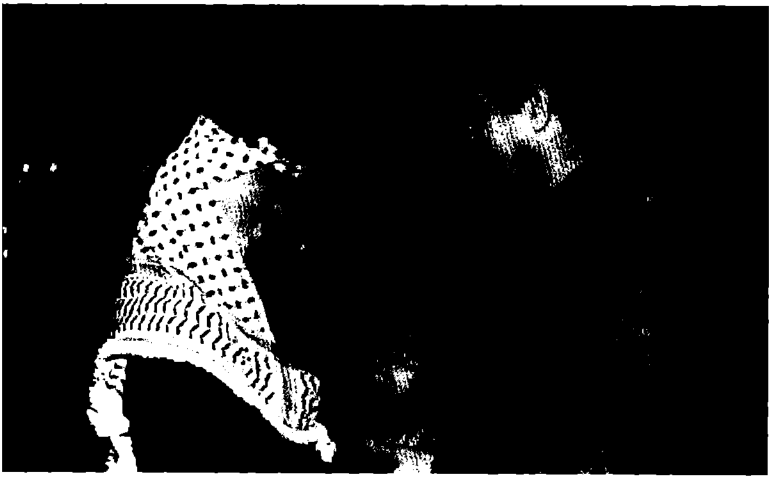

ইরাকের প্রতি প্যালেস্টাইনী অব্যাহত সমর্থন - বাগদাদে সাদ্দাম হোসেন ও ইয়াসির আরাফাত

www.pathagar.com

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজর এখন সৌদি আরবে। বাদশাহ্ ফাহাদের সাথে দেখা করছেন আজ। ইতোমধ্যেই তিনি কথা বলেছেন কুয়েতের আমিরেরর সাথে। কুয়েত উদ্ধারের ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন তিনি। বলেছেন - ব্রিটিশদের মধ্যপ্রাচ্য নীতি অপরিবর্তিত আছে। জন মেজর আরো বলেছেন - সাদ্দাম হোসেন একজন আত্মম্ভরী ব্যক্তি যিনি শেষ পর্যন্ত চামড়া বাঁচাবার চেষ্টা করবেন।

০৮ জানুয়ারি ১৯৯১

আমাদের এ ডি এস গুলোর অবস্থানে টেলিফোন লেগেছে। টেলিফোন দেওয়ালী অর্থাৎ আন্তর্জাতিক টেলিফোন। সময় ২ ঘন্টা, বিকাল ৫ টা হতে ৭ টা পর্যন্ত। ক্যাপ্টেন রশিদ গিয়েছিল বিনা পয়সায় টেলিফোনে ফায়দা লুটতে। ও যখন ফিরল দেখলাম খুব খুশি। উর্দু খবরের তর্জমা করে বলল - খুব ভাল খবর আছে, যুদ্ধ হবে। আমি টেলিভিশন টিউনিং করছিলাম। ওর কথার জ্বালায় অস্থির হয়ে হাল ছেড়ে দিলাম। ওর দিকে ফিরে বললাম - বাতাইয়ে জনাব, কেয়া বাত হায়।

খুশিতে ওর মুখ জ্বল জ্বল করছে। বলল - ইরাকের তারিক আজিজ বলেছে, আগামী কালের বৈঠকে তার অনেক প্রস্তাব আছে যেগুলো গঠনমূলক। বেকার যদি গঠনমূলক আলোচনা করেন তা হলে একটা পথ বেরিয়ে যেতে পারে। অন্যদিকে ফ্রান্স বলেছে শান্তি সম্মেলনের কথা। তারা নাকি প্যালেস্টাইনী সমস্যাও এর সাথে যুক্ত করার পক্ষপাতী।

আজ ভোরে এখানে আবহাওয়া বেশ গরম গরম। এত শীতের মাঝে গরম আবহাওয়ার কথা শুনে চমকে যাবার কোন কারণ নাই। ৪ জন ইরাকী পাইলট ৪ টি হেলিকপ্টার চালিয়ে সৌদি আরবে চলে এসেছে। প্রমাণ, মেজর সালাহ্ উদ্দিন নিজের চোখে দেখে এসেছে। প্রথমে সৌদি বার্তা সংস্থা এর সত্যতা স্বীকার করলেও পরে অজানা কারণে তা অস্বীকার করল। কিন্তু মার্কিন সূত্র এ খবরের সত্যতা স্বীকার করেছে।

এ মুহূর্তে জেমস বেকার জার্মানী সফরে। তিনি ইতিপূর্বেই ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট মিতেরাঁ এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী দুমার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। ফ্রান্স আগের সুর তুলেই বলেছে যে, তারা জাতিসংঘ প্রস্তাবের বাস্তবায়ন দেখতে চায়। জার্মানীতেও বেকার বলেছেন - ১৫ জানুয়ারির পূর্বেই ইরাককে কুয়েত ত্যাগ করতে হবে।

সৌদি আরব সফররত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বাদশাহ ফাহাদের সাথে দেখা করেছেন। আলী আমাসা প্রাসাদে আজ শেখ, ওলামা এবং কিছু বিশিষ্ট নাগরিকও

www.pathagar.com

বাদশাহের সাথে দেখা করেছেন। জন মেজর আজ ভোরে জুবেলে এসেছেন। তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন জুবেলের গভর্নর এবং জেনারেল বদর আস সালে, জুবেলের বেস কমান্ডার। জন মেজর ব্রিটিশ সৈনিকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান কালে বললেন - Show him the price of invasion of Kuwait অর্থাৎ তাঁকে কুয়েত দখলের মূল্য দেখিয়ে দাও। অবশ্য তিনি সাথে সাথে এ আশাবাদও ব্যক্ত করেছেন যে, আগামী জেনেভা সম্মেলন ফলপ্রসূ হবে এবং ইরাক শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ বেছে নেবে।

মরুভূমিতে প্রস্তুত ব্রিটিশ গাজেলি হেলিকপ্টার

কিন্তু ইরাকও তাদের হুমকি অব্যাহত রেখেছে। তারা ইতিপূর্বে ঘোষণা করেছে - প্রয়োজন হলে তারা দশ বছর যুদ্ধ চালিয়ে যাবে এবং সাথে সাথে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ ছড়িয়ে দেবে। ফলে আমেরিকা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেছে তাদের বিভিন্ন দূতাবাসকে। পাকিস্তান ও বিভিন্ন উপসাগরীয় এলাকায় মার্কিন জনগণকে, এমনকি দূতাবাসের কর্মকর্তাদেরও দরকারে নিরাপত্তার খাতিরে সরে যেতে বলেছে তারা।

যুদ্ধ নিয়ে উভয় পক্ষের হুঙ্কার, তর্জন কম হচ্ছে না। যেমন সাদ্দাম হোসেন ক্ষমতাসীন বাথ পার্টির সম্মেলনে বলেছেন - আমেরিকা যুদ্ধে জড়ালে আমরা তাদেরকে রক্তে সাঁতার কাটাব। বুশও বা কম কিসে - তিনি কংগ্রেস লিডারদের এক সভায় বলেছেন - যদি আমরা সংঘাতে জড়াই, সাদ্দাম হোসেন তার পাছায় লাথি খাবে।

www.pathagar.com

০৯ জানুয়ারি ১৯৯১

ছোট্ট একটা জোক হল যদিও আমার কাছে ঘটনাটা প্রীতিকর হল না। অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল শহীদ ট্রেঞ্চ দেখছিলেন। আমি আর মেজর শাহাদাত ওখানে গেলাম। শাহদাতের হাতে চা - বাড়িয়ে দিল অধিনায়ককে। শাহাদাত বলল - স্যার, আমেরিকানরা প্রয়োজনের সময় আমাদের বড় একটা উপকার করে দিল। অধিনায়ক বললেন - আমি সবচেয়ে কৃতজ্ঞ সৌদি সিকিউরিটি অফিসারের কাছে যে বুলডোজারের অস্তিত্বের কথা আমাকে বলেছে এবং তারপর বেস কমান্ডারের কাছে যিনি আমাদের হয়ে মার্কিনীদের অনুরোধ করেছেন। তিনি মাঝখান থেকে আমার কথা বেমালুম ভুলে গেছেন। শাহাদাত আমার দিকে তাকিয়ে একটু থতমত খেল। পরে বলল - বাদদে, কমান্ডিং অফিসার যা বলে বলুক। আমার সাথে মেজর ক্যামের ব্যক্তিগত সম্পর্ক বন্ধুত্বের, আর এটা সৃষ্টির কারণ ওদের আগমনের শুরুতে আমাদের আন্তরিক সহায়তা এবং সহৃদয়তা। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি মেজর, ক্যাম যতটুকু সাহায্য করেছে সেটা আমার সাথে সৌহার্দের কারণেই করেছে এবং দরকারে ভবিষ্যতেও করবে।

যাক সে কথা - ফিরে আসি বর্তমানে। আজকে গেলাম দাহরান, কে এফ এম এম সি থেকে প্রয়োজনীয় ঔষধ সংগ্রহের জন্য। ভোর থেকে টিপ টিপ বর্ষা, আকাশ গোমড়া মুখো, শীত হাড় কাঁপান। ওখানে দেখা হল ক্যাপ্টেন আজিজের সাথে, খাচ্ছিল ও। বলল - একজন মার্কিনী জরুরী বার্তা পেয়ে রিয়াদ গেছে। বললাম - রিয়াদ ত সীমান্তের উল্টোদিকে - ওদিকে কেন? বলল - হবে হয়ত কোন কোড নেইম। মনে হল জরুরী কোন মুভ হয়েছে। ট্রমাটোলজীর উপর একটা কোর্স হচ্ছিল এখানে, বন্ধ হয়ে গেছে সেটা ওরা চলে যেতে।

ফিরতে ফিরতে সেই রাত প্রায় সাড়ে আটটা। হন্তদন্ত হয়ে ছুটলাম খেতে, কারণ ৯টার পরে খানা বন্ধ হয়ে যায়। খেয়ে দ্রুত চলে আসলাম টি ভি দেখতে। সৌদি চ্যানেল - ২, হঠাৎ দেখি স্বাভাবিক অনুষ্ঠান বন্ধ করে তারিক আজিজ এবং বেকারের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের প্রেস ব্রিফিং হচ্ছে। দেখলাম এবং দেখতে দেখতে ভাবলাম মুসলিম বিশ্ব বড় দুর্দিনের মুখোমুখি। পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে অন্ধকারের কালো থাবা। ইচ্ছে করেই যেন বিষ পান করে অমর হতে চায় ইরাক।

গত দু'দিন ধরে সৌদি টিভিতে যুদ্ধকালীন অবস্থায় সাধারণ নাগরিকদের দায়িত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা হচ্ছে। বিপদ সঙ্কেত কি রকম হবে তা বাজিয়ে শোনাচ্ছে। রাসায়নিক যুদ্ধ হলে কি ভাবে মুখোশ পরতে হবে, ঘরের দরজা

www.pathagar.com

জেনেভায় শান্তি সম্মেলন - তারিক আজিজ ও জেমস বেকার

জানালা বন্ধ রাখতে হবে এবং বাইরে চলাচল করা ঠিক হবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। যারা টিভিতে এ সম্পর্কে বলছেন তারা বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত।

গতকালের ইরাক মার্কিনী বৈঠকের হতাশ ফলাফলের প্রতিক্রিয়া হয়েছে সর্বত্র। জন মেজর বলেছেন - সাদ্দাম হোসেন সব জানেন - জানেন জাতিসংঘ রেজুলেশন। কাজেই তাঁর উচিত যুদ্ধ পরিহার করে চলে যাওয়া। এরই মধ্যে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর হাজার সদস্যের দল ডামি নয়, জীবন্ত গোলা নিয়ে মহড়া দিয়েছে। গতকাল যুদ্ধ প্রস্তুতির পাশাপাশি নেতৃবৃন্দের যুদ্ধ পরিহারের সদিচ্ছা প্রশংসনীয়। জাতিসংঘের মহাসচিব হাবিয়ার পেরেজ দ্য কুয়েলার আজ জেনেভা হয়ে বাগদাদ যাচ্ছেন। শেষ মুহূর্তে যুদ্ধ এড়াবার জন্য তিনি সাদ্দামের সাথে কথা বলবেন। সাংবাদিকদের সাথে কথা প্রসংগে তিনি বললেন - As secretary general I have my moral obligation to try to avoid war অর্থাৎ সেক্রেটারী জেনারেল হিসাবে যুদ্ধ এড়াবার চেষ্টা করা আমার নৈতিক দায়িত্ব।

এরই মধ্যে মার্কিনীরা তাদের বেসামরিক ব্যক্তিদের বিভিন্ন জায়গা থেকে সরিয়ে নেয়া শুরু করেছে। পাকিস্তান হতে এক হাজার বেসামরিক ব্যক্তিকে দরকারে সরে যাবার জন্য মার্কিন সরকার জোর উৎসাহ দিচ্ছে। বাগদাদে মার্কিন দূতাবাস মনে করছে যে আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। বুশ গতকাল বলেছেন - ১৫ জানুয়ারি যুদ্ধের তারিখ নয়, এটা হল পৃথিবীর সবার ধৈর্য হারাবার শেষ দিন। যদি নির্ধারিত সময় ইরাক সরে না যায় তা হলে সেই দিন বা তারপরে ২৮ জাতির সম্ভাব্য সকল রিসোর্স তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে।

www.pathagar.com

১১ জানুয়ারি **১৯৯১**

আজ বিকালে দৌড়াচ্ছিলাম। প্রায় প্রতিদিনই শরীর সুস্থ রাখতে এ কাজটা করি। একজন সৌদি প্যারামেডিক বলল - ডক্টর, আর ক'দিন পরে দৌড়াও, অনেক সময় পাবে পরে। বুঝলাম ডেডলাইনের দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে ও। আজ এম ডি এস এর সবাই বসলাম মেজর শওকতের রুমে, গোল হয়ে। মাঝখানে রেডিও - ভেসে আসছে বিশ্বসংবাদ, উর্মি রহমানের কণ্ঠ। কুয়েলার এখন পশ্চিমা নেতাদের সাথে আলোচনা করছেন, দরকারে জাতিসংঘ বাহিনী কুয়েতে মোতায়েনের সম্ভাব্যতা নিয়ে যদি সাদ্দাম হোসেন তাঁর বাহিনী প্রত্যাহার করেন।

কুয়েলার বলেছেন - আমার কাছে সাদ্দাম হোসেনকে দেয়ার মত কোন প্রস্তাব নেই। সাদ্দাম হোসেন চুপ করে আত্মহননের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। সাদ্দাম বলেছেন - তিনি কুয়েত ছাড়বেন না. উল্লেখ করেছেন তাঁর পদাতিক ও বিমান বাহিনীর শ্রেষ্ঠত্বের কথা। তিনি বলেছেন - সৌদি আরবকে উদ্ধার করতে হবে মার্কিনীদের কবল হতে আর প্যালেস্টাইনীদের উদ্ধার করতে হবে ইসরাইলীদের গ্রাস হতে।

দেখলাম ইরাক টেলিভিশনে সাদ্দাম হোসেনের চেহারা ভেসে উঠতে। কথা বলছেন তিনি ওলামা সম্মেলনে। ডান হাত তুলে নাড়তে নাড়তে রাজকীয় চালে বেরিয়ে যাচ্ছেন তিনি। বলছেন - ফি আমানিল্লাহ। তাঁকে দেখলাম যেন খুশি উপচে

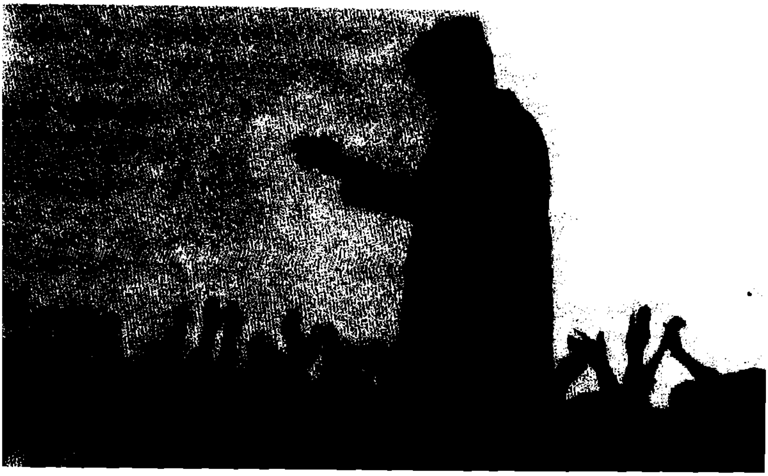

অবিশ্বাসে অটল সাদ্দাম হোসেন

উঠছে চোখে মুখে। মনে হচ্ছে না সামনে তাঁর এবং তাঁর দেশের জন্য অপেক্ষা করছে এক ভয়ঙ্কর বিপদ। সাদ্দাম ইতোমধ্যে বলেছেন - এবারকার যুদ্ধ হবে বিশ্বাসী আর অবিশ্বাসীদের মধ্যে, জয় অবশ্যম্ভাবী বিশ্বাসীদের জন্যই। অথচ আমাদের উপমহাদেশের এক ওলামা গতকাল মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী এ দানবকে অমুসলিম বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইরাকী টেলিভিশন দাবী করছে যে, জেমস বেকারের জন্যই আলোচনা ব্যর্থ হল জেনেভায়, কারণ সেখানে ফিলিস্তিনী প্রশ্ন আলোচিত হয়নি।

এখানকার আমেরিকানদের মহড়া এবং স্বাভাবিক প্রশিক্ষণ দেখি এবং বুঝতে পারি সাদ্দাম হোসেনের বিমান বাহিনী দু'চার দিনও টিকতে পারবে না। মুসলমানদের এ ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে মুসলমানদেরই অপরিমেয় ক্ষতি বহন করতে হবে। ফাঁকতালে ইসরাইলের অবস্থান হবে সুদৃঢ় আর ভবিষ্যতে সাদ্দাম হোসেন ইসলামের ইতিহাসে অপাংতেয় হয়ে যাবেন। যদিও এখানে বসে বুঝতে পারি বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে সাদ্দাম হোসেনের ভাল সমর্থন আছে কিন্তু এ সমর্থন সমস্যার মূলে প্রবেশ করতে না পারার কারণে হয়েছে। এটা যে কেউ বুঝতে পারে যে, কুয়েত দখল করে প্যালেস্টাইনী সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এটা ইরাকের একটা লজ্জাহীন ভাঁওতা। যেমন তারিক আজিজ জেনেভায় বলেছেন - কুয়েতের তরফ হতে ইরাকের আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় ইরাক কুয়েত আক্রমণ করে দখল করে নিয়েছে। সেটা ছিল আরও একটা নির্জলা মিথ্যা কথা।

এখানে রাস মিসহাব বেসে অপারেশনাল কমান্ডার হিসাবে এসেছেন কর্ণেল আম্মর। বেস কমান্ডার খালেদ প্রথমে আমাদের বলেছিলেন, ফ্রন্ট লাইনে রোগী আনতে আমাদের একজন করে ডাক্তার যাবেন। কর্ণেল আম্মর তা নিষেধ করলেন। বললেন - যাবে প্যারামেডিক। বেস কমান্ডারের ভুল সিদ্ধান্তের জন্য আমাদের ভিতর সামান্য অসন্তোষও চাড়া দিয়ে উঠেছিল। আসলে এখানে সৌদিরা রোগী এবং রোগের কথা শুনলেই ভাবে, পাশে কেন একজন ডাক্তার থাকবেনা। মেজর ক্যামের সাথে আলাপ করছিলাম। ওদের ধারনা এ ব্যাপারে পরিষ্কার। বলল - ডাক্তার অনেক দামী এবং সংখ্যায় তারা এত বেশি নয় যে রোগী আনা নেওয়ার কাজে তাদের ব্যবহার করা যাবে। ওদের চিকিৎসা পদ্ধতি ইতোমধ্যেই ঠিক হয়ে গেছে। জরুরী রোগী, ওদের এখানকার হাসপাতালে যে রোগীকে ৩/৪ দিনের বেশি থাকতে হবে এবং তাতেও সারবে না, তাদের পাঠাবে কমুনিকেশন জোনে অর্থাৎ জার্মানীতে। যারা দীর্ঘদিন ভুগবে তাদের পাঠাবে খোদ আমেরিকাতে। ওদের সাগরে ভাসছে হাজার শয্যার হাসপাতাল। ওরা নিজেরাই স্বয়ং সম্পূর্ণ। সৌদি কোন সহায়তা নিচ্ছে না এ সব ব্যাপারে।

জেমস বেকার যুদ্ধের বিশাল ব্যয় সম্পর্কে আলোচনা করছেন সৌদি কর্তৃপক্ষের সাথে। সৌদি সরকার সকল মার্কিন বাহিনীর খরচের অর্ধেক বহন করতে রাজি

www.pathagar.com

হয়েছে। জেমস বেকার ইউ এ ই গমন করে জনাব নাহিয়ানের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। সৌদি আরব ত্যাগের আগে কথা বলছেন কুয়েতের আমিরের সাথে এবং উপসাগরীয় এলাকার শেষ ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত করেছেন তাঁকে। তিনি আবারও বলেছেন - আমেরিকা জাতিসংঘের প্রস্তাব বাস্তবায়ন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

মক্কা নগরীতে শেখ ও ধর্মীয় নেতাদের বৈঠকের আজ ছিল শেষ দিন। এখানে সাদ্দাম হোসেনের সমালোচনা করা হয়েছে এবং তাঁকে কুয়েত ত্যাগের অহবান জানান হয়েছে। ধর্মীয় নেতাদের সমর্থন পাওয়া সৌদি সরকারের এক বিরাট সাফল্য বটে।

ফরাসীদের আজ আম্মান হতে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে। এরই মধ্যে যুদ্ধের পক্ষে শেষ বাধা মার্কিন কংগ্রেস, গত ক'দিন থেকে তারা একত্রিত হবার চেষ্টা করছে। কেউ কেউ বলছেন - সম্মিলিত ভাবে একটা প্রস্তাব নিয়ে সাদ্দাম হোসেনকে জানাতে হবে যে, আমরা জাতিসংঘ প্রস্তাবের পক্ষে একত্রিত হয়ে আছি। জেনারেল কলিন পাওয়েল আমেরিকান বার এসোসিয়েশনের সম্মুখে এক বক্তব্যে বলেছেন - আমেরিকা যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

১২ জানুয়ারি ১৯৯১

রাত এখন সোয়া নয়টা। কুয়েলার বাগদাদ পৌঁছে গেছেন। উদ্বিগ্ন বিশ্বের জন্য শেষ আশার আলো এখন কুয়েলার। কিন্তু সুধীজন বলছেন, ওলামা সম্মেলনে সাদ্দাম হোসেনের যে মেজাজ দেখলাম তাতে জাতিসংঘ প্রস্তাব উনি মেনে নেবেন বলে মনে হয় না। সিরিয়া অবশ্য ইরাককে কুয়েত ছাড়ার জন্য আহবান জানিয়েছে এবং বলেছে প্রত্যাহারের সময় আক্রমণ আসলে সিরিয়া বিজয় পর্যন্ত ইরাকের সাথে থেকে যুদ্ধ করবে। দ্রুত গড়াচ্ছে সময়। বেকার গেছেন মিশরে। প্রেসিডেন্ট মোবারকের সাথে আলোচনা কালে বেকার মধ্যপ্রাচ্য শান্তি সম্মেলনের কথা নাকচ করে দিয়েছেন এই বলে যে, তাহলে সাদ্দাম হোসেনকেই পুরস্কৃত করা হবে। বুশ শেষ ঘটনাবলী নিয়ে রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের সাথে আলাপ করেছেন। রাশিয়া বলেছে - আমরা জাতিসংঘ রেজুলেশনের সাথে একাত্ম হয়ে আছি।

সৌদি আরবে বিশেষতঃ পূর্বাঞ্চল ও রিয়াদ এলাকায় চলছে বেসামরিক লোকজনের নিরাপত্তার মহড়া, সময়ে শত্রুর আক্রমণের মুখে আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ। মক্কায় উলামা সম্মেলন শেষে মক্কা ঘোষণায় উপসাগরীয় এলাকায় ইরাকের শক্তি প্রয়োগের নিন্দা করা হয়েছে। বাগদাদে ইসলামী সমাবেশেরও সমালোচনা

www.pathagar.com

এই ঘোষণায় স্থান পেয়েছে। সাথে সাথে ইরাকী সেনাবাহিনীর প্রতি ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে অবতীর্ণ না হবার জন্য এবং তাদেরকে তাদের নেতৃত্ব অমান্য করার জন্য আহবান জানান হয়েছে। আহবানে বলা হয়েছে - তারা যদি এ যুদ্ধে মারা যায় তা হলে তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

বাদশাহ ফাহাদকে দেখলাম টেলিভিশনে। তাঁকে একটু অধৈর্য মনে হচ্ছিল। বললেন - এর আগে বহুবার আমাদের সমস্যার ব্যাপারে আলোকপাত করেছি, আর নয়। এখন দেখা যাচ্ছে ইরাক সরকার এখানে বিদেশি সৈন্যের উপস্থিতিকে সৌদি আরবকে আগ্রাসনের রূপ দেয়ার চেষ্টা করছে।

সাদ্দাম হোসেন তাঁর সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডেকেছেন আগামী সোমবার অর্থাৎ ১৪ই জানুয়ারি, ডেডলাইনের একদিন আগে। উদ্দেশ্য উপসাগরীয় এলাকার সর্বশেষ পরিস্থিতির পর্যালোচনা।

আজ আমেরিকায় চলেছে আর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা - যুদ্ধের প্রতি শেষ বাধা, কংগ্রেসের ভোটাভুটি। হচ্ছে হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভে। একজন সিনেটরকে বলতে শুনলাম - Bush must be only confident, he must learn from history of Korea and Vietnam not only from Second World War অর্থাৎ বুশকে দৃঢ় এবং নিশ্চিত হতে হবে। তিনি অবশ্যই কোরিয়া এবং ভিয়েতনামের ইতিহাস থেকে শিখবেন, শুধুমাত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে নয়। অবশেষে মার্কিন কংগ্রেস অনেক তর্ক বিতর্কের পরে যুদ্ধের পক্ষে ভোট দিয়েছে। কেটে গেছে বুশের শেষ বাঁধা, শক্তি প্রয়োগের পক্ষে ১৫০ এবং বিপক্ষে ১০০ ভোট। এখন তিনি বাঁধা বন্ধনহীন মহা শক্তিশালী এক ব্যক্তি যার এক ইঙ্গিতে শুরু হয়ে যাবে ইরাক বিরোধী এক বিশাল অভিযান এবং কংগ্রেসের রায়ও গেল শক্তি প্রয়োগের পক্ষে, ৫২ - ৪৭ ভোটে।

১৩ জানুয়ারি ১৯৯১

কুয়েলারকে অপেক্ষা করতে হল সাদ্দাম হোসেনের সাথে দেখা করতে। ধৈর্য হারালেন না তিনি। অবশেষে দেখা দিলেন সাদ্দাম হোসেন। আলোচনা হল সংক্ষিপ্ত। তাৎক্ষণিক ভাবে কুয়েলার আলোচনার ফলাফল না বলে গেলেন বিমান বন্দরে। তিনি আলোচনার বিষয়বস্তু প্রেস কনফারেন্সে বলবেন। কুয়েলারকে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল। তিনি যা বললেন তাঁর একটা কথাই আমার শ্রবণেন্দ্রিয় কাড়ল। God only knows it will be a War - একমাত্র আল্লাহই জানেন যুদ্ধ হবে।

www.pathagar.com

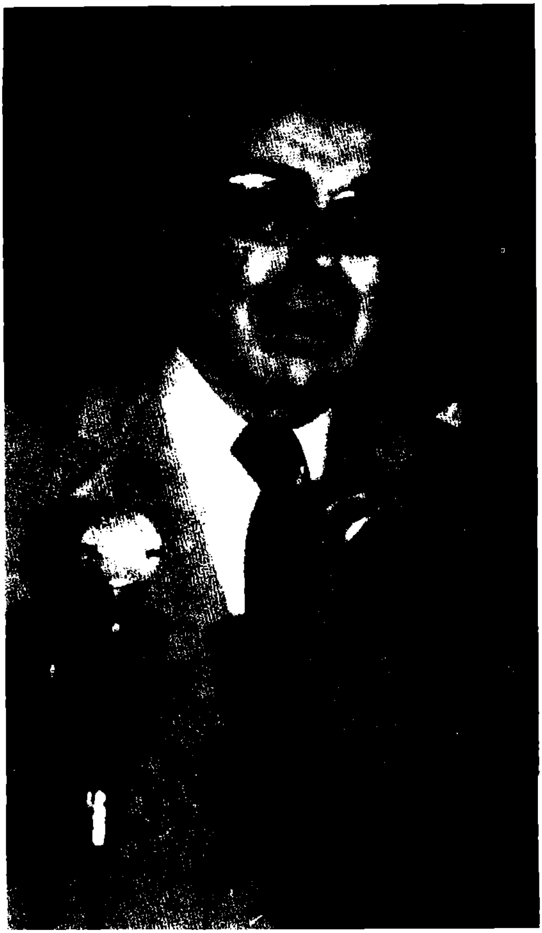

জাতিসংঘের মহাসচিব পেরেজ দ্য কুয়েলার

সাদ্দাম হোসেন রেডিওতে পাঠানো এক বার্তায় বলেছেন - কুয়েত হবে এক ভয়াবহ যুদ্ধক্ষেত্র। তিনি সিরিয়াকে তাঁর সাথে এ যুদ্ধে যোগদানের জন্য আহবান জানালেন। পাকিস্তানের মাওলানা নুরানী সাহেব বাগদাদ হতে নতুন সুরে কথা বলতে শুরু করলেন। তিনি বললেন - আগামীকাল হতে ইরাকে যুদ্ধে গমনেচ্ছু ভলান্টিয়ারদের জন্য অফিস খুলবেন তিনি। তবে তার ভয়, পাকিস্তান সরকার তা করতে দেবে কি দেবে না। ব্রিটেন বাগদাদে তার দূতাবাস বন্ধ করে দিয়েছে। তুরস্কের বেস হতে বাগদাদে আক্রমণ আসলে বাগদাদ তুরস্ককে আক্রমণের হুমকি দিয়েছে।

www.pathagar.com

পাকিস্তানে সাদ্দাম জনপ্রিয় ব্যক্তি

আজ ডগলাস হার্ড বলেছেন - Either Saddam Hossain surrenders to the will of the world or face the fate of an aggressor অর্থাৎ সাদ্দাম হোসেন হয় বিশ্বের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করবেন অথবা আক্রমণকারীর ভাগ্য বরণ করবেন।

মক্কা ইসলামিক পপুলার কনফারেন্সের ওলামাদের সাথে কথা বলেছেন বাদশাহ ফাহাদ। এখানে তাঁর বক্তব্যে তিনি যথেষ্ট সুযোগ রেখেছেন ইরাকী প্রেসিডেন্টের জন্য। বিনা শর্তে ইরানের সীমান্ত হতে ইরাকী প্রত্যাহারের কথা উল্লেখ করে বাদশাহ ফাহাদ বললেন - সাদ্দাম হোসেন তাঁর এ সদিচ্ছার পরিচয় কুয়েতকেও দিতে পারেন। তিনি আরো বললেন - বিদেশি শক্তি সৌদি আরবের দু'টো পবিত্র মসজিদের দায়িত্ব নিয়েছে, কথাটা ঠিক নয়। তারা এখান হতে ১৫০০ কিঃ মিঃ দূরে আছে। ইরাক যদি কুয়েত ত্যাগ করে তাহলে বিদেশি সৈন্যও পবিত্র ভূমি ত্যাগ করবে। বাদশাহ্ ফাহাদ এখানে বিদেশি সৈন্যের উপস্থিতি, পবিত্র নগরী মক্কা ও মদীনা হতে বহু দূরে পূর্বাঞ্চলের কথা বলেছেন।

আমাদের এখানে প্রস্তুতি শেষ তবে যথেষ্ট নয়। সৈনিকরা থাকছে তাঁবুতে, গত দু'দিন ধরে একটানা বর্ষণ তবে মুষলধারে নয়। একজন মার্কিন মেজরকে দেখলাম বুলেট প্রুফ জ্যাকেট পরে আছে। বললাম - এখানে কেন? বলল - এর সাথে হেলমেটও থাকবে। যখনই গোলাগুলি শুরু হবে, শরীর ছোট করে কোথাও শুয়ে

www.pathagar.com

যাব। বলল - রাস মিসহাবের গুরুত্ব আমরা বাড়িয়ে দিয়েছি। এখানে এয়ারস্ট্রীপ আছে যা ব্যবহার করা হচ্ছে। এখানে আছে সাত হাজার মেরিন , ৩০০ বেডের হাসপাতাল, এক্সোসেট মিসাইল বেস, রাডার স্টেশন এবং ফুয়েল ডিপো। যদিও এগুলো আন্ডার গ্রাউন্ড, তবুও সাদ্দামের জন্য এটা একটা মোক্ষম টার্গেট। কাজেই সতর্ক থাকা দরকার সব সময়। মেজর ক্যামেরুন যাকে সংক্ষেপে ক্যাম বলে ডাকি, ইতোমধ্যেই তাঁর সদিচ্ছা ও ভালবাসার আরো পরিচয় দিয়েছে। প্রতিরক্ষা অবস্থান মজবুত করতে স্যান্ডব্যাগ দরকার আমাদের। সৌদিদের কাছে নেই, চাইলে বলে - আনলে পাবে। সিও বললেন - দেখতো আমেরিকানরা কোন সাহায্য করে কিনা। মেজর ক্যামকে বলতেই রাত ৮ টায় বর্ষার মধ্যে ছুটল ওর গাড়ি নিয়ে। এক হাজার ব্যাগের এক বস্তা দিয়ে জানতে চাইল আমাদের আরও দরকার আছে কিনা? বললাম - আপাততঃ নয়, দরকার হলে তোমাকে পরে বলব। রাসায়নিক যুদ্ধ হলে আমাদের দরকার এম - ৮ ডিকন্টামিনেশন পেপার, নেই আমাদের। বললাম ক্যামকে, ও রাজি হল দিতে।

বিকাল বেলা জুবেল হাসপাতালের পরিচালক লেঃ কর্ণেল আব্দুল আজিজ এলেন। তার সাথে ডেপুটি ডাইরেক্টর লেঃ কর্ণেল জালালী। সাথে আছে আরো দু'জন অফিসার। যুদ্ধের ডামাডোলে বেসামরিক কর্মচারীরা চলে যাওয়ায় ওদের এখন ৪০ জন প্যারামেডিক দরকার। পরিচালক আমাদের সিও'র কাছে জানতে চাইলেন আমাদের এখান হতে ৪০ জন প্যারামেডিক ওদের দেয়া যাবে কিনা? সিও তাদের এ অনুরোধে অপারগতা প্রকাশ করলেন। পরে লেঃ কর্ণেল আজিজ বললেন - ঠিক আছে, এয়ার ডিফেন্সে তোমরা ৭ জন প্যারামেডিক দাও, এটা তোমাদের কাছে। ওখানে ওরা থাকবে এবং চিকিৎসা করবে। উল্লেখ্য, এয়ার ডিফেন্স আমাদের থেকে মাত্র দুই কিলোমিটারের মত দূরে। সিও লেঃ কর্ণেল শহিদ এ ব্যাপারেও তাঁর অপারগতা প্রকাশ করলেন। হালকা পাতলা মানুষ লেঃ কর্ণেল আজিজ মুহূর্তে ক্ষেপে গেলেন। চিৎকার করে বললেন - তা হলে তোমাদের কি দরকার? আমাদের প্রয়োজনেই যদি কাজে না লাগলে? রাগে তিনি রীতিমত ছট ফট করছেন আর বলছেন - আমি তোমাকে দেখে নেব, আমি তোমার চাকুরি নষ্ট করব, ইত্যাদি ইত্যাদি। একবার তিনি উঠেন, আবার বসেন। পরিচালকের দাপাদাপি একটু থামলে সিও চলে গেলেন ডরমিটরিতে। আমি থেকে গেলাম সেখানে। লেঃ কর্ণেল জালালী শান্ত প্রকৃতির মানুষ, এতক্ষণ তিনি চুপচাপ বসেছিলেন। বললেন - আসলে র‍্যাঙ্ক একটা সমস্যা। তোমরা যতদিন একা ছিলে ততদিন কোন সমস্যা হয়নি। উনি 'তোমরা' বলতে আমাকে এবং মেজর জাফরকে বুঝিয়েছেন। আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন - তোমার জন্য সম্ভবতঃ এখনও এয়ার ডিফেন্স দু'চার জন প্যারামেডিক দেয়া কোন অসুবিধার কাজ নয়। আমি হ্যাঁ বা না জবাব দিয়ে বললাম - সব পরিকল্পনা করেন সিও, কাজেই উনিই ভাল বুঝেন কোথায় কাকে দিতে হবে। ওরা পরে আসরের নামাজ পড়ে রাস মিসহাব ছেড়ে চলে গেল।

www.pathagar.com

বুঝলাম যে উদ্দেশে সৌদি আরবে আসা অর্থাৎ এদের সাথে ভাল সম্পর্ক স্থাপন, তা আমাদের ছোট খাট ভুলের কারণে ব্যর্থ হতে চলেছে।

১৪ জানুয়ারি ১৯৯১

এখানকার রিমিঝিমি বর্ষা আমাদের পেয়ে বসেছে। চলছে গত কয়েকদিন একটানা। কখনো হালকা আবার কখনো ভারী। সৌদিরাও অবাক। বলে তোমরা বাংলাদেশীরা আর্শীবাদ এই বর্ষা নিয়ে এসেছ আমাদের জন্য। আমাদের জরুরী ভিত্তিতে ঔষধ সামগ্রী সংগ্রহ করা দরকার। তাই এই বর্ষা ঠেলে পুরো তিন ঘন্টা সময় নিয়ে সুপার ভ্যানে করে পৌঁছলাম দাহরান মিলিটারি মেডিক্যাল কমপ্লেক্সে। আমরা ইতোমধ্যেই এন বি সি ডিকন্টামিনেশন ইউনিটের জন্য দরকারী জিনিস গুলোর চাহিদাপত্র এদের কাছে পাঠিয়েছিলাম। বিশেষ করে সি এ এম অর্থাৎ কেমিক্যাল এজেন্ট মনিটর, খুব দরকার ছিল। মেজর সালেম, সাপ্লাই অফিসার। বললাম - যা যা চেয়েছিলাম দাও। বলল পৌঁছেনি, আসলে পাবে। ওগুলো রিয়াদে ডিমান্ড করেছি। ভাবলাম আর কবে আসবে, যুদ্ধের দোর গোড়ায় পৌঁছে গেছি। ওদের এই না না শুনছি গত একমাস ধরে। ওখানে দেখি লেঃ কর্ণেল আজিজ এবং লেঃ কর্ণেল জালালী। আমাকে দেখেই লেঃ কর্ণেল আজিজের দুঃখ উপচে উঠল। বলল - আমি দেখে নেব তোমার অধিনায়ককে। তোমাদের কমান্ডারকে এখানে ডেকেছি। আমি তোমার সিও'র নামে রিপোর্ট করব। তুমি রাস মিসহাবে যেয়ে এয়ার ডিফেন্সে লোক দিবে। জবাবে বললাম - এটা আমাদের নিয়ম নয়। তোমাদের লোক লাগলে আমার অধিনায়কের সাথেই কথা বলতে হবে। তিনি বললেন - এবার তোমার কমান্ডিং অফিসার কথা না শুনলে তাকে জেলে দেব। গোস্বা এসে গেল। বললাম - তোমার এভাবে কথা বলা উচিত নয়। মনে রাখা উচিত, আমরা ভলান্টিয়ার। বলে চলে আসলাম। দেখা করলাম লেঃ কর্ণেল ওহাবের সাথে। উনি এল এইচ কিউ'র জি-১। উনি আমাদের কৌশল অবলম্বন করার পরামর্শ দিলেন।

ফিরে এসে সিওকে বলার মত অংশটুকু বললাম। উনি বললেন - এর পরে সব কথার জবাব দেবে, মারামারি বাদে যতটুকু সম্ভব, অনুমতি রইল। তবে এখানে আমি বলব - আমরা এয়ার ডিফেন্সে দু'চার জন প্যারামেডিক দিলে ওদের সাথে সম্পর্কটা অনেক ভাল থাকত এবং এয়ার ডিফেন্স কয়েকজন প্যারামেডিক দেবার ক্ষমতা আমাদের আছে বলেই আমার বিশ্বাস।

যাক সে কথা - ফিরে আসি ইতিহাসের দিক নির্দেশনাকারী ঘটনার দিকে। দাহরানে লোকজনের মুখে দেখে এসেছি কিছুটা সন্ত্রস্ত ভাব। এখানে রাস মিসহাবে

অবস্থাটা পরিষ্কার। কাউকে জিজ্ঞাসা করলাম না, এমনিতেই বোঝা যাচ্ছিল ত্রস্তভাব দেখে। শুধু মেজর সালাহ্ উদ্দিনকে জিজ্ঞাসা করলাম - সাদ্দাম হোসেনের সংসদের খবর কি? বললেন - রায় যুদ্ধের পক্ষে। ভাবলাম - হায়রে ভাগ্য, অবোধ শিশুর বুদ্ধিও লোপ পেয়েছে ইরাকের। না বুঝে হামাগুড়ি দেয়া শিশু যে রকম হাত দেয় আগুনে, মুসলমানদের ইতিহাসে ইরাকের সিদ্ধান্তও দুর্ভাগ্যের মাইল ফলক হিসাবে বিবেচিত হবে।

এখানে বর্তমানে যুদ্ধকালীন সাংবাদিকতার উপর কিছু কিছু বিধি নিষেধ আরোপ করেছেন কর্তৃপক্ষ যেমন ঃ-

১. To interview or photograph wounded soldiers only in the presence of military escort and with the consent of the patient, doctor and commander.

১। যে কোন যুদ্ধাহত সৈনিকের সাক্ষাৎকার কিংবা ছবি নিতে হলে সামরিক স্কর্টের উপস্থিতিতে এবং রোগী, তার চিকিৎসক এবং সামরিক কর্মকর্তার অনুমোদন সাপেক্ষে তা করা যাবে।

২. The visual and audio recordings of personnel in agony or severe shock are not authorised.

২। যে সমস্ত লোকজন প্রচন্ড মানসিক চাপ কিংবা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় থাকবে তাদের ছবি কিংবা কথাবার্তা রেকর্ড করা যাবে না।

৩. Imagery of patient suffering severe disfigurement or undergoing plastic surgery treatment are not authorised.

৩। যে সমস্ত রোগীর ভয়নক অঙ্গ বিকৃতি ঘটেছে কিংবা প্লাস্টিক সার্জারী হচ্ছে তাদের কোন ছবি নেয়া যাবে না।

৪. Intertiew with or Visual imagery of patients undergoing psychiatric treatment are not authorised.

৪। যে সমস্ত রোগী মানসিক ব্যধিগ্রস্ত তাদের সাক্ষাৎকার কিংবা ছবি নেয়া যাবে না।

১৫ জানুয়ারি ১৯৯১

ফ্রান্স যুদ্ধ এড়াবার জন্য পাঁচটি প্রস্তাব দিয়েছেঃ

১। কুয়েত থেকে ইরাককে পর্যায়ক্রমে সরে যেতে হবে।

www.pathagar.com

২। কুয়েতে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন করতে হবে।

৩। কুয়েত হতে সরে গেলে ইরাককে আক্রমণ করা হবে না।

৪। যথা শীঘ্র একটি আরব শীর্ষ সম্মেলনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। নিরাপত্তা পরিষদের বিধি নিষেধগুলো ইরাককে মানতে হবে।

বর্তমানে এই প্রস্তাব গুলো নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যরা আলোচনা করছেন এবং ডেডলাইন পার হবার পূর্বেই স্থায়ী ও অস্থায়ী সব সদস্যকে আলোচনার ফলাফল অবহিত করা হবে। মনে হচ্ছে সমগ্র বিশ্ব উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছে যে কোন শুভ সংবাদের দিকে, যুদ্ধ হবে না এমন কোন সংবাদ যদি ইথার তরংগে ভেসে আসে। এখন রাত এগারটা, সৌদি সময়। জাতিসংঘের দেয়া সময় পার হতে আর মাত্র নয় ঘন্টা বাকি। যেমনটা ভাবছি, তারপর যে কোন সময় শুরু হবে ভয়াবহ ধ্বংসলীলা। ক্লিনিকে কথা বলছিলাম ইউ এ ই'র একজন ক্যাপ্টেনের সাথে। এসেছে জ্বর নিয়ে। বলল - চপার চালাই, ট্যাংক মারি। বললাম - তুমিতো রাত্রে আক্রমণে যাবে না। বলল - তা সত্যি, তবে মার্কিনীরা রাত্রেও ট্যাংক হত্যায় পারদর্শী। বলে একটু হাসল। ওষুধ দিলাম, সাথে এক দিনের বিশ্রাম। চলে গেল ও।

বিবিসি'র ভাষ্যে বলা হচ্ছে - ইরাকের জীবন যাত্রা অত্যন্ত স্বাভাবিক। দোকান পাট খোলা, লোকজনের মধ্যে কোন সন্ত্রস্ত ভাব নেই। পাকিস্তানে ইতোমধ্যেই ৩৫ হাজার লোক নাম লিখিয়েছে ইরাকের সাথে একাত্ম হয়ে যুদ্ধ করবে বলে। ইয়াসির আরাফাতের দ্বিতীয় ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে আর কর্ণেল গাদ্দাফির দ্বিতীয় ব্যক্তি

প্রস্তুতি শেষ - আক্রমণ অপেক্ষায় মিসাইল সজ্জিত এফ - ১৬

www.pathagar.com

এখন ইরাকে শান্তির অন্বেষায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব আশা শেষ হয়ে গেল। ফ্রান্সের পররাষ্ট্রী মন্ত্রী বললেন - ইরাক সবার প্রস্তাবই প্রত্যাখান করেছে। এখন সময় হয়েছে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ইরাককে কুয়েত হতে তাড়িয়ে দেয়ার।

রাত প্রায় বারটা। ইরাক আবার পুনরাবৃত্তি করেছে যে, তাঁরা আক্রান্ত হলে ইসরাইল আক্রমণ করবে এবং ইসরাইল এখন আছে সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায়। ইরাকের তথ্যমন্ত্রীর ভাষা শুনে তাঁর আস্ফালন অনুমান করতে পারছিলাম। তাঁর ভাষা জ্বালাময়ী। যুদ্ধ হবে, আপোষ নেই, আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। We shall teach the American Administration a lesson how to fight Iraq. অর্থাৎ আমরা মার্কিন প্রশাসনকে শিক্ষা দেব কি ভাবে ইরাকের সাথে যুদ্ধ করতে হয়। আর স্বয়ং সাদ্দাম হোসেনও ঘোষণা করেছেন - এবারের যুদ্ধ হবে Mother of all battles. তারিক আজিজ জেনেভায় ত নয় তারিখে বলে এসেছেন - If America attacks, Iraq will defend gulf in a bold manner. অর্থাৎ যদি আমেরিকা আক্রমণ করে তা হলে ইরাক উপসাগরীয় এলাকা সাহসের সাথে রক্ষা করবে।

যে কোন সময় যুদ্ধ - মরুভূমিতে প্রস্তুত ফ্রেন্স হেলিকপ্টার

বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দিন সৌদি আরবে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের শান্ত থাকতে বলেছেন। তিনি যুদ্ধকালীন অবস্থায় কিছু শুকনো খাবার সাথে রাখতে আর রাসায়নিক অস্ত্রের আঘাতের মুখে সকলকে শান্ত থাকতে বলেছেন।

www.pathagar.com

যুদ্ধের আতঙ্ক এখন সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চলের ঘরে ঘরে। আমাদের জোয়ানরা এরই মাঝে প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ট্রেঞ্চ খুঁড়ে চলেছে একের পর এক।

যা হোক - ল্যান্ড অ্যাসল্ট হলে হয়ত বেশি হবে হাফর আল বাতিনের দিকে। গত চৌদ্দ তারিখেই ব্রিটিশ ১ম আর্মার্ড ডিভিশনের বিভিন্ন অংশ কুয়েত সীমান্তের দিকে এগিয়েছে। আর এখন সব দিক থেকেই মার্কিন সেনাবাহিনী কুয়েতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এখানে বসে বসে কেপ কেনেডীতে রকেট ছোড়ার আগে কাউন্ট ডাউনের মত গুনে যাওয়া ১০,৯,৮ কখন আসবে শূন্য এবং যুদ্ধ হবে শুরু, অনাকাঙ্খিত ভয়াবহ এক কাল রক্তক্ষয়ী ও আত্মঘাতী যুদ্ধ।

১৬ জানুয়ারি ১৯৯১

আজ ভোরে ঘুম থেকে জেগে উঠেছি ধড়মড়িয়ে, দু'টো প্রচন্ড বিস্ফোরণের শব্দে। ভাবলাম, হয়ত যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। ক্যাপ্টেন রশিদ আতঙ্কে প্রায় চেচিয়ে উঠল - জঙ শুরু হুয়া, জঙ শুরু হুয়া। জঙ নেহি শুরু হুয়া, ঘাবড়াও মাৎ ইয়ার। ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বের হলাম সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে। কিন্তু সাথে সাথেই কোন তথ্য পাওয়া গেল না।

আজ এখানে আমাদের কর্ম তৎপরতা চলছে সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায়। আলোচনার ঝড় উঠেছে আমাদের মাঝে, কার কত ক্ষমতা তা নিয়ে। কেন সাদ্দাম যুদ্ধে জড়িয়ে যাচ্ছেন? হঠাৎ করেই আবার শুরু হল কাঁপন, দুড়ুম দুড়ুম শব্দ। সবাই বের হয়ে এলাম ক্লিনিক থেকে। রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিন কিন্তু কারও মুখে হাসি নেই। কাউকে কাউকে দেখলাম মুখে একরাশ আতঙ্ক নিয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে, ভাব দেখে মনে হচ্ছে দরজার বাঁধন ভেঙে বেরুলেই অবধারিত মৃত্যু। যা হোক, খবর নিয়ে জানলাম মার্কিন মেরিনদের পরীক্ষামূলক ফায়ার হচ্ছে।

আমাদের ফিল্ড হাসপাতালের ট্রায়াজ সেন্টার এখনও লাগেনি। এখানে রোগীকে গুরুত্ব অনুযায়ী বাছাই, চিকিৎসা এবং দরকারে জুবেল কিংবা নাইরিয়া হাসপাতালে পাঠান হবে। মেজর কুদ্দুসের নেতৃত্বে শল্য বিভাগের এক পাশে ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছে ট্রায়াজ সেন্টার। একটা মাত্র রোগী পরীক্ষার টেবিল ঠাঁই নিয়েছে সেখানে, আরও একটা আসবে। স্যালাইন স্ট্যান্ড দরকার ৪০ টা, কিন্তু পাওয়া যায়নি একটাও।

লেঃ কর্ণেল আজিজের সাথে মনোমালিন্যের পরে নতুন একজন ক্লিনিক প্রশাসক পাঠান হয়েছে জুবেল থেকে এখানে, নাম ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আনাজী। এসেই ক্লিনিকের রোগী দেখার জায়গাকে তার অফিস বানিয়ে ফেলল। আমাদেরকে দেয়া একটি সৌদি ল্যান্ড রোভার নিয়ে গেল। টেলিফোন করতে গেলে কোথায় করব তার

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা দিতে হয় এবং আমাদের সবার সাথে তার আচরণ এক কথায় রুক্ষ এবং অগ্রহণ যোগ্য। বুঝলাম তাকে শিখিয়ে পাঠান হয়েছে আমাদেরকে শায়েস্তা করতে। যাহোক, আরো বেশি ঝামেলা না বাড়ানই ভাল। এখানে আরো এসেছেন সৌদি একজন চোখের এবং একজন দাঁতের চিকিৎসক। ওদের আচরণ আবার অত্যন্ত সৌজন্যমূলক।

ফ্রান্স বলেছে - সংলাপের সময় শেষ, এখন অস্ত্রের ঝনঝনানি কথা বলবে। ফ্রান্সের সংসদ বিপুল ভোটে শক্তি প্রয়োগের পক্ষে অনুমোদন দিয়েছে। ফ্রান্স মনে করে এখনি সময়, দেরি না করে শক্তি প্রয়োগ করা দরকার। আর চীন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে। এরই ফাঁকে খোদ আমেরিকায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে ছাত্র এবং জনতা সোচ্চার হচ্ছে। আর আমাদের দেশে সাদ্দামের সমর্থনকারী ও বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে মারামারি হয়েছে কোথাও কোথাও।

বাংলাদেশে সাদ্দাম হোসেন জনপ্রিয় ব্যক্তি

www.pathagar.com

দিন গড়িয়ে রাত এল। খাবার টেবিলে যথা সময়ে হাজির হলাম আমরা। আমি আর মেজর সালাহ্ উদ্দিন এক টেবিলে, আমাদের সাথে বসল পরিচিত আরও দু'জন মার্কিনী মেজর। কথায় কথায় বললাম - When are you going to attack? অর্থাৎ কখন তোমরা আক্রমণ করতে যাচ্ছ? May be to night, may be tomorrow night - অর্থাৎ হয় আজ, নয় কাল রাতে। আমার বুকের মধ্যে একটা দুঃখের গোঙানি শুনতে পেলাম। মুখে সামান্য হাসি টেনে বললাম - তোমাকে ধন্যবাদ, তবে আমাকে খেতে দাও। মনে হয় না আজকে আর ভাত হজম হবে।

যুদ্ধের দোড় গোড়ায় দাঁড়িয়ে দেখা যাক সম্মিলিত বাহিনীর কে কোথায় অবস্থান নিয়ে আছে।

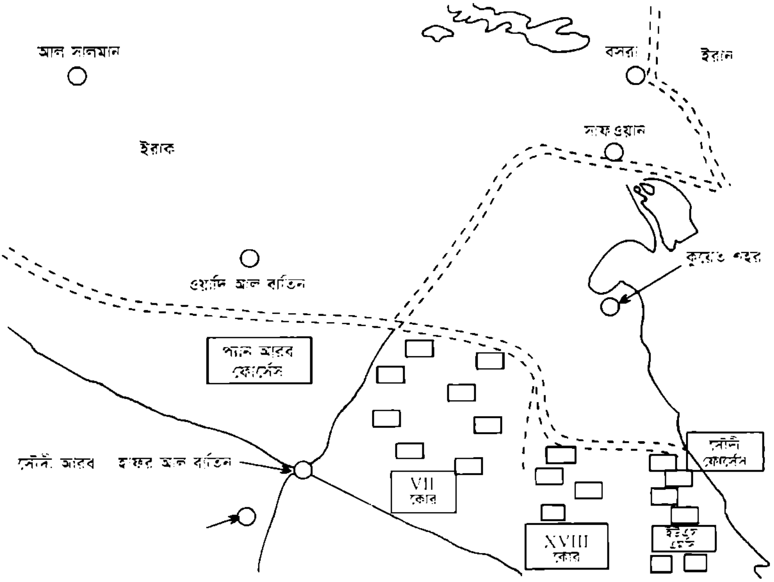

যুদ্ধের প্রারম্ভে সম্মিলিত বাহিনীর অবস্থান

১৭ জানুয়ারি ১৯৯১

ভোর রাত সাড়ে তিনটা। শান্তির ঘুমে ব্যাঘাত ঘটল। দরজায় ঠক ঠক শব্দ। দেখি উপ - অধিনায়ক মেজর শওকত। জানালেন আক্রমণ শুরু হয়েছে। এক লাফে উঠে দাঁড়ালাম। যেহেতু শরীরে তেমন ভারী কাপড় ছিল না, প্রচন্ড কাঁপুনি উঠল

www.pathagar.com

শীতে। দ্রুত ঢুকলাম বিছানার নিচে, শুয়ে শুয়েই সব কাপড় পরলাম। বেরুলাম প্রায় সাথে সাথেই। অপারেশন ডেজার্ট শীল্ড শেষে শুরু হয়েছে সর্বনাশা অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম, কুয়েত মুক্ত করার প্রক্রিয়া। আক্রমণ শুরু হয়েছে বাগদাদ এবং কুয়েতের লক্ষ্যবস্তুর উপর। প্রধান প্রধান লক্ষ্যবস্তু শত্রুর রাসায়নিক অস্ত্র, আণবিক চুল্লী, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিমান বন্দর, মিসাইল বেস ইত্যাদি। সমুদ্রে যুদ্ধ জাহাজ থেকে ঢেউয়ের মত ঝাঁকে ঝাঁকে ৫৫০ মাইল গতিতে ছুটছে টমহক। আঘাত হানছে নির্ধারিত লক্ষ্যবস্তুতে। নিঃশব্দে শত্রুর বুকে ছোবল মারছে স্টিলথ যুদ্ধ বিমান, সাথে আছে অব্যর্থ লক্ষ্যভেদী টর্নেডো, এফ - ১৫, এফ - ১৬, উড়ে উড়ে আঘাত হানছে

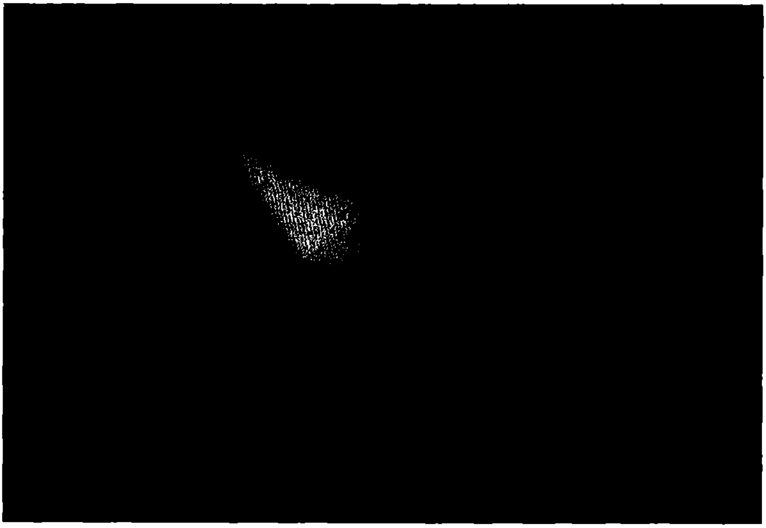

বিপুল বিধ্বংসী ক্ষমতার অধিকারী ছুটন্ত টমহক

সুশৃংখল ভাবে বিভক্ত হয়ে। সি এন এন এর বদৌলতে সরাসরি যুদ্ধ ক্ষেত্রের অবস্থা দেখা ও শোনার সৌভাগ্য সারা বিশ্ববাসীর মত আমাদেরও। বাগদাদ থেকে সি এন এন সংবাদদাতা বলছে - ইতোমধ্যেই বাগদাদের বিশাল এলাকা অন্ধকারে ডুবে গেছে, ৪ বার হামলা করেছে বহুজাতিক বাহিনী। মুহুর্মুহু উঠছে বিমান বিধ্বংসী কামানের আওয়াজ। বাজছে সাইরেন, হামলার সতর্ক সঙ্কেত। সাথে সাথে রিয়াদেও বাজছে সাইরেন। যদিও সৌদি আকাশে এই মুহূর্তে কোন ইরাকী বিমান বা মিসাইল নেই।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ইরাক এখন পর্যন্ত তার উপর হামলার জবাব দিতে পারেনি। বাগদাদে এই মুহূর্তে প্রতি দু'মিনিট পরপর বিমান হামলা হচ্ছে। ফ্রান্স এই বিমান হামলায় অংশ নিচ্ছে না। ওদের রাত্রে দেখার যন্ত্রপাতি তত উন্নত নয়। তবে

www.pathagar.com

আমেরিকা, ব্রিটেন, সৌদি আরব এবং কুয়েত এর পাইলটরা আক্রমণে অংশ গ্রহণ করছে। আজকের আক্রমণে মার্কিন ৬১৭টি, ব্রিটেনের ২৪টি, সৌদি আরবের ১২টি ও কুয়েতের ১২টি বিমান অংশ গ্রহণ করছে। আপাততঃ বাংলাদেশ সরকার বিমানের মধ্যপ্রাচ্যের ফ্লাইট বাতিল করেছে।

যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত কুয়েতি জঙ্গী বিমান

মস্কো বলেছে - সম্মিলিত বাহিনীর সফল আক্রমণ চলছে ইরাক এবং কুয়েতের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুর উপর। সম্মিলিত বাহিনীর ভোর পর্যন্ত কেউ হতাহত হয় নি। তিনটি ইরাকী যুদ্ধ বিমান সীমান্ত অতিক্রম করার চেষ্টাকালে গুলি করে ধ্বংস করা হয়েছে। রাশিয়া এখনও ইরাকের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছে এবং ভারত কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করেছে।

সাদ্দাম হোসেন আজ ভোরে বেতার ভাষণে বলেছেন - শত্রুর সাথে তাঁর চূড়ান্ত লড়াই সবে শুরু হয়েছে, এ লড়াই চলতে থাকবে। ইয়াসির আরাফাত বলেছেন - প্যালেস্টাইনীরা সাদ্দাম হোসেনের সাথে থাকবে। কিন্তু ইতোমধ্যেই বসরায় সাদ্দাম হোসেনের বাসভবন, যার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রায় দুর্ভেদ্য, সম্মিলিত বাহিনী চুরমার করে দিয়েছে।

প্রেসিডেন্ট বুশ গ্রীনিচ মিন টাইম ২ টার সময় জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন।

বার্নার্ড ব্রাসেলসে বলেছেন - পুরোদমে আক্রমণ করা হয়েছে। আক্রমণের উদ্দেশ্য ধ্বংস নয়, শুধু মাত্র কুয়েতকে মুক্ত করা। এখনও যে কোন সময় যুদ্ধ বিরতি

www.pathagar.com

করা যেতে পারে, যদি শর্তহীন ভাবে ইরাক কুয়েত হতে তার বাহিনী প্রত্যাহার করে।

বিমান আক্রমণের নিষ্ঠুর ছোবলে জ্বলছে বাগদাদের উপকণ্ঠ

এত আক্রমণের মুখেও ইরাকের যোগাযোগ টাওয়ার দাঁড়িয়ে আছে শত শত ক্ষত নিয়ে দেহে, গর্বিত ভঙ্গিতে। সম্মিলিত বাহিনীর জন্য এটা একটা চ্যালেঞ্জ। ভোরে মেজর ক্যামেরুন বলল - খবর ভাল, ওদের যোগাযোগ ব্যবস্থা, মিসাইল বেস, যুদ্ধ বিমান এবং রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করা সম্ভব হয়েছে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ইরাকের সংসদ ও প্রেসিডেন্ট ভবন ক্ষতবিক্ষত। আজ ভোরে ইসরাইলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী টেলিভিশনে হাজির হয়ে বলেছেন - প্রথম আঘাতেই ইরাকের পশ্চিমে অবস্থিত বড় বড় মিসাইল বেসগুলো ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। কাজেই এ মুহূর্তে ইরাকের তরফ থেকে ভয়ের কোন কারণ নেই, তবুও মধ্য রাতে জারি করা বিশেষ ব্যবস্থাগুলো বলবত থাকবে। তবে শুধু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে কিছুটা শিথিল করা হবে। লোকজন এখনও ঘরের মধ্যে থাকবে এবং হাতের কাছে রাখবে গ্যাস মাস্ক। তিনি বললেন - যা হোক, এটা একটা সুন্দর সকাল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাত নয়টা - রেডিও এবং টেলিভিশনে প্রেসিডেন্ট

www.pathagar.com

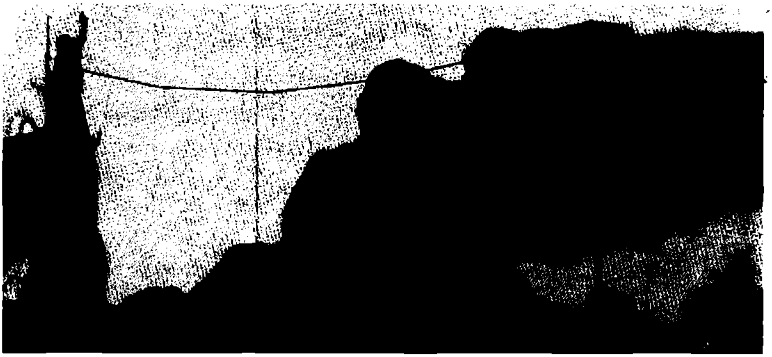

সম্মিলিত বাহিনীর আক্রমণে বাগদাদে জ্বলছে যুদ্ধ মন্ত্রনালয়

বুশের প্রত্যয়ভরা ঐতিহাসিক ভাষণ শুরু হল উপসাগরীয় যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে। ভাষণের বিশেষ বিশেষ অংশ উদ্ধৃত হল ঃ-

Just two hours ago, air forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. These attacks continue as I speak. Ground forces are not engaged.

This conflict started Aug 2 (1990), when the dictator of Iraq invaded a small and helpless neighbour. Kuwait, a member of the Arab League and a member of the United Nations, was crushed, its people brutalized. Five months ago, Saddam Hussain started this cruel war against Kuwait, tonight, the battle has been joined.

This military action, taken in accord with United Nations resolutions and with the consent of the United States Congress, follows months of constant and virtully endless diplomatic activity on the part of the United Nations, the United States and many, many other countries.

Arab leaders sought what became known as an 'Arab solution' only to conclude that Saddam Hussain was unwilling to leave Kuwait. Other travelled to Baghdad in a variety of efforts to restore peace and justice. Our secretary of state, James Baker, held an historic meeting in Geneva, only to be totally rebuffed.

This past weekend in a last ditch effort, the secretary general of the United Nations went to the Middle East with peace in his heart his second such mission. And he came back from Baghdad

www.pathagar.com

with no progress at all in getting Saddam Hussain to withdraw from Kuwait.

Now, the 28 countries with forces in the gulf area have exhausted all reasonable efforts to reach a peaceful resolution and have no choice but to drive Saddam from Kuwait by force. We will not fail.

The Operation's Objectives

As I report to you, air attacks are under way against military targets in Iraq. We are determined to knock out Saddam Hussain's nuclear bomb potential. We will also destroy his chemical weapons facilities. Much of Saddam's artillery and tanks will be destroyed . Our operations are designed to best protect the lives of all the coalition forces by targeting Saddam's vast military arsenal.

Initial reports from General Schwarzkopf are that our operations are proceeding according to plan. Our objectives are clear; Saddam Hussain's forces will leave Kuwait. The legitimate government of Kuwait will be restored to its rightful place and Kuwait will once again be free.

Iraq will eventually comply with all relevant United Nations resolutions and then, when peace is restored, it is our hope that Iraq will live as a peaceful and cooperative member of the family of nations, thus enhancing the security and stability of the gulf.

Some may ask; Why act now? Why not wait? The answer is clear. The world could wait no longer. Sanctions, though having some effect, showed no signs of accompli-shing their objective. Sanctions were tried for well over five months, and we and our allies concluded that sanctions alone would not force Saddam from Kuwait.

While the world waited, Saddam Hussain systematically raped, pillaged and plundered a tiny nation no threat to his own. He subjected the people of Kuwait to unspeakable atrocities, and among those maimed and murdered innocent children.

While the world waited, Saddam sought to add to the chemicl weapons arsenal he now possesses, an infinitely more dangerous

www.pathagar.com

weapon of mass destruction - a nucler weapon. And while the world waited, while the world talked peace and withdrawal, Saddam Hussain dug in and moved massive forces into Kuwait.

While the world waited, while Saddam stalled, more damage was being done to the fragile economies of the Third World, emerging democracies of Eastern Europe, to the entire world including to our own economy.

The United states together with the United Nations, exhausted over means at our disposal to bring this crisis to a peaceful end. However, Saddam clearly felt that by stalling and threatening and defying the United Nations, he could weaken the forces arrayed against him.

While the world waited, Saddam Hussain met every overture of peace with open contempt. While the world prayed for peace, Saddam prepared for war.

I had hoped that when the United States Congress, in historic debate, took its resolute action, Saddam would realize he could not prevail and would move out of Kuwait in accord with the United Nations resolutions. He did not do that. Instead, he remained intransigent, certain that time was on his side.

Saddam was warned over and over again to comply with the will of the United Nations, leave Kuwait or be driven out. Saddam has arrogantly rejected all warnings. Instead he tried to make this a dispute between Iraq and the United States of America.

Well, he failed. Tonight 28 nations - countries from five continents, Europe and Asia, Africa and the Arab league - have force in the gulf area standing shoulder to shoulder against Saddam Hussain. These countries had hoped the use of force could be avoided. Regrettably, we now believe that only force will make him leave.

Not Another Vietnam

Prior to ordering our forces into battle, I instructed our military commanders to take every necessary step to prevail as quickly as possible and with the greatest degree of protection possible for American and Allied servicemen and women. I've told the Ameri-

www.pathagar.com

can people before that this will not be another Vietnam, and I repeat this here tonight. Our troops will have the best possible support in the entire world and they will not be asked to fight with one hand tied behind their back. I'm hopeful that this fighting will not go on for long and that casualties will be held to an absolute minimum.

This is an historic mement. We have in this past year made great progress in ending the long era of conflict and cold War. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of jungle, governs the conduct of nations.

When we are successful, and we will be, we have a real change at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the U.N.'s founders. We have no argument with the people of Iraq. Indeed, for the innocents caught in this confilict, I pray for their safety.

We will prevail

Our goal is not the conquest of Iraq. It is the Liberation of Kuwait. It is my hope that somehow the Iraqi people can, even now convince their dictator that he must lay down his arms. Leave Kuwait and let Iraq itself rejoin the family of peace-loving nations.

No president can easily commit our sons and daughters to war. They are the nations finest. Ours is an all - volunteer force, magnificently trained, highly motivated. The troops know why they are there. And listen to what they say, because they've said better than any president or prime minister ever could listen to Hollywood Huddleston Marine Lance Corporal . He says, "Let's free these people so we can go home and be free again."And he's right. The terrible crimes and tortures committed by Saddam's men against the innocent people of Kuwait are an affront to mankind and a challenge to the freedom of all.

And let me say to everyone listening or watching tonight. When the troops we've sent in finish their work, I'm determined to bring

www.pathagar.com

them home as soon as possible. Tonight, as our forces fight, they and their families are in our prayers.

May God bless each and every one of them and the coalition forces at our side in the gulf. and may He continue to bless our nation, the United States of America.

খবর যেন ঝাঁক ঝাঁক বলাকার মত পাখা মেলেছে মহাশূন্যে। সম্মিলিত বাহিনীর জন্য একটানা বিজয় এবং ইরাকের জন্য পরাজয়ের খবর। দুপুর নাগাদ জন মেজর আবার মুখ খুলেছেন। বলেছেন - ইরাকের বিমান বাহিনীকে অকেজো করে দেয়া হয়েছে। সাদ্দাম হোসেন এখন যুদ্ধ বিরতি চাইলেও আমরা যুদ্ধ বিরতি করব না যদি না তিনি কুয়েত হতে তাঁর সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে। প্রথম ৪ ঘন্টায় ৬০ টি লক্ষ্যবস্তুতে কোয়ালিশন ফোর্স অন্ততঃ ৪০০ বার হামলা করেছে। ইরাকী বাহিনী খবজির ওয়েল রিফাইনারীতে গোলাবর্ষণ করেছে। কিন্তু ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এ মুহূর্তে জানা গেল না। তবে সম্মিলিত বাহিনীর বিমান আক্রমণের মুখে ইরাকী গোলাবর্ষণ থেমে গেছে।

এখানকার যুদ্ধের খবর এমন ভাবে আমাদের কাছে আসছে যেন মনে হয় আমিও পাইলটদের সাথে একাত্ম হয়ে আছি। কৃতিত্বটা সি এন এন এর। গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ্যান্ডারসনকে দেখলাম। বললেন - ইরাকের রানওয়ে ধ্বংস করে দিয়েছি। তিনি আরো বললেন - যতক্ষণ দরকার ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আক্রমণ চালিয়ে যাব। তিনি একটি ব্রিটিশ ডিটাচমেন্টের কমান্ডার। ফ্রান্সের ১২টি জাগুয়ার কুয়েতের একটা বেসে আক্রমণ করেছে। ৪টা বিমান কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সবগুলো নিরাপদে ঘাঁটিতে প্রত্যাবর্তন করতে পেরেছে। যুদ্ধের শুরুতেই ইরাকের ৫০টি ট্যাংক সম্মিলিত বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন করেছে কিন্তু সাদ্দাম হোসেন বলেছেন - যুদ্ধ হবে, বিজয় তাঁদেরই। তিনি আরো বলেছেন - বাদশাহ ফাহাদকে লাথি মেরে তাঁর সিংহাসন থেকে বের করে দেয়া হবে। সাদ্দাম সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবে তাঁর দেশের কর্মক্ষম ১৭ বছর থেকে ৩৫ বছর বয়সী সব যুবককে সামরিক বাহিনীতে যোগদানের নির্দেশ দিয়েছেন। ইরাক দাবী করেছে যে, তারা ১৪টি শত্রু বিমান গুলি করে নামিয়েছে। জেনারেল কলিন পাওয়েল বলেছেন - I don't tell that Iraqi Air Force is totally destroyed but we are taking care of it. অর্থাৎ আমি বলছিনা যে ইরাকী বিমান বাহিনী সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে কিন্তু আমরা এর প্রতি দৃষ্টি রাখছি। কুয়েলারকে ধরেছেন এক মহিলা সাংবাদিক। তিনি জানতে চান শান্তিপূর্ণ সমাধানের কি হল? জবাবে কুয়েলার বললেন - Now the weapon will negotiate অর্থাৎ এখন অস্ত্র ফয়সালা করবে। রাত নয়টা নাগাদ এক হাজার বার ইরাকের উপর হামলা করা হয়েছে।

প্রত্যেকটা হামলাই ক্ষিপ্রতা এবং চাতুর্যে ভরপুর। দেখছিলাম জ্যান্ত ছবি যেন -

www.pathagar.com

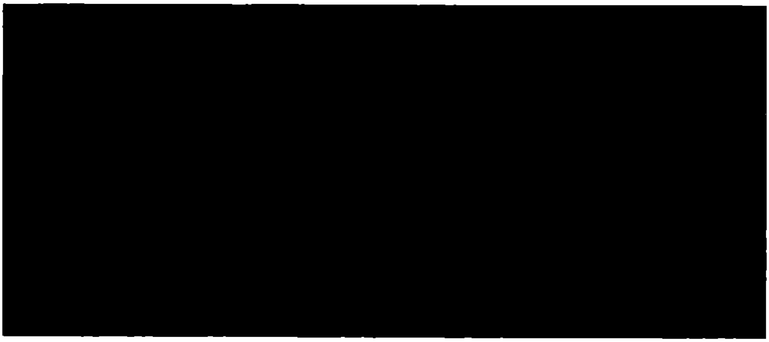

টর্নেডোর প্রহরায় উড়ছে পূর্ব সঙ্কেত দানকারী বিমান আওয়াক্স

উড়ছে টর্নেডো, বিশাল বি - ৫২ বোমারু বিমান, সংকেত দিচ্ছে আওয়াক্স, উড়ন্ত রাডার এবং আকাশেই রিফুয়েল করছে অতিকায় উড়ন্ত বিমান। যুদ্ধের ব্যাপারে

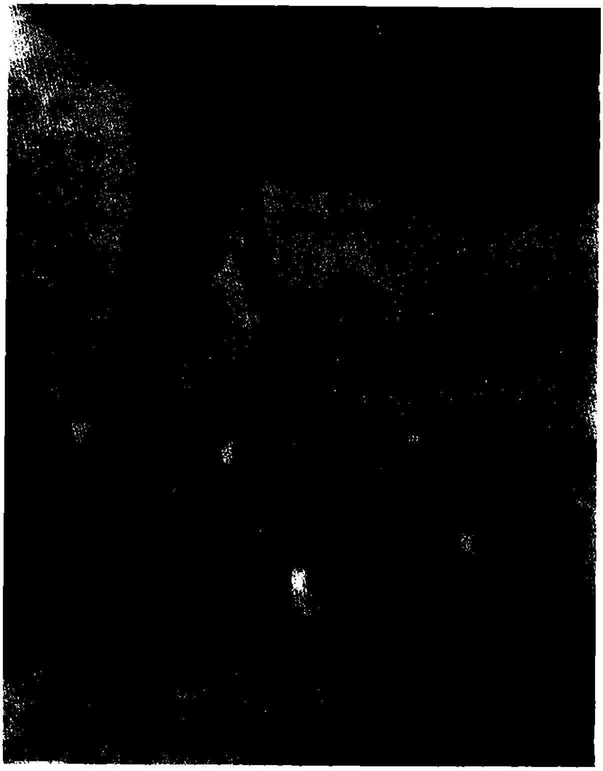

কোয়ালিশন জঙ্গীবিমানকে আকাশেই কর্মক্ষম করছে অতিকায় রিফুয়েলিং বিমান

www.pathagar.com

বাংলাদেশ তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। ফরেন অফিসের মুখপাত্র ফখরুদ্দিন আহমেদ উপসাগরীয় এলাকায় সামরিক হস্তক্ষেপের প্রতি সমর্থন দান করেছেন তবে প্যালেস্টাইনীদের ব্যাপারে মীমাংসা বাংলাদেশ সমর্থন করে।

কর্ণেল গাদ্দাফী বলেছেন - শক্তি প্রয়োগ ততটুকুই হওয়া উচিত যতটুকু ইরাককে কুয়েত হতে তাড়াতে দরকার। রাত এখন পৌনে দশটা। আমেরিকার বিমান বাহিনীর ক্যাপ্টেন জন ডুসেট, তার স্ত্রী ও বাচ্চাকে দেখলাম। মনে হল সবাই বেশ নিশ্চিন্ত। ক্যাপ্টেন এ প্রান্তে যুদ্ধক্ষেত্রে আর তার স্ত্রী ও বাচ্চা আমেরিকায়। তাদের কথোপকথন দেখে মনে হচ্ছিল তারা ড্রইং রুমে বসে কথা বলছেন।

সুখের বা দুঃখের যাই হোক - ইরাক এখন পর্যন্ত সফল ভাবে আক্রমণ বা প্রতিরোধ কোনাটাই করতে পারেনি। ইরাক ছয়টি মিসাইল ছুড়েছিল দাহরানকে লক্ষ্য করে তবে সব কয়টিই নিষ্ক্রিয় করে দেয়া হয়েছে। আমাদের এলাকা এখনও আক্রান্ত হয়নি তবে এখান হতে ঝাঁক বেঁধে চপার উড়ে যাচ্ছে সীমান্ত অভিমুখে, মাথার উপর কড় কড় শব্দে চক্কর কাটছে রিমোট কন্ট্রোল রিকোনেসেন্স প্লেন, দূরে শুনতে পাচ্ছি বুক কাঁপান গুরু গুরু গর্জন।

আর এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ বিক্ষোভ আকারে প্রকাশ পেয়েছে পাকিস্তান ও জার্মানীতে।

১৮ জানুয়ারি ১৯৯১

গতরাত রাত ছিল সতর্ক আতঙ্কে ভরা। রাত ১০ টার দিকে দেখি প্রচন্ড বিস্ফোরণের শব্দে রাস মিসহাব কেঁপে উঠেছে। কোন আগাম সংকেত নেই। একটা নয়, পর পর ৩ টা। কাঁপছে ঘরবাড়ি। শব্দের আঘাতে ক্লিনিকের কাঁচ ভেঙে পড়ল ঝন ঝন করে। বুঝলাম ইরাকী হামলা হয়েছে। ঢুকে গেলাম ট্রেঞ্চে। এর সাথে আছে রাসায়নিক অস্ত্রের আতঙ্ক। নির্দেশ অনুযায়ী আমরা সবাই এম ও পি পি - ৪এ থাকলাম। অনেক সৌদিকে দেখলাম আমাদের খোড়া মরিচায় ঢুকছে। এসময় আর ওদেরকে কিছু বলা গেল না। আত্মরক্ষা প্রথম কাজ। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর আর কোন আক্রমণ না আসায় মরিচা ছাড়লাম। মেজর শওকত আমাকে গাড়ির চাবি দিয়ে বেস কমান্ডারের অফিসে যেতে বললেন খবর সংগ্রহের জন্য। গেলাম সেখানে একা। ওরা বলল মিসাইল আক্রমণ হয়েছে। এখানে তোমরা সারারাত মরিচায় থাক, আরও আক্রমণ হতে পারে আজ রাতে।

আজ আমরা শুধু অফিসারদের জন্য বুলেট প্রুফ জ্যাকেট পেয়েছি। সিওকে

www.pathagar.com

একটা ওয়াকিটকিও দেয়া হয়েছে দ্রুত বেস কমান্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য। আমরা আজ থেকে সবাই এন বি সি স্যুট পরেছি কারণ আমাদের সৈনিকরা যত দ্রুত এগুলো পরতে হয় আগে থেকে প্রশিক্ষণ না থাকায় তত দ্রুত পরতে পারে না। সন্ধ্যা নামছে। আমরা আগেই খেয়ে নিয়েছি। অন্ধকার সামান্য ঘনীভূত হতেই ক্যাপ্টেন সাইফুদ্দিন চিৎকার করে বলল - তোমরা সবাই ট্রেঞ্চে যাও, মিসাইল আসছে। ঢুকলাম ট্রেঞ্চে। এন বি সি স্যুট পরলে চলাফেরা হয় সিনেমার স্লো মোশন ছবির মত বা চাঁদে বিচরণকারী নভোচারীর মত। আমাদেরও প্রায় সেই অবস্থা। ঢুকতে না ঢুকতেই আবার সেই বিস্ফোরণ। কাঁপছে বেস। সাথে সাথে বাড়ছে ভয়। কালকের ঘটনার পর বেসের অকেজো সাইরেনটাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। মার্কিন মেরিনদের আলাদা সঙ্কেত ধ্বনি আছে তবে ওগুলো আস্তে বাজে বলে আমরা ঠিক মত শুনিও না এবং বুঝিওনা। ইরাকী প্রত্যেকটা মিসাইল ছোড়ার সাথে সাথে মার্কিনী প্রত্যেক অফিসারের কাছে ছোড়ার সময় ও মিসাইলের গতিপথ জানিয়ে দেয়া হয়। ফলে দ্রুত আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেয়া ওদের জন্য সহজ এবং অযথা হয়রানির শিকার হচ্ছেনা ওরা।

যাহোক, আক্রমণ বন্ধ হতেই হঠাৎ দেখি ফিলিপিনো দন্ত চিকিৎসক ডাঃ আর্নেস্টো হাপাতে হাপাতে এসে ক্যাপ্টেন রশিদকে বলল - ডক্টর, দু'জন ক্যাপ্টেন বলেছে, এখনি বেস ছেড়ে সাফফানিয়া চলে যেতে হবে। সাথে সাথে ক্যাপ্টেন রশিদ উঠে লাগাল ছুট। ও আর আমি একই কক্ষে থাকি কিন্তু দু'জনের প্রশাসন আলাদা। আমি দৌড়ে যেয়ে অধিনায়ককে দ্রুত সংবাদ দিয়ে বললাম - স্যার, খবরের সত্যতা যাচাই করা দরকার। উনি বললেন - তুমি বেস কমান্ডারের কাছ যাও। তখন চারিদিকে অন্ধকার, মিসাইল আসা সবে বন্ধ হয়েছে। আমি বললাম - স্যার, ওয়াকিটকিটা ব্যবহার করুন। উনি ব্যবহার করলেন ওয়াকিটকি। দেখি তাঁর হাত এবং গলা কাঁপছে। তামানিয়া ফর ওয়াহেদ Do you here me? ৮ ডাকছে ১ কে, আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? ওয়াকিটকিতে ভেসে এল বেস কমান্ডার ওতায়বীর গলা, শুনতে পাচ্ছি। সিও তাকে বললেন - আমাদের জন্য কোন নির্দেশ আছে কিনা? বেস কমান্ডার জানালেন - নেই। আমরা হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। রাত বাড়তে গেলাম MODA অফিসে। দেখা হল মাথা ন্যাড়া, স্বাস্থ্যবান এক আমেরিকান মেজরের সাথে। বললাম - শুনলাম তোমরা নাকি এ বেস ছেড়ে দেবে? মাথা নাড়ল ও। কণ্ঠে স্পষ্ট আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলল - I am the last man to leave অর্থাৎ পরিত্যাগের জন্য আমি শেষ ব্যক্তি। আসল ঘটনা জানলাম একটু পরে। ক্লিনিকে যত মহিলা কর্মচারী ছিল ওদের জুবেলে স্থানান্তর করা হয়েছে আর ভয় পেয়ে অনেক সৌদি যে যার গাড়িতে করে মরুভূমিতে রাত কাটিয়েছে। তবে আজকের মিসাইলগুলি পড়েছে সাগরে আর মরুভূমিতে, আমাদের থেকে বেশ খানিকটা দূরে। ভাবলাম তারই এই অবস্থা, বেসে বিস্ফোরণ ঘটলে জানিনা কি হত!

গত রাতের ধকলের পরে আজকে উঠতে দেরি হয়ে গেল। সিও, মেজর সাদুল্লাহ এবং মেজর সৈয়দ আলী গেলেন এ ডি এস এ। উদ্দেশ্য ওখান হতে দেশে যোগাযোগ করে আমাদের ভালমন্দ সংবাদ দেয়া। দায়িত্ব থাকায় আমি যেতে পারলাম না।

খবর যেন দলছুট পাখির মত ডানা মেলেছে দিগন্তে। ছুটন্ত বোম্বার আর ফাইটারের শব্দে এখন মুখর ইরাকের আকাশ। বিরতিহীন বিমান হামলা চালিয়ে যাচ্ছে কোয়ালিশন ফোর্স। সাদ্দাম হোসেনের প্রাসাদে আঘাত লেগেছে ইতোমধ্যেই। টি এন্ড টির স্যাটেলাইট ঝুলছে কোন মতে। সাদ্দাম হোসেন বেঁচে আছেন। রাশিয়ার দূত তাঁর সাথে দেখা করেছেন বাংকারে। ইরাকী চলমান মিসাইল উৎক্ষেপণ কেন্দ্র হতে ছোঁড়া স্কাড ইসরাইলের তেলআবিব এবং হাইফায় আঘাত হেনেছে। আহত হয়েছে ১৫ জন ইসরাইলী। ইসরাইলের সেনাপ্রধান বলেছেন - এখন আমাদের জবাব দেওয়ার অধিকার আছে। জেনারেল জানী শ্যারমন বলেছেন - The attack can't go unanswered অর্থাৎ এ আক্রমণ জবাবহীন যেতে পারে না। ইরাকের আক্রমণের প্রেক্ষাপটে ইসরাইলের পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে ইসরাইল তার সংসদের অধিবেশন ডেকেছে।

রয়্যাল এয়ারফোর্সের পরিবহন বিমান সি - ১৩০

আমেরিকা ও ব্রিটেন আলাদা ভাবে ইসরাইলের কাছে আবেদন জানিয়েছে যাতে তারা ইরাকের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থায় না যায়। আমেরিকা ইতোমধ্যেই ইরাকের আরও সাতটি মিসাইল বেস ধ্বংস করেছে। যখনই মিসাইল ছোড়ার জন্য ইরাক প্রস্তুতি গ্রহণ করে, আমেরিকার বিমান ওদের স্থান সনাক্ত করে আঘাত হানতে

www.pathagar.com

পারে। কোয়ালিশন ফোর্সের এখন পর্যন্ত সাতটি বিমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানানো হয়েছে আর ইরাক তাদের ৭২ টি বিমান গুলি করে নামাবার কথা দাবী করেছে।

সি এন এন সার্বক্ষণিক ভাবে 'গাল্‌ফ ইন ওয়ার' এই শিরোনামে চলমান ঘটনাবলীকে বিশ্ববাসীর ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে। আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে থাকলেও সে সুযোগের ভাগীদার হলাম অনায়াসে। ওরা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে এমন ব্যবস্থা করেছে যে, যে কোন দেশ থেকে ওদের সাংবাদিকেরা কথা বলুক আমরা দেখতে পাচ্ছি। সাংবাদিক বাজামিন নাতানিয়াহু কথা বলছিলেন ইসরাইলী ডেপুটি বিদেশমন্ত্রীর সাথে। দেখলাম জেনারেল নরম্যান শোয়ার্জকফের সাংবাদিক সম্মেলন। তিনি বললেন - ইরাকে আটটি স্কাড মিসাইল বেস সনাক্ত করা গেছে। তিনটি ইতোমধ্যেই ধ্বংস করা হয়েছে। বাকিগুলো ধ্বংসের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। তিনি বললেন - প্রত্যেক দিন প্রায়ই দুই হাজার বার বিমান হামলা পরিচালনা করা হচ্ছে।

দেখলাম - চার্লচ জ্যাকো কথা বলছে সৌদি আরবের একটা বিমান বন্দর থেকে। ব্যাক গ্রাউন্ড দেখানো হচ্ছে না। জ্যাকো বলল - একটা সি-১৩০ বিমান উড়ছে। বিমানের শব্দে জ্যাকোর কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। জ্যাকোকে থামালেন এক মহিলা ইসরাইল থেকে। তিনি বললেন - এখানে সাইরেন বাজানো হয়েছে তবে তার কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে হ্যাঁ ইরাকী কোন মিসাইল এখানে ছোঁড়া হয়নি।

জানলাম ইসরাইলে গ্যাস মাস্ক পরা অবস্থায় ৫ জনের মৃত্য হয়েছে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে। ইসরাইলীরা এখন পর্যন্ত সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় বুশ তাদের প্রশংসা করেছেন। রাত হয়েছে এখানে। ইরাক বলেছে - এখন পর্যন্ত তারা শত্রুর ৯২টি বিমান ধ্বংস করেছে। যদিও সম্মিলিত বাহিনী তাদের ৭টি বিমান খোয়া যাবার কথা উল্লেখ করেছে। দেখলাম ছবি, মার্কিনী যুদ্ধ বিমান থেকে সংগৃহীত বিধ্বস্ত ইরাকের বিমান বাহিনীর সদর দপ্তর। দাহরানে ছোড়া স্কাডকে পেট্রিয়ট দিয়ে আকাশে বিধ্বস্ত করার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলাম - দেখলাম অন্ধকার আকাশকে উজ্জ্বল আলোয় ভরে যেতে। আর শুনলাম, নিরাপত্তার জন্য সাদ্দাম হোসেন তাঁর স্ত্রী এবং সন্তানদের মৌরিতানিয়া পাঠিয়ে দিয়েছেন।

তুরস্কের সংসদ তাদের বিমান বন্দর ব্যবহারের জন্য আমেরিকাকে অনুমতি দিয়েছে। তুরস্কে এ মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রের নির্মিত ২৪টি এফ - ১৬টি, ১০ টি এফ - ১৫, রিফুয়েলিং এবং পরিবহন বিমান যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত আছে এবং শীঘ্রই আরো বিমান তাদের সাথে যোগ দেবে।

বিশ্বের ব্যবসা তেমন মন্দা নয়। তেলের দর ব্যারেল প্রতি ১৯ ডলারের কিছু বেশি। এ মুহূর্তে প্রায় ৫০০ অয়েল ট্যাংকার উপসাগরে ভাসছে এবং তাদের চলাচল স্বাভাবিক। সোনার দর বিশ্ব বাজারে ৩৭৬ ডলারে স্থির। শেয়ার বাজারে দর সামান্য ওঠানামা করছে।

www.pathagar.com

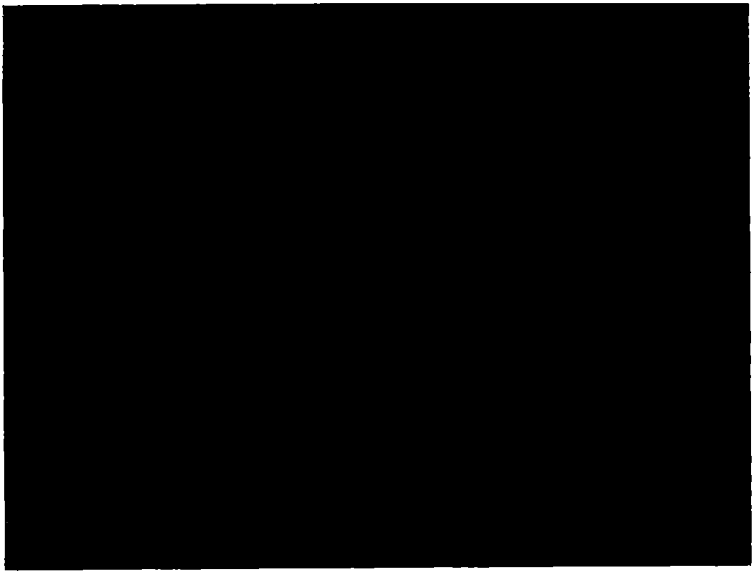

তুরস্কের আকাশে এ্যাকশন থেকে ফিরে আসা এফ - ১৬ জঙ্গী বিমান

দেশে সংবাদ পাঠান জরুরী। প্রিয়জন যারা আছে তারা নিশ্চই দুশ্চিন্তায় ভুগছে আর যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে গুজব নিমিষে ছড়ায়। উল্টো পাল্টা সংবাদ পৌঁছে যাবে দেশে। বেসে টেলিফোন আছে কিন্তু সৌদিরা ব্যবহার করতে দিতে চায় না। বেস কমান্ডারের কথায় বুঝলাম - বলছে নিজ ভাষায় তার এক স্টাফ অফিসারকে, বিশ্বাস করে না আমাদের। কোন না কোন সংবাদ এখানকার যদি পার করে দেই দেশে। যুদ্ধক্ষেত্র তাদের এই ভাবনায় অবাক নই তবে অস্বস্তি লাগল। কারণ যুদ্ধে শত্রুর আক্রমণ সবার জন্যই সমান - অঘোষিত মৃত্যু যেন ওৎ পেতে দাঁড়িয়ে আছে দোড় গোড়ায়। কাজেই বিশ্বাসের বন্ধন কিছুটা থাকতেই হবে বৈকি।

১৯ জানুয়ারি ১৯৯১

যুদ্ধ আজ তৃতীয় দিনে পদার্পণ করেছে। ইসরাইলকে যুদ্ধে টেনে নামাবার তীব্র ইচ্ছার সাথে তাল রেখে ইরাক পর পর তিনটি স্কাড মিসাইল ছুড়েছে মধ্য ইসরাইলে। অনেক গুলো বিস্ফোরণ ঘটেছে সেখানে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি তবে ইসরাইলী প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেছে - We know what to do, when to do and

www.pathagar.com

how to do অর্থাৎ আমরা জানি কি করতে হবে,কখন করতে হবে এবং কিভাবে করতে হবে। জন মেজর ইসরাইলে বিনা উস্কানিতে ইরাকের আক্রমণের প্রেক্ষিতে বলেছেন - I am outraged অর্থাৎ আমি ক্রোধান্বিত। বুশ উদ্বিগ্ন। ফ্রান্স বলেছে - We are deeply concerned অর্থাৎ আমরা গভীর ভাবে সম্পৃক্ত। প্রেসিডেন্ট গরবাচেভ আবারও সাদ্দাম হোসেনকে কুয়েত ছাড়ার আহবান জানিয়েছেন। রাশিয়া বলেছে - নিরীহ জনগণের জীবন মিছেমিছি নষ্ট হচ্ছে। মস্কো তাদের দূতাবাসের জরুরী লোক ছাড়া সমস্ত সোভিয়েত অধিবাসীকে ইরাক ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে।

আক্রমণ শুরুর প্রায় ৩০ ঘন্টা পরে ইরাকের রেডিও বলেছে যে, জেরুজালেম এবং তেলআবিবে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয়েছে। তেলআবিব থেকে বলা হয়েছে যে, ১০ জন সামান্য আহত হয়েছে তাদের। ইসরাইলের তরফ হতে বুশকে ঘটনা অবহিত করা হয়েছে।

মিশর বলেছে - ইসরাইল যুদ্ধে জড়ালেও তারা কোয়ালিশন ত্যাগ করবে না। একজন ইসরাইলী মুখপাত্র বলেছেন - এবার ইসরাইল আক্রমণের জবাব দেবে। কারণ পশ্চিম ইরাক থেকে ছোড়া ভোরের ক্ষেপণাস্ত্র ইসরাইলের ৩ জায়গায় বিস্ফোরিত হয়েছে। সাধারণ জনমনে আতঙ্ক বিরাজ করছে ইসরাইলে কিন্তু পরে ইসরাইল জানিয়েছে, তারা এ উস্কানিমূলক ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় যুদ্ধে যাবে না। তবে হ্যাঁ, ইরাক যদি রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করে তা হলে তার পরিণতি হবে ভয়াবহ।

তৃতীয় দিনের মত সম্মিলিত বাহিনী ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র এবং প্রচন্ড বিমান হামলা অব্যাহত রেখেছে। আক্রমণকারী বিমান বহরের কমান্ডারগণ বলেছেন - কাংখিত সাফল্যের শতকরা আশি ভাগ অর্জিত হয়েছে। এখনও অনেক ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি চিহ্নিত

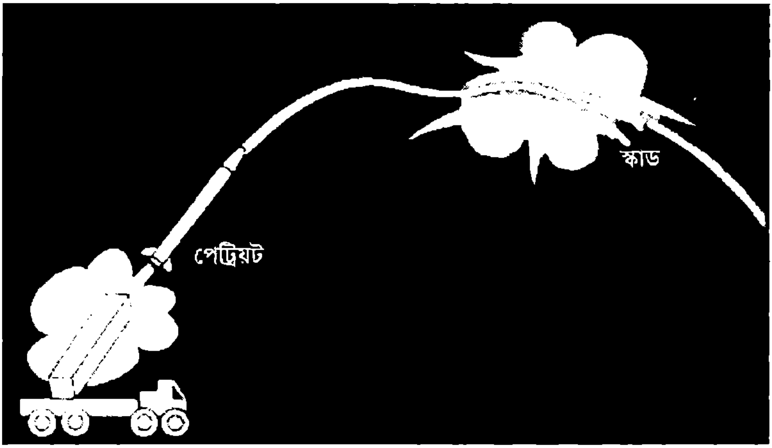

পেট্রিয়ট যে ভাবে স্কাডকে আকাশে আঘাত করে

www.pathagar.com

করা যায়নি তবে চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ক্ষেপণাস্ত্র মঞ্চ ধ্বংস করার জন্য সম্মিলিত বাহিনী বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। এ উদ্দেশে ব্যবহৃত বিমান শক্তিকে দ্বিগুণ করা হয়েছে। ব্রিটিশ টর্নেডো এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। এগুলো ক্ষেপণাস্ত্র মঞ্চ চিহ্নিত এবং অকেজো করার জন্য বিরামহীন কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু ইরাকের সৌভাগ্যের মত ঘন কুয়াশার মেঘের চাদর ইরাককে ঢেকে রেখেছে। ফলে বিঘ্নিত হচ্ছে ক্ষেপণাস্ত্র মঞ্চ চিহ্নিত ও ধ্বংস করণ প্রক্রিয়া।

আর বর্তমানে ইসরাইল এবং সৌদি আরবের আতংক ইরাকের এই বিশাল দেহী স্কাডকে আকাশেই নিষ্ক্রিয় করে দেবার জন্য বিমান বাহিনীর বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য স্থানে পেট্রিয়ট মিসাইল বেস স্থাপন করা হয়েছে। পেট্রিয়ট নামটা চমৎকার কিন্তু দাম অনেক, এক একটা পেট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র অর্ধ মিলিয়ন ডলারে বিক্রি হচ্ছে।

চলমান ঘটনার এক ফাঁকে রিয়াদে টেলিফোনে বন্ধু নজরুলকে বললাম - দেশে সংবাদ জানাও, ভাল আছি। জানি ছোট্ট এ সংবাদ প্রিয়জনদের জন্য শান্তির পরশ বুলিয়ে দেবে।

সম্মিলিত বাহিনীর বিমান বহর ইতোমধ্যেই ৫০ হাজার টন বিস্ফোরক নামক বিষ উদগীরণ করেছে ইরাক এবং অধিকৃত কুয়েতে। বাগদাদে প্রচুর বেসামরিক ব্যক্তি হতাহত হয়েছে। বেশির ভাগ এলাকা এখন পানি ও বিদ্যুৎ বিহীন। এ অবস্থায় প্যালেস্টাইনীরা তাদের দল বদল করেনি। একটি ছোট দলের নেতা আবুল আব্বাস

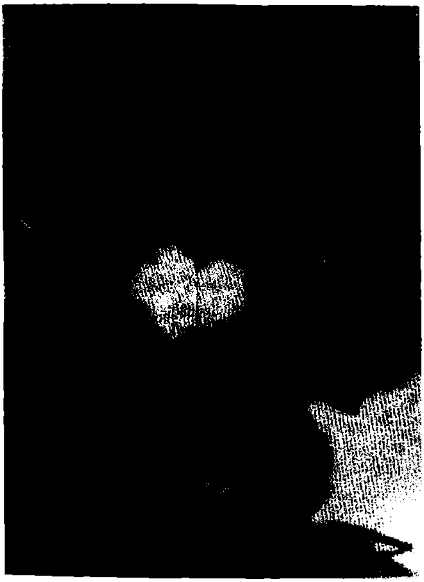

শত্রু মিসাইলকে ধ্বংস করতে ছুটছে পেট্রিয়ট

www.pathagar.com

তাঁর সমর্থকদের অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে যেখানে মার্কিনী স্বার্থ আছে সেখানেই হামলা করতে বলেছে।

আমেরিকা তার আরও রিজারভিস্টদের ডেকেছে। যারা ইতোমধ্যেই চাকুরিতে যোগদান করেছে তাদের চাকুরির মেয়াদ দুই বছর করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় রশদ যুদ্ধক্ষেত্রে সরবরাহের জন্য ২০ টি বাণিজ্য বিমান ভাড়া করেছে তারা। মার্কিন নৌ বাহিনী নতুন তথ্য দিয়েছে যে, উপসাগরে ভাসমান মাইন দেখা গেছে। তাদের বক্তব্য, কোন বাণিজ্যিক জাহাজ এ এলাকায় ঢুকলে নিজ দায়িত্বে ঢুকবে।

আমাদের এখানে এই রাস মিসহাবে মিসাইল আক্রমণ চলতে থাকায় সৈনিকদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখার পরিকল্পনা করা হয়েছে। দ্রুত মাটি খুঁড়ে এবার রেকর্ড সৃষ্টি করতে যাচ্ছে ওরা। বর্তমান ব্যবস্থায় সুবিধে হবে যে, প্রত্যেকটা তাঁবুই ভূমির গভীরে চলে যাচ্ছে, ফলে মিসাইল এলে ওদের আশ্রয়ের জন্য ছুটাছুটি করতে হবে না। বেস কমান্ডার ডেকেছিল ক্যাপ্টেন রশিদকে। এসে বলল - ওকে সৌদি ন্যাশনাল গার্ডের মেডিক্যাল অফিসার হিসাবে সীমান্তে পাঠাতে চায় সৌদি কর্তৃপক্ষ। না করে এসেছে সে। আরো তথ্য পরিবেশন করল সে বাগদাদের বরাতে। বলল - ইরাক যদি কুয়েত ছাড়ে তবে কুয়েত খাড়া থাকবে না, মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে যাবে ইরাক। ও কিছুটা ইরাক ঘেঁষা, যদিও স্বীকার করে যে, ইরাক কুয়েতে ঢুকে ভুল করেছে এবং যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করে যাচ্ছে।

থেকে থেকে দূরে গুরু গম্ভীর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। মাথার অনেক উপরে ছুটছে ফাইটার। মাঝে মধ্যে কড় কড় আওয়াজ তুলছে রিমোট কন্ট্রোল প্লেন। ওর ইলেকট্রনিক চোখ দিয়ে নাকি খবজি ছড়িয়ে সীমান্তের ওপারে অধিকৃত কুয়েতের চলমান বস্তু বোঝা যায়।

ধীরে ধীরে দুপুর ও বিকেল গড়িয়ে নামল সন্ধ্যা। বাড়ল রাত, আটটার দিকে খাচ্ছিলাম। ছুটে এল লেঃ আদিব, বেস কমান্ডারের স্টাফ অফিসার। বলল - তাড়াতাড়ি ট্রেঞ্চে ঢোক, আসছে মিসাইল। আমি দৌড়ে সিও সহ আমাদের অফিসারদের সংবাদ দিলাম। সংবাদ পৌছল তাঁবুতে জোয়ানদের কাছে। রুমে ঢুকতে পারছিলাম না, কারণ ক্যাপ্টেন রশিদ রুম বন্ধ করে চাবি নিয়ে রোগী দেখতে গেছে। দাঁড়িয়ে আছি রুমের সামনে। ও আসল হাসি মুখে হেলে দুলে। বুঝলাম সংবাদ পায়নি। দ্রুত রুম খুলে এন বি সি স্যুট পরলাম। ট্রেঞ্চে ঢুকতে না ঢুকতেই প্রচন্ড শব্দে ফাটল মিসাইল, থর থর কাঁপছে ইমারত, মাটি। ভূমিকম্পের সাথে পরিচয় নেই তবে প্রত্যেকবার মিসাইলের সগর্জন আঘাতে কাঁপছে বেস। প্রথমে পর পর তিন বার বিস্ফোরণ। এখন আর ভয় নেই - তওবা এবং কলেমা পড়েছি। ভাবছি কখন আসবে মৃত্যু। একটু বিরতি দিয়ে পর পর আবার দু'বার মাটিতে বিষাক্ত ছোবল হানল মিসাইল। শেষ বার দেখলাম চারিদিক উজ্জ্বল হয়ে উঠছে - তাকালাম মুখোশের চোখ দিয়ে

সোজা উপরে। দেখলাম আগুনের পিন্ড যেন ধেয়ে আসছে নিচে। কিন্তু হঠাৎ দপ করে নিভে গেল অগ্নিপিন্ড। আবার স্বাভাবিক অন্ধকার ফিরে এল মাটির কোলে। যুদ্ধ ক্ষেত্রে সৈনিকের ভয় থাকে না তার প্রমাণ আমরাই। শুধু চাপা একটা দুঃখ বসে আছে বুকের গভীরে - আর হয়ত কখনো সন্তান এবং অন্যান্য প্রিয়জনদের সাথে দেখা হবে না!

২০ জানুয়ারি ১৯৯১

বেসের আপারেশনাল কমান্ডার কর্ণেল আম্মর একটু ভারিক্কি ধরনের, তবে চটপটে ও যুক্তি সঙ্গত আচরণে অভ্যস্ত। হঠাৎ শুনি ক্যাজুয়ালটি এসেছে। ট্রায়াজ সেন্টারে ভিড় লেগে গেল। দশাসই স্বাস্থ্যের এক সৌদিকে ধরাধরি করে নামান হলো। রোগী তখন শকে, মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। কর্ণেল আম্মর বললেন - দেখ দেখি কি করা যায়। অনেকগুলো বুলেট রোগীর উরুকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে। রক্ত ঝরেছে প্রচুর, এখনও ঝরছে। তাড়াতাড়ি তাকে স্যালাইন ও প্লাজমা দেয়া হলো। রক্ত বন্ধ করার জন্য এ্যাসেপটিক ড্রেসিং দেয়া হল দ্রুত। রোগীর দরকার বড়সড় অপারেশন। এখানে সে ব্যবস্থা নেই, কাজেই রোগীকে পাঠাতে হবে সবচেয়ে কাছের নাইরিয়া হাসপাতালে। ওখানে এখন আছে ফিলিপিনো এবং কোরিয়ান চিকিৎসক। পাঠান হল ওকে সেখানেই। ফিরে এসে প্যারামেডিকরা জানাল যে, নাইরিয়ায় চিকিৎসা করা সম্ভব হয়নি - পরে ওখান থেকে রোগীকে জুবেল হাসপাতালে পাঠান হয়েছে।

আজ রোগীকে ট্রায়াজ সেন্টারে সঠিক বিছানার অভাবে মাটিতে রেখে চিকিৎসা করতে হয়েছে। রোগী চলে যেতেই দেখি বিছানা চলে এসেছে গোটা পাঁচেক। এখন এগুলোর জন্য বরং হাঁটা চলাই দায়। এখানকার চিকিৎসা প্রশাসন প্রয়োজন বুঝলে সবই দেয় কিন্তু প্রয়োজনটা বুঝতেই তাদের সমস্যা। সুন্দর সুন্দর আমেরিকান উচ্চারণে ইংরেজিতে বলবে - We are trying sir. কিন্তু চেষ্টা আর শেষ হয় না। তবে হ্যাঁ, বুঝতে পারলে সবকিছু না বুঝাতেই বুঝতে পারে।

সারাদিন আমাদের কাটছে ব্যস্ততায়। সংবাদ এসেছে, আজ রাতে রাস মিসহাবে ব্যাপক আক্রমণ আসবে ইরাকের তরফ হতে, আশংকা খুবই বেশি। আয়েসী সৌদি প্যারামেডিক সহ সবাই ট্রেঞ্চ খুড়ছে রাতের আশ্রয়ের জন্য। রোজকারের মত খবর শোনার মোহ দেখছিনা কারও মাঝে। কারণ, এখন আমরাই খবরের অগ্রভাগে। বাংলাদেশের চিকিৎসক অনেক বেশি থাকায় ক্যাপ্টেন রশিদের খুব সুবিধা। মাঝে মধ্যে এদিক সেদিক ছুট দেয়। আমাকে বলল - দেশে টেলিফোন করব, জুবেল

www.pathagar.com

কর্মব্যস্ত ফিল্ড হাসপাতালে যুদ্ধাহত সৈনিক

চললাম। আমি জানি ও জান নিয়ে ভাগল। আকাশে মেঘের আনাগোনা দেদার। ভাগ্যকে যেন হাতের তালুতে আয়না করে দেখতে পাচ্ছি। ঘন বর্ষায় আজকে মরিচাতেই কাটাতে হবে সারা রাত।

রাত এল, সাথে বাদল - আষাঢ়ের ঘন বর্ষণ নয়, টিপটিপে বর্ষা। আজকে আবার রোগী দেখার দায়িত্ব আমার। কিছুক্ষণ পর পরই সতর্ক সংকেত বাজানো হচ্ছে - ঢুকে যাচ্ছি মরিচায়। সতর্ক অবস্থা কেটে গেলে আবার বেরুচ্ছি। এরই মাঝে ফাঁকে ফাঁকে রোগী দেখতে ছুটছি। রোগী দেখতে দেখতেই কখনো রোগীসহ ট্রেঞ্চে যাচ্ছি। মধ্যরাত পার হল এভাবেই। তবে রক্ষা, ইরাকীরা রাস মিসহাবে আক্রমণ

www.pathagar.com

করেনি। ওদের লক্ষ্য আরো দূরে, দাহ্‌রান এবং রিয়াদে গিয়ে ঠেকেছে। দাহ্‌রানে ওরা ছুড়েছে নয়টি মিসাইল, পেট্রিয়টের ঘায়ে সেগুলোর দফা রফা হয়েছে আকাশেই। একটা বেসামরিক বাড়ির সামান্য ক্ষতি করেত পেরেছে একটা মিসাইল। ইরাক রিয়াদে ছুড়েছে বেশ কয়েকটা মিসাইল। পেট্রিয়ট ওখানেও যাদু দেখিয়েছে। একটা বাদে সব গুলোই আকাশে ধ্বংস করেতে পেরেছে। শুধু একটা স্কাড হুমড়ি খেয়ে বেসামরিক ৪ তলা একটা বাড়ি মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে।

পেট্রিয়টের আঘাতে বিধ্বস্ত স্কাড মিসাইল

২১ জানুয়ারি ১৯৯১

ভোরে বিছানায় গা লাগিয়ে দিলাম। উঠতে বেশ দেরি হয়ে গেল। এখানে দিনের বেলায় ঘুম খুব আরামের হয়, কারণ ইরাকের মিসাইলের ভয় দিনে একদম থাকে না। যুদ্ধের এ চোর পুলিশ খেলায় দিনের বেলায় রাতের চেয়ে সহজে সন্ধানী বিমানের দৃষ্টিতে চলে আসে ওদের উৎক্ষেপণ মঞ্চ।

যাহোক, দিনের বেলা আমরা যুদ্ধাহত রোগী পাচ্ছি। ইতোমধ্যেই আরো রোগী চিকিৎসা এবং স্থানান্তর করা হয়েছে এখান হতে। ডিক চেনী স্বীকার করেছেন যে, ইরাকের সম্ভবতঃ এখনও আরো তিরিশ থেকে চল্লিশটি ভ্রাম্যমাণ ক্ষেপণাস্ত্র মঞ্চ

www.pathagar.com

রয়েছে। কিছু কিছু যুদ্ধ বিমান তারা এখনও রক্ষা করতে পেরেছে কিন্তু উড্ডয়নের উপযোগী বিমান বন্দর বা রানওয়ে নেই। ইরাকের অবশিষ্ট বিমান বহরকেও সায়েস্তা করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। যুদ্ধ ক'দিন চলবে জানতে চাইলে উনি বললেন - যুদ্ধ সবে প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, এখনও জানুয়ারিই শেষ হয়নি।

ইরাক যুদ্ধবন্দী পেয়েছে ২০ জন - পাইলট এবং ক্রুসহ। সম্মিলিত বাহিনী বলেছে, তারা এ পর্যন্ত ১৪ টি বিমান হারিয়েছে কিন্তু ইরাক ১৬০ টি বিমান ধ্বংস করার কথা দাবী করেছে। কয়েকজন যুদ্ধবন্দীকে ইরাক টেলিভিশনে দেখলাম। তাদের মুখমন্ডলে আঘাতের ছাপ। এদের ইরাকের রাস্তায় চোখ বেঁধে ঘুরান হয়েছে।

ক্লিফোর্ড এম এর্কার

লেঃ কর্ণেল, ইউ এস মেরিন

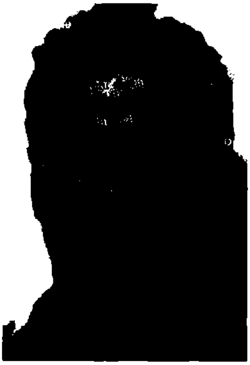

মোহাম্মেদ মোবারক

লেঃ কর্ণেল, কুয়েত এয়ার ফোর্স

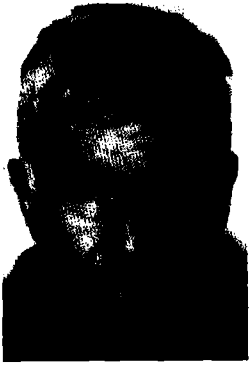

গাই এল হান্টার

ওয়ারেন্ট অফিসার, ইউ এস মেরিন

মরিজিও ককিওলোন

ক্যাপ্টেন, ইটালিয়ান এয়ার ফোর্স

জন পিটারর্স

ফ্লাইট লেঃ, রয়াল এয়ার ফোর্স

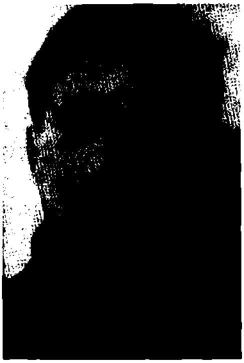

জেফরি এন জন

লেঃ, ইউ এস নেভী

বিমান আক্রমণের প্রথম পর্যায় ইরাকের কাছে কোয়ালিশন যুদ্ধবন্দী

www.pathagar.com

ওদের দিয়ে যুদ্ধের বিপক্ষে কথা বলান হল। গে হান্টার জুনিয়র, একজন মেরিন ওয়ারেন্ট অফিসার। সে বলল - "I condem the aggression against peaceful Iraq. This war is crazy." জেফরি জন, একজন নেভী লেফটেন্যান্ট। সে বলল - "Our leaders and our people have wrongly attacked the peaceful people of Iraq." আর এ মুহূর্তে ইরাকের ভূমিতে ব্যাপক বিমান হামলা অব্যাহত রয়েছে।

জোরপূর্বক বন্দীদের দিয়ে কথা বলান এবং অত্যাচার করার জন্য ইরাকের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন ডগলাস হার্ড ও ডিক চেনী। লন্ডনে ইরাকের রাষ্ট্রদূতকে সরকারীভাবে একথা জানানো হয়েছে।

সাদ্দাম হোসেন আস্ফালন করেছেন - তিনি রিয়াদকে মাটিতে মিশিয়ে দেবেন। এখনও নাকি তাঁর শক্তি প্রদর্শনই শুরু হয়নি। অথচ ইরাক এবং অধিকৃত কুয়েত মাত্র কয় দিনেই প্রায় বিধ্বস্ত। আমাদের মাথার উপর দিয়ে একবারও কোন ইরাকী বিমান ছুটে যায়নি। পদাতিক বাহিনী এবং তার বিখ্যাত রিপাবলিকান আর্মি, সম্মিলিত বাহিনীর আক্রমণের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য এখন। কুয়েতে অবস্থিত ইরাকের ভ্রাম্যমাণ ক্ষেপণাস্ত্র মঞ্চ সব ধ্বংস করা হয়েছে। আমাদের মধ্যে রাসায়নিক বা জীবাণু যুদ্ধের ভয় এখনও বিদ্যমান। ইরাক এখনও ব্যবহার করেনি ওগুলো। করলেও তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে এখানে। তবে যদি কখনো ইরাক তা ব্যবহার করে তা হবে ইরাকের নিজের জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ। যা হোক - ইরাকের পক্ষে অসম্ভব বলে কোন কথা নেই, তাই প্রস্তুতি হিসাবে এন বি সি স্যুট পরেই ঘুমাই। কষ্ট হলেও এ অভ্যাস প্রায় গা সওয়া হয়ে এসেছে। খেতে হয় সূর্য ডোবার আগে, কারণ আমরা এখানে ছোট পাল্লার ইরাকী ফ্রগম্যান মিসাইলের আওতায়। ওগুলো সন্ধ্যার পরে ভোগাচ্ছে খুব। মার্কিনীরা ঠাট্টা করে রাস মিসহাবকে বলে ফ্রগম্যান প্যাভিলিয়ন অর্থাৎ ফ্রগম্যানের ডেরা। মার্কিনীদের সুবিধা অনেক। মিসাইল ছোড়ার মুহূর্ত থেকে ২ মিনিটে যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সবাই জানতে পারে মিসাইলের নিশানা কোথায়। আমাদের কাছে আসে শুধু ওদের সতর্ক সংকেত। কাজেই যা-ই করি, করতে হয় দ্রুত ছুটাছুটি করে।

২২ জানুয়ারি ১৯৯১

এখন লিখছি ট্রেঞ্চে বসে। এছাড়া উপায়ও নেই। সন্ধ্যার বেশ আগেই নামাজ এবং খানা শেষ। আজ সন্ধ্যার পরে মেজর শওকতের রুমে বসে কথা বলছিলাম। অধিনায়ক এবং আরো কয়েকজন অফিসার উপস্থিত। গত কয়েকদিন ধরে কোন

www.pathagar.com

শব্দ শুনলেই সতর্ক হয়ে যাই। হঠাৎ মনে হল, আমেরিকান ক্যাম্পের সতর্ক ধ্বনি হালকা শব্দে বাজছে। দরজা খুলে বুঝতে চেষ্টা করলাম আসলে কিসের শব্দ। আমার নড়াচড়ায় আলোচনায় ছেদ পড়ায় মনে হল উপ-অধিনায়ক অখুশি হয়েছেন। বললেন - অত ঘাবড়াও কেন ? সিও স্মিত হেসে বললেন - আফটার অল, সহকারী নিরাপত্তা অফিসার। কথা শেষও হতে পারেনি, এরই কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে বিকট বিস্ফোরণে বেস কাঁপিয়ে পর পর ফাটল দু'টো মিসাইল। এক নিমিষেই রুম ফাঁকা। দরজা খুলে সবাই ট্রেঞ্চের মধ্যে হাওয়া হয়ে গেলাম। ঘরদোর তখনও কাঁপছে। আমি দ্রুত হাতের কাছের ফাঁকা মরিচায় ঢুকতে না ঢুকতেই দেখলাম, দশাসই চেহারার একটা ছুটন্ত ছায়া লাফিয়ে নামছে এবং নামল সরাসরি আমার বাম উরুর উপর। ব্যথায় চিৎকার করে উঠলাম। আমার চিৎকারে ছায়া প্রাণ পেল। বলল - কোন হ্যাঁয়? দেখি কিছুটা ডরপুক সিন্ধি ক্যাপ্টেন রশিদ। বললাম - শালা বুদ্ধু কাহিকে - তোম হামকো মার ডালেগা? বলল - কসুর হোগিয়া দোস্ত, মাফ করদো। পরে আরো এরকম কসুর যাতে না হয় তা শোধরাবার জন্য আমাদের নির্ধারিত ট্রেঞ্চে চলে আসি।

জানি যে আকারের ও সময়ে মিসাইল আসছে প্রতিদিন ওর একটাও যথাস্থানে পড়লে কিছুই খুঁজে পাওয়া যাবেনা আমাদের। যাদের দেশে ফেলে এসেছি কিছুদিন গোপনে বা প্রকাশ্যে অশ্রু বিসর্জন করে এক সময় ভুলে যাবার চেষ্টা করবে তারা কিছু স্মৃতিময় ক্ষণ। কালের স্রোতে ম্লান হয়ে যাবে কিছু ফেলে আসা জীবন্ত বাঙময় স্মৃতি। কখনো বা ক্ষণিকের ছোঁয়ায় হৃদয়ে বাজবে কিছুটা বেদনার সুর। হয়ত তখন মনে পড়বে কেউ ছিল একজন, কোন একদিন একান্ত আপনার, যে তাকে ভালবাসায় অভিসিক্ত করে রাখত। মনটা ধীরে ধীরে ব্যথায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

তাই বলে যুদ্ধ থেমে নেই। সম্মিলিত বাহিনীর আক্রমণ আরও গতি পেয়েছে। ব্যাপকতা বেড়েই চলেছে ক্রমশ আর প্রতিপক্ষ রোজই কিছুটা দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। ইরাকের তিনটি জলযান খতম করা হয়েছে। মার্কিন গোয়েন্দা তথ্য জানাচ্ছে যে, ইরাকের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ স্থির এবং শতকরা পঁয়ষট্টি ভাগ চলমান ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি ধ্বংস করা হয়েছে। মার্কিনী তথ্য বলছে - সাদ্দাম আছেন মাটির নিচে সাতস্তর বিশিষ্ট বাংকারে। তাঁকে বের করা মুশকিল কিন্তু তাঁকে বের করতে হবে। ইরাকের বসরা নগরীতে প্রচন্ড বিমান হামলা হচ্ছে। সেখান হতে পনর মাইল দূরের ইরানী শহরে প্রত্যেকটা বোমা বিস্ফোরণে মাটির কম্পন অনুভূত হচ্ছে। সাদ্দাম হোসেন এ আক্রমণকে আমেরিকার ইচ্ছাকৃত ভাবে শিয়াদের বিরুদ্ধে আক্রমণ বলে এক নতুন চাল দিতে চাচ্ছেন। কিন্তু তাতে এ আক্রমণে আক্রান্ত জনগণের কষ্টের ভাগ কিছুটাও কি কমবে! তাছাড়া শিয়াদের প্রতি সাদ্দাম হোসেনের বিরূপ আচরণের কথা তারা কি ভুলে গেছে?

তবে হ্যাঁ, জবাব না দিতে পারলেও ইরাক এখন পর্যন্ত সম্মিলিত বাহিনীর

ব্যাপক ও বেপরোয়া আক্রমণের মুখে পায়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে। ইসরাইল এবং সৌদি আরব ছাড়িয়ে এখন তুরস্কের এয়ার বেসও সাদ্দামের লক্ষ্যবস্তু। সাদ্দাম হোসেন ডাক দিয়েছেন ধর্ম যুদ্ধের। পতাকায় লিখিয়েছেন - আল্লাহ্ ইজ গ্রেট।

পাশেই মার্কিন ক্যাম্পে কোন ঘোষণা হল। ওরা প্রায়ই লাউড স্পীকারে এ রকম ঘোষণা করে। ওদের সতর্ক অবস্থা আন্দাজ করে আমরাও মাঝে মধ্যে সতর্ক হই। বেসের একটা বড় সাইরেন আছে গত পাঁচ মাসেও ভাল না মন্দ তা পরীক্ষা করা হয়নি। চেষ্টাও করেনি সৌদি কর্তৃপক্ষ। গতকাল ওরা পরীক্ষা করে দেখেছে, ওটা কাজ করে আশানুরূপ। কমান্ডারের স্টাফ অফিসার লেঃ আদিবকে বললাম - ওটা কাজে লাগাচ্ছ না কেন তোমরা? বলল - Sir, we are working on it অর্থাৎ জনাব আমরা এর উপর কাজ করছি। দেখছি গত ক'মাস ধরে। সমস্যা দিলে মিষ্টি জবাব দেয় আদিব কিন্তু কাজ থেমে থাকে নিজ স্থানে। ফায়সালা হয়না মোটেই।

মধ্যপ্রাচ্যের মার্কিন মুখপাত্র বলেছেন - যুদ্ধের বিজয় এগুচ্ছে হিসাব অনুযায়ী। কিন্তু ব্রিটিশ কমান্ডার বলেছেন - যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে। যুদ্ধ তার নিজস্ব গতিতে এগিয়ে চলেছে - মাঝে মধ্যে শুনছি দূরে বিস্ফোরণের শব্দ, কখনো মাটিতে হচ্ছে কম্পন, ধুলায় ভরে যাচ্ছে শরীর। আর এ প্রাণঘাতি যুদ্ধ থামাতে এবার জোট নিরপেক্ষ দেশ পাকিস্তান ও ভারত উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু তারা কি পারবে রক্ত পিপাসু এ যুদ্ধ থামাতে!

২৩ জানুয়ারি ১৯৯১

গত কাল রাতে বাইরে ছোটাছুটি করে ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, আর লেখা হয়নি। তবে খবরের কমতি নেই। গত রাতে ইরাকী স্কাড়ের অন্যতম লক্ষ্য ছিল ইসরাইল, সেখানে মারা গেছে তিনজন এবং আহত শতাধিক। গতকাল প্রেট্রিয়ট নিপুণ ভাবে কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী শামীর বারবার উস্কানিমূলক ইরাকী ক্ষেপণাস্ত্র হামলার মুখে যুদ্ধে না জড়াবার কথা বলেছেন। পোপ জনপল ইরাকের নিন্দা করেছেন। বিনা উস্কানিতে ইসরাইলে বারবার ক্ষেপণাস্ত্র হামলা তাঁকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। জার্মানী ইসরাইলী ক্ষতি পূরণের জন্য ১৫০ মিলিয়ন ডলার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

ইসরাইল যুদ্ধে জড়াবেনা বলে আমেরিকা তাদের জন্য নতুন আর্থিক সহায়তার কথা বলেছে। বিশ্বের সহানুভূতি লাভ করছে ইসরাইল। এ যেন বিনা যুদ্ধে বিশ্বজয়। আর যার দিকে এখন সারা দুনিয়া তাকান, সেই সাদ্দাম হোসেন এখনও যুদ্ধের অঙ্গীকারে অটল। জর্দানের সাথে সীমান্ত বন্ধ করেছে ইরাক। যুদ্ধের হাত হতে

পরিত্রাণের জন্য আতঙ্কগ্রস্ত জনসাধারণকে দেশ ত্যাগ না করতে দেয়াই ইরাকের উদ্দেশ্য। ইতিপূর্বে এক সমীক্ষায় বলা হয়েছিল, ইরাক এবং কুয়েত হতে ১.৫ মিলিয়ন শরনার্থী তুরস্ক, জর্দান এবং ইরানে যাবে। ইরাক সীমান্ত বন্ধ করলেও প্রাণভয়ে ভীত জনগণ মরুর বিপদকে উপেক্ষা করে সপরিবারে অনেকেই জর্দানের দিকে পারি দিচ্ছে। ইরাক তার বিবৃতিতে আরও চারটি শত্রু বিমান ধ্বংস করার কথা দাবী

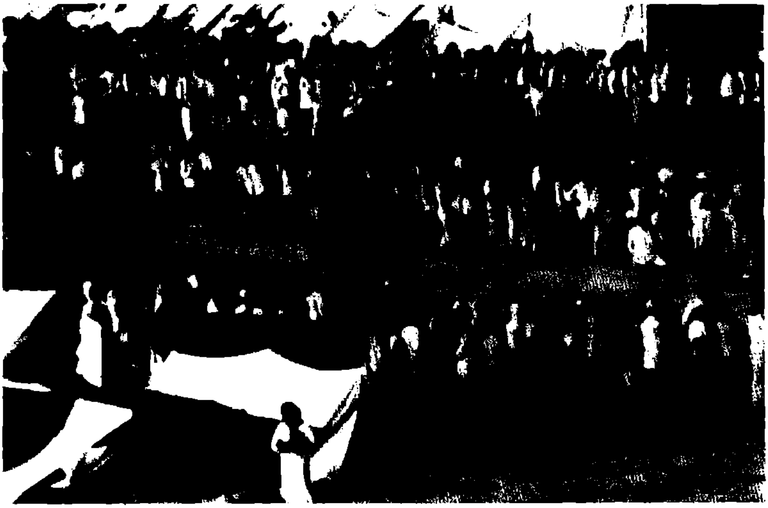

জর্দান সীমান্তের কাছা কাছি মরুভূমিতে শরনার্থীদের ভীড়

করেছে। ওরা এখন যা করছে তা হল পরিকল্পনাহীন ভাবে মিসাইল ছোড়া, সম্ভবতঃ আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য। কারণ এরমধ্যেই স্কাডের কার্যকারিতা অপ্রতুল এবং প্রতিরোধ যোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে, অবশ্যই দু'একটা ছোট খাট ব্যর্থতা ছাড়া। ইরাকের বেহিসাবি কাজের মধ্যে আর একটা তারা এই মুহূর্তে করছে - কুয়েতের বিস্তৃর্ণ এলাকায় তৈলক্ষেত্রে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে তারা যা পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট করবে। কিন্তু তা হলে কি হবে, ইরাকী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইরাকিদের হত্যার দায়ে বুশ, জন মেজর এবং মিতেরাঁকে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে ঘোষণা করেছে।

সম্মিলিত বাহিনী ভূমি যুদ্ধ এখনও শুরু করার পক্ষে নয়। বিমান আক্রমণের তীব্রতা তারা অব্যাহত রেখেছে। এই বিমান আক্রমণের সাহসী অংশীদার সৌদি এবং কুয়েতি পাইলটগণও। মাত্র এই কয়দিনে বিমান আক্রমণের সাফল্য আশাতীত না হলেও আশানুরূপ। ব্রিটেন দাবী করেছে যে, ইরাকী আকাশ এখন সম্মিলিত বাহিনীর জন্য মুক্ত। যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী মিশরের সেনাবাহিনীর কমান্ডার জেনারেল হার্বি বলেছেন, ইরাকের যুদ্ধ সহ্য করার ক্ষমতা কমে এসেছে। ব্রিটেন তার যুদ্ধরত বাহিনীর জন্য আরও ৩৬ হাজার টন গোলাবারুদ পাঠিয়েছে। সীমান্তে টহলদানের

www.pathagar.com

সময় সামান্য সংঘর্ষে ছয়জন ইরাকী সৈন্যকে বন্দী করা হয়েছে। আহত হয়েছে দু'জন মার্কিন সেনা। আর আকাশে প্রাধান্য বিস্তারের পরে বেপরোয়া আক্রমণ চলছে সাদ্দাম হোসেনের শেষ ভরসা রিপাবলিকান গার্ডের উপর। এরাই সাদ্দামের মেরুদন্ড। বিমান সহায়তা ছাড়া এরা কি খুব বেশি সময় নিজ অবস্থানে টিকতে পারবে?

যুদ্ধের খরচ ব্যাপক - প্রতিদিন আমেরিকার খরচ হচ্ছে ৪০০ কোটি ডলার। ইতোমধ্যেই তাদের খরচ দু'হাজার কোটি ডলার ছাড়িয়ে গেছে। যুদ্ধের পরে লাভ লোকসান ক্ষতিয়ে হয়ত লোকসানের পাল্লাও ভারী হতে পারে। তবে প্রশ্ন এখানে লাভ লোকসানের নয়, প্রশ্ন ন্যায় এবং অন্যায়ের। তারা একে অপরের সাথে আপোষ করবে কি না, আর আমেরিকা ইরাকের কুয়েত অধিকারের ফলে যে শক্ত পদক্ষেপ নিল এটা বিশ্বের অন্যান্য ঘটনাবলীতেও ঘটবে কি না?

রাস মিসহাবে এখন রাত বাড়ছে ধীরে ধীরে। সতর্ক ভাবে জরুরী কাজ গুলি করছি সবাই। এখানে এখন রাত হলেই ট্রেঞ্চের কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করে সবাই, আমিও। কান খাড়া করে রাখি কোন সতর্ক সংকেত বাজে কি না। ইতোমধ্যেই ক্যাপ্টেন রশিদ দু'বার মরিচা হয়ে এসেছে। বাইরে কে যেন চিৎকার করে বলল, খানদাক। কোন সৌদি হবে। ক্যাপ্টেন রশিদের পায়ে যেন পাখা গজাল। নিমিষেই মরিচার নির্ভর যোগ্য আশ্রয়ে চলে গেল ও। যুদ্ধের শুরু থেকেই ও আর আমি একই রুমে থাকি, একই মরিচায় আশ্রয় নেই, সম্প্রতি মরিচায় আশ্রয়ের গতি আমার চেয়ে ওর অনেক বেশি।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নেওয়াজ শরীফ

www.pathagar.com

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নেওয়াজ শরীফ আজ আঙ্কারায়। এখান হতে যাবেন দামেস্কে। বলেছেন - উপসাগরীয় যুদ্ধে মুসলমানদেরই বেশি ক্ষতি হচ্ছে। পাকিস্তান এবং ইরান একটা ইসলামিক কনফারেন্সের চেষ্টা করছে, সাথে সাথে যুদ্ধ বন্ধ করার উদ্যোগ। ভাবছি এ উদ্যোগ বড় দেরিতে এসেছে। তা ছাড়া ইরাক নিজেই সারা দুনিয়ার যুদ্ধ বন্ধের প্রচেষ্টাকে বৃদ্ধাংগুলি দেখিয়ে যুদ্ধে জড়িয়েছে নিজেকে অবুঝের মত। ধ্বংসের হাতে ঠেলে দিয়েছে ইরাককে।

যুদ্ধের এই পর্যায় সৌদিরা বার বার আমাদের ইউনিটকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে সীমান্তে পাঠাবার পরিকল্পনার সাথে সৌদি অফিসার ও সৈনিকদের ঝুঁকি মুক্ত এলাকায় রাখার পরিকল্পনা করার চেষ্টা করে। আমাদের অধিনায়ক শহিদ খানের বক্তব্য অনুযায়ী আমাদের লিয়াজোঁ হেডকোয়ার্টার এ সকল পরিকল্পনায় আমাদের সুবিধা অসুবিধার দিকে ঠিকমত দৃষ্টি রাখছে না। একদিন তিনি দুঃখ করে বললেন - তোমাদের একত্রে রাখতে যেয়ে আমাকে হয়ত সেনাসদরে সংযুক্ত হতে হবে। হয়ত বিচারের মুখোমুখি দাঁড়াতে হতে পারে, কিন্তু আমি কাউকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারব না।

বোঝাই যাচ্ছে, সাদ্দাম হোসেন ক্ষমতায় বা বেঁচে থাকতে শান্তিকামী মানুষকে নিরাশ করবেন। ছোট প্রতিবেশি এবং অন্যতম সাহায্যদাতা দেশ কুয়েত দখল করে প্যালেস্টাইনী সমস্যার সমাধান এক কথায় অসম্ভবই নয়, একটা বড় ভাঁওতাও বটে। বাচ্চাদের মার্বেল খেলার মত ইসরাইলে দু'চারটা স্কাড মিসাইল ছুড়ে বরং ইসরাইলকে আরো সুবিধা জনক স্থানে নিয়ে এল ইরাক। তারা এখন সহানুভূতি এবং সহায্য পাচ্ছে সারা বিশ্বের। আমেরিকা ইসরাইলকে তার সাহায্য বাড়িয়ে ১৩ বিলিয়ন ডলার করেছে। এ সাহায্য ইসরাইলের জন্য আশাতীত। যতই সাদ্দাম হোসেন এ যুদ্ধকে ধর্ম যুদ্ধের রূপ দিতে চান, তাঁর পক্ষে আর তা সম্ভব নয়।

অবশেষে সৌদি সাইরেন বাজছে। উদ্যোগ নিয়েছিল মেজর ক্যাম। আমার সামনেই বেস কমান্ডারকে বলল যে, ওরা ওটা বাজাতে চায় সবার স্বার্থে। এই মেজর ক্যাম বিদেশিদের মধ্যে আমাদের সবচেয়ে বেশি সাহায্য করছে। এমনকি ওদের গোয়েন্দা তথ্য পর্যালোচনা করে যদি কোন বিপদের গন্ধ থাকে তা হলে আমাকে জানায়। ও চলে এসেছে আমাদের ডরমিটরির উল্টো দিকে। বলল - খবর আছে। সাদ্দাম তার সহযোগীদের বলছেন - আমেরিকা রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করছে। এর অর্থ কি? ওরা হয়ত রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে। ও বলল - সাইরেন বাজলে ট্রেঞ্চে ঢুকে মুখোশ পরবে, অল ক্লিয়ার সাইরেন শুনলে মাস্ক পরা অবস্থাতেই রুমে ঢুকবে। ক্যাম কথায় কথায় বলল - এখানে যত বাহিনী আছে তাদের মধ্যে তোমরা সবচেয়ে বেশি সংগঠিত। অন্ততঃ আমার কাছে আস - তথ্য নাও এবং সেটা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য কাজে লাগাও। বললাম - তুমিত জান, যুদ্ধ শুরুর ৩/৪ দিন পূর্বেই কেন্দ্রীয় ভাবে সতর্ক সংকেত বাজাবার জন্য কবার লেঃ আদিবকে বলেছি,

www.pathagar.com

কিন্তু প্রয়োজনটা ওদের মস্তিষ্কে ঢোকাতে পারিনি। ক্যাম বলল - ওদের কথা আর বলনা, মাঝে মধ্যে মনে হয় কোন বোতলের সাথে কথা বলছি।

নিরাপত্তার কারণে এখন মেসে খাবার দাবার আপাততঃ বন্ধ। সবাই বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে খাই। বললাম - ক্যাম, তুমি ইচ্ছে করলে আমাদের সাথে খেতে পার। ও বলল - তোমাকে ধন্যবাদ, আমাদের অন্যান্য লোকজনের সাথেই খাব। বিভিন্ন সময় ক্যামের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য ওকে ধন্যবাদ জানালাম।

সপ্তাহান্তে বুশ মুখ খুললেন। তিনি বললেন - Our pinpoint attacks put Saddam out of nuclear bomb building business for a long time to come. দেখলাম আমেরিকাদের চোখে মুখে উল্লাস উপচে উঠছে। বুশ স্কাডকে Tools of terror হিসাবে আখ্যায়িত করলেন।

২৪ জানুয়ারি ১৯৯১

আজকে ঘুম ভেঙেছে একটা রৌদ্রজ্জ্বল দিনের মুখ দেখে। ঝকঝকে সকাল। আমরা যে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আছি সে অনুভূতি একদম আর নেই। খবর অনেকের কাছেই এখন গুরুত্বহীন হয়ে যাচ্ছে। এ রকম পরিষ্কার আবহাওয়া থাকলে দ্রুত যুদ্ধ সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যাবে। গত রাতেও ঝলমলে একটা সুন্দর দিনের আগমনী সঙ্কেত পাচ্ছিলাম ট্রেঞ্চে বসেই। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে স্মিত হাসির উঁকি দেয়া চাঁদ দেখেছি। মন বার বার ছুটে গেছে ফেলে আসা আমার ছোট্ট গাঁয়ের ছোট্ট ঘরে। বসে বসেই দেখতে পাচ্ছিলাম বিমানবাহী রণতরী হতে উঠে আসা বোম্বার ছুটে যাচ্ছে রাহুগ্রস্ত কুয়েতের দিকে। মনে হচ্ছিল, রাতের বুক চিড়ে ছুটে যাচ্ছে কোন কক্ষচ্যুত ধুমকেতু।

রাত নেমেছে এখানে। আকাশে ঝিকিমিকি করছে রাশ রাশ তারা। আজকে এখনও খাবারের আয়োজন হয়নি। গত কয়েক দিন খেয়েছি সূর্য পাটে বসার আগেই। দেখা যাক, আজকে স্বাভাবিক ভাবে খাবার ভাগ্যে আছে কিনা। এখানে বেশ তেল পোড়ার গন্ধ পাচ্ছি। পুড়ছে উপসাগরীয় এলাকার তেল সম্পদ। পুড়ছে এগুলো সাদ্দাম হোসেনের জিঘাংসায়। কালকেও ইরাকী ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়া হয়েছিল - রিয়াদ, দাহরান এবং ইসরাইলে। সব গুলোই আকাশে ধ্বংস করা হয়েছে। একটাতো কুয়েতের মাটি ছেড়ে সামান্য উঠতেই কুপোকাত। তাতে কি? সাদ্দাম হোসেন অনমনীয়। তিনি আজ কুয়েতে অবস্থানরত তার স্থল বাহিনীর সাথে আলাপ করেছেন। বলেছেন - সম্মিলিত বাহিনীর লোকজন তাঁর বাহিনীকে আক্রমণ করতে সাহস পাচ্ছে না। তিনি এখানে স্থল যুদ্ধের কথা বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন - এ ধর্মযুদ্ধে শেষে তাঁর বাহিনীই বিজয় লাভ করবে। আর ঠিক এ মুহূর্তে পশ্চিম সীমান্ত বরাবর তোলা

www.pathagar.com

প্রতিরক্ষা ব্যূহে অবস্থানকারী সাদ্দাম হোসেনের শক্তির উৎসের উপর ব্যাপক বিমান হামলা হচ্ছে। একশত পঞ্চাশ হাজার সদস্যের এই বাহিনী রিপাবলিকান আর্মি, সাদ্দামের শক্তিশালী বাহু। ইরাক - ইরান যুদ্ধের যতটুকু বিজয় ইরাকের জন্য বয়ে আনে, তার পুরো ভাগে ছিল এই বাহিনী। এরাই কুয়েতের বিরুদ্ধে ২রা আগস্টে সফল আক্রমণ ও সহজ বিজয় লাভ করেছিল। বিমান আক্রমণের হাত হতে অন্যান্য পদাতিক বাহিনীও রেহাই পাচ্ছে না।

সৌদি আরবের হাতে এই মুহূর্তে ২৯ জন ইরাকী যুদ্ধবন্দী আছে। রাস মিসহাবে আমরা পেয়েছি ৭ জন। না খেয়ে পালিয়ে হেঁটে হেঁটে আধমরা হয়ে চলে এসেছে ওরা। যুদ্ধের মধ্যেও সৌদি অফিসার এবং সৈনিকের মধ্যে ক্ষোভ দেখেছি অর্বাচীনের মত সাদ্দাম হোসেনের অনমনীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম মেজর নীলের সাথে। ও থাকে আমাদের ঠিক পাশের রুমে। থাকে ওরা ৪ জন। ও জানাল, গতরাতে ইরাকের সবগুলো ভ্রাম্যমাণ ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি ধ্বংস করা হয়েছে এবং তারপরে ওদের যন্ত্রে আর নতুন করে একটাও ধরা পড়েনি। বললাম - তাহলে বলতে চাচ্ছ, এখন আর ইরাকের কোন ক্ষেপণাস্ত্র মঞ্চ নেই? আছে কিনা জানিনা, তবে আমাদের টেকনোলজীর জ্ঞানে আর একটাও নেই - প্রত্যয়ের সাথে বলল নীল। ভাবলাম শুভ সংবাদ। অন্ততঃ রাতের আতঙ্ক হতে অব্যাহতি পাবে এ পক্ষের যুদ্ধরত সবাই।

বি - ৫২ বম্বার, ভিয়েতনামের সফল অভিযানকারী দূর পাল্লার এ বিমান এখনও তার শক্তি ও যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখছে ইরাকের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুর উপর। ইরাকে বোমা বর্ষণ করে চলেছে বি-৫২। ইরানের খুররম শহর কাঁপছে প্রত্যেকটা বিস্ফোরণে। এ বিমান দূর পাল্লার যাত্রায় অতি নির্ভরশীল আর বহন করে ৭৫০ টন বিস্ফোরক। সম্মিলিত বাহিনীর আক্রমণের উদ্দেশ্য - কাটিং এন্ড কিলিং। অর্থাৎ কুয়েতে অবস্থানরত ইরাকী বাহিনীর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এবং হত্যা। এটা জেনারেল কলিন পাওলের কৌশল। মনে হয় লক্ষ্য মাত্রা অর্জিত হতে যাচ্ছে জেনারেলের। তিনি বললেন - We conclude that operation desert storm has obtained its air superiority অর্থাৎ আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম বিমান প্রাধান্য অর্জন করেছে। বুশ উচ্ছ্বাসের সাথে বললেন - অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জন করেছে। বুশ আরো বললেন - This man is immoral. He takes civilian prisoner, threatens prisoners and kills his own people অর্থাৎ এই লোক নৈতিকতা বিবর্জিত। তিনি বেসামরিক ব্যক্তিদের বন্দী করেন, বন্দীদের ভয় দেখান এবং তাঁর নিজের লোকদের হত্যা করেন।

ইরাকের বিমান বাহিনী আসলেই নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে। কোথাও এদের আকাশে পাখা মেলতে দেখা যায় না। কিন্তু ওদের সব বিমান ধ্বংস হয় নি। হঠাৎ দেখা গেল ইরাকের দু'টো বিমান মিসাইল সহ উড়ছে সাগরের দিকে। লক্ষ্য ভাসমান যুদ্ধ

www.pathagar.com

জাহাজ। মাটির বাঁধন ছেড়ে সাগরে পৌঁছার পূর্বেই এ দু'টোকে ছেঁকে ধরল এক ঝাঁক কোয়ালিশন বিমান। গুলির আঘাতে শতটুকরো করে ফেলে দিল মাটিতে। আমেরিকার মেজর জেনারেল পেরি স্মিথ, অবসরপ্রাপ্ত। মাঝে মধ্যে সি এন এন এ তাঁর মতামত প্রচার করা হয়। তিনি বললেন - ইরাক হয়ত ডুবন্ত জাহাজ দেখতে চায়, তাই তার বিমান আক্রমণের চেষ্টা।

আজকে ভোরে আমার ব্যস্ততম সময় কাটছে। মিসাইল আক্রমণের হাত হতে রোগীদের রক্ষার জন্য বেস কমান্ডার একটা খোলা জায়গায় আন্ডারগ্রাউন্ড হাসপাতাল নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন আমাদের। তাঁর নির্দেশে চলে এসেছে মাটি কাটার ছোট বুল ডোজার কিন্তু কে যেন আবার কাজ শুরুর পূর্বেই ওটা নিয়ে উধাও। সিও বিরক্ত হয়ে বললেন - দেখতো কি করা যায়? গেলাম বেস কমান্ডারের অফিসে। বাইরেই দাঁড়ান ডোজার কিন্তু ওটা চালাবার লোক নেই। সৌদিরাও চেষ্টা করল চাবির মালিককে খুঁজতে। কিন্তু বের করতে ব্যর্থ হল। ব্যর্থ হল আমার চেষ্টা। ফিরে এলাম। খাবার শেষে বিকালের দিকে ডোজার কাজে লাগাবার উদ্দেশে পুনরায় প্রচেষ্টা শুরু করলাম কিন্তু হা হাতোহস্মি। এদেশে লোকজনের কাজকর্মে স্বাধীনতা অনেক। যুদ্ধকালীন অবস্থায় সে স্বাধীনতা সীমা ছাড়িয়ে গেছে মনে হয়।

সৌদি আরবে বাংলাদেশ দলের ভূমিকা হল প্রতিরক্ষায়। তবে এখানে আমরা এখন আক্রমণের পুরোভাগে। মেডিকেল ইউনিট হিসাবে এর আগে আমাদের যাবার বিধান নেই। শুনলাম জেনারেল শোয়ার্জকভ আমাদের সেনাবাহিনী প্রধানের কাছে বার্তা পাঠিয়েছেন অনুরোধ করে যাতে আমাদের বাহিনী আক্রমণে অংশ গ্রহণ করে। সিও'র সাথে ছোট আরো একটা সংবাদ পরিবেশন করলেন। সি জি এস রাত দেড়টায় টেলিফোন করেছিলেন ব্রিগেডিয়ার মশহুদকে। উনি থাকেন লিয়াজোঁ হেড কোয়ার্টারে অর্থাৎ দাহরানে। সি জি এস তাঁকে টেলিফোনে পেলেন না সময় মত। যখন পেলেন সামান্য গোস্বাভরে জিজ্ঞাসা করলেন- কোথায় থাক? তোমাকে পাই না সময় মত। কন্টিনজেন্ট কমান্ডার জবাবে বললেন - পাবেন কেমন করে স্যার? পেট্রিয়ট ছোড়ার সময় একবার দাহরান কাঁপে, আবার স্কাড আকাশে ফাটলে আরেকবার কাঁপে। এত কাঁপাকাঁপির মধ্যে ঘরে থাকলেত পাবেন? জান বাঁচাতে ব্যস্ত থাকি স্যার।

অবশ্য ভয় আমাদের কেটে গেছে, এখন আমরা সবাই অকুতোভয় সৈনিক। যুদ্ধ যুদ্ধ খেলায় মজাও লাগছে বেশ। এখানে আমরা সন্ধ্যা লাগলে দরজা খুলে রাখি, উদ্দেশ্য মহৎ। দ্রুত আশ্রয়ে পৌঁছা। হাতের কাছে গ্যাস মাস্ক, লোকজন কতদ্রুত ছুটতে পারে তা না দেখলে বোঝান যাবে না - মনে হয় অলিম্পিকের হান্ড্রেড মিটার স্প্রিন্ট, কার্ল লুইসও হেরে যাবে। এই প্রতিযোগিতায় আমাকে হারাবার যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি এখানে অনেক আছেন, তাদের কাছে হেরেছি বহুবার। এখানে উল্লেখ্য যে, ট্রেঞ্চে লুকানটা কোন কাপুরুষতা নয়, যুদ্ধের একটা কৌশল মাত্র। রাস মিসহাবে

www.pathagar.com

বেশ কয়েকজন বাঙালি বেসামরিক ব্যক্তি আছে, ওরা মেসে চাকরি করে। সন্ধ্যা লাগলে ওরাও মরিচার কাছাকাছি থাকে অন্যান্য মেস কর্মচারীদের সাথে। কেউ কেউ আবার মরিচার কাছে বসেই আড্ডামারে, সিগারেট টানে, চা পান করে। এরা বেশি সতর্ক ব্যক্তিদের দলে। অপেক্ষা কখন সঙ্কেত ধ্বনি বাজবে আর ঢুকবে সুড়ুৎ করে মরিচায়। বাংলাদেশীদের কেউ কেউ কাঁধে গ্যাস মাস্ক বয়ে ঘুরে বেড়ায়, পরতে জানে না কেউ। আজ দু'টো ছেলেকে বকেছিও সেজন্য। বললাম - মরে যেতে পারিস একটু ভুলে, আমি শিখিয়ে দেই কি ভাবে এগুলো ব্যবহার করতে হয়, কত দ্রুত পরতে হয়।

আজ রাত সাড়ে সাতটার দিকে কয়েকবার দূরে ভারী বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছি। কেঁপে উঠেছে রাস মিসহাবের ভিত। সিও'র মুখে শঙ্কা। বললাম - স্যার, সাইরেন বাজেনি, তার অর্থ এ শব্দের হোতা অ্যালাইড ফোর্স। হতে পারে মার্কিন গোলন্দাজ ব্যাটারী খবজির বর্ডারে গোলা ছুড়ছে ইরাকী লক্ষ্যবস্তুতে। সিও তাঁর কক্ষে চলে গেলেন। আমি আসলাম মেজর কুদ্দুসের কাছে। কথা হল একজন সৌদি অফিসারের সাথে। বলল - মাইন ফুটছে সাগরে, ইরাকীরা ছেড়েছিল। ওদের একটা ডেস্ট্রয়ার হার্পূন ছুড়ে মেরেছি। বললাম - হার্পুন দিয়েত তিমি মাছ শিকার করে, আস্ত ডেস্ট্রয়ার হজম করলে কি ভাবে? ও বলল - দুঃখিত, হার্পুন মিসাইল। বললাম - এখানের খবর কি? ও হাত তুলে বলল - মমতাজ অর্থাৎ খুব ভাল, তার পর চলে গেল ও।

যুদ্ধের এই কয়েকদিনে বার হাজার বার বিমান হামলা চালানো হয়েছে ইরাকী ও অধিকৃত কুয়েতের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে। ব্রিটিশরা হারিয়েছে ছ'টি টর্নেডো ও একটি বম্বার। সম্মিলিত বাহিনী এতদিনে হারিয়েছে পনেরটি বিমান এবং তিনটি হেলিকপ্টার। অ্যালাইড বিমান ইরাকের একটি টহল যানকে ডুবিয়ে দিয়েছে। নেভীও বসে নেই - তারা ইরাকের একটি টহল যান এবং একটি হোবার ক্রাফ্ট ডুবিয়ে দিয়েছে। আমেরিকান নেভী একটি ইরাকী ট্যাঙ্কারকে অকেজো করে দিয়েছে এবং একটি হোবার ক্রাফ্টকে গুলি করে ডুবিয়েছে। হোবার ক্রাফ্ট ট্যাংকারকে রিফুয়েল করছিল আর ট্যাঙ্কার ব্যস্ত ছিল গুপ্তচর বৃত্তিতে।

যুদ্ধের এই ব্যস্ততম দিনগুলোতেও কিছু কিছু রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক তৎপরতা লক্ষ্যণীয় যদিও এগুলো তেমন কোন কাজের নয়। নেওয়াজ শরীফ এখনও মধ্যপ্রাচ্যে। তাঁর প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে তিনি আম্মান যাবেন। জাতিসংঘের মহাসচিব বলেছেন - যুদ্ধের শেষে আরব এবং বিশ্ব নেতাদের সাথে বসে প্যালেস্টাইনী সমস্যার সমাধানের চেষ্টা তিনি করবেন। প্রেসিডেন্ট মোবারক বলেছেন - সাদ্দাম হোসেন বাচ্চা ছেলের মত দু'চারটি স্কাড ছুড়ে যুদ্ধ করছেন।

জাপান যুদ্ধের খরচ মিটাতে সম্মিলিত বাহিনীকে ৯ বিলিয়ন ডলার যোগান দেয়ার কথা ঘোষণা করেছে। জাপান আরো ২ বিলিয়ন ডলার যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত দেশকে দেবে বলে জানিয়েছেন। আর দক্ষিণ কোরিয়ার ১৩৪ জনের চিকিৎসক দল এখানে, সীমান্তের কাছাকাছি কাজ করার জন্য রওনা করেছে।

২৫ জানুয়ারি ১৯৯১

আজ ভোরেই সার্জিক্যাল স্পেশালিস্ট মেজর সাদুল্লাহ বললেন - রোগী আসছে, যুদ্ধাহত। এল বেলা ন'টায়। রোগী নামান হল ধরাধরি করে। মাল্টিপল বুলেট ইনজুরি, রোগীর জ্ঞান নেই। বুলেটে ঝাঁজরা হয়ে গেছে, তার বাম হাত প্রায় ঝুলছে। হাতে বড় বড় দু'টো গর্ত। জমাট বেঁধে আছে রক্ত। দেখলাম আরও একটা গর্ত কোমড়ে। প্রাথমিক ব্যবস্থা প্রদানের পর পাঠান হল রোগীকে নাইরিয়া হাসপাতালে।

কর্মব্যস্ত ফিল্ড হাসপাতাল - চিকিৎসা গ্রহণরত যুদ্ধাহত সৈনিক

রাত্রেই ব্রিটিশ টহল যান ৪ জন ইরাকী সৈনিককে সাগরে মাইন ছড়াতে দেখে। আক্রমণ করে ডুবিয়ে দেয়া হয় বোট। ৩ জন হয়েছে যুদ্ধবন্দী আর একজন নিহত। এর অদূরেই একটি দ্বীপের কাছাকাছি টহল দেবার সময় জাহাজ লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে ইরাকীরা। ব্রিটিশরা পাল্টা জবাব দেয় এবং ছত্রীসেনা নামিয়ে দ্বীপটি দখল করে নেয়। দ্বীপটির নাম কারাবন। এখানে কুয়েতি পতাকা উড়ছে এখন। কুয়েত মুক্ত করার প্রক্রিয়ায় প্রথম সাফল্য। শুনলাম দ্বীপটির মালিকানা নিয়ে কুয়েত ও সৌদি আরবের মধ্যে কিছু মত বিরোধ আছে - এই দ্বীপটিও তৈল সমৃদ্ধ কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন পক্ষই তৈল আহরনের উদ্যোগ নেয়নি এখানে।

www.pathagar.com

এখানে যারা সৌদি অফিসার ও কর্মচারী আছে তাদের মধ্যে দু'চার জনের ব্যবহার ও আন্তরিকতা প্রশংসার দাবী রাখে। মনে হয় এদের মত সহকর্মী হলে যে কোন প্রতিকূল অবস্থায় যে কোন কাজ অব্যাহত রাখা যাবে কিন্তু বেশির ভাগই এরা আচরণে অসহযোগিতামূলক। আমরা অপেক্ষা করছিলাম ক্লিনিকে, আরো ৩ জন রোগী আসবে। শুনলাম একজন পথেই মারা গেছে আর দু'জনকে সরাসরি পাঠান হয়েছে জুবেল হাসপাতালে।

দুপুর গড়াল। একটু একটু করে মেঘের আনাগোনা আকাশে। সম্ভবত মেঘ জমছে ক্যাপ্টেন ওতায়বীর মনেও। তিনি এখানকার বেস কমান্ডার, ইরাকের শক্তির প্রতি বেশ শ্রদ্ধাশীল মনে হল তাঁকে অথবা বেশি বাস্তববাদী তিনি। বললেন - ইরাকের শতকরা বিশ ভাগও আমরা ক্ষতি করতে পারিনি। আসলে তিনি (সাদ্দাম হোসেন) একজন যোদ্ধা, তাঁর কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। বেস কমান্ডার চাচ্ছিলেন আমাদের ভাগাভাগি করে আরও সামনে পাঠাতে অথচ উপস্থিত ওদের ডাক্তারদের এখানেই রাখবেন। কথায় কথায় বললেন - এখানে এত ডাক্তার থাকতে কারও বিনা চিকিৎসায় মারা যাওয়া ঠিক নয়। আর উনি চিকিৎসা প্রদানের স্থান হিসাবে সৈনিকের আঘাত প্রাপ্তির স্থানকেই বুঝাতে চাচ্ছিলেন। তাতে প্রত্যেক যুদ্ধরত সৈনিকের পিছনে একজন করে চিকিৎসকের দাঁড়িয়ে থাকতে হয় যা পৃথিবীর কোন যুদ্ধের পরিকল্পনায় কখনো দেখা যায়নি বা বাস্তবেও সম্ভব নয়।

সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে চাপ চাপ মেঘে ভরে গেছে আকাশ। মেঘগুলো ছুটছে চপলা কিশোরীর মত। বাতাস বইছে শনশন করে। তাপমাত্রা নামছে দ্রুত এখানে। ভারি জ্যাকেটের আবরণ ভেদ করে শীত তার তারুণ্যের ছোঁয়া দিচ্ছে শরীরে। সন্ধ্যা নামতে দেখা হল মেজর ক্যামেরুনের সাথে। বলল - ইরাকের সীমান্তে তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। আবহাওয়া খারাপ বলে মিসাইল আক্রমণও আসতে পারে, আমাদের অর্ধেক বাহিনী আজ রেড অ্যালার্ট অর্থাৎ সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায়। সিওকে জানালাম, আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। জানানো হল আমাদের সৈনিকদেরকেও। সিও বললেন - খেয়ে নাও। খেয়ে নিতে নিতেই শুনতে পেলাম মার্কিন সতর্ক সঙ্কেত ঘোষণা। ফেজ - ১, তার পরপরই বেজে উঠল বিকট জোরে সাইরেন। যথারীতি ট্রেঞ্চে আশ্রয় নিলাম আমরা। পাশের রুম থেকে মেজর নীল বের হয়ে বলল - ইরাক স্কাড ছুড়ছে। বললাম - তা হলে আমরা লক্ষ্যবস্তু নই - তারপরও বিপদ মুক্তির ঘন্টা বাজার আগে মরিচা ছেড়ে বের হয়ে আসা নিয়ম বিরুদ্ধ। দেখতে দেখতে বৃষ্টি শুরু হল, প্রথমে ছোট ছোট তারপর বড় বড় ফোঁটায়। মাথার উপর আকাশ ছাড়া আমাদের ট্রেঞ্চে আর কোন আচ্ছাদন নেই। বর্ষার হাত হতে বাঁচতে হলে ছাউনি ওয়ালা ট্রেঞ্চে যেতে হবে। করলামও তাই - আমি আর মেজর শাহাদত। দেখি আমাদের ৪/৫ জন সৈনিক এলোমেলো হয়ে আরাম করে সব জায়গা জুড়ে বসে আছে। বললাম - একটু বসতে দাও, ওরা যেন আর নড়তে চায় না, অবশেষে খানিকটা জায়গা দিল আমাদের। বসলাম এবং বর্ষার বেগ সামান্য কমতেই চলে এলাম স্বস্থানে।

www.pathagar.com

ইতোমধ্যেই জোর গুজব ছড়াচ্ছে এখানে। শোনা যায় সাদ্দাম হোসেনের বাহিনীর তেমন কোন ক্ষতিই হয়নি। সকল বিমানই প্রায় অক্ষত। সম্মিলিত বাহিনী যে বম্বিং করেছে সেটা সাদ্দামের পরিকল্পনা মাফিকই হয়েছে, প্রতারণা পরিকল্পনায় সাদ্দাম হোসেন অতুলনীয়। ইরাকের নষ্ট হয়েছে কিছু প্লাস্টিক মডেল ট্যাংক এবং বিমান। বলতে বলতে গর্বিত ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন রশিদ, যেন সাদ্দামের কত বুদ্ধি। বললাম - টাইগ্রীস নদীর উপর বহু খন্ডিত বিশাল ব্রিজের ভাঙা দেহটাও কি প্লাস্টিক মডেলের? আমার কথা শুনে ক্যাপ্টেন রশিদ একটু থতমত খেল কিন্তু জবাব এড়িয়ে গেল। তবে হ্যাঁ, সাদ্দাম হোসেন গর্বিত ভঙ্গিতে এখনও তাঁর পদাতিক বাহিনীর সাফল্যের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর কথায় মনে হয় তাঁর পদাতিক বাহিনী বিশাল, বেপরোয়া, দুর্জেয়। তিনি বলেছেন - অ্যালাইড ফোর্স এখনও তাঁর বাহিনীর মুখোমুখি হতে সাহস পাচ্ছে না।

আমেরিকায় নিযুক্ত কুয়েতের দূত দেখা করেছেন জেমস বেকারের সাথে। জানিয়েছেন কুয়েত আমেরিকাকে ১৩.৫ বিলিয়ন ডলার আর্থিক সাহায্য দেবে। সাথে সাথে তিনি যোগ করেছেন - আমেরিকা কুয়েত মুক্তির ব্যাপারে যা করছে সে তুলনায় এ সাহায্য কিছুই নয়।

২৬ জানুয়ারি ১৯৯১

যে বিখ্যাত ক্ষেপণাস্ত্র নামক জুজুর ভয় বারবার ইরাক সবাইকে দেখিয়েছে এবং বলব সত্যি সবাইকে আতংকিত করেছে, যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সামরিক এবং বিশেষতঃ বেসামরিক ব্যক্তিবর্গকে, তারা দু'টো নামে ইরাকে পরিচিত, আল হোসেন এবং আল আব্বাস। এরা মূল স্কাডের পরিবর্তিত রূপ। আল আব্বাসের ফিউজিলেজ ১.৩ মিঃ লম্বা যার ফলে এটা বেশি জ্বালানি এবং কিছু বড় ওয়ার হেড বহন করতে সক্ষম। আল হোসেন অবশ্য এর কিছুটা বিপরীত। এটার ওয়ারহেড ছোট যাতে করে বেশি দূরত্বে আঘাত হানতে পারা যায়। আল আব্বাস ১০০ হতে ৩০০ কেজি ওজনের ওয়ার হেড বহনে সক্ষম, যদি মিসাইল ছোড়ার পর নির্ধারিত পথের বাইরে যেতে থাকে তবে পথেই ধ্বংস হয়ে যাবে এটা। পরীক্ষামূলক ভাবে এগুলো ৭৩০ কিঃ মিঃ দূরের লক্ষ্যবস্তুতে সফল ভাবে ছোড়া হয়েছে।

কিন্তু যুদ্ধ মানে শুধু কয়েকটা ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া নয়। ব্যাপক এবং বেপরোয়া সম্মিলিত বাহিনীর অব্যাহত বিমান ও মিসাইল আক্রমণে ইরাকী বাহিনী তুলাধুনা হয়ে যাচ্ছে। আকাশে কোয়ালিশন ফোর্স বাধাহীন, নির্ভয়। এতদিনে কোয়ালিশন বাহিনী মাত্র ২০টি বিমান হারিয়েছে। কিন্তু ভাসছে তৈল উপসাগরে, যার ব্যাপ্তি ১০

www.pathagar.com

উপসাগরীয় যুদ্ধের আতঙ্ক - ভ্রাম্যমাণ স্কাড মিসাইল

মাইল লম্বা ও কয়েকমাইল চওড়া। যেন কোন ভাসমান দ্বীপ, বাতাসের টানে ভেসে আসছে দক্ষিণে সৌদি উপকূল বরাবর। ইতোমধ্যেই আমাদের এখানে খবজির ডিস্যালাইনেশন প্লান্ট বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। জুবেলের ডিস্যালাইনেশন প্লান্ট খুবই বড়। দৈনিক ৮ লক্ষ গ্যালন পানি পাম্প করতে সক্ষম এ পাম্প এবং পুরো রিয়াদ অঞ্চলকে পানি সরবরাহ করে এটা। এ পাম্প রক্ষার চিন্তায় সৌদি কর্তৃপক্ষ গলদঘর্ম হচ্ছে। মৃত্যুর প্রহর গুনছে অসংখ্য সামুদ্রিক পাখি। মাছের খাবার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নষ্ট হল সৌদি আরবের কোটি ডলারের চিংড়ি প্রকল্প। ইরাক এবং আমেরিকা পরিবেশ দূষণের জন্য একে অপরকে দোষারূপ করছে। প্রথমে ভাবলাম মার্কিনী ভুল বিমান হামলায় তৈলাধার বিধ্বস্ত হবার ফলেই এই বিপর্যয়। পরে জানলাম সত্য ঘটনা। কুয়েতের ভূমি থেকে ১০ মাইল সাগরের অভ্যন্তরে লোডিং ডক কুয়েতের সম্পতি। এর বাল্বব খুলে দিয়েছে ইরাক। ফলে দৈনিক একলক্ষ ব্যারেল ক্রুড অয়েল সাগরে গড়িয়ে নামছে এখান হতে। এ ছাড়াও আল আহমদিতে কুয়েতের পাঁচটি ট্যাংকারে তিন মিলিয়ন গ্যালন রক্ষিত তেলের বাল্বও খুলে দিয়েছে ইরাক। সম্ভবতঃ মার্কিন উভচর আক্রমণ প্রতিরোধ করার ইচ্ছা ইরাকের। বোঝা যাচ্ছে এতদিনে ইরাক আতঙ্কিত। মনে হয় ইরাক যে ভূমি যুদ্ধের জন্য বারবার হুঙ্কার ছাড়ছিল, সেটা এখন আর ওদের কাছে ততটা কাংখিত নয়।

www.pathagar.com

গতকালও ইসরাইল এবং রিয়াদে স্কাড হামলা করেছে ইরাক, ইসরাইলের তেমন কোন ক্ষতি হয়নি - তবে রিয়াদে একজন সৌদি নাগরিক নিহত হয়েছে এবং আহত ৩০ জন। এতদিনে বাদশাহ ফাহাদের ক্রোধ বোঝা যাচ্ছে তাঁর বিবৃতিতে। তিনি বলেছেন - ইসরাইল যুদ্ধে নামলেও তাঁর আপত্তি নেই। কিন্তু ইসরাইলী প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোশে শ্যারণ বলেছেন - তাঁরা বার বার ইরাকী উস্কানির মুখেও যুদ্ধে জড়াবে না। দরকারই বা কি? তাদের যুদ্ধ করে দিচ্ছে অন্যে, বিরাট সম্মিলিত শক্তি। কিন্তু জর্দান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে ইরাকের সমর্থক আছে প্রচুর এখনও। আছে ইরানেও। সেখানকার উগ্রপন্থীরা ইরাকের হয়ে যুদ্ধ করতে চেয়েছে যা ইরান সরকার নাকচ করে দিয়েছে এক কথায়।

গিয়েছিলাম অধিনায়কের সাথে আমাদের এ ডি এস দেখতে। ওরা ৮ম সৌদি ব্রিগেডের সাথে মরুভূমিতে। ওখানে আন্তর্জাতিক টেলিফোনের সুবিধা আছে, কাছাকাছি আর কোথাও নেই। পথে পথে দেখতে পেলাম সীমান্ত অভিমুখী লম্বা কনভয়, স্থল বাহিনী এগিয়ে যাচ্ছে পরিকল্পনা মাফিক, স্থল যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং স্থান পরিবর্তন। হতে পারে শত্রুর চোখে ধুলা দেবার জন্য এ আরেক কৌশল। এখন আমরা আমাদের গাড়ির ছাদে কমলা রঙের ২ X ৩ চাঁদোয়া লাগাই যাতে বন্ধু বিমান ভুল করে আক্রমণ না করে বসে। দেখলাম একটা খুব প্রয়োজনীয় খারাপ রাস্তা, মার্কিন ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটেলিয়ন তৈরি করে নিচ্ছে। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা লাগল। ফিরেই ধরলাম ক্যামকে। বললাম - ভয়ের কথা বলবে নির্ভয়ে। বলল - আকাশ ভাল থাকলে ইরাকী আক্রমণের আশংকা কম। ওকে টেনে বাইরে নিয়ে গেলাম। বললাম - দেখ শালা, আকাশের প্রত্যেকটা তারা তুমি গুনতে পারবে। ও হেসে বলল - সাগরের দিকে তাকাও। দেখলাম আলোয় ঝলমলে একটা বড় জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। বলল - ওটার স্যাটেলাইট কাজ করলে প্রত্যেকটা আক্রমণের স্থান নির্দিষ্ট এবং ধ্বংস করা যাবে। যদি ওদের সাহস থাকে আক্রমণ করুক। তবে মনে হয় এই পরিষ্কার আবহাওয়ায় ইরাকীরা ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়বে না। রাতে শান্তিতে থাকতে পারবো গত দশ রাত কেউ একথা একবারও বলেনি। বলার কথাও নয় কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে থাকতে হবে সদাসতর্ক। তবু মন খুশিতে নাচছিল। এসে নিশ্চিন্ত মনে খেতে লেগে গেলাম।

আজ আবার ইরাকের অকুতোভয় বিমান বাহিনীর নিশ্চিত পলায়নের খবর আসছে। আকাশে ভাসতে ভাসতে ইরানে পারি দিয়েছে ছ'টি যুদ্ধ বিমান। জরুরী অবতরণ করেছে ওগুলো সেখানে। ইরান অবশ্য তার নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছে। বলেছে - যাদের বিমানই আমাদের দেশে আসুক যুদ্ধ বন্ধের আগে আর ওগুলো ফেরত দেয়া হবে না। তবে ইরাক এগুলো ফেরত নেয়ার জন্য কূটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আসলে মনে হচ্ছে, হয়ত ইরাকের পরাজয়ের ইশারা শুরু হয়ে গেছে।

যুদ্ধের পাশাপাশি জোট নিরেপেক্ষ দেশগুলো কূটনৈতিক উদ্যোগ চালিয়ে যাচ্ছে। ইরানের প্রেসিডেন্ট দিল্লীতে। দিল্লী কথা বলেছে যুগোশ্লাভিয়ার সাথে। পাকিস্তানের

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী আম্মান হয়ে এখন মিশরে। নেওয়াজ শরীফের বক্তব্য পরিষ্কার, তাঁর হাতে নতুন কোন পরিকল্পনা নেই। যুদ্ধ বন্ধ হতে পারে যদি সাদ্দাম হোসেন কুয়েত ত্যাগ করেন এবং দুঃখের বিষয় সাদ্দাম হোসেনের আচরণে পূর্ণ পরাজয়ের আগে কুয়েত ছাড়ার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

জর্দান তার ইরাক সীমান্ত খুলে দেবার জন্য ইরাকে দূত পাঠিয়েছে। সেখানে প্রায় পাঁচ হাজার শরনার্থী খোলা আকাশের নিচে মানবেতর জীবন যাপন করছে। কিছুদিনের মধ্যে এই শরনার্থী আরো বাড়বে - বাড়বে সাধারণ মানুষের দুঃখ। জর্দান অবশ্য জাতিসংঘ এবং রেডক্রসের সহায়তায় এদের সাহায্য করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

২৭ জানুয়ারি ১৯৯১

ভোর আড়াইটা। কোথাও কোন শব্দ নেই। হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠল সাইরেন। ধড়মড় করে উঠে আত্মরক্ষার অনুশীলন করলাম। দেখলাম আকাশের হাসিখুশি ভাব নেই। বার বার ঢেকে যাচ্ছে চাঁদ মেঘের আড়ালে। টিপ টিপ করে নামল বর্ষা - তবে আজ আর বাতাস নেই। একটু পরেই শুনলাম ইরাক হতে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয়েছে - আল হোসেন, তবে লক্ষ্য আমরা নই। তেল আবিবে চারটি, হাইফা বন্দরে একটি, আর সৌদি আরবের রিয়াদে একটি। কোথাও কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

যুদ্ধের তীব্রতা যেন একটু কম মনে হচ্ছে। রাত্রে সম্মিলিত বাহিনীর যুদ্ধ বিমান মাত্র একশত বার আঘাত হেনেছে ইরাকের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে। তুরস্ক তার বিমান বন্দর যুদ্ধ বিমানের ব্যবহারের জন্য অব্যাহত রেখেছে। যুদ্ধে বসরার পবিত্র স্থানগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইরাক এজন্য মার্কিন আক্রমণকে দোষারূপ করেছে আর মার্কিনীরা এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে। সি এন এন সাংবাদিক ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করে বলেছেন - বেসামরিক ক্ষয়ক্ষতি ব্যাপক তবে পবিত্র স্থানসমূহ অক্ষত রয়েছে।

হ্যাঁ, তবে তেলের ভাসমান দ্বীপ ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মত সৌদি উপকূল বরাবর এগিয়ে আসছে যেন সব কিছু লন্ডভন্ড করে দেবে। যুক্তরাষ্ট্র একদল পরিবেশ বিজ্ঞানী পাঠিয়েছে সৌদি আরবে। তারা এ এলাকা পরিবেশ দূষণ হতে রক্ষা করতে উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করবে। ইতোমধ্যেই জুবেলের ডিস্যালাইনেশন প্লান্ট রক্ষা করতে তেলের গতিপথে ভাসমান ভেলা ব্যবহার করা হয়েছে।

জেমস বেকার বলেছেন - ইরানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক না থাকলেও তারা যুদ্ধে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করবে। ইরানে এখন পর্যন্ত ইরাকী বারটি যুদ্ধ বিমান, বারটি পরিবহন বিমান এবং একটি সতর্ক করণ বিমান আশ্রয় নিয়েছে। এগুলো নিরাপত্তার কারণে না দলত্যাগ করে ইরানে গেছে তা এখনই বোঝা যাচ্ছে না।

www.pathagar.com

যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করতে সৌদি আরব আমেরিকাকে ১৩.৫ বিলিয়ন ডলার দেবে বলে ঘোষণা করেছে। মার্কিনীরা তাদের মুল্লুকে যুদ্ধের বাজেটে আরো ৪ হাজার কোটি ডলার চেয়েছে। এজন্য আমেরিকার জনগণকে অতিরিক্ত কর দিতে হতে পারে, তবে সরকারের এ বোঝা থেকে জনগণকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে সেখানে।

যুদ্ধ চলছে আর যুদ্ধ থামাতে সাধারণ জনগণের মধ্যে জাগরণ দেখা যাচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। খোদ আমেরিকায় হোয়াইট হাউজের সামনে ৭৫ হাজার লোক যুদ্ধ বিরোধী বিক্ষোভে অংশ নিয়েছে। অন্যান্য স্টেটে প্রতিবাদের ভাষা আরো তীব্র। আমেরিকা ছাড়িয়ে ইউরোপে চোখ মেলে তাকালে দেখা যাচ্ছে সেখানেও প্রতিবাদের ভাষা তীব্রতর হচ্ছে। ইতালি, ফ্রান্স এবং ব্রিটেনে যুদ্ধের বিপক্ষে জনমত গড়ে উঠছে ক্রমশ। বার্লিনে একলক্ষ লোক যুদ্ধ বিরোধী বিক্ষোভে অংশ নিয়েছে কিন্তু আজ যুদ্ধের স্বপক্ষেও কথা বলেছে একদল লোক। আমেরিকা জার্মানীর আচরণে রীতিমত উস্মা প্রকাশ করে বলেছে - প্রয়োজনে আমেরিকা ইউরোপের পাশে দাঁড়িয়েছে কিন্তু আমেরিকার প্রয়োজনে তাদের আচরণ আশানুরূপ নয়। বিক্ষোভ হচ্ছে এশিয়ায়। ভারতে মুসলমানদের যুদ্ধ বিরোধী বিক্ষোভে হিন্দুদের হামলায় ছ'জন নিহত হয়েছে। এর মাঝে ইরান হাজির হয়েছে নতুন শান্তির প্রস্তাব নিয়ে, ইরাক কুয়েত হতে সৈন্য প্রত্যাহার করবে এবং সাথে সাথে বহুজাতিক বাহিনী উপসাগরীয় এলাকা ছেড়ে চলে যাবে, আর ইসরাইলে রাশিয়া হতে ইহুদীদের আসা বন্ধ করতে হবে। তবে এ প্রস্তাবের দিকে কেউ তেমন কোন গুরুত্ব দিচ্ছে না।

এখানে আবহাওয়া আজ খারাপ কিন্তু মাথার উপর ছুটন্ত ফাইটারের গর্জন শুনতে পাচ্ছি থেকে থেকে। ইরাকের একটা সিল্ক ওয়ার্ম ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি ধ্বংস করা হয়েছে। আজ ফ্রান্সের বিমান বাহিনী আক্রমণে অংশ নিচ্ছে না কারণ ওরা এ আবহাওয়ায় যুদ্ধ করতে অভ্যস্ত নয়।

যুদ্ধে ইরাকের ক্ষয়ক্ষতির ইংগিত পাওয়া যায় তারিক আজিজের একটি খোলা চিঠির ভাষায়। সেখানে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন - ইরাকের ক্ষয়ক্ষতির জন্য পেরেজ দ্য কুয়েলার সরাসরি দায়ী এবং আমেরিকা জাতিসংঘের লেবাজে ইরাকের ধ্বংস সাধন করে যাচ্ছে।

২৮ জানুয়ারি ১৯৯১

আমাদের ডরমিটরি থেকে সোজা উত্তরে তাকালে উত্তর-পশ্চিম, পূর্ব-দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে দেখা যায় মেঘের ভারি পর্দা ঝুলে আছে। সূর্যের আলো ঐ ভারি পর্দা ভেদ করে আমাদের কাছে পৌঁছছে না। আসলে এটা কোন মেঘ বা

www.pathagar.com

ঝঞ্ঝার আলামত নয়, তেল পোড়া ধোঁয়ার ভারি স্তর বাতাসের ধাক্কায় ভেসে চলেছে বাতাসের গতি পথ ধরে। পূর্বে শান্ত সাগরের উপর দিয়ে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু দেখা যাচ্ছে ধোঁয়ার ভারি স্তর। হাঁটতে হাঁটতে সাগরের বালুকা বেলায় যেয়ে দেখি পানির রঙ বদলে গেছে। তার উপর মহা আস্ফালনে ভাসছে রাশি রাশি তেল। সাগরের

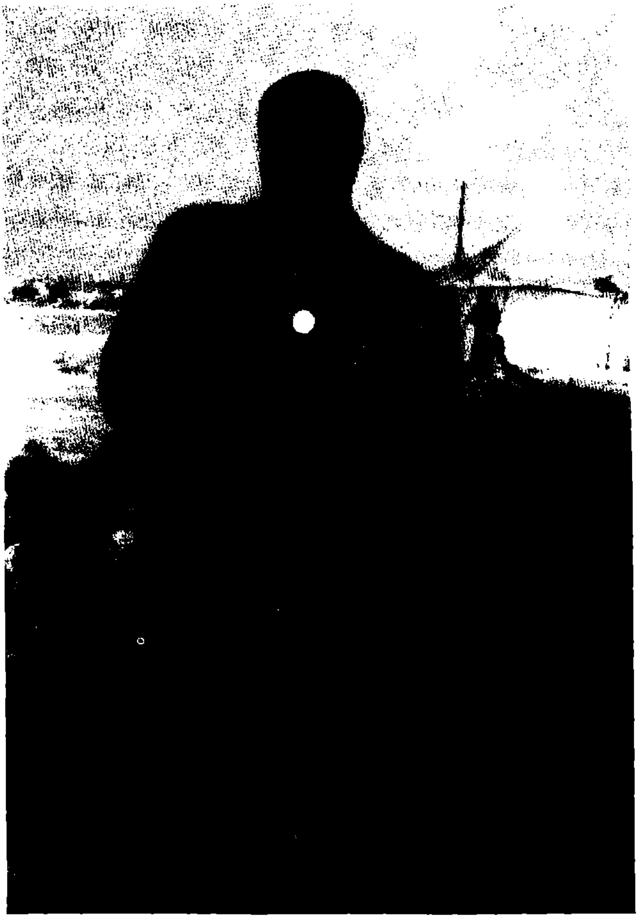

আমাদের ক্যামেরায় চোখে রাস মিসহাবের সমুদ্র সৈকতের ক্লান্ত পাখি

পানি যেখানে ছিল পাখির জলকেলীতে ব্যস্ত, আনন্দে কণ্ঠ ছেড়ে গাইত গান, সেখানেই অসহায়য়ের মত আছড়ে পাছড়ে বাঁচার জন্য আর্তরব ছাড়ছে ওরা। দেখতে আর ভাল লাগল না মানুষের জিঘাংসার বলি। আমাদের অফিসারদের মধ্যে অতি উৎসাহী দু'একজন সাগর পারে যেয়ে অসহায় পাখির ছবি তুলল।

www.pathagar.com

মানুষের নিষ্ঠুরতার নিরব সাক্ষী - উপসাগরে মৃত্যুর প্রহর গুনছে ক্লান্ত পাখি

গতকয়দিন ধরে একাধারে সাগরে তেল ছেড়েছে ইরাক। আমেরিকা অবশ্য গতরাতে অনেক হিসাব নিকাশ করে লেসার গাইডেড মিসাইল ছুড়ে তেলের বাল্ব বন্ধ করার চেষ্টা করেছে। ফলাফল ঠিক এই মুহূর্তে আন্দাজ করা যাচ্ছে না তবে মার্কিনীরা দাবী করেছে যে, বাল্বব থেকে আর তেল বেরুচ্ছে না। তবে সাগরে ভাসছে ৩৫ মাইল দীর্ঘ এবং ১০ মাইল প্রস্থ একটি পুরু তেলের স্তর, জ্বলছে ওটা ভয়াবহ এক দুঃস্বপ্ন হয়ে, ভেসে চলেছে বাতাসের টানে। নরওয়ে অবশ্য সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে এই দুরাবস্থায়। মার্কিন পরিবেশবিদরা এখন সৌদি আরবে। প্রচুর তেল ইতোমধ্যেই পাম্প করে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। জুবেলের ডিস্যালাইনেশন প্লান্ট রক্ষা করার প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। এখন পর্যন্ত ওটার কোন ক্ষতি হয় নি।

ইরাক বলেছে - গতরাতে ওদের উপর অন্ততঃ ২৮৮ বার বিমান হামলা হয়েছে। এখনও ব্যাপক বিমান হামলা অব্যাহত রয়েছে। ইরাকের যে দু'টো শহর এই মুহূর্তে বিস্ফোরণের আঘাতে কাঁপছে তার মধ্যে অন্যতম হল বসরা।

নেওয়াজ শরীফের মিশন ব্যর্থ হয়েছে বোঝা যায়। তিনি আজ ছ'দিন ধরে মধ্যপ্রাচ্যে বিভিন্ন নেতাদের সাথে কথা বলেছেন। দেখা করেছেন বাদশাহ ফাহাদের সাথেও। তিনি একটা ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের উপর জোর দিচ্ছিলেন এবং বলেছেন,

www.pathagar.com

কুয়েত হতে চলে গেলে সেখানে জাতিসংঘ বাহিনীর তত্ত্বাবধানে মুসলিম বাহিনী সবকাজ তদারকি করবে।

মালয়েশিয়া এতদিন পরে মুখ খুলেছে। তাদের উপপররাষ্ট্র মন্ত্রী বলেছেন - ৬৭৮ নং জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব শুধুমাত্র কুয়েতকে মুক্ত করার জন্যে শক্তি প্রয়োগ করতে বলা হয়েছে কিন্তু এখন নির্বিচারে সব জায়গায় শক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে। কাজেই অনতিবিলম্বে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক ডাকা দরকার। জাপানও যুদ্ধ খাতে তাদের আর্থিক সাহায্য প্রদানের ব্যাপারে অভ্যন্তরীণ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

বুশ বলেছেন - তাঁর উদ্দেশ্য ইরাকের ধ্বংস নয় বরং কুয়েতের মুক্তি, কিন্তু টমকিন যে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন তাতে তিনি ভবিষ্যতেও এ অঞ্চলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কথা বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন - ইরাকের শক্তিকে এমন একটা পর্যায়ে নামিয়ে আনতে হবে যাতে ভবিষ্যতে তারা আর কারো জন্য হুমকি হয়ে না দাঁড়ায়।

ইতোমধ্যেই ঊনসত্তরটি ইরাকী বিমান ইরানে আশ্রয় নিয়েছে। ইরান এ সংখ্যাকে অস্বীকার করেনি। তাতে বোঝা যায় ইরানে পালানো বিমানের সংখ্যা সঠিক। আমাদের প্রাণোচ্ছল কর্মঠ রেডিওলজিস্ট মেজর আঃ কুদ্দুস গিয়েছিল ১ ইস্ট বেংগলের অবস্থানে। সেখানে ওরা ভাল আছে। যুদ্ধের আলামত ওদের স্পর্শ করেনি। সেখানে শুনে এসেছে যে, প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম তাঁর বিমান বাহিনী প্রধানকে হত্যা করেছে। অপরাধ - সম্মিলিত বাহিনীর আক্রমণের মুখে ইরাকী বিমান বাহিনীর ব্যর্থতা। সন্ধ্যায় মেজর ক্যামকে বললাম - এ খবরের সত্যতা যাচাই করে দাও। ও বলল - আগামীকাল। ইরানে বিমান ভাগার ব্যাপারে সতর্ক মার্কিনী হিসাবে মেজর ক্যামের ধারনা একটু ভিন্ন। ও বলল - এর পিছনে কোন চাতুরিও থাকতে পারে। হয়ত স্থল যুদ্ধের সময় তারা এ বিমানগুলো ব্যবহার করার চেষ্টা করবে। মেজর ক্যামের যুক্তি, এ অঞ্চলে ইরানের মত আমেরিকাকে কেউ অপছন্দ করে না। কাজেই স্থল যুদ্ধের সময় এ বিমানগুলো ব্যবহারের অনুমতি ইরান দিয়েও দিতে পারে। ইরাক ইতোমধ্যে ভূমিতে দাঁড়ান অবস্থাতেই হারিয়েছে পঞ্চাশখানা যুদ্ধ বিমান। আকাশ যুদ্ধে হারিয়েছে আরো বেশ কয়েকখানা। ইরাক অবশ্য কালকের বিমান যুদ্ধে কোয়ালিশন ফোর্সের আরো চারটি বিমান কিংবা মিসাইল ধ্বংসের দাবি করেছে।

সিন্ধির অধিবাসী ক্যাপ্টেন রশিদ মাঝে মধ্যে আচরণে অদ্ভূত, গুজবে পাকা, তিলকে তাল করতে ওর কোন জুড়ি নেই। হঠাৎ নতুন এক গুজবের জন্ম দিল সে। বলল - ইসরাইলীরা সৌদি আরবের বিমানবন্দর ব্যবহার করে ইরাকের উপর বিমান আক্রমণ চালাচ্ছে। বললাম - তুমি বুঝলে কেমন করে? ও বলল - এ সহি বাত হায়। পরে শুনলাম ইরান রেডিও এ খবরের পরিবেশক। যুদ্ধ শুরুর ২/৪ দিনের মধ্যেই এরা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শতাধিক সৈনিকের নিহত হবার খবর পরিবেশন

www.pathagar.com

করেছিল। ফলে হতাশা এবং আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল আমাদের ফেলে আসা আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে। সম্মিলিত বাহিনী অবশ্য ইসরাইলী বিমান বাহিনীর যুদ্ধে অংশ গ্রহণের কথা দৃঢ়তার সাথে অস্বীকার করেছে। কিন্তু গোয়েবলস এর রিস্তাদার ক্যাপ্টেন রশিদকে এ কথা বুঝাবে কে? তার কাছে ইরানের প্রত্যেকটা বক্তব্যই সত্য। তবে ওকে মাঝে মধ্যে বলতে শুনেছি - ইরান এক নম্বর লায়ার।

রাত নেমেছে মরুতে। কোমল আলো ছড়াচ্ছে চারিদিকে চাঁদ। মরুর বালুতে চাঁদের স্নিগ্ধ আভা যেন আরো বহুগুণে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। চাঁদের এত রূপ বাংলার মাটিতে যেন গাছের ছায়ায় ঢাকা পড়ে যায়। বুঝলাম আজকে শান্তিতে ঘুমাতে পারব। কারণ প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে ইরাক তার মিসাইল নিয়ে এত পরিষ্কার আবহাওয়ায় আর যুদ্ধ যুদ্ধ খেলায় মেতে উঠবে না।

২৯ জানুয়ারি ১৯৯১

ঘুম ভেঙেছে আমাদের খোশ মেজাজে। গতরাতে আর ইরাকের ফ্রগম্যান আমাদের জ্বালাতন করেনি। ক্যাপ্টেন রশিদের নাসিকা গর্জন রীতিমত বিপজ্জনক। সরোদের মিষ্টি সুর নেই সেখানে। কালকে মনে হয়েছিল নায়গ্রার প্রচন্ড গর্জন বুঝি এসে ভর করেছে এখানে। যাহোকে, ভোর বেলা নাস্তার টেবিলে কলিগরা বেশির ভাগই হাজির। আমরা একত্রিত হলেই হালচাল নিয়ে যথেষ্ট কথাবার্তা হয়। মেজর শওকত এক হুঙ্কারে টেবিল কাঁপিয়ে দিলেন, এবার সাদ্দাম সব শেষ করে দেবে, দেখি কি কর। কথা শুনে মনে হল উনি সাদ্দাম হোসেনের হাল ধরে বসে আছেন আর আমি ইরাক নামক তরীর পাল ধরেছি। বললাম - কি শেষ করে দেবে? উনি বললেন - গত রাতে সাদ্দাম ইরাকী রেডিওতে বলেছেন, তাঁর ধৈর্য শেষ হয়ে গেছে। বললাম - ভাল, উনি কি দিয়ে শেষ করবেন? তাঁর কি আণবিক বোমা আছে? মেজর শওকত বিরাট আত্মবিশ্বাস নিয়ে বললেন - নিশ্চয়ই একটা কিছু আছে, তা না হলে এত সাহস পায় কোথা থেকে? তাঁর কথা শুনে মনে হচ্ছিল, সাদ্দাম হোসেন আমাদের খাবার টেবিলে চাপড়ে আমাদেরকেই ধমকাচ্ছেন। জানি ইরাকের জীবাণু অস্ত্র আছে যা ব্যবহার করলে পৃথিবীতে প্রায় অনুপস্থিত কিছু রোগে আমরা আক্রান্ত হয়ে মারা যেতে পারি - যেমন অ্যানথ্রাক্স, যাতে হবে জ্বর, শ্বাস কষ্ট এবং শক। বিনা চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যুর হার ৮০ - ৯০%। বটুলিজম, যার ফলে রোগীর শরীর অবশ এবং শ্বাস ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে। বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর হার ৬০ - ৭০%। প্লেগ, এক সময়ের আতঙ্ক যা জ্বর এবং দ্রুত প্রচন্ড শ্বাস কষ্ট ঘটাবে, এর মৃত্যুর হার ৬০ - ৭০% ভাগ। আর আছে টুলেরিমিয়া, যার ফলে জ্বর, শরীরে কাঁটা দেয়া এবং শ্বাস কষ্ট হবে। মৃত্যুর হার প্রায় ৬০% ভাগ। আরও আছে রাসায়নিক অস্ত্র যার ব্যবহারে

www.pathagar.com

শতকরা দুই ভাগ সৈন্য আক্রান্ত হতে পারে কিন্তু এগুলো ব্যবহারের সুযোগ ইরাক পাবে বলে মনে হয় না। হিটলারের মত মরিয়া হয়ে কিছু একটা করে বসলে ইরাককে আণবিক বোমার আক্রমণের ঝুকি নিতে হবে, যার অর্থ ইরাকের সম্পূর্ণ বিনাশ। তখনকি সাদ্দাম হোসেন লজ্জা ঢাকতে আত্মহত্যা করবেন!

যে সাদ্দাম হোসেনের কথায় এত আত্মপ্রত্যয় দেখতে পাচ্ছি তাঁর একশতেরও অধিক বিমান এখন শান্তির আশ্রয় হিসাবে ইরানকে বেছে নিয়েছে। ইরান অবশ্য এতগুলো বিমানের তাদের দেশে আশ্রয়ের কথা স্বীকার করছে না। ভাসছে তেল সাগরে আর কূলে, ইরাকে এবং কুয়েতে চলছে বিরামহীন সম্মিলিত বিমান বাহিনীর অবিরাম আক্রমণ। ইতোমধ্যেই আক্রমণ কালে ক্ষতিগ্রস্ত বিমান হতে প্যারাসুট পরে লাফিয়ে নামা পাইলটদের ইরাকের অভ্যন্তর হতে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে সম্মিলিত বাহিনী। ইরাক তা রুখতে পারেনি। আমাদের এখানে ধারণা করা হচ্ছে বিশাল আকারের যুদ্ধবন্দী হবে স্থল যুদ্ধের সময়। তাদের বাসস্থান, খাওয়া ও চিকিৎসার ব্যাপারে নতুন পরিকল্পনা করছেন কর্তৃপক্ষ। এখন সৌদি আরবের ভূমিতে ১৫০ জনের মত ইরাকী যুদ্ধবন্দী রয়েছে।

ইরাক তার দীর্ঘ দিনের মিত্র ভারতের আচরণে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। কারণ আর কিছুই নয়, ভারত তার বোম্বাইয়ের বিমান বন্দরে মার্কিন সামরিক পরিবহন বিমানকে রিফুয়েলিং করার সুযোগ দিচ্ছে। ইতোমধ্যেই মার্কিন সি -১৪১ পরিবহন বিমানের ৩০ টিরও বেশি এ সুযোগ পেয়েছে। ভারত অবশ্য বলেছে যে, তাদের এ সহায়তা পূর্ব হতেই চালু ছিল।

ইরাকের গোয়ার্তুমির নমুনা আবারও দেখা যাচ্ছে। জর্দান সীমান্তের কাছে খোলা আকাশের নিচে জীবন ভয়ে ভীতু লোকদেরকে বাগদাদ হতে ভিসা এনে জর্দানে প্রবেশ করতে বলা হয়েছে। এখানে খাদ্য ও বস্ত্রহীন অবস্থায় পৌঁছেছে বেশির ভাগ শরণার্থী। তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে। বেশি দিন এদেরকে এখানে ধরে রাখলে এরা অনেকেই মৃত্যুর ছোঁয়া অনুভব করবে। সাদ্দাম হোসেন বাগদাদের উপকণ্ঠে সাধারণ একটা বাড়িতে সি এন এন সংবাদ দাতাকে সাক্ষাত দান করছেন। তিনি বলেছেন - তার মিসাইল জীবাণু, রাসায়নিক এবং আণবিক অস্ত্র বহনে সক্ষম। যদি সম্মিলিত বাহিনী প্রচলিত অস্ত্র ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র ব্যবহার করে তা হলে তিনি ঠিক সেই অস্ত্রের ভাষাতেই কথা বলবেন। তিনি বলেছেন - যদিও অনেক রক্তপাত হবে, তবু বিজয় হবে ইরাকেরই।

সন্ধ্যা লাগার আগেই আমরা ভারি গোলার আওয়াজ পাচ্ছি। কালকে ব্রিটিশ বাহিনী ১১ মিনিটে পঁচাত্তর রাউন্ড গোলা নিক্ষেপ করে ইরাকের একটি গুদামঘর নিশ্চিহ্ন করেছে। আজকেও আবহাওয়া ভাল আর ভাল আবহাওয়াতেই অ্যালাইড ফোর্স সফল আক্রমণ পরিচালনা করে, আর ইরাকীরা মিসাইল ছোড়ার দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগে চিহ্নিত হবার ভয়ে।

www.pathagar.com

৩০ জানুয়ারি ১৯৯১

গতরাতে একটু আগে ভাগে শুয়েছিলাম। রাত পৌনে এগারটার দিকে বিকট আর্তনাদ করে বেজে উঠল সাইরেন। ট্রেঞ্চে আশ্রয় নেয়ার পরে অপেক্ষা করেছিলাম মিসাইল বিস্ফোরণের। প্রায় আধঘন্টা পার হয়ে গেল। কি আর করা, ক্যাপ্টেন রশিদ আর আমি বের হলাম আশ্রয় ছেড়ে। দেখি সাগরের উপর দিয়ে খুব নিচু হয়ে দল বাঁধছে একঝাক অ্যাপাচি চপার। পশ্চিমেও দেখলাম আর এক ঝাঁক, সংখ্যায় দুই দলে দুই ডজনের কম নয়। তবে চাঁদের আলোয় এদের সংখ্যা সঠিক বোঝা যাচ্ছিল না, অগ্রসর হচ্ছে খবজির দিকে। দেখলাম ছুটাছুটি করছে সৌদি সৈনিকরা। ঘুমাবার আগে সৌদি অফিসার লেঃ আজিমের সাথে কথা হয়েছিল, ও ফিরছিল মাইন শিকার করে। তেমন কোন বিশেষ ঘটনার ইঙ্গিত আমরা জানিনা। দেখি লেঃ ফাহাদ হাঁটছে। এক পা ডাইনে গেলে দ্বিতীয় পা বামে যায়। খুব পাতলা, মনে হয় বাতাসের ধাক্কায় আছাড় খাবে। ওকে খুব ভীতু মনে হল। জিজ্ঞেস করলাম - সমস্যা কি? ও প্রথমে মুখে আংগুল তুলে হিস হিস করে উঠল অর্থাৎ চুপ, কেউ শুনতে পাবে। বললাম - কাছাকাছি শুধু আমরাই, কোন শত্রু নেই। ও কথা বলল একজন ছুটন্ত সৌদি নৌ সেনার সাথে। তারপর আবার কানের কাছে মুখ এনে বলল - ইরাক খবজি দখল করে নিয়েছে। বুঝলাম ওর আতঙ্কের কারণ। কোয়ালিশন ফোর্সের অগ্রসর দল

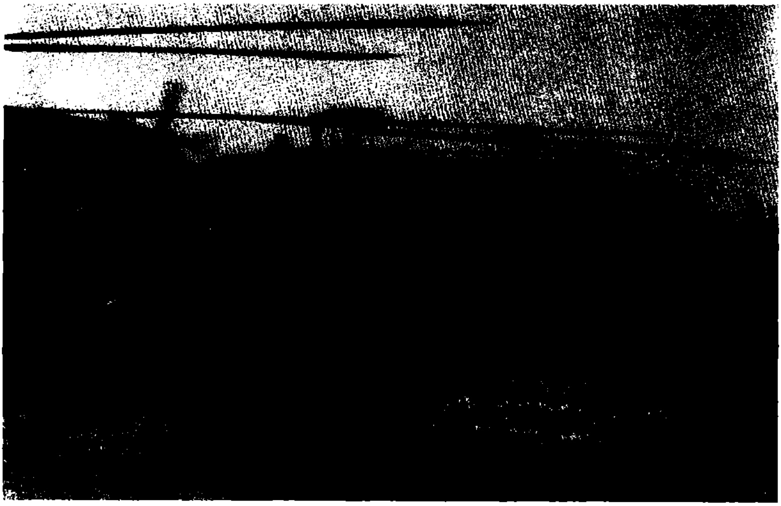

আক্রমণে যাচ্ছে একদল ব্লাক হক হেলিকপ্টার

www.pathagar.com

ইরাকীদের গতিরোধ করার চেষ্টা করছে। ব্যাস - ফাইটারের ছুটাছুটি, চপারের গম গম আওয়াজ আর বিস্ফোরণের শব্দের মাঝে রাত কাটল।

যুদ্ধক্ষেত্রে মেডিক্যাল কোরের ভূমিকা যুদ্ধাহতকে যথাযথ চিকিৎসা প্রদান করা। সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া নয়, তবে নিজ অবস্থানে শত্রু হামলা করে দিলে তখন নিজ প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা তাদের দায়িত্ব। আমরা অপেক্ষা করছিলাম কখন রোগী আসা শুরু হবে। রাত শেষ হল। ভোরের প্রথম আলোর সাথে সাথে খবজির দিক হতে ভেসে আসল ভারি কামানের শব্দ। এখন ট্যাংক যুদ্ধ হচ্ছে খবজিতে। ইতোমধ্যেই ইরাকীদের ২০টি ট্যাংক ধ্বংস করা হয়েছে। বেলা এগারটার দিকে সিও আমাকে নিয়ে বেস কমান্ডারের অফিসে গেলেন জরুরী কাজে। এখানকার প্রত্যেকটা অফিসই এখন বালির বস্তা দিয়ে সুরক্ষিত। আমরা অফিসে ঢুকে দেখি বেস কমান্ডার নেই। সেখানে লেঃ আদিব বসা। ও বলল - তোমাদের জন্য আমি কি করতে পারি? বলতে না বলতেই বিস্ফোরণের শব্দে বেস কাঁপতে শুরু করল। সিও হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। লেঃ আদিবকে দেখলাম টেবিল আকড়ে ধরেছে ভারসাম্য রক্ষা করতে। বুঝলাম ইরাকীরা গোলা বর্ষণ করছে খবজি থেকে। সিও'র হাত ধরে টান দিয়ে ছুটলাম অফিসের মধ্যে ট্রেঞ্চের দিকে। ছুটতে ছুটতে পিছন ফিরে দেখি আদিবের ছায়াও নেই। সুড়ুৎ করে ঢুকে গেছে কোন এক ট্রেঞ্চে। আমরা একটা বড় বাংকারে বেশ কয়েকজন সৌদি সৈনিকের সাথে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়ালাম। অল্প সময়ের মধ্যেই বন্ধ হল ইরাকী আক্রমণ। ফিরে এলাম ফিল্ড হাসপাতাল এলাকায় আমাদের

খবজির যুদ্ধে বিধ্বস্ত ইরাকী ট্যাঙ্ক টি - ৬২

www.pathagar.com

ডেরায়। আমাদের একজন সৈনিক বলল - স্যার, আমি গোলা সাগরে পড়তে দেখছি। অনেক উপরে ছলকে উঠেছে পানি। দেখুন, আমার শরীর কাঁপছে।

বিকালে এখানে এলেন ব্রিগেডিয়ার মশহুদ। সিও ভোরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গেলেন তাঁর কাছে, ক্ষেপে গেলেন কমান্ডার। বললেন - শেল রেপ কাকে বলে জান? আরো বললেন - খবজিতে কখনো ইরাকীরা আসতে পারে না, পারবেও না। তোমরা অযথা ভয় ছড়াচ্ছ। খবজি, রিয়াদ, দাহরান সব সমান। উল্লেখ্য কমান্ডার এখন হতে ২৫০ কিঃ মিঃ দূরে দাহরানে থাকেন। মেজর আশরাফ ডি এ এ এন্ড কিউ এম জি, এল এইচ কিউ, আমরা সংক্ষেপে বলি ডি কিউ, সাথে ছিলেন তিনি কমান্ডারের। তাকে বললাম - স্যার, ইরাকীরা খবজিতে আর কমান্ডার বিশ্বাসই করছেন না। ভোরবেলা গোলা বর্ষণ করা হয়েছে এখানে অথচ এখানে ট্রেঞ্চে আমাদের মাথার উপর কোন ঢাকনা নেই। কোন কোন ট্রেঞ্চে আমরা রাস মিসহাবের পথে পড়ে থাকা ভাঙা কাঠের টুকরা বা টিনের আচ্ছাদন দিয়েছি যা পর্যাপ্ত নয়। মেজর আশরাফ আমার কথার জবাব না দিয়ে ম্লান হাসলেন। তবে হতে পারে কমান্ডার আমাদের সাহস অটুট রাখতে হয়ত এমনটা করলেন।

এর মধ্যে মেজর ক্যাম এল। ধরলাম তাকে, বললাম - শেষ খবর বল। ও বলল - খুব ক্ষুধা লেগেছে, খেতে দাও। খাওয়ালাম ওকে রুমে এনে। ক্ষুন্নিবৃত্তির পরে ও বলল - ইরাকীরা এখনও খবজিতে আছে। ওরা অত্যাধুনিক আর্মার্ড ডিভিশন নিয়ে ঢুকেছে। ইরাকীরা যাতে আসতে না পারে সে জন্য গোলন্দাজ ব্যাটারী মোতায়েন করা হয়েছে। দরকারে যোগাযোগকারী সড়ক উড়িয়ে দেবার জন্য মাইন বসান হয়েছে। ওদের হটান কিছুটা সময় সাপেক্ষ। আরো বলল - খবজি ছাড়াও ওয়াফরায় সত্তরটি গাড়ির একটি ইরাকী কনভয় রাস মিসহাবের দিকে মুখ করে প্রস্তুত হয়েছে। সাথে আছে তিন থেকে চার হাজার সৈনিক। ওদের অবস্থান অবশ্য হাই কমান্ডকে জানানো হয়েছে এবং ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। বলল - আজকে তোমরা সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায় থাকবে। রাসায়নিক অস্ত্রের আক্রমণ আসতে পারে রাস মিসহাবে কারণ ওয়াফরার এই বিরাট দলের সবাই এন বি সি স্যুট পরিহিত।

আমাদের কমান্ডার সন্ধ্যা সোয়া সাতটায় রাস মিসহাব ছেড়ে দাহরানের উদ্দেশে রওয়া করলেন।

৩১ জানুয়ারি ১৯৯১

খবজি এখনও ইরাকীরা ধরে রেখেছে। তবে ওদের হাটিয়ে দেবার জন্য ব্যাপক আক্রমণ রচনা করেছে সৌদি আরব, কাতার, বাহরাইন এবং অন্যান্য জি সি সি

দেশের সৈনিকবৃন্দ। এদের সহায়তা দান করছে মার্কিন মেরিন - বিমান আক্রমণ এবং গোলন্দাজ বাহিনী দিয়ে। খবজিতে আক্রমণ রচনায় সৌদি বিমান বাহিনী এফ - ৫ এবং টর্নেডো জেট ব্যবহার করছে। খবজিতে অনুপ্রবেশকারী ইরাকী বাহিনীকে সাহায্যের জন্য অগ্রসরমান একটা বড় আর্মার্ড কলামকে ছিন্ন ভিন্ন করে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

যুদ্ধ মানেই ক্যাজুয়ালটি - খবজির যুদ্ধে আহতদের আনার জন্য এ্যাম্বুলেন্স যাবে। বেস কমান্ডারের ইচ্ছা অনুযায়ী ডাক্তার যেতে হবে সাথে। সৌদি চোখের ডাক্তার মেজর মনসুর, মিতভাষী এবং সদালাপী, আমার সিও'র কাছে টেন্টে গিয়ে বলল - বেস কমান্ডার বলেছেন তোমাদের একজন ডাক্তার দিতে, খবজি থেকে আহতদের আনতে হবে। অধিনায়ক কথা বলেছিলেন এল এইচ কিউ'র জি - ১ লেঃ কর্ণেল ওহাব এবং ডেপুটি কমান্ডার কর্ণেল জোবায়েবের সাথে। তিনি মেজর মনসুরকে অসহিষ্ণুভাবে বললেন - আমাদের ডাক্তার দেয়া যাবে না। দেখলাম মেজর মনসুরের ফর্সামুখ লাল হয়ে যাচ্ছে। ও বলল - ঠিক আছে, আমি বেস কমান্ডারকে বলব। সিও বললেন - ঠিক আছে। আজ অধিনায়কে দেখে আমার যুদ্ধ ক্লান্ত অধৈর্য সৈনিকের কথা মনে পড়ল।

খবজির যুদ্ধে কোয়ালিশন ফোর্সের শক্তিবৃদ্ধি করা হচ্ছে

অবশেষে রোগী সংগ্রহে গেল মুদির বা প্রশাসক ক্যাপ্টেন আনাজী এবং আমাদের ড্রাইভার সিপাহী নুরুন্নবী। কিছদূর যেয়ে ক্যাপ্টেন আনাজী নুরুন্নবীকে বলছে - সাদিক রো শোয়াইয়া অর্থাৎ আস্তে চল আবার কখনো বা বলছে কিফ অর্থাৎ থাম।

www.pathagar.com

অবশেষে ঘটনাস্থলে পৌঁছে রোগী নিয়ে ওরা ছুটেছে রাস মিসহাবের দিকে। মুদির ক্যাপ্টেন আনাজী শুধু নুরুন্নবীকে বলেছে - সাদিক কুইক। নুরুন্নবী আমাকে বলল - স্যার গাড়ির স্পীড উঠেছে ২৫০ কিঃ মিঃ প্রতি ঘন্টায় কিন্তু আনাজীর কুইক অনুরোধ রাস মিসহাবে পৌঁছার আগে আর থামেনি।

দুপুর সোয়া বারটায় প্রথমে একজন রোগী এল। সে পুড়েছে মারাত্মকভাবে। মুখ, হাত, পা সহ শরীরের ৯০ শতাংশ। অন্য দু'জন এল একটু পরে, তবে তুলনামূলক ভাবে ভাল। এরা তিন জনই সৌদি। প্রাথমিক চিকিৎসার পরে এদের পাঠান হল জুবেলে কারণ ফ্রন্ট লাইনে দীর্ঘ মেয়াদী চিকিৎসার জন্য রোগী রাখা ঠিক নয়। মেজর শওকত বললেন - খবজিই ধরে রাখতে পারলে না, কেমন করে কুয়েত উদ্ধার করবে? Saddam will be the custodians of two holy mosques. অর্থাৎ সাদ্দাম দু'টো পবিত্র মসজিদেরই রক্ষক হবেন। কাজের মধ্যে মসল্লা না থাকলে ভাল লাগে না। মেজর শওকতের কথাগুলো চিলি সসের মত উপভোগ করছি। তবে হ্যাঁ আমরা আজ রাতের জন্য সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায় থাকব। কারণ সাদ্দাম বাহিনী রাসায়নিক অস্ত্রের আঘাত হানতে পারে এখানে। মেজর কুদ্দুস আগুনে কিছুটা পেট্রোল ঢালল। বলল - ইরাক এলাকাটা রাসায়নিক দূষণে ভরে দিতে চাচ্ছে, তা হলে মার্কিনীরা বেস ছেড়ে চলে যাবে। ভাবলাম - এতলোক মার্কিনীদের, এত রিসোর্স জমা করেছে ওরা এখানে, সব ছেড়ে চলে যাওয়া তত সহজ নয়। তবে হ্যাঁ, ওরা চলে গেলে আমরা আর থাকব কিভাবে? তবে এটা সর্বৈব সত্য, রাসায়নিক অস্ত্রের আঘাত আসলে সেটা শত্রু মিত্র সবার জন্যই সমান বিপজ্জনক।

এ্যাকশনে ব্রিটিশ রয়াল নেভী লিংক্স এন্টিসাবমেরিন হেলিকপ্টার

www.pathagar.com

শুনলাম বুশের নতুন শান্তি প্রস্তাব - ইরাক, কুয়েত ছাড়লে যুদ্ধ বন্ধ হবে। আসলে পুরানো কথাকেই নতুন করে বললেন বুশ এবং পরবর্তীতে আরব ইসরাইল সমস্যা গুলো বিবেচনা করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করলেন। ব্রিটেন এবং জার্মানী এ প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছে। ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী সামির বলছেন - এ প্রস্তাবের আগে আমেরিকার তাদের সাথে আলাপ করা উচিত ছিল। ইরাক অভিযোগ এনেছে যে, ইসরাইল তুরস্কের ঘাঁটি ব্যবহার করে ইরাকের বিরুদ্ধে বিমান হামলায় অংশ নিচ্ছে। তুরস্কের বিমান ঘাটিতে ইসরাইলের ২৪টি বিমানের অবস্থানের কথা বলেছে ইরাক যদিও তুরস্ক এ অভিযোগ সাথে সাথে অস্বীকার করেছে। জন মেজর বলেছেন - ইরাক রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করলে তাকে মারাত্মক পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে।

যুদ্ধের পরিধি বিমান যুদ্ধে আর সীমিত রইল না। সীমিত স্থল যুদ্ধের সাথে চলছে নৌ যুদ্ধ। ব্রিটিশ নৌ বাহিনী এ যুদ্ধে ভাল সাফল্য লাভ করেছে। তারা আজকের যুদ্ধে ইরাকের সবচেয়ে বৃহৎ এবং শক্তিশালী নৌযান গুলোর ক্ষতি সাধন করেছে। সেগুলো এখন ইরাকের জলসীমায় আশ্রয় খুঁজছে। আরো কিছু ইরাকী নৌযান ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে। মার্কিন নৌ বাহিনী ব্রিটিশ নৌ বাহিনীকে এ যুদ্ধে সহায়তা করেছে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, কালকে রাতে খবজির খুব কাছাকাছি এসে ফিরে গেছে ৪টি ইরাকী নৌযান। ওগুলো চলে যাবার পরে সবার হুশ ফিরেছে। অ্যালাইড ফোর্স প্রথমে কল্পনাও করতে পারেনি যে ওরা ইরাকী।

খবজির যুদ্ধের মূল্য - নিহত ইরাকী সৈনিক

www.pathagar.com

বিকাল পাঁচটার দিকে মেজর সালাহ্ উদ্দিন বললেন যে, ওর সাথে সৌদি ন্যাশনাল গার্ডের উপদেষ্টা একজন মার্কিন অফিসারের সাথে কথা হয়েছে। তিনি খবজির পরিস্থিতি জানতে সামনে গিয়াছিলেন। অর্ধচন্দ্রের আকৃতি নিয়ে ইরাকীদের সাথে জুঝছে সৌদি - মার্কিন বাহিনী। পিছনে ইরাকীদের যোগাযোগ এখনও বিচ্ছিন্ন করা যায় নি। ওদের দু'টো আর্মার্ড রেজিমেন্ট খবজিতে প্রবেশ করেছে এবং আমরা এই মুহূর্তে আর কোন গোলাগুলির আওয়াজ পাচ্ছি না। ক্লিনিকের সৌদি প্রশাসক ক্যাপ্টেন আনাজী বলল - ৫০০ জন যুদ্ধবন্দী হবে, তোমরা রোগী চিকিৎসার জন্য তৈরি থাক।

ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে সন্ধ্যা সাতটার দিকে খবজি মুক্ত হয়েছে। এ যুদ্ধে আমেরিকা ১১ জন মেরিন হারালেও সৌদি এবং কাতারীদের সাথে মার্কিনীরা ওদের উদ্দীপনা হয়ে লড়েছে। কিন্তু সামান্য দুঃসংবাদ এনেছে মার্কিন গোয়েন্দারা। খবজির ৬ কিঃ মিঃ দূরে দুইশত গাড়ির কনভয় ইরাকীদের, এর সাথে সব ইরাকীই এন বি সি স্যুট পরিহিত। ওরা আগাবার চেষ্টা করবে খবজি হয়ে রাস মিসহাবে। ওদের ঠেকাবার জন্য অবশ্য ট্যাংক মোতায়েন ছাড়াও বিমান সহায়তা চাওয়া হয়েছে এরই মধ্যে। খবজির যুদ্ধে ইরাকের প্রায় পাঁচশত যুদ্ধবন্দী ছাড়াও ৭২ টি ট্যাংক ধ্বংস করা হয়েছে। হয়ত ওরা এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

খবজির যুদ্ধে বিধ্বস্ত সৌদি এপিসি

মেজর মনসুরের মুখে হাসি দেখলাম। স্বল্পভাষী এই ভদ্রলোককে খুশিতে উচ্ছল মনে হল। ভদ্রলোক গিয়েছিলেন খবজি এবং সীমান্ত ছাড়িয়ে আরো সামনে। যুদ্ধ

www.pathagar.com

চলছে এখনও। চার বাস ভরে ইরাকী দুইশত সৈনিক এবং পঞ্চাশ জন অফিসার যুদ্ধবন্দী হিসাবে পিছনে চালান করা হয়েছে। অ্যালাইড ফোর্স এখন কুয়েতের অভ্যন্তরে আক্রমণকারী বাহিনীর উপর শেষ ছোবল হানছে। খবজির যুদ্ধে ইরাকের ৩০ জন নিহত, ৩৩ জন আহত এবং বন্দী হয়েছে চার শত জন। ও বলল - গতকাল সাদ্দাম

এক বিরল মুহূর্ত - সেনানায়কদের সাথে সাদ্দাম হোসেন

হোসেন তাঁর সাউদার্ন ফ্রন্টে রাত কাটিয়েছেন। হয়ত নতুন কোন আক্রমণ পরিকল্পনা ফাঁদছেন তিনি। কিন্তু মনে হচ্ছে তাঁকে বিজয়ের মুখ না দেখে তাঁর এতবড় বাহিনীর ধ্বংসের শেষই দেখতে হবে। ভিডিও টেপে যুদ্ধবন্দীদের অনেককেই হাসি খুশি মনে হচ্ছিল, যেন বন্দী হতে পেরে অত্যন্ত সুখি ও নিরাপদ হয়েছে ওরা।

আর সাগরে মরণ খেলা জমে উঠেছে। সম্মিলিত বাহিনীর নৌ সদস্যরা বিমান এবং হেলিকপ্টারের সহায়তায় ইরাকের নৌ বাহিনীর উপর আক্রমণ অব্যাহত রেখেছে। আগুন জ্বলছে ইরাকের ১১০০ টনী পরিবহন জাহাজে। আজ রাতে আমাদের কি হবে জানিনা, তবে আধুনিক কোয়ালিশন নৌ বাহিনীর নিকট ইরাকী নৌ বাহিনী হেরে যেতে বাধ্য। এর উপর কম করে হলেও বিমান আক্রমণ অব্যাহত রয়েছে বিভিন্ন ইরাকী লক্ষ্যবস্তুর উপর। ফ্রান্সের জাগুয়ার কুয়েত সীমান্তে ইরাকের রিপাবলিকান আর্মির সদর দপ্তরে এবং গোলন্দাজ বাহিনীর উপর আক্রমণ চালিয়েছে। অবশ্য এ আক্রমণে সাফল্য বা ব্যর্থতার কোন সংবাদ এখন পর্যন্ত আমরা জানি না।

www.pathagar.com

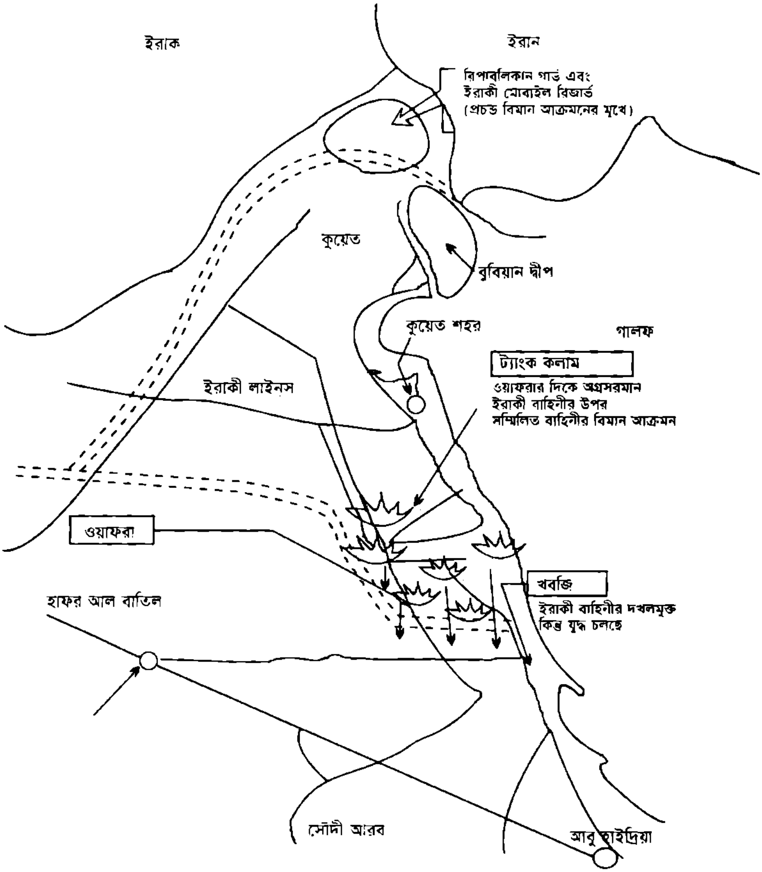

খবজির যুদ্ধ পরিকল্পনা

শোনা যায় ওয়াফরায় পঞ্চাশ হাজার পদাতিক এবং গোলন্দাজ বাহিনী জমায়েত করেছে ইরাকী প্রশাসক। আজ রাতেই হয়ত তারা ব্যাপক আক্রমণ রচনা করবে। এতদিনের বিমান আক্রমণে অতিষ্ট হয়ে গর্ত ছেড়ে ইরাক নামক ক্লান্ত শার্দুল সত্যি সত্যি হয়ত বের হয়ে এসেছে!

www.pathagar.com

সাগরে শত্রুর সন্ধানে সি কিং হেলিকপ্টার

০১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

আজ ভোরে সবার খুশি খুশি ভাব। খবজি মুক্ত, যদিও বিভিন্ন সূত্র ওয়াফরায় ইরাকী সমাবেশের বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরেছে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ইরাকী জমায়েত ব্যাপক, ষাট হাজারের স্থল বাহিনী আর এক হাজার সামরিক যানের বিশাল বহর সেখানে। তবে তাদের খাতির যত্ন করার জন্য সম্মিলিত বাহিনী সম্পূর্ণ প্রস্তুত। ইতোমধ্যেই আক্রমণ শুরু হয়েছে সেখানে। এ আক্রমণে সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বি - ৫২ সেখানে বোমা বর্ষণে অংশ নিয়েছে। ধ্বংস হয়েছে ইরাকের বারটি ট্যাংক। এখন আমরা সি এন এন বা বি বি সি'র সংবাদ মাধ্যমের চেয়ে একধাপ এগিয়ে আছি। মেজর ক্যামের বদৌলতে ওদের গোয়েন্দা তথ্যের সাথে প্রচার মাধ্যমের খবরের কিছু ব্যবধান দেখলাম। ও হেসে বলল - ম্যাস মিডিয়া পরিবেশিত খবরে মাঝে মধ্যে কিছু ব্যবধান থাকছে বৈকি।

আমাদের ব্যস্ততা বাড়ছে। পাঁচটি এ্যামবুলেন্স পাঠান হয়েছে খবজিতে রোগী

www.pathagar.com

আনতে। ইতোমধ্যেই আমরা গোলার আঘাতে পোড়া চারজন সৌদির চিকিৎসা করেছি, ওরা সবাই সৌদি ন্যাশনাল গার্ডের সদস্য। খবজি মুক্ত হলেও ভারী গোলার শব্দ পাচ্ছি মাঝে মধ্যে। এগুলো খবজির উত্তরে যুদ্ধরত গোলন্দাজদের কামানের গর্জন। খবর শুনে মাঝে মধ্যে যুদ্ধ দ্রুত শেষ হবার কথা মনে আসছে। খবজিতে ঢুকেছিল ইরাকী আর্মার্ড ডিভিশন। প্রথমে মার্কিনী গোয়েন্দা ছবি দেখে মনে হয়েছে যে, খবজির রাস্তায় যানযট শুরু হয়েছে। খবজি থেকে গতরাতে ওদের হটিয়ে দেবার পর প্রচন্ড বোমা বর্ষণে পুরো ডিভিশন ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। আজ ভোরেও ইরাকী ট্যাংক সীমান্ত অতিক্রম করার চেষ্টা করে এবং রকেটের আঘাতে ওদের তিনটি ট্যাংক ধ্বংস হয়। তবে হ্যাঁ, ওয়াফরার ইরাকী সমাবেশ এখন পর্যন্ত আমাদের জন্য স্বস্তি বয়ে আনছে না। ওয়াফরায় ইরাকী কলামের দৈর্ঘ্য ১১ মাইল। সার সার আর্মার্ড কার দাঁড়িয়ে আছে। সাদ্দাম যতবড় আঘাত হানার চেষ্টা করছেন তা হয়ত তিনি আর অতীতে কখনো করেন নি, আর যতবড় আঘাত তাঁর বাহিনী এখন অসহায়ের মত বুক পেতে বহন করছে তা আর ইতিপূর্বে কখনো ভাবেননি। কারণ ওয়াফরার আকাশ এখন ভারি হয়ে আছে বি - ৫২ বোমারু বিমানের গর্জনে, ধূলায় আর

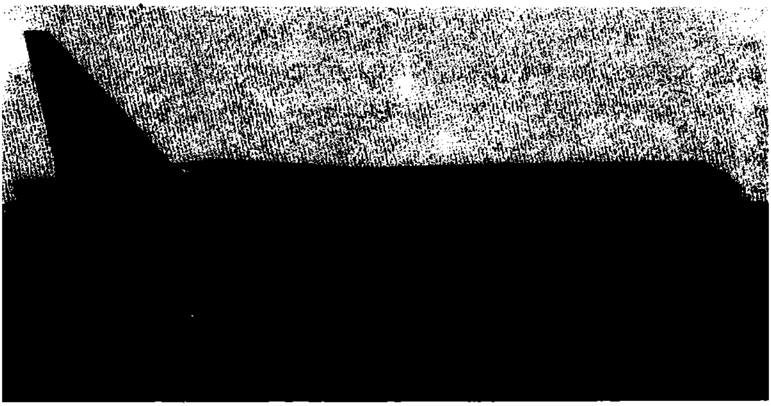

অ্যাকশনে অতিকায় বোমারু বিমান বি - ৫২

আগুনের লেলিহান শিখায়, সেখানে এখন নরক ওলজার। বিমান বাহিনীর ছত্রছায়া না পেয়ে ইরাকী বাহিনী অনায়াসে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। শুধু ওয়াফরা নয়, বোমা বর্ষণ অব্যাহত রয়েছে বসরা সহ আরো তিনটি শহরে। ইরাক নির্বিচারে তার বেসামরিক ব্যক্তিদের উপর বোমা বর্ষণ এবং হত্যার অভিযোগ এনেছে কোয়ালিশনের বিরুদ্ধে। গতরাতে ইরাকী ক্ষেপণাস্ত্র ইসরাইলের উদ্দেশে ছোড়া হলেও তা আছড়ে পড়েছে অধিকৃত এলাকায়। শোনা যাচ্ছে, সাদ্দাম হোসেন নিজেই যুদ্ধ পরিচালনা করতে সমরাঙ্গনের সদর দপ্তরে উপস্থিত থাকবেন। এর অবশ্য কিছু কারণও থাকতে পারে। যেমন ঃ-

www.pathagar.com

১। সাদ্দাম হোসেন তাঁর সেনানায়কদের উপর থেকে আস্থা হারিয়েছেন বা

২। তাঁর সৈনিকদের মনোবল ভেঙে গেছে এবং মনোবল চাঙা করতে তিনি স্বশরীরে যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকতে চাচ্ছেন বা

৩। যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে যাতে তাঁর সেনাবাহিনী আত্মসমর্পন না করে তা নিশ্চিত করবেন।

ইরাকী বাহিনী হঠাৎ আক্রমণে আসায় তাদের ক্ষয়ক্ষতি অনেক বেড়ে যাবে যা ইতোমধ্যেই ইরাক অনুভব করেছে খবজির অভিজ্ঞতায়। কারণ গুলো একটু খতিয়ে দেখা যাক ঃ

প্রথমতঃ যে শক্তি নিয়ে ইরাক আক্রমণে এসেছে তা নিয়ে তাকে তার প্রতিরক্ষা অবস্থানে থাকার কথা।

দ্বিতীয়ত ঃ আক্রমণে আসতে ইরাকের সমর শক্তি সম্মিলিত বাহিনীর তিনগুণ না হলেও আরো অনেক বেশি হবার কথা।

তৃতীয়তঃ সম্মিলিত বাহিনীর সমরসজ্জা ও রণকৌশল উচ্চমানের এবং

চতুর্থতঃ ইরাকের স্থল বাহিনী তাদের বিমান বাহিনীর সহায়তা পাবে না, এ অবস্থায় আক্রমণে আসার অর্থ তাদের নিরাপদ প্রতিরক্ষা অবস্থান ত্যাগ এবং সম্মিলিত বাহিনীর বিমান যোদ্ধাদের কাছে নিজেদের অবস্থান প্রকাশ ও পরিষ্কার বুঝে শুনে আত্মহত্যা।

আমরা এখানে গত কয়েকদিন ধরে রাসায়নিক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকছি। এখানে কিছু বাংলাদেশি আছে যারা বিভিন্ন কোম্পানির চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী। যুদ্ধের সময় ওদের নিরাপদ স্থানে সরাবার কথা থাকলেও আসলে তা হয়নি।

ব্রিটেনের যুদ্ধমন্ত্রী টমকিমকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, ইরাক রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করলে সম্মিলিত বাহিনীর কি প্রতিক্রিয়া হবে? তিনি বললেন - ইরাক পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করলে কোয়ালিশন ফোর্স পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের কথা উড়িয়ে দিচ্ছে না। গোয়েন্দা সূত্র ইতোমধ্যেই নিশ্চিত করেছে যে, ইরাকের কাছে কোন পারমাণবিক বোমা নেই যদি না তা ইতোমধ্যেই তৈরি হয়ে থাকে।

ইরাক এক সামরিক ইশতেহারে যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী বৈমানিকদের নির্বিচারে মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধদের হত্যার জন্য যুদ্ধাপরাধী হিসাবে ঘোষণা করেছে। এর সাথে যুদ্ধাপরাধীদের তালিকায় জর্জ বুশ, জন মেজর এবং মিতেরাঁ ছাড়াও বাদশাহ ফাহাদের নামও যুক্ত করেছে।

এয়ার মার্শাল ক্রিস্টোফার বলেছেন যে, তিনি শীঘ্রই ইরাকের তরফ হতে ব্যাপক হামলা আশা করছেন না। এরই মধ্যে সম্মিলিত বিমান বাহিনী কুয়েতে অবস্থানরত রিপাবলিকান গার্ডের উপর অন্ততঃ ছয় শতবার আঘাত হেনেছে এবং কমপক্ষে

www.pathagar.com

পাঁচবার বি - ৫২ বিমান এ আক্রমণে সংগী হয়েছে। এ ব্যাপক আক্রমণের মুখে রিপাবলিকান আর্মি হয়ত নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য দল বাঁধছে।

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলী আকবর বেলায়েতী ইরাকের সমালোচনা করেছেন কঠোর ভাষায়। তিনি বলেছেন - ইরাক তার বিমান নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ইরানে পাঠাবার আগে ইরানের সাথে কথা বলা উচিত ছিল। এখন এসব বিমান এবং বৈমানিক যুদ্ধ শেষ হবার আগ পর্যন্ত ইরানেই থাকবে।

ইতিহাস নিষ্ঠুর - সৌদি ভূমিতে ইরাকী যুদ্ধবন্দী

এ ভয়াবহ যুদ্ধের পাশাপাশি কূটনৈতিক তৎপরতা চলছে ব্যাপক ভাবে। পাকিস্তানের চেয়েও এগিয়ে আছে ইরান। ইরানের পাঁচ দফা প্রস্তাবের মধ্যে একটি হল কুয়েত হতে ইরাকী বাহিনী প্রত্যাহারের সাথে সাথে সৌদি আরব থেকে বহুজাতিক বাহিনী প্রত্যাহার করা ও ইসলামী বাহিনী দ্বারা তা পূরণ করা। তবে নায়গ্রার

www.pathagar.com

জলপ্রপাতের গতিতে এগিয়ে চলা এ যুদ্ধের স্রোতে আমার মনে হয় এ সব প্রস্তাব বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

আমাদের এখানে হঠাৎ করে এল বুলেট ইনজুরির রোগী। সৌদি ন্যাশনাল গার্ডের সদস্য, ডানহাত ক্ষতবিক্ষত। দেখলাম ১ ইস্ট বেংগলের মেজর শওকত ইকবাল এসেছেন এ ডি এস থেকে অর্থাৎ সৌদি ৮ ব্রিগেডের অবস্থান থেকে। জানালেন, ওখানেও রোগীর ভিড় অনেক। বিশটি বুলেট ইনজুরি এবং তিনটি মৃতদেহ এখন পর্যন্ত ওরা গ্রহণ করেছে। ওদের এক্সিসে যুদ্ধ চলছে পুরোদমে।

সময় দ্রুত গড়ায় এখানে। কোন ফাঁকে রাত পৌনে নয়টা পার হয়ে গেল অনুভবই করতে পারিনি। মেজর ক্যাম এল। বলল খবজি ঘুরে এসেছে। ওখানে একটা বাড়িতে বিশজন ইরাকী আটকা পড়ে আছে। ওটা ওদের কমান্ড পোস্ট ছিল। এখন ট্যাংক দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে বাড়িটা। কালকের মধ্যে আত্মসমর্পণ না করলে মাটিতে মিশিয়ে দেয়া হবে ওটা। ও আরও বলল - যুদ্ধবন্দীদের সাথে কথা বলেছি আমি। ওরা যদি খবজিতে কিছু সময়ের জন্য স্থির হতে পারত তা হলে রাসায়নিক অস্ত্রের ঘন বর্ষার আবরণে রাস মিসহাবকে ঢেকে দিত। ক্যাম জানাল, ওরা যে ফ্রগম্যান দিয়ে আমাদের ব্যতিব্যস্ত রাখছে তার চারটা বেসই ধ্বংস করা হয়েছে। ও বলল - ইরাকীদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার, এখানে রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগ করবে। অবশ্য তাহলে আমরা ছাড়ছি না। প্রথমে মরুভূমিতে উল্লেখযোগ্য লক্ষ্যবস্তুতে ছোট ছোট কৌশলগত পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করে ২৪ ঘন্টা সময় দেয়া হবে সাদ্দাম হোসেনকে চিন্তা ভাবনার জন্য। তারপর বাগদাদ ও অন্যান্য শহরে বোমা ব্যবহার করা হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না ওরা আত্মসমর্পণ করে। আমেরিকার ক্ষতির মধ্যে আজ একটি পরিবহন বিমান শত্রু সীমারেখার পিছনে বিধ্বস্ত হয়েছে এবং নিখোঁজ রয়েছে এর চৌদ্দ জন ক্রু। আমেরিকার বিমান রিফুয়েলিংয়ের পক্ষে ভারতে সমস্যা দেখা দেওয়ায় তারা শ্রীলঙ্কার কাছে বি - ৫২ বিমানের রিফুয়েলিংয়ের জন্য সুযোগ চেয়েছে। বিষয়টি বিবেচনার জন্য আজ শ্রীলঙ্কা সংসদের বৈঠক বসেছে।

০২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

প্রেসিডেন্ট বুশ বলেছেন - গ্রাউন্ড এ্যাটাক সম্মিলিত বাহিনী তখনই করবে যখন তারা এটা জরুরী মনে করবে। ওয়াফরায় এখন ব্যাপক আক্রমণ চলছে। ঝাঁক বেঁধে রাস মিসহাব থেকে এই মাত্র উড়ে গেল ৮টা অ্যাপাচি চপার, গন্তব্য ওয়াফরা। ইরাকী বাহিনী সেখানে পর্যুদস্ত। ইরাকী উপস্থিতি কমে এসেছে সেখানে। লিবিয়া এবং ইয়েমেন ইরাককে যে কোন ধরনের সামরিক সাহায্য দিতে অস্বীকার করেছে।

www.pathagar.com

রাশিয়া ইরাককে আর কোন সামরিক সাহায্য দেবে না এবং তাদের অবশিষ্ট উপদেষ্টাদেরও তারা ফেরত নিয়ে গেছে। ইরাক হতে পালিয়ে আসা লোকজনের বক্তব্যে বর্তমান ইরাকের দুর্দশা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ইরাকের হাসপাতালগুলো সামরিক আহত ব্যক্তিতে ভর্তি। সেখানে এমন অবস্থা ওদের ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট এ তরি। বেসামরিক ব্যক্তিদের ভোগান্তির অন্ত নেই। ওদের চিকিৎসা আপাততঃ বন্ধ। তার উপর নাই যথেষ্ট পানি এবং ঔষধপত্র। প্রেসিডেন্ট বুশ এতদিনে ক্যাম্প ডেভিড ছেড়ে সফরে বেরিয়েছেন। তিনি বিভিন্ন সেনানিবাস পরিদর্শন করা ছাড়াও যারা অপারেশন ডেজার্ট স্টর্মে মৃত্যু বরণ করেছে তাদের পরিবারবর্গের সাথে দেখা করে সমবেদনা প্রকাশ করছেন। সফরের মাঝে তিনি এক বক্তব্যে বলেছেন - গ্রাউন্ড ফোর্স এখনও ব্যবহারের সময় আসেনি। তবে যখন সম্মিলিত বাহিনী মনে করবে যে, এখন পদাতিক বাহিনীর আক্রমণ রচনা করা দরকার তখন তারা সেটা করবে।

মরক্কোর বাদশাহ হাসান বলেছেন - তাঁর দেশের এক হাজার দুইশত জোয়ান এবং অফিসার বর্তমান যুদ্ধের অংশ হিসাবে থাকবে। এ যুদ্ধ হতে তাঁর দেশের সেনাবাহিনী প্রত্যাহার দাবী করেছিল সেখানকার বিরোধীদল। তিনি এ দাবী কঠোর ভাষায় প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি আরো বলেছেন যে, এ আচরণ তাঁর সেনাবাহিনীর মনোবলের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে।

খবজির উত্তরে কুয়েতের অভ্যন্তরে এখন লড়াই চলছে। ভারি গোলার আওয়াজে মাঝে মাধ্যে ঝাকুনি লাগে মাথায়, কাঁপুনি উঠে শরীরে। এ ঝাকুনি আমাকে ছোট বেলায় পড়া না পারলে মক্তবে পড়ানো শিক্ষকের মাথা ঝাকানোর কথা মনে করিয়ে দেয়। বিকালে রোগী পেলাম - একজন সৌদি অফিসার লেঃ আবদুর রহমান। বললাম - খবজিতে যে বাড়িটা ঘিরে রেখেছিল সেটার কি অবস্থা? ও বলল - Finished অর্থাৎ শেষ। বললাম - অপারেশনে আমাদের কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কি? বলল - We loose some people. Sir, this is war. আমরা কিছু লোক হারিয়েছি, স্যার এটা যুদ্ধ।

হালকা ব্যথায় ভরে উঠল মন। এটা যুদ্ধ, আমরা এক মুসলমান অন্য মুসলমানের রক্ত ঝরাচ্ছি অবলীলায়। ঔষধ নিয়ে চলে গেল লেঃ আবদুর রহমান। আমার কানে বাজতে লাগল ওর শেষ কথা গুলো - স্যার, দিস ইজ ওয়ার।

ও যেতে যেতেই আমাদের ফিল্ড হাসপাতালে দু'জন আহত এবং একজন মৃত সৈনিককে আনা হল। আমি আহত এবং নিহত ব্যক্তি দেখতে অভ্যস্ত হলেও মৃত সৈনিককে দেখে ব্যথায় আমার মনটা গুমড়ে উঠল। ওর ডান হাত নেই, উড়ে গেছে। গ্রেনেডটা ওর নিজেরই। বুক এবং শরীরের ডান পাশ পা সহ, একদম ঝাঁজরা হয়ে গেছে। একটা চোখ বেমালুম গায়েব কিন্তু সেখানে জমাট বেঁধে আছে চাপ চাপ রক্ত - অন্য চোখ অক্ষত, নিষ্পলক, আবেগ ও অনুভূতিহীন। কোন অভিযোগ বা অনুযোগ নেই সেখানে, আছে একরাশ খা খা শূন্যতা।

www.pathagar.com

ইরাকের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরেছে রয়টার। ওরা বলছে এখানে পানি নেই। বেসামরিক ব্যক্তিদের পানি দেয়া হয় সপ্তাহে এক দিন। বিদ্যুৎ নেই - রোগীর অপারেশন হয় ছোট ছোট জেনারেটর চালিয়ে। টেলিফোন অচল, বেসামরিক ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত। প্রচুর খাদ্য আছে, তবে ঔষধের ঘাটতি দেখা যায়।

কুয়েতের আমির শেখ জাবের আল আহমেদ আল সাবাহ

ভাসমান তেলের স্তর দৈনিক ৫০ মাইল গতিতে এগিয়ে চলেছে দক্ষিণে। রিয়াদে পরিবেশ বিজ্ঞানীরা পৌঁছেছেন। অনুমান করা হয়েছে মোট ভাসমান তেলের পরিমাণ ১১ মিলিয়ন ব্যারেল। বাহরাইনে সৌদি দূত ডঃ ঘাজী আল গোসাইবী বলেছেন - এ তেল আমাদের পরিবেশের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তবে এটা পরিবেশের বিরুদ্ধে একটা অপরাধ। পানির মাছ আর পাখি মারা যাবে বেসুমার এবং সাদ্দাম

www.pathagar.com

হোসেন একজন নিষ্ঠুর ব্যক্তি। দূতকে জিজ্ঞেস করা হল, সাদ্দাম হোসেন সি এন এন সংবাদ দাতার সাথে সাক্ষাৎকার দেবেন - এ সম্পর্কে কিছু বলুন। দূত বললেন - সাদ্দাম হোসেন বিশ্বকে দেখাতে চান যে তিনি জীবিত আছেন। কথা প্রসঙ্গে দূত বললেন - সাদ্দাম হোসেন মস্ত বড় ভুল করেছেন কুয়েত দখল করে। আমরা জানি উনি কেমন করে মানুষ হত্যা করেন, কেমন করে ধর্ষণ করেন এবং তাঁর নিষ্ঠুরতা কত। যখন তাকে একজন সাংবাদিনক প্রশ্ন করল - How this war will end? অর্থাৎ এই যুদ্ধ কি ভাবে শেষ হবে? দূত বললেন - We shall kick him out of Kuwait and we shall get peace and stability - আমরা তাকে লাথি মেরে কুয়েত থেকে তাড়াব এবং আমরা শান্তি এবং স্থায়িত্ব পাব।

আমরা উপসাগরীয় এ যুদ্ধে কাগজে কলমে প্রতিরক্ষা অবস্থানে থাকলেও কাজ করতে হচেছ আক্রমণের পুরোভাগে। তবে আমাদের সরকার সৌদি আরবে আসার সময় আমাদের সাথে চুক্তির বাস্তবায়ন দেখতে চায় - তাই ওসমান ব্রিগেডের সাথে ৭ ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্সের এ ডি এস গুলোকে ওদের এম ডি এস এর নিকট পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে, কারণ ব্রিগেডটি আক্রমণে যাচ্ছে।

মাঝে মধ্যে পকিস্তানী ক্যাপ্টেন রশিদকে নিয়ে মজার মজার ঘটনা ঘটে। রাত এখানে ১টা বাজে। টেলিভিশনে দেখছিলাম - সৌদি চ্যানেল। হঠাৎ দেখি স্বাভাবিক অনুষ্ঠান বাদ দিয়ে ঘোষিকা বলছেন - রিয়াদ এলাকার জন্য সতর্ক থাকুন, গ্যাস মাস্ক হাতের কাছে রাখুন এবং সাথে সাথে সাইরেনের শব্দ। আবার একটু পরে একই ঘোষণা করা হল দাহ্‌রানের জন্য। দেখি ক্যাপ্টেন রশিদ এক দৌড়ে ট্রেঞ্চে গেল। একটু পরে আবার ফেরত এল। টেলিভিশনে আবার সাইরেনের শব্দ শুনে আবার দৌড়। কিছুক্ষণ পর এসে আমাকে বলল - তুমি যাচ্ছ না কেন ট্রেঞ্চে? বললাম - বুদ্ধু কাহিকে - ঘোষণায় বলছে রিয়াদ, সেটা এখান থেকে ৬০০ কিঃ মিঃ দূরে। তাহলে ছুটাছুটি করব কেন? আমাদের স্থানীয় সাইরেনত একবারও বাজেনি। কিন্তু ওকে বুঝাবে কে? ও বার বার রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে উচ্চ গ্রামে টিউন করে চলেছে একের পর এক সৌদি স্টেশন। যাহোক স্বাভাবিক অনুষ্ঠান চালু হওয়ায় পরিস্থিতি শান্ত হল আর আল্লাহকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বিছানায় শরীর ছেড়ে দিলাম।

০৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

আজ ভোর দশটার দিকে অধিনায়কের সাথে ঘুরে ঘুরে আমাদের প্রতিরক্ষা অবস্থান দেখছিলাম। বেসের সৌদি সৈনিকদের সংখ্যা কমে যাওয়ায় আমাদের ইউনিট

www.pathagar.com

এখন বেস কমান্ডারের বাসভবন এলাকার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছে। তাছাড়া আমাদের এলাকায় সাগর থেকে উঠে আসা শত্রু যাতে কোন ক্ষতি করতে না পারে সে জন্য আছে টহলের ব্যবস্থা। সিওকে বললাম - স্যার, আমাদের সেনাবাহিনীর ধারনা মতে আমাদের ফিল্ড হাসপাতালের স্থান ফ্রন্ট লাইনের বেশি কাছাকাছি হয়ে গেছে। উনি খোশ মেজাজে ছিলেন। হেসে বললেন - আমি জানি, এখানে আসার আগে কমান্ডারকে সে কথা বলেছি। জবাবে কমান্ডার বলেছেন - ফিল্ড হাসপাতাল খবজিতেও লাগান যাবে। যাক সে কথা - নিয়ম আপাততঃ দূরে থাক। আমাদের কমান্ডার বলেছেন - ইস্টার্ন প্রভিন্সের ডাইরেক্টর হসপিটাল, ব্রিগেডিয়ার শরবিনি যা বলবেন তা শুনতে হবে এবং বস্তুতঃ যুদ্ধের প্রয়োজনে দরকারও তাই। এখানে উল্লেখ করে রাখি যে, নাইরিয়া হাসপাতাল আমাদের দল ছেড়ে এসেছে কয়েকজন ফিলিপিনো ডাক্তারের কাছে অথচ ওখানে হাসপাতাল কর্মক্ষম করে গড়ে তুলতে আমাদের অফিসার ও সৈনিকদের উদ্যোগ ছিল সত্যি প্রশংসনীয়। ওখানকার পরিচালক লেঃ কর্ণেল ইব্রাহিম, তার সাথে আমাদের অধিনায়ক সম্ভবতঃ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। আমাদের দল নাইরিয়া হাসপাতাল ছাড়ার সময় এক প্রীতিভোজে ব্রিগেডিয়ার মশহুদ বলেছেন - ফিলিপিনো ডাক্তারেরা ভাল। এ ধরনের প্রশংসা করা এক ধরনের ভদ্রতা যা মার্কিনীদের মধ্যে বেশ দেখা যায়। সাথে সাথে লুফে নিয়েছিল কথাটা লেঃ কর্ণেল ইব্রাহিম। বলেছে - "Yes, they are tested for last 10 years" অর্থাৎ হ্যাঁ তারা গত ১০ বছর ধরে পরীক্ষিত। তবে অন্যে আমাদের প্রশংসা না করলেও আমরা আমাদের প্রশংসা করব বৈকি যাতে আমাদের মনোবল বৃদ্ধি পায়।

শুনলাম গতরাতে ছোঁড়া মিসাইল রিয়াদের একটা বাড়িতে সামান্য আঘাত হেনেছে। ক্ষয়ক্ষতির কথা এখনও আমরা জানিনা। মার্কিন একজন সমর বিশেষজ্ঞ বলেছেন - ইরাক এ ভাবে মিসাইল ছুড়তে পারলে আমাদের ৬ মাস ব্যতিব্যস্ত রাখতে পারবে। সাদ্দাম হোসেন তাঁর বক্তব্যে এক জায়গায় বলেছেন যে, তাঁর শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত বড় অস্ত্র থেকে শুরু করে চাকু পর্যন্ত ব্যবহার করবে। এ কথার জের ধরে এখানে জল্পনা এখন তুঙ্গে। ভাবছি, এ হয়ত সাদ্দামের রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগের পূর্বাভাস। ইরাকের কেমিক্যাল প্লান্ট এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত। সাদ্দাম হোসেন নতুন করে এ মুহূর্তে আর কিছু তৈরি করতে পারবেন না। গুজবের মাঝেও চলে প্রস্তুতি এবং আজও দুপুর নাগাদ আরো সাতজন যুদ্ধাহত রোগী পেলাম। একজন মারাত্মক ভাবে আহত হয়েছে। আর অন্য সবার আঘাত তেমন গুরুতর নয়। এরা সবাই সৌদি সৈনিক। খবজির রাস্তায় পড়ে থাকা গ্রেনেডে লাথি মেরে এ অবস্থা। মেজর ক্যাম এদের প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতার অপরিপক্কতার কথা বলল। বলল - তোমাদের এখানে তেমন কোন খারাপ রোগী থাকলে আমাদের সার্জনদের কাছে পাঠাতে পার - ওরা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সজ্জিত। অন্যান্য খবরের সাথে জানাল, রাস মিসহাব এখনও ফ্রগম্যানের হাত হতে মুক্ত নয়। ইরাকীরা তাদের মিসাইল বেস লুকিয়ে

www.pathagar.com

রেখেছে কোথাও। তবে হ্যাঁ, শেলিং করার ক্ষমতা ওদের আর নেই। আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে স্থল বাহিনী যুদ্ধে গেলে তখন শুধু রোগী পাবে। ব্যস্ত থাকবে খুব তবে রাতে ঘুমাতে পারবে।

মেজর ক্যামের সাথে কথা শুধু যুদ্ধ সংক্রান্ত সংবাদে সীমাবদ্ধ থাকে না। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক গন্ডি ছাড়িয়ে রাজনীতিতেও প্রবেশ করে। ও বলল - দেখ আমার সুপেরিয়র অফিসারদের বলেছি - We are the largest mercenary assembled here. It is the war of petrol. ও বলল - এখানে পেট্রোল না থাকলে বন্ধু হয়ে আমরা আসতাম না। তোমাদের ধর্মীয় যোগাযোগ আছে, আমাদের তা নেই। আমরা দাওয়াত পেয়েছি বা দাওয়াত করিয়েছি তা কিছুই বলব না - তবে তেলের গন্ধ না থাকলে আমাদের এখানে আসা হত না। বললাম - তুমিই প্রথম আমেরিকান যে সত্যি কথাটা সহজ করে বললে। ও বলল - দেখ এখানে বিদেশিদের মাঝে তুমিই আমার বন্ধু, তোমার কাছে কিছু লুকাব না। মেজর ক্যামের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার পিছনে মসল্লা দেয়া বাঙালি খাদ্যের ভূমিকা অস্বীকার করছি না। এখন রোজ রাতে ও আমাদের সাথে খায়। প্রথমদিকে খেতে চায়নি। আমি খাবারের আমন্ত্রণ জানানোয় কেমন যেন বিব্রত বোধ করছিল ও। বললাম সংকোচ করছো কেন? বলল - দেখ তোমরা গরীব দেশের লোক, তোমাদের আর্থিক সংগতির কথা আমার জানা আছে। ভাবছি আমাকে খাওয়ালে তোমাদের কোন কষ্ট হবে নাত। ওর জবাব শুনে বিব্রত হলাম - কিন্তু হেসে ফেলে অবস্থাটা সহজ করে নিলাম। বললাম - আমরা স্বচ্ছল না হলেও অত্যন্ত অতিথি পরায়ণ। আর তা ছাড়া এ মুহূর্তে তোমাদের মত আমরাও সৌদি আতিথেয়তা উপভোগ করছি। তারপর থেকে ক্যাম আমাদের রাতের মেহমান।

রাতে খাচ্ছিলাম বাংলাদেশী খাবার। ক্যাপ্টেন রশিদ আমাদের খাবার খায় এবং মাঝে মধ্যে দু'এক প্লেট জমাও রাখে। খেতে খেতে আজ বেশ হৈ চৈ হচ্ছিল। দেখি ক্যাম হাজির। বললাম, বসে পড়। বলল - বন্ধু, আজকের রাত হবে শান্ত। খুশির সংবাদে কে না খুশি হয়। বললাম - ধন্যবাদ তোমাকে সুসংবাদের জন্য, তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। ও বলল - সে আবার কি? বললাম - বেড়াতে চল আমাদের দেশে, তোমাকে ফুলও দেখাব, চন্দনও দেখাব। ও বলল - সংবাদ সব শেষ করিনি, আরও আছে। আজকে আমাদের ব্রিফিং হয়েছে। বি ডি এ (ব্যাটেল ড্যামেজ অ্যাসেসমেন্ট) আশানুরূপ। বলল - খবজিতে আমরা হারিয়েছি ৯ জন মেরিন আর ওয়াফরায় ১১ জন। ও আরও বলল - খবজিতে প্রথমে ইরাকীরা ঢুকেছিল এক হাজার। ওদের এমন শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে জন্মেও আর ভুলতে পারবেনা, ওদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বহুদূরে। তারপর যোগ করল - বিমান হতে লক্ষ লক্ষ প্রচারপত্র ইরাকী এলাকায় ছাড়া হচ্ছে ওদের আত্মসমর্পণের জন্য এবং দেখবে যুদ্ধবন্দীর সংখ্যা হবে ব্যাপক। সংবাদ পরিবেশনের ফাঁকে ফাঁকে ও চা পান করল। ব্যস্ততা থাকায় চলে গেল ক্যাম।

www.pathagar.com

রাত বাড়তে পুরো যুদ্ধের উপর আরো কিছু খবর এল আমাদের কাছে। ব্যাপক বিমান হামলার মুখে আজতক ইরাকের একশতটি যুদ্ধ বিমান ধ্বংস হয়েছে। রানওয়ে ও বিমান বন্দর ব্যবহারের অনুপোযোগী। আক্রমণের মুখে বসরায় খাদ্যগুদাম, সমর ভান্ডার, পানি, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সব ধ্বংস হয়ে গেছে। জ্বলছে ইরাকের দু'টো রিফাইনারী। ইরাকের রাসায়নিক অস্ত্র কারখানায় বিস্ফোরণের ফলে পার্শ্ববর্তী বেসামরিক লোকের স্বাস্থ্য হুমকির সম্মুখীন। মার্কিনীরা আজ একটি বি - ৫২ বিমান হারিয়েছে। দিয়াগো গার্সিয়া দ্বীপপুঞ্জে ফেরার পথে ভারত মহাসাগরে ভেঙে পড়েছে ওটা। তিন জন ক্রুকে উদ্ধার করা হয়েছে। একটা কোবরা ধ্বংস হয়েছে দু'জন ক্রু সহ। ভাবছিলাম বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ বিরোধী তৎপরতা কমে গেছে কিন্তু দেখলাম সিরিয়ায় ৩ লক্ষ লোকের বিশাল সমাবেশ - যুদ্ধ বন্ধ করাই এদের উদ্দেশ্য। ইরানকে কেন্দ্র করেও শান্তির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু সাদ্দাম হোসেন অনড়, অটল হিমাদ্রি যেন। তিনি বলেছেন - ইরাক কুয়েত ছাড়বেনা, কুয়েত ইরাকের ঊনিশতম প্রদেশ। এতকিছুর পরেও সাদ্দাম হোসেন যদি যুদ্ধের পক্ষে কথা বলেন তা হলে শান্তিকামী সাধারণ মানুষ কি এ যুদ্ধ থামাতে পারবে!

০৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

যুদ্ধের বিভীষিকা আর অভিশাপের মাঝে যে কোন শান্তি উদ্যোগ ক্ষণিকের জন্য হলেও স্বস্তির পরশ বুলায়। তাই উম্মুখ হয়ে তাকিয়ে থাকি যুদ্ধ বন্ধের যে কোন প্রয়াসের দিকে। ইরানী প্রেসিডেন্ট রফসানজানি বলেছেন যে, তিনি এক শান্তি পরিকল্পনা পেশ করেছেন ইরাকের কাছে। একই পরিকল্পনা কূটনীতিকের মাধ্যমে জানানো হয়েছে আমেরিকাকে। যদি উভয় প্রেসিডেন্ট এ ব্যাপারে আগ্রহী হন তা হলে তিনি প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন এবং বুশের সাথে দেখা করতে রাজি আছেন। তবে তিনি সাথে সাথে এও বলেছেন - এতদিন ধরে ইরাকের সাথে তাঁর দেশের যতটুকু যোগাযোগ হয়েছে তাতে ইরাক তার অবস্থান একটুও পরিবর্তন করেনি। ইরানী প্রেসিডেন্ট যুদ্ধে নিরপেক্ষ ভূমিকার কথা পুনরায় উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন - তুরস্ক যদিও যুদ্ধে জড়িয়ে যাচ্ছে কিন্তু ইরান তার নিরপেক্ষতা ক্ষুন্ন করবেনা এবং ইরানে আশ্রয় গ্রহণকারী বিমানকে যুদ্ধ শেষ হবার পূর্বে দেশত্যাগ করার অনুমতি দেবে না।

জাপানী প্রধানমন্ত্রী তোশিকী কাইফু ছোট্ট একটা সমস্যা দিয়েছেন যুদ্ধ সংক্রান্ত উপসাগরীয় কমিটিকে। বলেছেন যাতে জাপানের দেয়া অর্থ সরাসরি যুদ্ধসামগ্রী ক্রয়ে ব্যয় না করা হয়, কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে তাদের সংবিধান এ ধরনের খরচ অনুমোদন করে না। যেমন করেনা বিদেশের মাটিতে তাদের সেনাবাহিনী

www.pathagar.com

মোতায়েন প্রসঙ্গ। যদিও প্রেসিডেন্ট বুশ জাপানকে উপসাগরীয় যুদ্ধ উপলক্ষ্য করে জাপানের জন্য তাদের সংবিধান সংশোধনের এক সুযোগ বলে উল্লেখ করেছেন।

ইরানী প্রেসিডেন্ট রফসানজানি

ইরানের শান্তি প্রস্তাব বা জাপানের দেয় অর্থ যুদ্ধ খাতে ব্যয়ের অসুবিধা যুদ্ধের গতিকে এক লহমার জন্যও স্তিমিত করেনি। গতকাল হতে মার্কিন মেরিন যুদ্ধে তাদের শক্তি প্রদর্শনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। তারা ইরাকের পদাতিক, গোলন্দাজ ব্যাটারী ও রাডার স্টেশনের উপর সুপরিকল্পিত আক্রমণ চালিয়েছে। এদের সাথে আক্রমণে দু'টো বিমানও অংশ নিয়েছে। তা বলে বিমান বাহিনীও বসে নেই। তাদের উপর্যুপরি আক্রমণে কুয়েতে অবস্থানরত ইরাকী বাহিনীর রশদ সরবরাহ ব্যবস্থা ভীষণভাবে ব্যাহত হয়েছে। আক্রমণ ভাগে এসেছে মার্কিন নৌ বাহিনীর যুদ্ধ জাহাজ মিসৌরী এবং গোলাবর্ষণ করেছে ইরাকের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে। সম্মিলিত বাহিনীর আক্রমণের গতি এবং লক্ষ্য ঘড়ির কাঁটা ধরে এগিয়ে যাচ্ছে আর প্রতি মুহূর্তে ক্ষীণকায় হয়ে যাচ্ছে ইরাকী শাসকের সামরিক শক্তি।

www.pathagar.com

জেদ্দায় আজ ইরাকী সন্ত্রাসীরা একটি সামরিক বাসে হঠাৎ আক্রমণ করে বসে, ফলে দু'জন মার্কিন যোদ্ধা সামান্য আহত হয়েছে। একজন সৌদি নিরাপত্তা পুলিশেরও কিছুটা চোট লেগেছে। সন্ত্রাসীকে ধরার জন্য ঘটনাস্থলের পাশে ঘরে ঘরে তল্লাশী চালানো হচ্ছে। বোঝা গেল এ ঘটনা সাদ্দাম হোসেনের পূর্ব ঘোষণারই ফলশ্রুতি কিন্তু এ ভাবে কি এতবড় যুদ্ধে ইরাকী শাসকের কোন রণাঙ্গনে বিজয়ের সূচনা হবে?

রাস মিসহাব এখন মোটামুটি শান্ত। প্রতিরাতে ক্ষেপণাস্ত্র আর আমাদের সন্ত্রস্ত করে না। জীবন যাত্রা আমাদের স্বাভাবিক যদিও যুদ্ধক্ষেত্রের সতর্কতা আমাদের অক্ষুন্ন রয়েছে। তবে গল্পসল্প হচ্ছে অল্প বিস্তর তাও যুদ্ধ নিয়ে অথবা কখনো সৌদি রাজ পরিবার নিয়ে। মেজর ক্যাম এক সৌদি অফিসারের সাথে তার কথাবার্তার একটা চিত্র তুলে ধরল আজ। ক্যাম একজনকে জিজ্ঞেস করেছে - তোমরা তেলের আয় কিভাবে ব্যয় কর? জবাবে সৌদি অফিসার বলল - রাজ পরিবার ভোগ করে শতকরা ৫১ ভাগ এবং জনগণের জন্য ব্যয় হয় শতকরা ৪৯ ভাগ। ও হেসে বলল - For Royal Family, not bad অর্থাৎ রাজ পরিবারের জন্য মন্দ নয়। আলাপ করতে করতে ক্যাম বলল - আমার বাবা জীবনে কঠোর পরিশ্রম করে উন্নতি করেছিলেন। তিনি বাসা ছেড়ে যখন জীবন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন তখন তার হাতে ছিল চটে মোড়ানো সামান্য কাপড়, তবে তিনি সৎ বলে পরিচিত ছিলেন। আমি তার ছেলে হয়ে আমার অনুভূতিকে লুকাব না। সৌদি সরকারও আমাদের ঘৃণা করে। তারা চায়না আমরা এখানে থাকি, তাহলে এখানের সামাজিক শৃংখলায় ভাঙন ধরবে। আয় ব্যয়ের হিসাব চাইবে জনগণ এবং তাদের অটল সিংহাসনে টান পড়বে।

০৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

আজ দ্বিতীয় দিনের মত যুদ্ধ জাহাজ মিসৌরী হতে গোলা বর্ষণ করা হচ্ছে কুয়েতের দক্ষিণে কয়েকটি ইরাকী গোলন্দাজ ব্যাটারীর উপর। মিসৌরী তার ১৬" কামান হতে ২০০০ পাউন্ডের এক একটা গোলা ছুড়ছে যা কিনা ২৫ মাইল দূরবর্তী লক্ষ্যে নির্দ্বিধায় আঘাত হানছে। সাথে আছে বিমান বাহিনীর সহায়তা। ইতোমধ্যেই ইরাকের একটি গোলন্দাজ ব্যাটারী সম্পূর্ণ ধ্বংস ও আর একটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ ছাড়াও মিসৌরীর গোলার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শত্রুর চারটি কামান।

ডিক চেনী বলেছেন - সৌদি আরবে সামরিক সরঞ্জাম এবং লোকবল আনয়ন প্রায় শেষ। তিনি আরও বলেছেন - কুয়েত হতে ইরাকী বাহিনী হটাতে শক্তিপ্রয়োগ প্রয়োজন হবে এবং জেনারেল নরম্যান শোয়ার্জকভ সুপরিশ করলে প্রেসিডেন্ট বুশ নিজে এ আদেশ প্রদান করবেন। ফ্রান্সের নতুন যুদ্ধমন্ত্রী বলেছেন - তাঁর দেশের

www.pathagar.com

সেনাবাহিনী স্থল আক্রমণে অংশ গ্রহণ করবে। তারা মিরেজ এবং জাগুয়ার বিমানের সহায়তায় খোদ ইরাকেও আক্রমণে অংশ গ্রহণ করছে। সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেদ্দায় সামরিক পরিবহন যানে যারা গুলি ছুড়েছিল তাদের গ্রেফতার হবার কথা ঘোষণা করে বলেছেন যে, ধৃত ব্যক্তিদের দেশের আইন অনুযায়ী বিচার করা হবে।

যুদ্ধের মরণ কামড় কতটা দাঁত বসিয়েছে ইরাকের অস্তিত্বে তা স্পষ্ট করে দেয় তাদের গৃহীত কিছু পদক্ষেপ। যেমন - আজ ইরাকে বেসামরিক ব্যক্তিদের নিকট তেল বিক্রি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ইতিপূর্বে তারা সপ্তাহে আট গ্যালন করে বেসামরিক মটর কারের জন্য তেল বিক্রি ব্যবস্থা চালু রেখেছিল। তেল মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, তেল উত্তোলন এবং বিতরণ এলাকায় প্রচুর ক্ষতি হওয়ায় আপাততঃ এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ইরাক এর মধ্যেই তার উল্লেখযোগ্য সামরিক দপ্তর গুলো বেসামরিক এলাকায় সরিয়ে নিয়েছে, ফলে সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে আক্রমণ করলেও প্রচুর বেসামরিক লোকজন হতাহত হচ্ছে। জর্দানগামী কিছু যানবাহনের উপর কোয়ালিশন ফোর্সের বিমান আক্রমণ হওয়ায় জাতিসংঘের মহাসচিব কুয়েলার আমেরিকার সমালোচনা করেছেন।

বর্তমান অবস্থায় আমরিকা জাপানের একটা সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে। তারা জাপানী অর্থ পরিবহন খাতে ব্যয় করবে বলে জানিয়েছে, কাজেই এখন আর আর্থিক সাহায্যের ব্যাপারে জাপানী সংসদের কোন আপত্তি থাকবে বলে মনে হয় না। রাশিয়া এবার ইরানের শান্তি উদ্যোগ সমর্থন করেছে। তবে ডিক চেনী হতাশা ব্যক্ত করেছেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেছেন - এতে কোন কাজ হবে বলে মনে হয় না। আসলেই এ শান্তি উদ্যোগ চলমান ভয়াবহ যুদ্ধ বিরতির কোন আঁলোক বর্তিকা দেখাচ্ছেনা।

গত কয়েক রাত রাস মিসহাবের আকাশে বিরাজ করেছে বিরতিহীন শান্তি। কোন মিসাইলের আনাগোনা নেই এখানে। আমরা হাঁটছি, হাসছি প্রাণ খুলে। মাঝে মধ্যে ছবি দেখছি সুযোগ পেলে তবে ছোট্ট সতর্ক ঘন্টা বাজছে আমাদের এখানে, ইরাকী স্যাবোটাজ টিম চলে আসতে পারে রাতের আঁধারে। সেজন্য আমরা অবশ্য সতর্ক। রাতের টহল জোরদার করা হয়েছে। ঘুমের সময় হাতের কাছে থাকছে লোডেড পিস্তল। আমাদের ঘুম এখন অনেক হালকা। যে কোন শব্দে সম্পূর্ণ সজাগ। সতর্ক হাত চলে যায় পিস্তলের বাটে। সাথে আছে অতিরিক্ত ম্যাগাজিন। দরকারে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।

০৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

আজ ভোরে ঘুম ভেঙেছে মেঘের মুখ দেখে। খুব শীত, ভারি জ্যাকেটের আড়ালে

www.pathagar.com

নিজেকে লুকিয়ে বের হলাম। মেজর ক্যামের সাথে দেখা, সাথে আছে ওর এক্সিকিউটিভ অফিসার। সবাই মিলে হৈ-হুল্লোড় আর ফুর্তি করে ছবি তুললাম। মেজর ক্যাম পিনাট খাওয়াল। প্রত্যেক মাসে চার প্যাকেট করে পাঠায় ওর স্ত্রী। খুবই মজাদার। ক্যাম বলল - Take a big handful of peanuts. ভোরের সময়টা হৈ-হুল্লোড় করে কাটল বেশ।

বাংলাদেশের ডি এ ব্রিগেডিয়ার কোরাইশীসহ অন্যান্য সবাই

এরই মধ্যে সংবাদ এল বাংলাদেশের মিলিটারি অ্যাটাশে ব্রিগেডিয়ার কোরাইশী আসছেন। তাঁর সাথে থাকবেন আরো কয়েকজন অফিসার ও সাংবাদিক। এলেন তারা দু'টো গাড়ি করে। সাংবাদিককে অন্যান্য সামরিক অফিসার থেকে আলাদা করা মুশকিল হয়ে গেল। কারণ উনিও সামরিক পোষাকে। সাংবাদিক সব অফিসারের সাথে হাত মিলাচ্ছেন, আমার সাথে হাত মিলাতেই জোরে চেপে ধরলাম তাঁর হাত - আরিফ ভাই না। ডাঃ আরিফুর রহমান, পাশ করেছেন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে। ওখান থেকেই উনি সুপরিচিত। আমাকে চিনতে তার কিছুটা সময় লাগল। চিনতে পেরে ভয়ানক খুশি। অন্ততঃ একজন সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে ফেলে আসা বিদ্যাপীঠের। ডাঃ আরিফ আমাদের অধিনায়ক এবং আরো দু'জন অফিসারের সাক্ষাৎকার নিলেন কারণ আমরাই বাংলাদেশের প্রথম চিকিৎসকদল যারা যুদ্ধাহত এবং যুদ্ধবন্দীদের চিকিৎসা প্রদান করেছি। মিলিটারি অ্যাটাশে বারবার তাড়া দিচ্ছিলেন জলদি করার জন্য। কাজ শেষ করে দুপুরে না খেয়েই ওরা সবাই চলে গেলেন। যাবার আগে আরিফ ভাইকে বললাম - মাছে ভাতে ঘরকুনো বাঙালি, এখানকার

www.pathagar.com

খাবারে অরুচি ধরে গেছে। মন বারবার ফিরে যেতে চায় ফেলে আসা ছোট গাঁয়ে আপনজনের মাঝে, আপনার কিছু করণীয় আছে কি? জবাবে উনি বললেন - আমি হলাম বাংলাদেশেরও রাজাকার - সৌদি আরবেরও রাজাকার, উভয় সঙ্কটে আছি। শুনলাম, তবে তাঁকে আর রাজাকার শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করে বিব্রত করলাম না। উনি হয়ত এ সংবাদ ছাপাতে গেলে বেকায়দায় পড়বেন সে কথাই বলতে চেয়েছেন। মিলিটারি অ্যাটাশেকে জিজ্ঞেস করলাম - কবে দেশে ফিরব, স্যার? জবাব এল - যখন দরকার সরকার ফেরত নেবে, তবে যুদ্ধ শেষ হবার আগে নয়। এখানে অবশ্যই একটা কথা আমার বারবার মনে আসছে। আর তা হল বিদেশিরা অকৃপণ ভাবে তাদের সেনাবাহিনীর বিভিন্ন কার্যক্রম দেশের প্রচার মাধ্যমের সহায়তায় জনগণকে অবহিত করছে, এবং সম্ভব হলে বাংলাদেশেরও উচিত আমাদের বিভিন্ন কর্মকান্ড জনগণকে জানান। তাতে তারা আমাদেরকে নিয়ে গর্ব অনুভব করতে পারবে।

যাক সে কথা, ফিরে আসি বাস্তবে। এ দিকে রিপাবলিকান আর্মির উপর সম্মিলিত বাহিনী আক্রমণ কমিয়ে দিয়েছে। কিন্তু অন্যান্য লক্ষ্যবস্তুর উপর আক্রমণের তীব্রতা অব্যাহত রয়েছে। যুদ্ধজাহাজ এবং ডুবোজাহাজ থেকে টমহক ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হচ্ছে। সম্মিলিত বাহিনী ইরাকী সাধারণ জনগণের ক্ষয়ক্ষতি কমাবার চেষ্টা করছে কিন্তু ইরাক যেহেতু অনেক সামরিক দপ্তর বেসামরিক এলাকায় স্থানান্তর করেছে, কাজেই বেসামরিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি হচ্ছে। বুশ তার যুদ্ধমন্ত্রী, ডিক চেনী এবং জয়েন্ট চীফ অব স্টাফ জেনারেল কলিন পাওয়েলকে সৌদি আরবে পাঠিয়েছেন। তাঁরা স্থল যুদ্ধের সম্ভাব্যতা যাচাই করে দেখবেন এবং পরিবেশ অনুকূল মনে হলে শীঘ্রই হয়ত স্থল যুদ্ধ শুরু হবে। জেনারেল শোয়ার্জকভ বলেছেন যে, তাঁর ধারণা যুদ্ধ হয়ত তাড়াতাড়ি শেষ হবে, তবে তাঁর বাহিনী এক কঠিন শাসকের মোকাবেলা করছে। সাদ্দাম হোসেন তাড়াতাড়ি নতি স্বীকার করবেন না তবে তাঁর আশেপাশের লোকজন নতি স্বীকার করবেন।

ইরাকের বিমান বাহিনী পলায়নে কতটা পারদর্শী তা তাদের ইরানে অবতরণের সংখ্যা দেখে অনুমান করা যায়। ইতোমধ্যে ইরানে আশ্রয় নিয়েছে ১১০ টি বিমান, এ ছাড়াও পলায়নপর বিমানের উপর গুলি করে চারটিকে বিধ্বস্ত করেছে সম্মিলিত বাহিনী। ইরাকী বিমান বাহিনীর মনোবল যে একদম শূন্যের কোঠায়, এ কথা আর কাউকে এখন বুঝিয়ে বলতে হয় না। যদিও সাদ্দাম হোসেনের আচরণে তাঁর মনোবল আকাশ চুম্বী বলেই মনে হয়। ইরাকী ডিকটেটরের বাহ্যিক এই আচরণ কি লোক দেখানো না আসলেই তাঁর শক্তির উৎস লুকানো আছে আর কোথাও? যদি তাই হবে তাহলে পরে পরে মার খাচ্ছে কেন ইরাক! এটাত আর সনি লিস্টন এবং মোহাম্মদ আলীর মুষ্টিযুদ্ধের রিং নয়। আসলে কোথাও তাঁর কিছু নেই। তিনি হিসাবে মস্তবড় ভুল করে বসে আছেন। সিরিয়া এবং ইরাকের স্থল বাহিনীর মধ্যে গতকাল প্রথমবারের মত গুলি বিনিময় হয় কিন্তু সটান পিঠটান দিয়েছে ইরাকী বাহিনী কিছুক্ষণের মধ্যেই।

www.pathagar.com

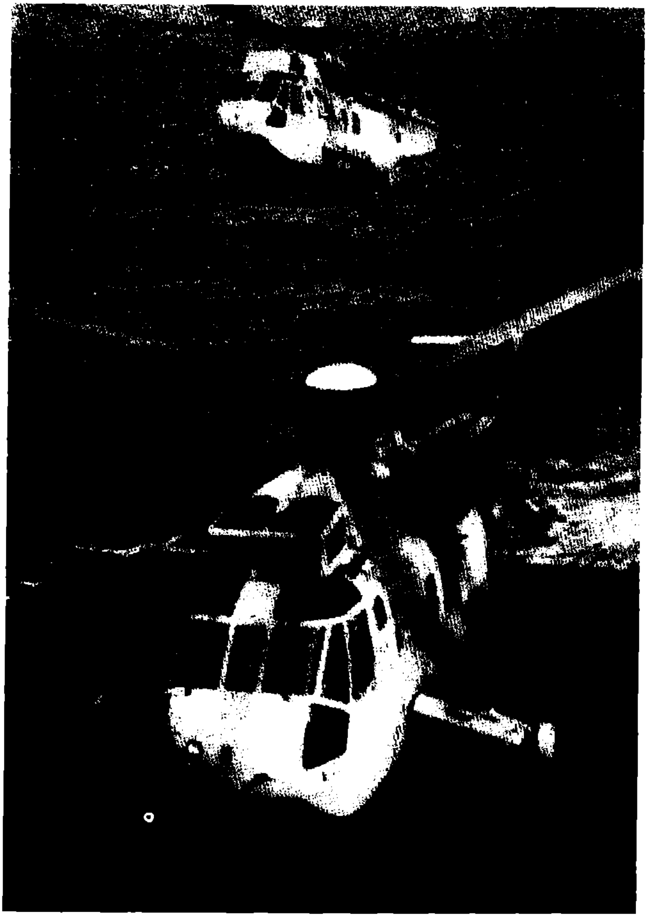

উপসাগরে অ্যাকশনে রয়্যাল ফ্লিট আরগোস ও সি কিং হেলিকপ্টার

০৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

গতরাতে অধিনায়ক আমাদের সাথে অনেকক্ষণ গল্প করেছেন। কথায় কথায় মেজর ক্যামকে বলেছি - তোমার পিনাট খুব মজাদার। সে তার পুরো একটা কন্টেইনার আমার হাতে দিয়ে বলল - সংকোচ করোনা, নিয়ে খাও সবাই মিলে। পিনাটের সাথে গল্প আর চা, জমেছিল বেশ। ক্যাম জানিয়েছে - ভয়ের কিছু নেই,

www.pathagar.com

পশ্চিমে ভারি বোমাবর্ষণ হবে আজ রাতে। রাত একটার দিকে গল্প ছেড়ে ঘুমাতে যাই কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ মাটি কাঁপার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল বার কয়েক। চপার আর ফাইটারের গর্জন বাতাসে ভাসছিল বিরামহীন। কিন্তু আজকের রৌদ্র করোজ্জ্বল ভোরে ০৭৫৫ মিনিটে আছড়ে পাছড়ে যেয়ে পড়লাম ট্রেঞ্চে। বিকট শব্দে বাজছে সাইরেন। দু'চার মিনিটেই আবার বিপদ মুক্তির ঘন্টা শুনে বের হয়ে এলাম নিজের ডেরায়। শুনলাম - বিশালাকায় এক ক্ষেপণাস্ত্র উড়ে গেছে দক্ষিণে। সৌদি ক্যাপ্টেন জাহের বলল - ওরে বাপ, ওর একটা রাস মিসহাবে নামলে সব ধ্বংস হয়ে যাবে।

দুপুরের দিকে গ্রেনেড ইঞ্জুরি নিয়ে রোগী এল খবজি থেকে, সৌদি সৈনিক। গ্রেনেড ছুড়েছে ইরাকী সৈন্য। লুকিয়ে আছে খবজিতে। সেখানে এখন অনেক বাড়ি খালি, কাজেই এ ঘর হতে ও ঘরে লুকিয়ে থাকা কোন সমস্যা নয়, তবে স্নাইপারকে বের করাটা একটা সমস্যা।

খবজির ঘরে ঘরে লুকান ইরাকী সৈনিকের তল্লাশিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে মার্কিনী মেরিন

www.pathagar.com

রোগীর আঘাত গুরুতর, ডান হাত এবং পায়ে। একটা স্প্লিন্ট লেগেছে লিংগে। রক্তক্ষরণ হচ্ছিল ক্ষত স্থান হতে। আমি আর মেজর শরীফ কাজে লেগে গেলাম। ক্যাম বলছে - গত পরশু বিশজন এবং গতকাল চার জন লুকান ইরাকী সৈন্যকে বন্দী করা হয়েছে। লুকিয়ে আছে আরো কিছু যাদের জন্য ঘরে ঘরে কম্বিং অপারেশন চলছে খবজিতে। গল্পের মত, স্বপ্নের ঘোরে কাটছে আমাদের সময়।

উপসাগরীয় যুদ্ধ আরো তীব্রতর হবার আশঙ্কায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে রাশিয়া এবং ইরাকের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা। ১৮ হাজার মেরিনসহ এক জাহাজের বহর এগিয়ে যাচ্ছে কুয়েতের উপকূল বরাবর। ধারনা করা হচ্ছে তারা উভচর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। আজকে আমাদের রাস মিসহাব কিছুক্ষণ পরপর কেঁপে উঠছে। মিসাইল ছোড়া হচ্ছে এখান থেকে কুয়েতের লক্ষ্যবস্তুতে। খবজির উত্তর পশ্চিমে আবারও কিছু ইরাকী জমায়েত লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু ক্যাম বলেছে - ওদের আর এ মুখো এগুতে হবে না। যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে এই সেক্টরে। ক্যামের কথা আত্মবিশ্বাসে ভরপুর।

জন রস, একজন রাসায়নিক অস্ত্র বিশেষজ্ঞ। তাঁর বক্তব্য তুলে ধরছিল সি এন এন। তিনি বলছেন বিভিন্ন এজেন্টের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে। পশ্চিমা দেশগুলোয় সম্প্রতি সাদ্দাম হোসেনের শেষ চেষ্টা হিসাবে রাসায়নিক কিংবা জীবাণু অস্ত্র প্রয়োগের সম্ভাবনা বদ্ধমূল হচ্ছে। জেমস বেকার বলেছেন - Allied response to chemical attacks will be severe অর্থাৎ সম্মিলিত বাহিনীর রাসায়নিক অস্ত্রের আক্রমণের প্রতিউত্তর হবে ভয়ঙ্কর। আর এ ভয়ঙ্করের অর্থ কি তা আমরা ইতিপূর্বেই জেনেছি, যার অর্থ ইরাকের সম্পূর্ণ বিনাশ।

০৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

ব্রিগেডিয়ার শরবিনি আজ এখানে এসে একটা নতুন নির্দেশ দিলেন যে, আমাদের প্রত্যেকটা রোগীকে আঘাত প্রাপ্তির স্থানেই চিকিৎসা করতে হবে। এ আদেশ যুদ্ধক্ষেত্রে চিকিৎসা প্রদানের নিয়ম বহির্ভূত। অধিনায়ক বিনয়ের সাথে তাঁর এ আদেশ প্রত্যাখান করলেন। উত্তরে উনি বললেন - তা হলে আর তোমাদের এখানে রেখে কি লাভ? আসলে যাদের প্রয়োজন এখন অনেক বেশি এবং যুদ্ধ পরিকল্পনায় জ্ঞান কম তাদের বুঝাবে সাধ্যকার।

যাক এখানকার জটিলতা - অব্যাহত আক্রমণে ইরাকের এত বেশি ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে যে, রাশিয়ার পক্ষ হতে আলেকজান্ডার বেলেনগ এজন্য তাঁদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। যদিও এর পাশাপাশি শান্তির জন্য রাশিয়া এবং ইরানের উদ্যোগ অব্যাহত

www.pathagar.com

রয়েছে কিন্তু পাকিস্তানকে তার উদ্যোগ থেকে সরে দাঁড়াতে হয়েছে। কারণ ইরাকের চোখে এখন পাকিস্তান আর কোন নিরপেক্ষ দেশ নয়। ইরাক পাকিস্তানের সাথে তার সম্পর্কের ইতি টানতে সেখানকার দূতাবাস বন্ধ করে দিয়েছে। শান্তি উদ্যোগের পাশাপাশি স্থল যুদ্ধের জল্পনা কল্পনা প্রবল হচ্ছে নিত্য। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কথায় কখনো এ আক্রমণ খুব কাছাকাছি আবার কখনো খানিকটা দূরে বলে মনে হচ্ছে। আমেরিকা এক সামরিক ইস্তেহারে ইরাকের সামরিক ব্যবস্থাপনার ১৫% - ২০% ধ্বংস করেছে বলে দাবি করেছে।

০৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

ইরাক তার এক সামরিক ইস্তেহারে কোয়ালিশন বাহিনীর সকলকে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে ঘোষণা করেছে। জন মেজরের সমালোচনা করে বলা হয়েছে যে - তিনি, জর্জ বুশ এবং মিতেরাঁর চেয়েও জঘন্য। তিনি তাদেরই বংশধর যারা বহুদেশ বিভিন্ন সময় লুট করেছে। ইরাক ইস্তেহারে আরো বলেছে যে, বাদশাহ্ ফাহাদ পবিত্র স্থান সমূহের মর্যদা ক্ষুন্ন করেছেন। তবে ইরাকের ইস্তেহারের ভাষা যাই হোক না কেন, অ্যালাইড ফোর্সের আক্রমণের সাবলিল গতি থেমে থাকছেনা যুদ্ধ ক্ষেত্রে। যে ক্ষমতাধর সে-ই মার দিতে থাকে এবং হচ্ছেও তাই। গত ২৪ ঘন্টায় সম্মিলিত বাহিনীর বিমান বহর ১৯২ বার শত্রু এলাকায় হামলা চালিয়েছে। কোয়ালিশন বাহিনী দাবী করছে যে, তারা কুয়েতে ছয়শত ট্যাংক এবং চারশত কামান ধ্বংস করে দিয়েছে। যদিও এ সংখ্যা ইরাকী ট্যাংকের মোট সংখ্যার ১২% ভাগ মাত্র।

ডগলাস হার্ড এখন মিশরে। আলাপ করেছেন মিশরীয় নেতাদের সাথে গালফের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে। তিনি বলেছেন - ইরাকের পরাজয়ের পর সে দেশ কে শাসন করবে তা কোয়ালিশন ফোর্স ঠিক করবে না বরং ইরাকী বাহিনীকেই তা ঠিক করতে হবে। হার্ড অবশ্য যুদ্ধের পরে আরব ইসরাইল সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণের কথা উল্লেখ করেছেন। আর সাদ্দাম সমস্যাটা উস্কে দেবার জন্য তাঁর সম্ভবতঃ শেষ স্কাড ছুড়েছে ইসরাইলে যার আঘাতে ২৫ জন বেসামরিক ব্যক্তি হতাহত হয়েছে। আগামী বুধবার নিরাপত্তা পরিষদের বিশেষ অধিবেশন বসছে। এ অধিবেশনে যুদ্ধের অগ্রগতি এবং ইরাকের যুদ্ধ পরবর্তী পুনর্গঠনের ব্যাপার পর্যালোচনা করা হবে। বর্তমানে নতুন এক শান্তি উদ্যোগ চলছে যার মধ্যমনি হলেন প্রেসিডেন্ট রফসানজানি। তাঁর দেয়া শান্তি প্রস্তাব যাচাই করে দেখছে বাগদাদ এবং সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার জন্য ইরাকী উপ-প্রধানমন্ত্রী এখন বাগদাদে। রফসানজানি বলেছেন - দরকারে তিনি পৃথক পৃথক ভাবে সাদ্দাম এবং বুশের সাথে সাক্ষাৎ করতে রাজি আছেন। গরবাচেভও শান্তির আহবান জানিয়ে সাদ্দাম হোসেনের কাছে এক

www.pathagar.com

খোলা চিঠি পাঠিয়েছেন এবং তাঁর একজন দূতকে ইরাকে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু সিরিয়ার ধৈর্যচ্যুতি লক্ষ্য করা যায় ইরাকের আচরণে। বহুজাতিক বাহিনীতে সিরিয়ার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সৈন্য রয়েছে। সিরিয়া আজ ইরাকের জনগণকে সাদ্দামকে হত্যার আহবান জানিয়ে বলেছে যে, সাদ্দাম সারা দেশকে পণবন্দী করে রেখেছে।

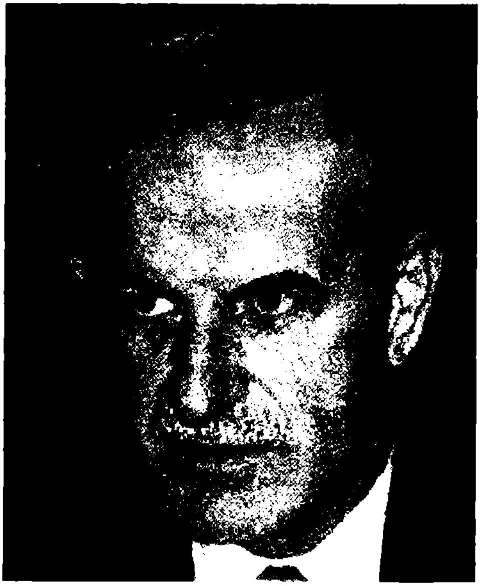

সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হাফেজ আল আসাদ

স্থল যুদ্ধ এখনও শুরু হয়নি কিন্তু একবারে চারশত জন ইরাকী সৈন্য সম্মিলিত বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। মোট যুদ্ধবন্দীর সংখ্যা এখন নয়শত ছাড়িয়ে গেছে। বোঝা যায় অব্যাহত বিমান আক্রমণে ইরাকী জনগণ ও সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। বন্দী ইরাকী সৈন্যরা জানিয়েছে যে, তাদের অনেকেই আত্মসমর্পণ করতে চায় কিন্তু যেহেতু প্রত্যেক ব্যাটালিয়নে ফায়ারিং স্কোয়াড আছে, তাই তারা পালাবার সাহস পাচ্ছে না। ইরাক হতে জর্দানগামী রাস্তায় সম্মিলিত বাহিনীর বোমাবর্ষণে কোথাও কোথাও ১৮' গভীর গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। সাংবাদিকরা তিনটি ময়দাবাহী ট্রাক উল্টে থাকতে দেখেছেন। বিমান আক্রমণে বিধ্বস্ত ভগ্ন মনোবলের সেনাবাহিনী নিয়ে সাদ্দাম হোসেন যে বিজয়ের আশা পুষছেন তা কি কখনো সফল হবে?

রাস মিসহাবে আজ বিকালে নয়জন গাড়ি দুর্ঘটনার রোগী পেয়েছি। চিকিৎসার ব্যাপারে সার্জন মেজর সাদউল্লাহ পায়োনিয়ার, ক্লান্তিহীন। একাধারে অভিযোগহীন কাজ করতে থাকেন। রাত তিনটায় আমার ডিউটি থাকলেও বুলেট ইনজুরির রোগী

www.pathagar.com

তিনি একাই চিকিৎসা করেছেন - আমাকে আর ডাকেননি। সাধারণ রোগী ছাড়া নিজের পায়ে গুলি ছুড়ে এক সৈনিক হাজির হয়েছে একদিন। একে বলে সেলফ ইনফিলিকটেড ইনজুরি। দু'জন সৈনিক পেয়েছি মানসিক ভারসাম্য হারানো আর একজন সৌদি অফিসার পেয়েছি যে কিছুতেই সাদ্দামের সাথে যুদ্ধে যেতে রাজি নয়। মুসলমান ভাই ভাই - তবে কেন যুদ্ধ হবে? তাকে অবশ্য আমাদের সাথে আলাপ করে অপারেশনাল কমান্ডার কর্ণেল আম্মর দাহরানে পাঠিয়েছেন। মানসিক ভারসাম্য হারানো কিংবা সেলফ ইনফিলিকটেড ইনজুরি কোনটাই যুদ্ধের ইতিহাসে বিরল কোন ঘটনা নয়। আর এতদিনের শোনা ইতিহাস এখন আমাদের সামনে বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে। আমাদের এখানে সমুদ্রে ভাসমান তেলের পরিমাণ আশঙ্কাজনক পর্যায়ে পৌঁছায় ডিস্যালাইনেশন প্লান্ট বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। পানির অভাবে আমাদের কাপড় চোপড় ধোয়া বন্ধ হয়ে গেছে। নামাজের সময় বিবেচনা করে ঘন্টা খানেক পানি সরবরাহ বজায় রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমাদের দৈনন্দিন পানি সংরক্ষণের ট্যাংকার লেঃ আদিব নিয়ে গেছে। তানজির হতে পানি ভরে এনে ওটা দিয়ে বেসের সবাইকে পানি সরবরাহ করা হবে। এ অবস্থা হয়ত বেশিদিন স্থায়ী হবে না তবে এটা ঠিক, এখানকার বাতাসে তেলের গন্ধ, বর্ষা হয়েছে কিন্তু পানি নয় তেল পড়েছে রাস্তায়। এখানকার পরিবেশ সহনীয়ভাবে দূষিত এখন। গিয়েছিলাম সাগর দেখতে। দেখলাম সাগরই শুধু কাল হয়ে নেই, আছে এর বালুকা বেলায় ক্লান্ত পায়ে হাঁটা ঝাঁক ঝাঁক পাখি। অভিযোগহীন বড়ই অবসন্ন ওরা, কোথাও কোথাও মৃত্যুর প্রহর গুনছে। আর কিছু কিছু পাখি স্থির চোখে তাকিয়ে আছে ভাবলেশহীন। সাগরতীর থেকে ভারি মন নিয়ে ফিরলাম। সমুদ্রের এই নির্দোষ পাখি আর মাছ মারা ছাড়া সাদ্দামের অস্ত্র আর কোন কাজে লাগেনি। পরিকল্পনাহীন আচরণ তাঁকে আরেকবার বিবেকহীন নিষ্ঠুর ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত করল।

এখানে সৌদিদের আজ ব্যস্ততম দিন যাচ্ছে। শুনলাম এসেছেন প্রিন্স সুলতান। উনি চলে গেলেন সন্ধ্যায়। হঠাৎ সন্ধ্যার পর পরই একজন ক্যাপ্টেন সহ চার জন বুলেট ইনজুরির রোগী এল। শুনলাম এরা প্রিন্সের গার্ড। একজন অফিসার বলল - বেসের বাইরে কে বা কারা প্রিন্সকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়েছে। আহত অফিসারকে জিজ্ঞেস করলাম কিভাবে এবং কোথায় হল? কোন জবাব দিল না সে। অন্যান্য উপস্থিত সৌদিরাও কেউ মুখ খুলল না। রহস্যের আড়ালেই রয়ে গেল ঘটনাটা। বুঝলাম এ রহস্য আর কখনো আমার পক্ষে জানা সম্ভব হবে না।

১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

অব্যাহত প্রচন্ড বিমান আক্রমণ সহ্য করে এখনও ইরাকী বাহিনী টিকে আছে দেখে সৌদি আরব সফররত ডিক চেনী প্রশংসা সূচক বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তিনি

বলেছেন - মাটির নিচে আশ্রয় নেয়া ইরাকী বাহিনীকে উপরে তুলে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি আরো বলেছেন যে, স্থল আক্রমণের আর বেশি দেরি নেই। যদিও এরই মধ্যে এখনও শান্তি উদ্যোগ চলছে। সোভিয়েত দূত যাচ্ছে ইরাকে শান্তির প্রত্যাশায়। আমেরিকার তাতে সম্মতি রয়েছে। ইরানী সংসদের স্পীকার পাকিস্তান সংসদের স্পীকারের কাছে বার্তা পাঠিয়েছেন। যদি শান্তি আসেই তবে তা ইরাকের সম্পূর্ণ ধ্বংসের পরে এসে কি লাভ! ক্যামের সাথে অবসরে অনেকক্ষণ আলাপ হয়েছে। ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক, তারপরে গালফের বর্তমান অবস্থা নিয়ে।

রিপাবলিকান গার্ডের বাংকারে ফ্রেঞ্চ জাগুয়ারের সফল আক্রমণ

আজ বিকালে বেশ কিছুক্ষণ ধরে থেকে থেকে ঘরবাড়ি কাঁপছে। মেজর ক্যাম জানাল, ইউ এস এস মিসৌরীর কীর্তি এটা। ও বলল - এত সবে শুরু মাত্র, দু'হাজার

www.pathagar.com

পাউন্ড ওজনের গোলা ছোড়া হচ্ছে, সামনে আরো আছে। বিশেষ বিশেষ লক্ষ্যবস্তুর উপর দশ হাজার পাউন্ড ওজনের বোমাও ছোড়া হবে। বললাম - তাহলে এগুলোর ধ্বংস ক্ষমতাত প্রায় আণবিক বোমার মতই। ও বলল - প্রায়, তবে আণবিক বোমার গুণাবলী এতে নেই। বললাম - তোমাদের চেনী ত শীঘ্রই স্থল যুদ্ধের কথা বলছেন। ও বলল - আগামী দুই সপ্তাহের আগে নয়। ইতোমধ্যেই অবশ্য ওদের মেডিক্যাল ইউনিটগুলি সবকিছু বস্তাবন্দী করে আদেশ পাওয়া মাত্র কুয়েতের অভ্যন্তরে ঢোকার জন্য তৈরি হয়ে আছে। রাস মিসহাবেও ওদের অবস্থানরত মেডিক্যাল ব্রিগেডের কিছু অংশ সবকিছু গুছিয়ে আদেশের অপেক্ষায় আছে। রাসায়নিক যুদ্ধের কথায় ক্যাম বলল - আমাদের গোয়েন্দারা মনে করে, শেষ সময় হয়ত সাদ্দাম হোসেন তার শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করবে। মার্কিনীরা জুবেলের আরো সামনে অর্থাৎ রাস মিসহাব, সাফফানিয়া এবং সীমান্তের কাছাকাছি অবস্থানরত সব সৈনিককে অ্যানথ্রাক্সের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে টিকা দিয়েছে। রাসায়নিক অস্ত্রের আক্রমণের বিরুদ্ধে ওরা সব সময় প্রস্তুত। তবে ওদের ধারণা, ফ্রগম্যান কিংবা স্কাড ছুড়ে ইরাকীরা রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগ করতে পারবে না। পারবে শুধু আর্টিলারি শেল দিয়ে। তবে ইরাকী বিমান বাহিনী অকেজো হওয়ায় সে ভয়ও এখন আর নেই।

আমাদের বর্তমান অবস্থানে ধীরে ধীরে কাজের চাপ বেড়েই চলেছে। মাইনে আঘাতপ্রাপ্ত একরোগী এল শ্বাসনালীতে বড় আকারের একটা গর্ত নিয়ে। আমাদের এখানে যথেষ্ট যন্ত্রপাতি না থাকায় ওকে আমরা পাশের মার্কিন হাসপাতালে পাঠালাম। ওদের সহযোগিতা আমাদের জন্য স্বতঃস্ফূর্ত। আমাদের হাসপাতালের বাইরে এন বি সি ডিকন্টামিনেশন ইউনিটের কাছে বিরাট একটা গাড়ি দাঁড়ান থাকে সব সময়। উদ্দেশ্য, মৃত দেহ সংরক্ষণ। বাংলাদেশ কন্টিজেন্টকে মৃত দেহ সংরক্ষণের জন্য প্রায় দেড়শত প্লাস্টিক ব্যাগ দেয়া হয়েছে। প্রথম প্রথম এগুলোর দিকে তাকালে অস্বস্তি লাগত। যখন মৃত্যু মনে হয়েছে নিত্য সঙ্গী তখন ভয় ধীরে ধীরে পলাতক আসামির মত পালিয়ে গেছে বহুদূর। এখন আমরা সবাই মৃত্যুর সাথে পাঞ্জালড়া সাহসী সৈনিক। তবে সংবাদ এসেছে আমাদের এখানে থাকা হবে না। রাস মিসহাবে চলে আসবে আমাদের তিন এ ডি এস আর আমাদের এ দল যাবে আল কাসিম প্রদেশে। তখন মুখ্য কাজ হবে যুদ্ধবন্দীদের চিকিৎসা করা। এখান থেকে প্রায় ৭০০ কিঃ মিঃ দূরে, থাকতে হবে মরুভূমিতে। সৌদি কতৃপক্ষ ব্যাপক হারে যুদ্ধবন্দী আশা করছেন। মোট ২৫ মিলিয়ন প্রচার পত্র ছাড়া হয়েছে কুয়েত এবং ইরাকের আকাশে। যুদ্ধবন্দী হলে জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী ভাল ব্যবহার, আশ্রয় এবং চিকিৎসার প্রতিশ্রুতি রয়েছে এ সব প্রচার পত্রে। আল নাইরিয়ায় হবে আরেকটা বন্দী শিবির। সেখানকার চিকিৎসার দায়িত্বভার গ্রহণ করবে ৭ ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্স। ক্যাম আমাদের আল কাসিমে দায়িত্ব প্রাপ্তির কথা শুনে বলল - তোমাকে হারাতে খারাপ লাগছে তবে আমি খুশি, তুমি থাকবে যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে অনেক দূরে।

www.pathagar.com

১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

আজ ভোরে দেখি বর্ষায় ভিজে আছে বালু আর সাথে কনকনে ঠান্ডা। ক্লিনিকে গেলাম যথারীতি। রোগী না থাকায় হাতে তুলে নিলাম একটা কবিতার বই। অধিনায়ক এসে বললেন - চল টেলিফোন করব। গেলাম তাঁর সাথে বেস কমান্ডারের অফিসে। সিও কথা বললেন লিয়াজোঁ হেড কোয়ার্টারের সাথে। পরে বললেন - নির্দেশ এসে যাচ্ছে, আমরা যাব আল কাসিম আর এ ডি এস গুলো থাকবে এখানে। এর অর্থ আমাদের এক অংশ অপারেশন ডেজার্ট স্টর্মে প্রতিরক্ষা অবস্থানে আর অন্য অংশ সরাসরি আক্রমণ ভাগে থাকবে। অধিনায়ক জানালেন - আমাদের কমান্ডার অবশ্য আগামী ১৫ তারিখের আগে আমাদের অবস্থান ছাড়তে না করেছেন। তিনি অন্যান্য ইউনিটের অধিনায়কদের নিয়ে আগামী শনিবার এখানে আসবেন এবং শেষ সিদ্ধান্ত দেবেন।

এই রাস মিসহাব এখন শান্ত। যুদ্ধের আতঙ্ক আর নেই। মাঝে মধ্যে কেঁপে উঠছে মাটি, তাও স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। কারণ এগুলো আমাদের দিকে কেউ ছুড়ছে না বরং আমাদের দিক থেকে শত্রুর উদ্দেশে ছোড়া হচ্ছে।

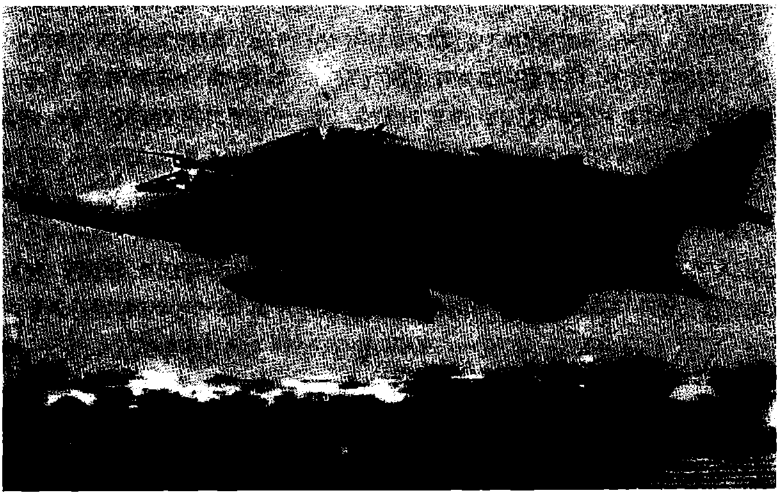

এ্যাকশনে জাগুয়ার

কুয়েতে অবস্থানরত ইরাকী বাহিনী ধূসর বালুতে এমনভাবে ছদ্মাবরণে মিশে আছে যে, তাদের অবস্থান নির্ণয় করতে সম্মিলিত বাহিনী বিশেষ বিমান এবং ভূ উপগ্রহের সাহায্যে নিচ্ছে।

www.pathagar.com

সম্মিলিত বাহিনী স্থল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকলেও মৃত্যু ঝুঁকি এবং মৃত্যুর হার কমানোর জন্য প্রবল বিমান হামলায় শত্রুর মনোবল ধ্বংস আর রশদ ভান্ডার সরবরাহের পথ অকেজো করে দিতে চাইছে। ইতোমধ্যেই ইরাকের যা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তাতে সাদ্দাম হোসেন যতই আস্ফালন করুন না কেন অন্যের সাহায্য ছাড়া তাঁর দেশের পুনর্গঠন সম্ভব নয়। যদিও শান্তির অন্বেষায় বিশ্ব এখনও তৎপর, বুদ্ধিদৃপ্ত প্রিমাকভ আবারও বাগদাদে, রফসানজানি এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছেন যে কোন জায়গায় শান্তির দূত হিসাবে যাবার জন্য কিন্তু ইরাকের তর্জন গর্জন থামছে না এক মুহূর্তের জন্যও।

১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

স্থল যুদ্ধের জন্য জল্পনা কল্পনা এখন ব্যাপক। বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম তাদের মতামত প্রকাশ করছে এ ব্যাপারে। বেশির ভাগেরই ধারনা যুদ্ধ শুরু হতে এখনও বেশ বাকি। মেজর ক্যাম বলল - মাস মিডিয়া যা-ই বলুক না কেন আমরা দু'সপ্তাহের মধ্যেই যুদ্ধে যাব। বললাম - ইরাক প্রায়ই অভিযোগ করছে, তোমরা ওদের বেসামরিক জনগণকে নির্বিচারে হত্যা করছ। মনে হল ক্যাম দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। বলল - এমন কিছু কথা আছে যা হয়ত তোমাকে বলা ঠিক নয় কারণ তুমি বিশ্বাস নাও করতে পার। ইরাক - ইরান যুদ্ধের সময় ইরাক তার রাসায়নিক অস্ত্র ছুড়েছিল বেসামরিক এলাকায় তাত জান। মিসাইল ব্যাটারীর একজন অফিসার বেসামরিক জনগণকে বাঁচাতে কম্পিউটারের ডাটা পরিবর্তন করে দেয়। ঘটনাটা জানাজানি হলে উক্ত অফিসারকে ক্ষেপণাস্ত্রের সাথে স্ট্রাপ দিয়ে বেঁধে ছোড়া হয় এবং ঘটনাটা ভিডিও করা হয়। ভিডিও টেপ পরবর্তীতে ব্যাটারীর অবশিষ্ট লোকদের দেখিয়ে বলা হয়, যে কেউ আদেশ অমান্য করবে তাদের একই পরিণতি ভোগ করতে হবে। ও বলল - সাদ্দাম হোসেন এখন কি করছে জান? সে তাঁর বেসামরিক ব্যক্তিদের মিলিটারি টার্গেটে বেঁধে রাখছে এবং এ্যাকশনে মারা গেলে বিশ্বকে দেখাচ্ছে যে, যুদ্ধে বেসামরিক ব্যক্তিদের হত্যা করা হচ্ছে। অবাক হয়ে বললাম - কোন সুস্থ মানুষের জন্য এও কি সম্ভব! ক্যাম বলল - সাদ্দাম হোসেন সুস্থ হলেও তাই করছেন।

১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হল আমরা অর্থাৎ এম ডি এস যাচ্ছি যুদ্ধবন্দীদের চিকিৎসার জন্য আল কাসিম প্রদেশে। আর আমাদের ৩ টি এ ডি এস-ই এখানে থাকবে।

www.pathagar.com

ক্যাপ্টেন মোবারক সন্ধ্যা নাগাদ এখানে এসে পৌঁছল, সাথে বৃহদাকার চারটি লরী আর তিনটি সুপরিসর কোচ। আমরা আমাদের মালপত্র সন্ধ্যার আগেই লোড করে পরের দিন পরবর্তী গন্তব্যে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলাম।

যুদ্ধ কিন্তু থেমে নেই। এখন পর্যন্ত সত্তর হাজারেরও বেশি বার বিমান হামলা চালিয়েছে সম্মিলিত বিমান বহর। কিন্তু সমস্যা হল, একটা লেসার গাইডেড মিসাইলের আঘাতে প্রায় দুইশত ইরাকী বেসামরিক ব্যক্তির মৃত্যু হওয়ায় সারা দুনিয়ায় হই চই পড়ে গেল। দুনিয়ার শান্তিকামী মানুষ আঙ্গুল তুলে আমেরিকাকে ছি ছি শুরু করল। এরই মাঝে রুদ্ধদ্বার কক্ষে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক বসেছে। কারণ আর কিছুই নয়, ইরাক যেন নতুন কোন ধুয়া না তুলতে পারে। আর সম্মিলিত বাহিনীর বিমান আক্রমণের মুখে ইরাক বিক্ষিপ্তভাবে দু'চারটে স্কাড ছুড়ে জবাব দিচ্ছে যার বেশির ভাগই আকাশে বিধ্বস্ত করে দেয়া হচ্ছে কোন ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই। তবে যুদ্ধের অগ্রগতি বা স্থিরতার কথা আজ আর ভাবছি না, ভাবছি আমাদের নতুন জায়গা এবং দায়িত্ব কেমন হবে।

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

ভোর সাড়ে ছয়টায় ৪ টি লরী, ৪ টি বাস, ৪ টি ট্রাক ও ৪ টি জীপের বহর দিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হল। আমাদের যাবার আগে এখানকার ক্লিনিকের সৌদি প্যারামেডিকরা এসে আমাদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করল। অনেক দিন এখানে ছিলাম বলে আমার এখান হতে যেতে খারাপ লাগছিল। কিন্তু সময় আর প্রয়োজন আবেগকে চিরকালই পাশ কাটিয়ে সামনে এগিয়ে চলে। আমাদের দলও প্রশস্ত মহাসড়ক দিয়ে ছুটে চলল যুদ্ধ থেকে বহু দূর আল কাসিমের কোন এক অজানা মরুভূমির দিকে।

যাবার সময় পথ আমাদের পরিচিত নাইরিয়া পর্যন্ত। অনেক অফিসারই নাইরিয়া হাসপাতাল ইশারায় আমাকে দেখিয়ে বলল - এখানে আমাদের স্মৃতি মিশে আছে। আমরা আমাদের সমস্ত চেতনা আর দরদ দিয়ে এখানে কাজ করেছি। দু'একজন আবার দুঃখ করে বলল - গড়ে তুললাম আমরা আর কাজ শুরু হবার সময় দিলো ফিলিপিনো ডাক্তারদের। নাইরিয়া ছড়িয়ে আরও ২৫ - ৩০ কিঃ মিঃ সামনে ১ ইস্ট বেঙ্গলের অবস্থান। দেখলাম দু'টো বালুর পাহাড়ের মাঝামাঝি স্থানে ছড়ানো এদের তাঁবু। উল্লেখ্য যে, আমাদের যে পদাতিক বাহিনী আছে তাদের সৌদি আরবের ভূমিতে যুদ্ধ করার উপযোগী সমরাস্ত্র এবং যানবাহন নেই। তবে ওরা ওদের উপর

www.pathagar.com

যুদ্ধ চলাকালীন ১ ইস্ট বেঙ্গলের অবস্থান

অর্পিত দায়িত্ব অবশ্যই প্রশংসার সাথে করে যাচ্ছে। যতই আমরা হাফর আল বাতিনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম ততই একের পর এক আবার কখনো বা ঝাঁক বাঁধা উড়ন্ত হেলিকপ্টারের আওয়াজে কান ঝালাপালা হচ্ছিল। আমাদের ভিতর উৎসাহী দু'একজন

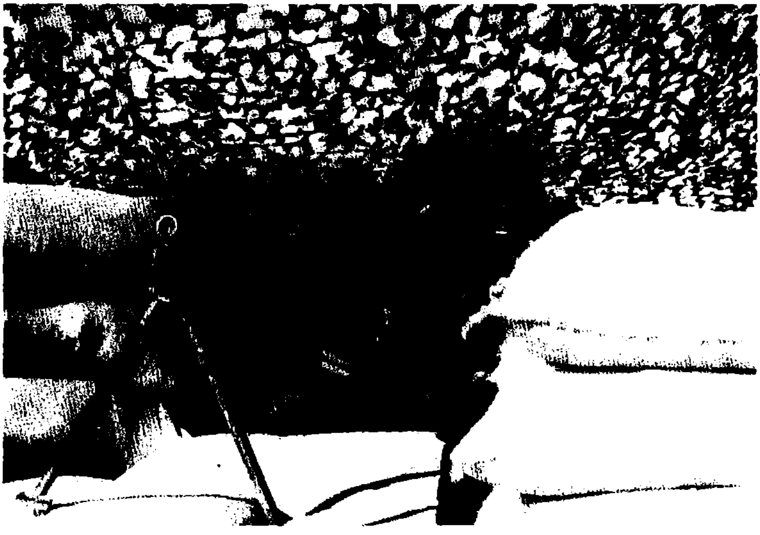

মরুভূমিতে প্রহরারত নির্ভীক বাংলাদেশী সৈনিক

www.pathagar.com

অফিসারকে দেখলাম ক্যামেরায় সাটার টিপে চলেছে একের পর এক, কারণ এ রকম সুযোগ আর হয়ত কখনও পাওয়া যাবে না। হাফর আল বাতিনের তিন চার কিঃ মিঃ আগে থেকেই আমাদের কনভয়ের গতি অত্যন্ত মন্থর হয়ে এল। কারণ আমাদের আগে পিছে সর্বত্রই সামরিক যানবাহনের চলাচল আর এ রাস্তা সোজা চলে গিয়েছে কুয়েতে। সম্মিলিত বাহিনীর আক্রমণের এটা একটা বড় অক্ষ। হাফর আল বাতিনের প্রবেশ দ্বারে ডান দিকে দেখি আল বাতিন হোটেল। আমরা শহরকে ডানে রেখে বায়ে মোড় নিয়ে রিয়াদ অভিমুখে অগ্রসর হলাম। চার কি পাঁচ কিঃ মিঃ যেতে দেখি আর ট্রাফিক জ্যাম নেই। মসৃন রাস্তা ধরে আমরা আমাদের গন্তব্যে দ্রুত এগিয়ে চললাম। পথে এক জায়গায় সামন্য বিশ্রাম এবং খাওয়া - পুনরায় আবার গড়িয়ে চলল গাড়ির চাকা। তখন প্রায় সন্ধ্যা নামে নামে - লেখা দেখলাম আল আরতাওয়াইয়া, আট কিঃ মিঃ। ক্যাপ্টেন মোবারক আমাদেরকে রাস্তা ছেড়ে ডানে নিয়ে চলল। মরুভূমির ভিতর দিয়ে এগিয়ে চললাম আমরা। ডানে বায়ে দু'চারটে বেদুইন পরিবারকে দেখলাম, বাচ্চারা খেলছে, মহিলারা বোরখা আবৃত আর পুরুষেরা যে যার কাজ করছে। প্রায় তিন কিঃ মিঃ যেতেই দেখি সার সার তাঁবু মাথা উঁচিয়ে আছে মরুভূমির মাঝে। তখন মাগরিব পার হয়ে গেছে। কোন রকমে খিচুড়ি খেয়ে বিছানায় মরুভূমির কনকনে হিমেল হাওয়ায় প্রথম রাতে ক্লান্তিতে বুজে এল চোখ। দেখতে দেখতে ঘুমের গভীরে নিজের অজান্তে হারিয়ে গেলাম।

যুদ্ধের গতির সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে ইরাক পিছিয়ে পড়েছে। কোয়ালিশন বিমান বাহিনীর বিরামহীন বোমা বর্ষণে ওদের ক্ষয় ক্ষতি দিন দিন বেড়েই চলেছে। ক্ষতির পরিমাণ ক্ষতিয়ে দেখতে গেলে এরই মধ্যে ইরাক তার একহাজার চারশত ট্যাংক এবং গোলন্দাজ বাহিনীর এক তৃতীয়াংশ খুইয়েছে। ইরাকী উচ্চমানের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রিপাবলিকান গার্ড একাধারে বিমান হামলার শিকার হওয়ায় মনোবল হারাচ্ছে দ্রুত। তার উপর আবার সৌদি আরব থেকে ইরাকী বাহিনীকে অস্ত্র ত্যাগ করে এদেশে চলে আসার আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে, যে সমস্ত সৈনিকের বাঙ্কারের মুখ সৌদি আরবের দিকে তারা যেন নির্ভয়ে সৌদি আতিথেয়তা গ্রহণের নিমিত্তে সে দেশে চলে আসে।

যদিও শান্তি উদ্যোগে কিছুটা প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে কিন্তু ইরাকী কমান্ড কাউন্সিল লম্বা ফর্দের শর্ত জুড়েছে, ফলে নেতৃবৃন্দ ইরাকী এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানই করেছেন। বুশ বলেছেন - সাদ্দাম হোসেনের প্রস্তাব এক কঠোর ঠাট্টার শামিল। জন মেজর এবং মিতেরাঁ এই বলে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন যে, এতে ইরাকের পুরানো সুরই ধ্বনিত হয়েছে। তারিক আজিজ যখন গরবাচেভের সাথে শান্তি প্রস্তাবের ব্যাপারে কথা বলছেন তখন স্বয়ং সাদ্দাম হোসেন রেডিওতে হাজির হয়ে আত্মসমর্পণ না করার কথা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু আফ্রিকার দেশগুলোর প্রতিক্রিয়া ভিন্নরূপ। তারা ইরাকী প্রস্তাবকে শান্তির লক্ষে আরেকটি পদক্ষেপ বলে মনে করে। ইয়েমেন বলেছে - দুনিয়ার পক্ষে শান্তির জন্য এটা একটা সুযোগ। কূটনৈতিক উদ্যোগ এগিয়ে চলেছে সমান তালে।

www.pathagar.com

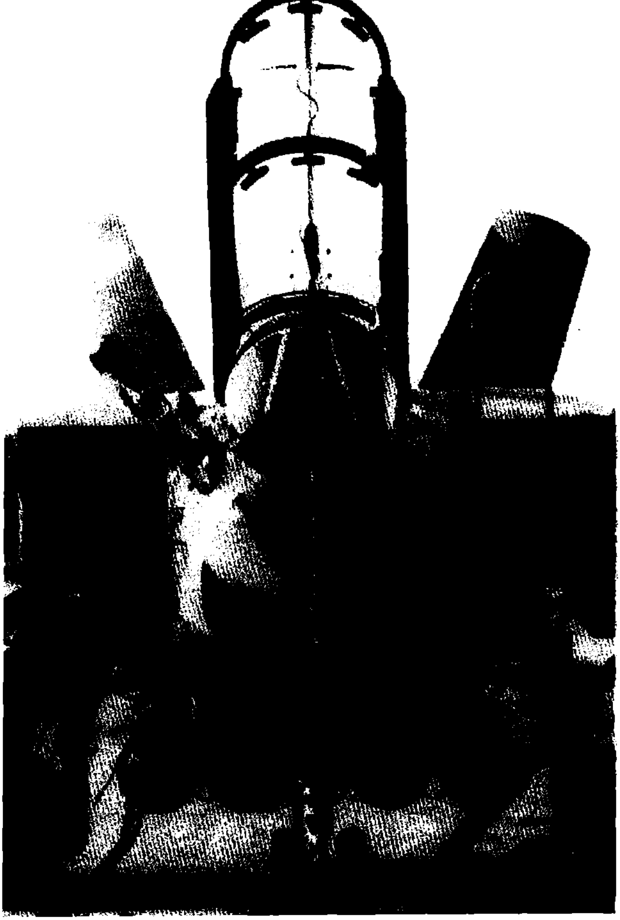

শত্রু নিধনে অংশ নিচ্ছে সৌদি রয়্যাল এয়ার ফোর্স

রাশিয়া শান্তির আশা এখনও ছাড়েনি। সাদ্দাম হোসেনের প্রস্তাবের ইতিবাচক দিকগুলো নিয়ে তারা খুব আশাবাদী বলে মনে হচ্ছে। আগামী সোমবার তারিক আজিজের সাথে কথাবার্তা শেষ হবার আগে আমেরিকা যাতে স্থলযুদ্ধ শুরু না করে রাশিয়া সে জন্যে বুশের অঙ্গীকার আদায় করে নিয়েছে। এত হতাশার মাঝেও ইরান শান্তি উদ্যোগে সুস্পষ্ট ভূমিকা রেখে চলেছে। শীঘ্রই ইরান এবং ইরাকী দূত রাশিয়ায় যাবে আলোচনার জন্য। তবে আসলে কিছু হবে কি? সাদ্দাম হোসেন অনমনীয়, তাঁর জীবিত অবস্থায় হয়ত কোন আপোসেই আসা অসম্ভব। তারমত একজন একগুয়ে এক নায়কের পাল্লায় পড়ে ইরাক এবং তার জনগণ এখন ধ্বংসের মুখোমুখি।

www.pathagar.com

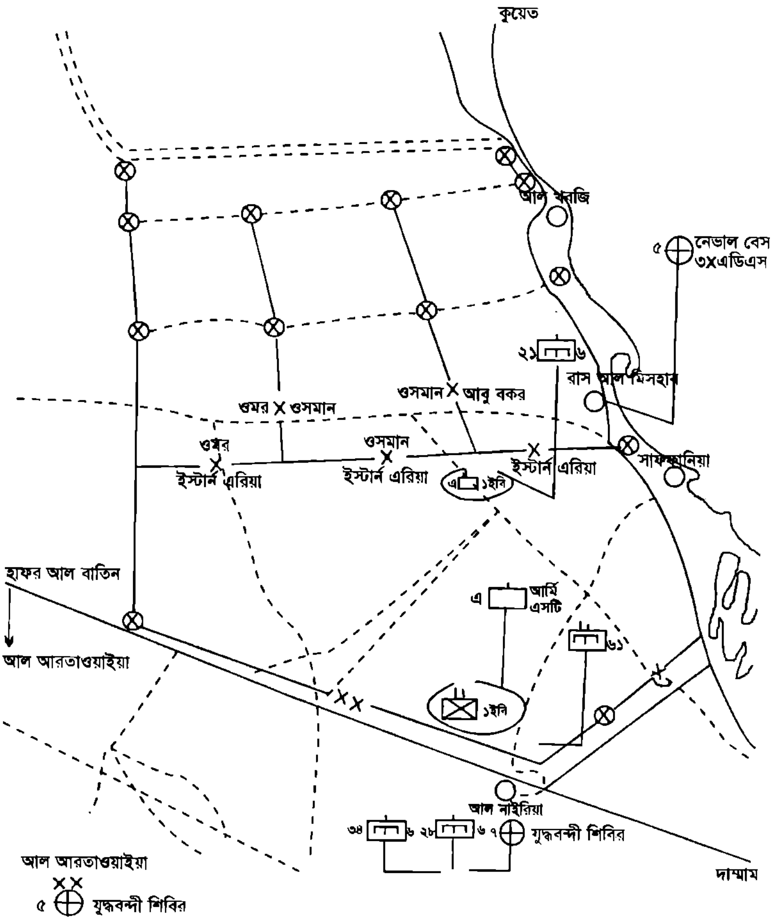

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবস্থান - ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

হয়ত একেই বলে মরুঝড়। নাম শুনেছি, দেখিনি কোনদিন। বাতাস বইছে শন শন, এলোপাথাড়ি। বালু উড়ছে বাতাসের গতি পথে, ধুলায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে চারিদিক। তাঁবু কাঁপছে থরথর করে, যেন বাঁধন ছিড়ে বারবার গা ভাসতে চায়

www.pathagar.com

বাতাসে। এর সাথে টিপ টিপ বর্ষা। রাত পোহাল - সূর্য ঢাকা পড়ে আছে মেঘের আড়ালে। বিক্ষিপ্ত চঞ্চল বাতাস আর টিপ টিপ বর্ষার কোন বিরাম নেই। এই ভাবে চলল বেলা পৌনে একটা পর্যন্ত। তার পর শুরু হল একটানা ঝম ঝম বর্ষণ। তাঁবুর চারিদিকে সামান্য বালুর বাঁধ ভেঙে এবারে পানি ঢোকা শুরু হল ভিতরে। পানি বন্ধ করার উদ্যোগে মেজর শরীফ আমাকে ছাড়িয়ে গেল। ও আর আমি এখানে এক তাঁবুর আচ্ছাদনে আশ্রয় পেয়েছি। এরপর শুয়ে বসে সন্ধ্যা পার করে দিলাম।

সাদ্দাম হোসেনের গত পরশুর অর্ধ ডজনেরও বেশি শর্তজোড়া প্রস্তাব নিয়ে এখনও জল্পনা কল্পনা চলছে। ইরাকী রাষ্ট্রদূত আলোচনা কালে বলেছেন - ইরাকের তরফ হতে দেয়া ওগুলো আলোচ্য বিষয়, কোন আরোপিত শর্ত নয়। তারিক আজিজ ইরাকী প্রস্তাবের ব্যাখ্যা দিতে বিদেশ যাচ্ছেন। মরোক্কো ইরাকের প্রস্তাবে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে আর মিশর ভাবছে হয়ত আলোচনার দ্বার এখনও রুদ্ধ হয়ে যায়নি। তারিক আজিজের ব্যাখ্যার পরে সম্মিলিত বাহিনীর কর্মপস্থা স্থির করা হবে। হয় স্থলযুদ্ধ এবং ইরাকী বাহিনীর সম্পূর্ণ ধ্বংস অথবা বর্তমান আলোড়ন সৃষ্টিকারী বিমান যুদ্ধ বন্ধ এবং শান্তির শিশির ভেজা শান্ত দিনের শুরু।

ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দুমা বলেছেন যে, তাঁরা স্থল যুদ্ধের তারিখ জানতে পেরেছেন এবং তা খুবই নিকটবর্তী। দাহরানে আজ ব্রিটিশ বাহিনীর কমান্ডার স্যার প্যাট্রিক বলেছেন - স্থলযুদ্ধ নিকটবর্তী। তাঁর ধারনা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে। তিনি স্পষ্ট সুরে বলেছেন - প্রথমে বিমান হামলার মাধ্যমে ইরাকী স্থলবাহিনীর ৫০ - ৬০% ধ্বংস করে তারপর সম্মিলিত বাহিনী স্থলযুদ্ধ শুরু করবে। গতকালও ইরাকের বসরা ছাড়াও আরো দু'টো শহরে বোমা বর্ষণ করা হয়। বিস্ফোরণের আঘাত এত প্রচন্ড ছিল যে, ইরানী সীমান্ত শহর খুররম এবং আবাদানের মাটি কাঁপছিল। অন্যদিকে স্থল বাহিনীর ছোট খাট সংঘর্ষ মাঝে মধ্যে ঘটে চলেছে। গতকাল সীমান্তে এক সংঘর্ষে ইরাকী তিনটি ট্যাংক এবং সংবাদ সংগ্রহের একটি ঘাঁটি বিনষ্ট করা হয়েছে। এ যুদ্ধে মার্কিন বাহিনীর দুইজন নিহত এবং আহত হয়েছে ছয় জন। আমাদের এখানে যুদ্ধের কোন আলামত নেই। শুধু রাতের বেলা মাঝে মধ্যে শুনতে পাই ছুটন্ত বিমানের হৃদয় কাঁপান গর্জন।

১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

আজ ভোর রাতেও শিশুর কান্নার মত আওয়াজ তুলে বইছে বাতাস, সাথে সাথে অবিরল বর্ষণ। কে বলে সৌদি আরবে বর্ষা হয় না? হ্যাঁ, তবে কাদা হয় না আমাদের দেশের মত। বালু শুষে নেয় পানি দ্রুত। বেলা ১০ টার দিকে সূর্য মুখে হাসি নিয়ে

মেঘের আড়াল হতে বেরিয়ে এল। এখানে আমাদের দিন কাটে ব্যস্ততায়। ১৫০ শয্যার হাসপাতাল হচ্ছে। বিশালাকার তাঁবু, এক একটাতে ৩০টি করে বেড অনায়াসে রাখা যায়। এমন তাঁবু আমাদের দেশে কখনই দেখিনি - পুরো হাসপাতাল এলাকা কাঁটা তার দিয়ে ঘিরে ফেলছে আমাদের জোয়ানরা, সাথে সাথে আমাদের বাসস্থান ও। আমাদের নিরাপত্তা আমাদেরই নিশ্চিত করতে হবে, কারণ এখানে এই মুশতাশফা ময়দান বা ফিল্ড হাসপাতালের ডাইনে বাঁয়ে থাকবে যুদ্ধবন্দীদের ক্যাম্প। সামনে সৌদি নিরাপত্তা পুলিশ। ওদের প্রধান একজন ব্রিগেডিয়ার। ভদ্রলোক অমায়িক এবং এতদিন যা দেখে এসেছি তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মেডিক্যাল প্রশাসক হিসাবে পেলাম ক্যাপ্টেন আবদুল্লাহকে। বাড়ি তায়েফ, এক সন্তানের জনক এবং একমাত্র স্ত্রীকে সে খুবই ভালবাসে।

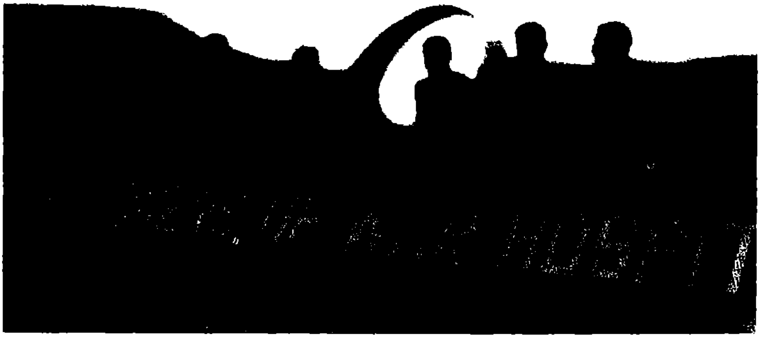

যুদ্ধবন্দী হাসপাতালের সম্মুখে বাংলাদেশী অফিসারদের সাথে ক্যাপ্টেন আবদুল্লাহ

আমাদের কাজ কর্ম দেখতে রিয়াদ থেকে কয়েকজন অফিসার এলেন। এখন সবে মাত্র আমরা একটা বড় তাঁবু দাঁড় করিয়েছি, পারটেক্সের বেড়া দিয়ে বিভিন্ন বিভাগ করে ফেলেছি। সৌদি কর্তৃপক্ষ টেবিল চেয়ার সরবরাহ করলেন, সাথে ডেন্টাল চেয়ার। দু'এক দিনের মধ্যেই প্রয়োজনীয় সরবরাহ চলে এসেছে। কর্তৃপক্ষ আমাদের এখানে দু'টি ক্যাম্পে প্রায় ৩০ হাজার যুদ্ধবন্দী রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ ছাড়াও নাইরিয়াতে করা হয়েছে আরো একটা বড় যুদ্ধবন্দী ক্যাম্প। প্রয়োজনে অন্যত্রও এদের রাখার ব্যবস্থা করার চিন্তাভাবনা হচ্ছে। স্থলযুদ্ধ এখনও শুরু হয় নি। যুদ্ধবন্দী আসা শুরু হবে তখনই সবচেয়ে বেশি। কাজেই সঠিক পরিকল্পনা এবং কর্ম পদ্ধতি এখানে খুবই প্রয়োজন।

www.pathagar.com

স্থল যুদ্ধ না হলেও বিমান যুদ্ধ তার নিজস্ব নিখুঁত পরিকল্পনা এবং গতি অটুট রেখেছে। গত ২৪ ঘন্টায় ১৩০ বারেরও বেশি হামলা চালিয়েছে কোয়ালিশন বিমান বাহিনী প্রয়োজনীয় লক্ষ্যবস্তুতে। সামরিক লক্ষ্যবস্তু ছাড়াও মাঝে মধ্যে বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুও তাদের আক্রমণের শিকার হয়ে যাচ্ছে। ক্ষয় ক্ষতির সঠিক বিবরণ কোন পক্ষই হয়ত দিচ্ছে না, তবে ইরাক গতকাল চারটি শত্রু বিমান গুলি করে নামাবার কথা ঘোষণা করেছে।

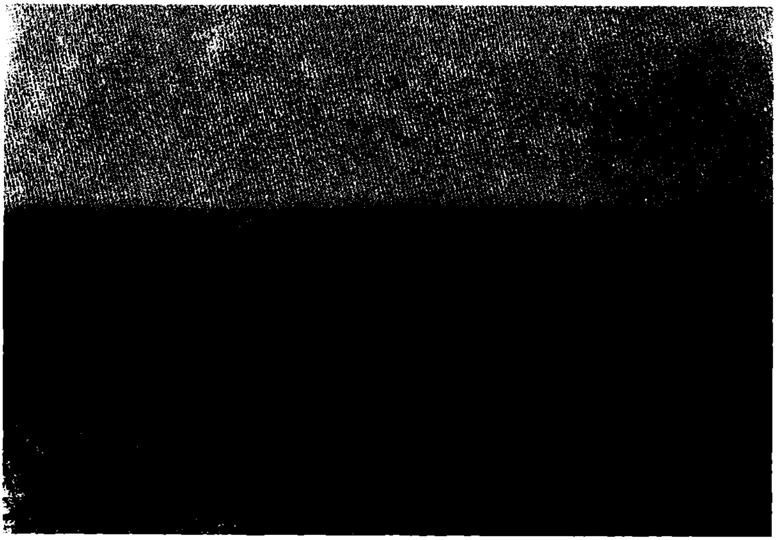

৬ ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটেলিয়নের কর্মতৎপরতার স্বাক্ষর-আল নাইরিয়া যুদ্ধবন্দী ক্যাম্প

ভারতের প্রধানমন্ত্রী চন্দ্র শেখর ঝামেলায় আছেন। মার্কিন বিমানের জ্বালানি সরবরাহে কংগ্রেসের প্রবল আপত্তির মুখে তিনি আমেরিকাকে ভারতের দেয়া সহায়তা প্রত্যাহার করার কথা ভাবছেন। যদিও আজও একটি মার্কিন পরিবহন বিমান জ্বালানি সংগ্রহের লক্ষ্যে ভারতের বোম্বাই বিমান বন্দরে অবতরণ করেছে।

রুশ প্রেসিডেন্ট গরবাচেভ মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশের সাথে আলাপ ছাড়াই নতুন এক শান্তি পরিকল্পনা দিয়েছেন। তিনি এ নিয়ে সাড়ে প্রায় তিন ঘন্টা আলোচনা করেছেন তারিক আজিজের সাথে। তারিক আজিজ তড়িঘড়ি করে পরিকল্পনার বিষয়বস্তু নিয়ে তাঁর প্রেসিডেন্টের সাথে আলাপের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন বাগদাদ। সাদ্দামের সাথে আলোচনার পরে তিনি আবার মস্কো যাবেন। তারিক আজিজ মস্কো ত্যাগ করার পরে গরবাচেভ নতুন পরিকল্পনার বিষয়বস্তু বুশকে অবহিত করেছেন।

শান্তি উদ্যোগের মাঝেও বাদশাহ ফাহাদ যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। যতক্ষণ না ইরাক কুয়েত ত্যাগ করে এবং প্রথম বারের মত ইউ এ ই এর

www.pathagar.com

একটি বিমান আক্রমণে অংশ নিয়ে এক দিনেই চার বার হামলা চালিয়েছে নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে।

আফগানিস্তানও এ যুদ্ধে অংশ নিচ্ছে। ওরা পাঠিয়েছে তিন শত মুজাহিদ। যদিও এ নিয়ে আফগান নেতৃবৃন্দের মধ্যে মত বিরোধ রয়েছে। হেকমতিয়ার ত বলেই ফেলেছেন - যাদের পাঠানো হয়েছে ওরা যোদ্ধা বাহিনীর কেউ নয়, ওদের পাঠানো হয়েছে বুশকে তুষ্ট করতে।

১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

আল কাসিমের রাজধানী বুরাইদা। এখান থেকে বেশ দূরে, যেতে ঘন্টা দেড়েক লাগে। আমাদের নিকটতম শহর আরতাওয়াইয়া। কিছু দোকান পাট, বাড়িঘর এবং টেলিফোন সুবিধা আছে সেখানে। এখানে আমাদের বর্তমান কাজ সবকিছু তৈরি করে যুদ্ধবন্দীদের জন্য অপেক্ষা করা। আজ দুপুরে আমাদের সাথে দু'জন সৌদি অফিসার খেল। এরা আমাদের দেশের ধর্মীয় শিক্ষকের মত। আমাদের সেনাবাহিনীতে ধর্মীয় শিক্ষকরা বেসামরিক ব্যক্তি এবং মর্যাদায় জেসিওদের সমান কিন্তু এখানে এরা সামরিক ব্যক্তি এবং অফিসারের মর্যাদা ভোগ করে। ওদের একজন ক্যাপ্টেন এবং আরেকজন মেজর। কথায় কথায় বললাম - তোমাদের দেশে প্রায়ই খাবার অপচয় হয়, এ ব্যাপারে ইসলাম কি বলে? ওরা বলল - এক কথায় হারাম তবে আমাদের অল্প বয়সী জনগণের মধ্যে এ প্রবণতা খুব বেশি। আমাদের দু'একজন অফিসার ওদেরকে নামাজের মসলা মাসায়েলও জিজ্ঞেস করল। সৌদি আরবে এদেরকে বলে মোতাওয়া। এদের আচরণ খুবই অমায়িক, একজন সত্যিকারের মুসলমানের যা হওয়া উচিত তাই। খাবারের পর ওরা চলে গেল।

শান্তি উদ্যোগের দিকে আমরা সব সময় আশা নিয়ে তাকিয়ে থাকি। যুদ্ধ বন্ধ হলে মুসলমানদেরই লাভ। যুদ্ধ যত দীর্ঘায়িত হবে ততই এ এলাকার অর্থনীতির উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া বাড়বে এবং লোক ক্ষয় বেশি হবে। রাশিয়ার শান্তি উদ্যোগে যেন বেশ গতি লাভ করেছে। তারিক আজিজ এখন তেহরান। প্রিমাকভ স্পষ্ট আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেছেন যে, ইরাক নিরাপত্তা পরিষদের ৬৬০ নং রেজুলেশন মানবে এবং শান্তি হয়ত আর দূরে নয়। তবে ইরাকী প্রত্যাহারের সময় যেন তাদের উপরে কোন আক্রমণ না করা হয় সে প্রতিশ্রুতি ইরাককে দিতে হবে। প্রিমাকভ আরও বলেছেন - আলোচনার ফলাফল না দেখে যদি স্থল যুদ্ধ শুরু হয় তাহলে তার গুরুভার সম্মিলিত বাহিনীকেই বহন করতে হবে।

www.pathagar.com

শান্তির প্রয়াসে কূটনৈতিক উদ্যোগের এক পর্যায় গরবাচেভ, তারিক আজিজ ও প্রিমাকভ

শান্তিকে বাস্তবে রূপ দানের প্রয়াসে ব্রিটেনে নিযুক্ত সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত নিজে ১০ নং ডাউন স্ট্রীটে যান এবং গরভাচেভের শান্তি প্রস্তাবের অনুলিপি ব্রিটেনের কাছে হস্তান্তর করেন। তবে দূত শর্ত দিয়েছেন, প্রস্তাবের বিষয়বস্তু এখনও প্রকাশ করা যাবে না। ডগলাস হার্ড বিস্তারিত জানার পূর্বেই বেকারের সাথে টেলিফোনে আলাপ করেছেন। ব্রিটেন এবং আমেরিকার মধ্যে সোভিয়েত শান্তি পরিকল্পনা নিয়ে এখন বিস্তারিত আলোচনা হচ্ছে। ব্রিটেনের সংসদও এ ব্যাপারে আলোচনা করেছে তবে আমেরিকা এবং তার সুহৃদ ব্রিটেন এখন পর্যন্ত তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে নি।

কূটনৈতিক উদ্যোগ যুদ্ধের গতিকে স্তিমিত করেনি এক বিন্দুও। সম্মিলিত বাহিনীর বিমান বহর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে একাধারে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইরাকী লক্ষ্যবস্তুতে। ইরাকী রিপাবলিকান আর্মির প্রধান বলেছেন - এত ব্যাপক বিমান হামলা সত্ত্বেও তাঁর বাহিনীর ব্যাপক ক্ষতি হয়নি। তাঁর এ বিবৃতি তাঁর বাহিনীর বেশ ক্ষয়ক্ষতির স্বীকৃতি স্বরূপই মনে হয়। গতকাল প্রচন্ডতম বিমান হামলায় পুরো বাগদাদ শহর ১৭ বার কেঁপে উঠেছে। ইরাকের উপ-প্রধানমন্ত্রী হাম্মাদ বলেছেন - প্রথম তিন সপ্তাহে ইরাকে ২০ হাজার লোক নিহত এবং ষাট হাজার আহত হয়েছে। আর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ২০ হাজার কোটি ডলারের।

ভারতের চন্দ্র শেখরের শিশু সরকার জীবন বাঁচাতে কংগ্রেসের কাছে শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করে মার্কিন পরিবহন বিমানকে জ্বালানি সরবরাহ না করার কথা ঘোষণা করেছে।

এতদিনের যুদ্ধে মার্কিন বাহিনী হারিয়েছে তার ৭৯ জন সদস্য আর ব্রিটেন হারিয়েছে মোট ১৩ জন। বিমান যুদ্ধে ৯, আর স্থল যুদ্ধে ৪ জন। আর আমরা রাস

www.pathagar.com

মিসহাবে থাকাকালীন সাফফানিয়ায় ফ্রগম্যানের আঘাতে সেনেগাল হারিয়েছে ৪ জন আর ওদের আহত হয়েছে ৪ জন। সৌদি সৈনিকের মৃতের সংখ্যা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হল না।

২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

গরবাচেভের দেয়া শান্তি পরিকল্পনায় আমেরিকা বা ব্রিটেন খুশি হয়নি তবে তারা এ প্রস্তাব প্রত্যাখানও করেনি। আমেরিকা তাদের প্রতিক্রিয়া লিখিতভাবে গরবাচেভের কাছে হস্তান্তর করেছে। কুয়েলার শান্তির সম্ভাবনার আঁচ পেয়ে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের নিয়েও রুদ্ধদ্বার কক্ষে বৈঠকে বসেছেন। প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে যাতে দরকারে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে কুয়েতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন করা যায়।

সম্মিলিত বাহিনীর বিমান আক্রমণ চলছে একাধারে শান্তি উদ্যোগের পাশাপাশি। আমেরিকায় সামরিক ভাষ্যকর ব্রিগেডিয়ার নেলসন বলেছেন - যুদ্ধ বন্ধ করাটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। একজন মার্কিন কমান্ডার বলেছেন - ইরাকের সামরিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ব্যাপক, এতটাই বেশি যা কল্পনাও করা যায় না। একথার কিছুটা সত্যতা আঁচ করা যায় ইরাকী রেডক্রিসেন্ট প্রধানের বক্তব্যে। তিনি অধিকতর মানবিক সাহায্যের জন্য বিশ্বের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। ইরান অবশ্য ইতোমধ্যেই ৫০ টন মানবিক সাহায্য ইরাকে পাঠিয়েছে। জর্দানও সীমিত আকারে কিছু সাহায্য পাঠিয়েছে ইরাকে। তবে বিকালের দিকে সৌভিয়েত হতাশা শোনা গেল শান্তির ব্যাপারে। জবাব নিয়ে তারিক আজিজের মস্কো যাবার কথা কিন্তু তাঁর কোন হাদিস পাওয়া যাচ্ছে না। মনে হয় শান্তির উন্মেষ ইরাকের দম্ভের কাল মেঘ আড়াল করে রেখেছে।

আমাদের এখানে কাজ এগিয়ে চলছে দ্রুত। যুদ্ধবন্দীদের খবরদারি করার দায়িত্ব পড়েছে মেজর জেনারেল হাতেমের উপর। তিনি এসেছেন এখানে। আমাদের কাজ দেখে খুব খুশি। তার সম্মানে আয়োজিত দুপুরের খাবারে আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে ব্রিগেডিয়ার মুসা'য়া। আমাদের সাথে রেড ক্রিসেন্টর আরো তিনজন মেহমান পেলাম খাবারের আগে। একজন সৌদি কর্ণেল ঠাট্টা করে ওদের বলল - তোমাদের খেতে হবে আমাদের মত আসন গেড়ে। এখানে কোন চেয়ার টেবিলের ব্যবস্থা নেই। যদ্দেশ যদাচার, ওরাও তিনজন ভিনদেশি অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাঁটু গেড়ে বসে লেগে গেল খেতে। আমাদের সাথে ওদের দেখে মনে হচ্ছে, সৌদি আতিথেয়তা ওরা পছন্দ করেছে।

২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

অনেক সময় ঘটে যাওয়া ঘটনার বিবরণ আমাদের কাছে আসতে সময় লেগে যায়। যেমন - গতকালের আক্রমণে কোয়ালিশন ফোর্স ইরাকের ১৫টি বাংকার ধ্বংস এবং পাঁচশত সৈনিক বন্দী করেছে। অধিকৃত অঞ্চল হতে ওদেরকে চেনুকে করে সৌদি ভূখন্ডে নিয়ে আসা হয়েছে। তবে স্থলযুদ্ধ এড়াবার শেষ চেষ্টায় গরবাচেভের দেয়া প্রস্তাবের জবাব নিয়ে এখনও তারিক আজিজ বাগদাদ ছাড়েননি। তাঁর যাবার সময় পার হয়ে যাচ্ছে। তবে ইরাকী বেতারের ভাষ্য অনুযায়ী তারিক আজিজ মস্কো যাবেন। প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের সভাপতিত্বে গতকাল বাথ পার্টির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাতে তাঁরা গরবাচেভের পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক যাচাই করে দেখেছেন। তারিক আজিজ মস্কো যেতে দেরি করায় দু'টো ভাবনায় দুলছি - শান্তি কি আসন্ন? নাকি আবারও প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম স্থল যুদ্ধে জড়াবার ভুল সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন!

এতদিনে গরবাচেভের গোপন প্রস্তাব আর গোপন নেই, এর কিছু অংশ বিশ্বের অনেকেই এখন জানে। যেমন জাতিসংঘের প্রস্তাব অনুযায়ী বিনাশর্তে সাদ্দাম হোসেনকে কুয়েত ছাড়তে হবে। বুশ আবার এর সাথে কিছু শর্ত জুড়েছেন। যেমন ঃ- চার দিনের মধ্যে কুয়েত হতে ইরাকের সম্পূর্ণ প্রত্যাহার, যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি, ইরাকের বিছানো মৃত্যু জাল মাইন ফিল্ডের অবস্থান অবহিত করণ, ইরাকের মিসাইল বেস ধ্বংস ইত্যাদি। যদি চার দিনের মধ্যে ইরাককে কুয়েত ছাড়তে হলে তারা ভারি অস্ত্রশস্ত্র তেমন কিছুই নিতে পারবে না। অর্থাৎ বুশের প্রস্তাবে ইরাককে শক্তিহীন ও নাঙ্গা করার ইচ্ছা স্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে। তবে ইরাকের জন্য সব হারাবার চেয়ে কিছু হারিয়ে কিছু রক্ষা করতে পারাটা মন্দের ভাল হিসাবে কাজ করবে। এবং ভাবছি গর্বিত এবং এক রোখা সাদ্দাম হোসেন কি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এ মুহূর্তে তা না জানলেও আমরা অল্প কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তা জানতে পারব বলে আশা করছি। কারণ সাদ্দাম হোসেন বেতারে ভাষণ দেবেন কিছুক্ষণ পর আর তারিক আজিজ যাচ্ছেন মস্কো।

এখন কথায় এবং কাজে মার্কিন স্থলযুদ্ধের সিদ্ধান্তে দৃঢ়তা বোঝা যায়। বেকার বলেছেন - শান্তিপূর্ণ উপায় কিংবা যুদ্ধ, যে কোন উপায়ই হোক, ইরাককে কুয়েত ছাড়তে হবে। জেনারেল শোয়ার্জকভ বলেছেন - ইরাকী বাহিনী ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। কেউ কেউ দাবি করেছে - ইরাক ইতোমধ্যেই ৩০% - ৪০% ভাগ শক্তি হারিয়েছে। বিমান আক্রমণের বর্তমান দিনগুলিতে ইরাক দৈনিক একশত করে ট্যাংক হারাচ্ছে। পেন্টাগন থেকে জেনারেল কেলি বলেছেন - স্থল যুদ্ধ একটা কঠিন কাজ

www.pathagar.com

এবং সেজন্য বড় ত্যাগের প্রয়োজন হবে এবং আমেরিকার জনগণ সে ত্যাগে প্রস্তুত। তাঁর মন্তব্যে বোঝা যায় যে, আমেরিকা যে কোন ত্যাগের বিনিময়েও স্থলযুদ্ধ শুরু এবং পূর্ণ বিজয় ছিনিয়ে আনতে চাচ্ছে। আমেরিকা ভাল করেই জানে, সব ফ্রন্টে ইরাকীরা আত্মসমর্পণ না করে কোথাও কোথাও সত্যিকারের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে পারে আর সেক্ষেত্রে আমেরিকার হতাহতের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি হবে। বর্তমান যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য জাপান, জার্মান, কুয়েত, সৌদি আরব, কাতার আমিরাত সবাই উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ সাহায্য করছে। জার্মানী ১৭ বিলিয়ন এবং জাপান ১৩ বিলিয়ন ডলার সাহায্য করেছে তবে তারা যুদ্ধে আর্থিক সাহায্য ছাড়া সরাসরি জড়ায়নি। যদি কোন ভাবে স্থলযুদ্ধ এড়ান যায় তাহলে যুদ্ধরত দেশগুলোর আর্থিক সাশ্রয় হবে। যারা অর্থ জোগান দিচ্ছে যুদ্ধের জন্য, তারাও চায় শান্তি আসুক বিশাল জনগোষ্ঠীর কল্যাণ হয়ে। জাপান ও চীন সোভিয়েত শান্তি উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে। চীন বলেছে, আমেরিকার শান্তির এ সুযোগ হারানো ঠিক হবে না। মস্কো এবং জার্মানীর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদ্বয় শান্তি প্রস্তাব নিয়ে আলাপ করেছেন। জার্মানীর পররাষ্ট্রমন্ত্রী গেনশার বলেছেন - ইরাককে যে কোন শর্তের আগে কুয়েত ছাড়তে হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

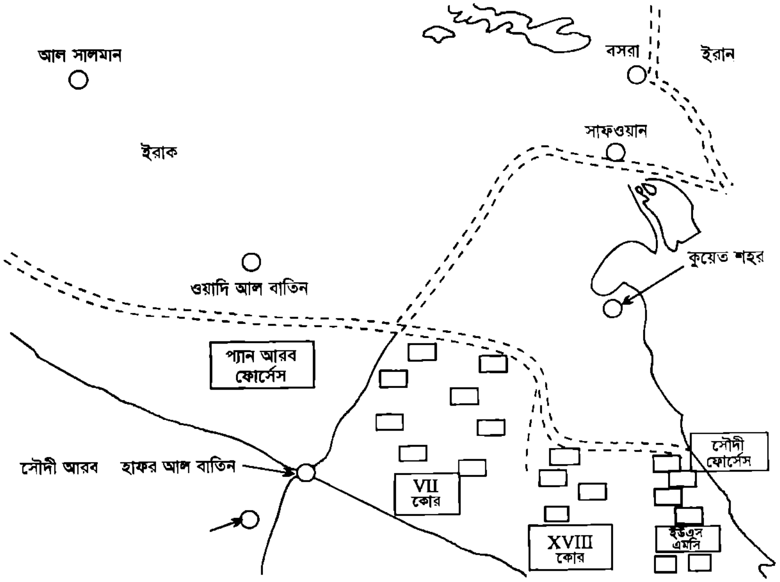

ভূমি যুদ্ধের প্রাক্কালে কোয়ালিশন ফোর্সের অবস্থান

ইরাকের জবাব নিয়ে তারিক আজিজ যখন মস্কোর পথে তখন সাদ্দাম এসেছেন বেতারে। তাঁর বক্তব্যে বিজয়ী বীরের গাম্ভীর্য। শান্তি প্রস্তাব সম্পর্কে তিনি কোন মন্তব্য না করে বলেছেন - তাঁর সামরিক বাহিনীর মনোবল এবং শক্তি অটুট আছে এবং তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। কি বুঝব সাদ্দাম হোসেনের বক্তব্য দিয়ে, তিনি কি সত্যি সত্যই লড়াই চাচ্ছেন? যদি তাই হয়, তা হলে তাঁর এবং ইরাকের ভিত একেবারে নড়ে যাবে। ইরাক সামরিক শক্তিধর হিসাবে এ শতাব্দীতে তার কোন অস্তিত্ব আর টিকিয়ে রাখতে পারবে না।

আজ অমর একুশে - আমাদের অস্তিত্ব জুড়ে থাকা একুশে। আমাদের দেশ আজ একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ, কোটি কোটি মানুষ শহীদদের মাগফেরাত কামনা করছে আর আমরা হাজার হাজার মাইল দূরে, একজন দাম্ভিক এক নায়কের ভুল সিদ্ধান্তে ভ্রাতৃহন্তার সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে যাচ্ছি।

২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

আনুষ্ঠানিক স্হল যুদ্ধ শুরু না হলেও সীমিত আকারে কোথাও কোথাও স্থল যুদ্ধ হচ্ছে। সৌদি আরবের উত্তর সীমান্ত জুড়ে কাল থেকে শুরু করে আজ ভোর পর্যন্ত আক্রমণ চালাচ্ছে সম্মিলিত বাহিনী। মদদ পাচ্ছে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিমান বাহিনীর। ইরাক

মহড়া শেষ - ভূমিযুদ্ধে প্রস্তুত ফ্রেঞ্চ ট্যাংক

www.pathagar.com

তার দূরপাল্লার স্কাড ছুড়েছে মধ্য ইরাক হতে, লক্ষ্য হাফর আল বাতিন। তবে তাতে তাদের কোন লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। ইরাকের দু'টো ফ্রগম্যান মিসাইল আল সাফফানিয়ায় বিস্ফোরিত হয়েছে। যার ফলে ছয়জন সেনেগালী সৈন্য আহত হয়েছে। ওদের দু'জনের অবস্থা গুরুতর। এর পাশাপাশি শান্তির অন্বেষায় উদ্যোগ অবশ্য আছে। তারিক আজিজ ও আলেকজান্ডার বেশ কয়েকবার বৈঠকে বসেছেন। রাশিয়ার শান্তি পরিকল্পনাও আর গোপন নেই। এ পরিকল্পনা ইরাক মেনেছে অর্থাৎ কুয়েত হতে নিঃশর্ত প্রত্যাহার কিন্তু ইরাক এ শর্তের সাথে লেজুড় জুড়েছে - ২৪ ঘন্টার মধ্যে তারা প্রত্যাহার শুরু করবে কিন্তু প্রত্যাহার পর্ব দুই তৃতীয়াংশ শেষ হলে জাতিসংঘ আরোপিত বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে হবে। কিন্তু বুশ ইরাকের প্রস্তাবিত লেজুড়ে নাখোশ। জন মেজর বলেছেন - ইরাক শান্তি প্রক্রিয়ায় একধাপ এগিয়েছে কিন্তু এ প্রস্তাবে অনেকগুলো ঘাটতি রয়েছে। ফ্রান্স তার সতর্ক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে এ প্রস্তাব সম্পর্কে।

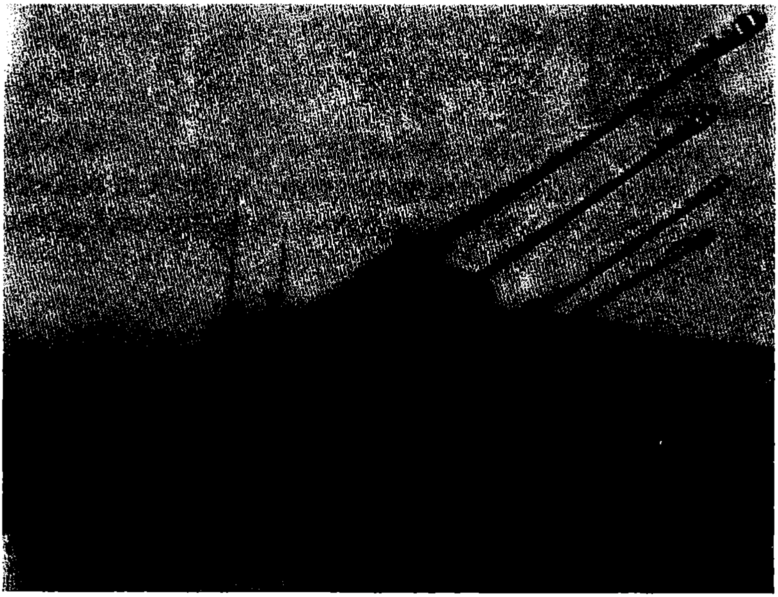

প্রস্তুতি সম্পূর্ণ - আক্রমণ অপেক্ষায় ফ্রেঞ্চ আর্টিলারি

যাদের ভূমিতে যুদ্ধ সে আরবদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে এ প্রস্তাবে। সৌদি আরব এ প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করেছে কিন্তু মিশরের বক্তব্যে শান্তির সুর ধ্বনিত হচ্ছে। সোভিয়েত ৮ দফা শান্তি পরিকল্পনার খুটিনাটি বিষয় নিয়ে ইরাক এবং সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রীদ্বয় বিষদ আলোচনা করেছেন।

www.pathagar.com

এরই মধ্যে নাখোশ বুশ শান্তি উদ্যোগের শেষ সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন ইরাকের জন্য - আগামী শনিবার দুপুরের মধ্যে কুয়েত হতে সৈন্য প্রত্যাহার শুরু করতে হবে তবে, তা না হলে স্থল যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে হবে। এর কারণ অবশ্যই বোধগম্য।

ইরাকের জিঘাংসায় জ্বলছে কুয়েতের তেলকূপ

সাদ্দাম হোসেন কুয়েতে ইতোমধ্যেই পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন করেছেন। কুয়েতের ১৪০ টি তেলকূপে আগুন জ্বলছে, আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে আরো অনেক তৈলাধারে। তাছাড়া সাদ্দাম হোসেন এখন তাঁর বাহিনী প্রত্যাহার করতে পারলে তাঁর শক্তি

বিবেচনাহীন আক্রোশে পুড়ছে কুয়েতের তেল

www.pathagar.com

অনেকাংশে অক্ষত থাকবে। ফলে এ অঞ্চলে শক্তির ভারসাম্য ব্যাহত হবে। তুরস্ক প্রকাশ্যে তাদের উদ্বেগ ব্যক্ত করেছে এবং প্রেসিডেন্ট বুশকে তাঁর দায়িত্ব পালন করতে আহবান জানিয়েছে। ইসরাইল ইরাকের সম্পূর্ণ ধ্বংস দেখতে একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে। তবে বুশ ও তাঁর ইউরোপীয় মিত্ররা সম্ভবতঃ সাদ্দাম হোসেনের অপসারণ, মৃত্যু বা ইরাকের অকেজো সেনাবাহিনী দেখতে চায়।

বুশের দেয়া সময়সীমা অর্থাৎ আগামী শনিবার দুপুর ফুরাতে আর মাত্র ২৪ ঘন্টা বাকি। তিনি যুদ্ধ বিরতি শুরু সহ ইরাকের বিনা শর্তে প্রত্যাহার, ৪৮ ঘন্টার মধ্যে কুয়েত শহর ত্যাগ, ৭ দিনের মধ্যে সমস্ত প্রত্যাহার সম্পূর্ণ করা, প্রচলিত যুদ্ধাস্ত্র ছাড়া অন্য অস্ত্র পরিত্যাগ, যুদ্ধোত্তর কুয়েতের ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি শর্ত জুড়েছেন।

বুশের শর্ত মানা ছাড়া ইরাকের সামনে আর কোন রাস্তা খোলা নেই - মানলে হয়ত ইরাক তার ভরাডুবির সামান্যতম অংশ হলেও বাঁচাতে পারবে কিন্তু ইরাকী শাসক তাতে কি রাজি হবেন!

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

আশাবাদী হতে আপত্তি কোথায়? শান্তির সুরম্য উদ্যানে কে না পদচারণা করতে চায়? তাই আমরা আশাবাদী হয়ে উঠি যখন দেখি তারিক আজিজ সৌভিয়েত ৮ দফা প্রস্তাবের ৬ দফাই মেনে নিয়েছেন। গরবাচেভ মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেছেন। যেমন - বুশের দেয়া ৪৮ ঘন্টা সময়কে তিনি ৭২ ঘন্টা করেছেন এবং ইরাকী প্রত্যাহারের সময় ৭ দিনকে ২১ দিনে এনেছেন। এরপরে হবে জাতিসংঘের বাণিজ্য অবরোধ প্রত্যাহার। তারিক আজিজ বাগদাদে পৌছেছেন। বুশের দেয়া ডেডলাইন সৌদি সময় সকাল ন'টায় শেষ হয়ে গেছে। দু'ঘন্টা পূর্বে সাদ্দাম বিপ্লবী কমান্ড কাউন্সিলের সাথে বৈঠক করেছেন। তাতে সাদ্দাম বলেছেন - ইরাকী পদাতিক বাহিনী প্রস্তুত এবং আগ্রাসনকারীকে সমুচিত শিক্ষা দেয়া হবে। তিনি নতুন করে কুয়েত সরকার গঠনের চিন্তাভাবনা করছেন। তাহলে আমরা কি আসলেই শান্তির পথ হতে দূরে সরে যাচ্ছিনা?

একজন পাইলট কুয়েতের আকাশ ঘুরে বলেছেন, সেখানে কয়েক কিলোমিটার পর পরই তেলকুপ জ্বলছে যার ধোঁয়ার কুন্ডলি ছয় হাজার ফুট হতে ষোল হাজার ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়ে কুয়েতের আকাশকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, পরিবেশ হচ্ছে ভয়ানক ভাবে দূষিত। যদিও তারিক আজিজ ইরাকের এ পোড়ামাটি নীতির কথা অস্বীকার করেছেন।

www.pathagar.com

আমাদের ক্যামেরায় তোলা - পোড়া তেলের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন কুয়েতের আকাশ

স্থলযুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এতবড় কোয়ালিশন সেনাবাহিনীর সরবরাহ ব্যবস্থাপনার দিকে এক নজর তাকান দরকার। সম্মিলিত বাহিনীর সরবরাহের জন্য কোন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা ছিলনা, যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দেশগুলো তাদের স্ব স্ব সেনাবাহিনীর সরবরাহ ব্যবস্থার দায়িত্ব নেয়। তা সত্ত্বেও অ্যালাইড কমান্ডারদের মধ্যে এজন্য ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। আর যেহেতু মার্কিন বাহিনী এ যুদ্ধে সর্ববৃহৎ অংশীদার, কাজেই তারা নিজেরাই নিজেদের সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলে এবং বহুক্ষেত্রে অন্যান্য দেশকেও এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষ ভাবে সাহায্য করে। সম্মিলিত বাহিনীর অর্ডার অব ব্যাটেলের খতিয়ান নিলে দেখা যায় যে আর্মি সেন্ট্রাল কমান্ডে আছেঃ-

১। VII কোর

(ক) ১ম আর্মার্ড ডিভিশন

(খ) ৩য় আর্মার্ড ডিভিশন

(গ) ব্রিটিশ ১ম আর্মার্ড ডিভিশন

(ঘ) ১ম ক্যাভালরি ডিভিশন

(১) ১ম ব্রিগেড

(২) ২য় ব্রিগেড

(৩) ৩য় ব্রিগেড

www.pathagar.com

(৪) ডিভিশন আর্টিলারি

(৫) এভিয়েশন ব্রিগেড

(৬) ডিভিশন সাপোর্ট কমান্ড

(ঙ) ১ম ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন

(চ) ২য় আর্মার্ড ক্যাভালরি রেজিমেন্ট

২। XVIII এয়ারবোর্ন কোর

(ক) ২৪তম ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন

(১) ১ম ব্রিগেড

(২) ২ - ৪ ব্রিগেড

(৩) ২ - ৪ ক্যাভালরি

(৪) ডিভিশন আর্টিলারি

(৫) এভিয়েশন ব্রিগেড

(৬) ডিভিশন সাপোর্ট কমান্ড

(খ) ১০১ তম এয়ারবোর্ন ডিভিশন

(১) ১ম ব্রিগেড

(২) ২য় ব্রিগেড

(৩) ৩য় ব্রিগেড

(৪) ডিভিশন আর্টিলারি

(৫) ১২ এভিয়েশন ব্রিগেড

(৬) এভিয়েশন ব্রিগেড

(৭) ডিভিশন সাপোর্ট কমান্ড

(গ) ৮২ তম এয়ারবোর্ন ডিভিশন

(১) ১ম ব্রিগেড

(২) ২য় ব্রিগেড

(৩) ৩য় ব্রিগেড

(৪) ডিভিশন আর্টিলারি

(৫) এভিয়েশন ব্রিগেড

(৬) ডিভিশন সাপোর্ট কমান্ড

(ঘ) ৩য় আর্মার্ড ক্যাভালরি রেজিমেন্ট

www.pathagar.com

(ঙ) ১৮ কোর আর্টিলারি

(১) ১৮ ব্রিগেড

(২) ৭৬ ব্রিগেড

(৩) ২১২ ব্রিগেড

(চ) ১৮ তম এভিয়েশন ব্রিগেড

মেরিন সেন্ট্রাল কমান্ডে আছে ঃ

১। ১ম মেরিন এক্সপিডিশনারী ফোর্স

২। ১ম মেরিন ডিভিশন

৩। ২য় মেরিন ডিভিশন

৪। টাইগার ব্রিগেড অব সেকেন্ড আর্মার্ড ডিভিশন

৫। ৭ম আর সি টি

৬। এম এ জি - ১৮

৭। ডি এম এ - ৩১১

৮। ৩য় আর সি টি

একটা মার্কিন আর্মার্ড ডিভিশনের দৈনিক লজিস্টিক প্রয়োজন হল ৫ হাজার টন গোলাবারুদ, ৫৫৫ হাজার গ্যালন জ্বালানি, ৩০০ হাজার গ্যালন পানীয় এবং ৮০ হাজার বেলা খাদ্য। এ হিসাব থেকে পুরো যুদ্ধে বিশাল ও সঠিক সরবরাহ ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভূত হয়। আমেরিকা লজিস্টিকের ব্যবস্থাপনার পুরো দায়িত্ব ছেড়ে দিল লেঃ জেনারেল গাস প্যাগোনিসের উপরে। যুদ্ধের প্রস্তুতির সময় এজন্যই পশ্চিম দিকে আমরা বারবার দেখেছি গাড়ির লম্বা সারি। দিন এবং রাত কখনো বিরাম নেই, আর তাই হয়ত স্রেফ সড়ক দুর্ঘটনায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মার্কিন সৈন্য মৃত্যু বরণ করেছে।

লাইন অব কমুনিকেশনের পাশে পাশে বিশালাকার ব্লাডারে জ্বালানি রাখা হচ্ছে। যখন যাদের দরকার অনায়াসে ওখান হতে জ্বালানি ভরে নেবে। লজিস্টিক ব্যবস্থার মধ্যে গুরুত্বপুর্ণ হল লোকবল সংরক্ষণ, অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ, যান সরবরাহ, চিকিৎসার সুব্যবস্থা এবং ফোর্সের নিরাপত্তা। তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন লেফটেন্যান্ট জেনারেল প্যাগনি তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব ঠিক মতই সম্পন্ন করেছেন।

লজিস্টিকের সব কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য কমুনিকেশন জোনকে কতগুলো ফাংশানাল ও এরিয়া আদেশের আওতায় নেয়া হয়েছে। যেমন - এয়ার ডিফেন্স কমান্ড, পারসোনেল কমান্ড, মেডিক্যাল কমান্ড, ইঞ্জিনিয়ার কমান্ড, ট্রান্সপোর্টেশন কমান্ড, এমুনিশন কমান্ড, থিয়েটার কমুনিকেশন কমান্ড, ফাইন্যান্স কমান্ড এবং থিয়েটার আর্মি এরিয়া সাপোর্ট কমান্ড ইত্যাদি। ৭ম ট্রান্সপোর্টেশন গ্রুপ আকাশ যান ও নৌ বন্দর এবং অন্যান্য ট্রান্সপোর্টেশন গ্রুপগুলি স্থল ভাগের যোগাযোগের দায়িত্ব

www.pathagar.com

নিয়েছে। পেট্রোলিয়াম কমান্ডের মাত্র ৩ টি ব্যাটালিয়নের ৪৭৫ টি দল যারা জ্বালানি গ্রহণ, সংরক্ষণ এবং সম্মুখ ভাগের সেনাবাহিনীর কাছে এগুলো পৌঁছে দিচ্ছে। এ্যামুনিশন ব্যাটালিয়ন বিভিন্ন জায়গায় এ্যামুনিশন স্থানান্তর এবং এ্যামুনিশন সরবরাহ পয়েন্ট স্থাপন করেছে। সেখান হতে যুদ্ধরত সৈনিকদের এ্যামুনিশন সরবরাহ নিশ্চিত করা হচ্ছে। উপরোক্ত কাজ ছাড়াও উদ্ভূত অন্যান্য দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য পূর্বাঞ্চলকে আরো দু'টো কমান্ডে ভাগ করা হয়েছে যেমনশ - দাহরান কমান্ড এবং কিং খালেদ মিলিটারি সিটি কমান্ড। এ ছাড়াও কমুনিকেশন জোনকে কয়েকটি লজিস্টিক বেসে ভাগ করা হয়েছে যেমন ঃ - বেস আলফা, আল নাইরিয়ার কাছে অবস্থিত। এরা XVIII এয়ারবোর্ন কোরের সরবরাহ নিশ্চিত করছে। বেস ব্রাভো, কে কে এম সি'র দক্ষিণে অবস্থিত এবং এরা VII কোরের সরবরাহ নিশ্চিত করছে। এ ছাড়া বেস ডেলটা, রিয়াদ - দাম্মাম মহাসড়কের পাশে স্থাপন করা হয়েছে যাদের কাজ হচ্ছে যুদ্ধরত দলের প্রয়োজনীয় গোলাবারুদ সরবরাহ। প্রথম দিকে VII কোর এবং XVIII এয়ারবোর্ন কোর সৌদি-কুয়েত সীমান্তের কাছাকাছি থাকলেও এখন তারা হাফর আল বাতিন এবং রাফায় আছে।

সৌদি বর্ডারপোস্ট থেকে ইরাকের অবস্থান দেখছেন জেনারেল শোয়ার্জকভ

২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

আমাদের হতাশ করে অবশেষে স্থানীয় ভোর রাত ৪ টায় অর্থাৎ গ্রীনিচ মিন

www.pathagar.com

টাইম ১ টায় শুরু হল ব্যাপক স্থলযুদ্ধ। বিমান বাহিনীর প্রচন্ড আক্রমণের ছত্রছায়ায় ঝড়ের গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে শত্রু ব্যূহ ভেদ করে সম্মিলিত বাহিনী। VII কোর তার ১,৪৫,০০০ সৈন্য এবং ৭৫,০০০ গাড়ির বিশাল দল নিয়ে হাফর আল বাতিন থেকে ইরাকীদের ধারনার বাইরে পশ্চিম ফ্লাঙ্ক দিয়ে রিপাবলিকান আর্মিকে ঘিরে ফেলছে। এরা প্রায় বাঁধা ছাড়াই এগিয়ে যাচ্ছে। ১৮ এয়ারবোর্ন কোর রাফা ছেড়ে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে ইউফ্রেটিসের উত্তর - পূর্ব দিকে, সম্ভবতঃ ইরাকের সাথে কুয়েতের সব যোগাযোগ এবং সরবরাহ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এদের ২৪,০০০ গাড়ি এবং ১,২০,০০০ সেনার বিরাট দল বিভিন্ন টাস্ক নিয়ে দুর্বার গতিতে ইরাকী সেনাবাহিনীর চোখ ফাঁকি দিয়ে ইরাকের গভীরে ঢুকে যাচ্ছে। এদের সাথে আছে মেরিনদের উভচয় আক্রমণ, তারা সৌদি - কুয়েত সীমান্তে আক্রমণ করে সোজা এগিয়ে যাচ্ছে কুয়েত শহরের দিকে। কুয়েতের আকাশ জ্বলন্ত তেলের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে, এর সাথে আছে বর্ষা। মার্কিনীরা গির্জায় গির্জায় তাদের যুদ্ধরত সেনাবাহিনীর জন্য আজ বিশেষ প্রার্থনা করছে। দোয়া করছে ব্রিটেনবাসী যুদ্ধরত তাদের সেনাবাহিনীর জন্য। ফ্রান্স তাদের সেনাবাহিনীকে যুদ্ধে অংশ নিতে নির্দেশ দিয়েছে। মিশর এবং সিরিয়ার বাহিনীও আক্রমণের পুরোভাগে রয়েছে। সম্মিলিত বাহিনীর একটি অংশ আল জাহারা শহরে পৌঁছে গেছে। এখান হতে কুয়েত শহর মাত্র ৩০ মাইল। এ এলাকায় সম্মিলিত বাহিনী দু'টো তৈল ক্ষেত্রের কাছে সামান্য বাঁধা পেলেও শত্রুকে মুহূর্তে ধ্বংস করতে এদের বেগ পেতে হয়নি।

শত্রু নিধনে যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখছে ব্রাডলি ট্যাংক

সাদ্দাম হোসেন এক আবেগময়ী ভাষণে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে তাঁর বাহিনীকে যুদ্ধ

www.pathagar.com

করার আহবান জানিয়েছেন। তিনি তাঁর বাহিনীর যে অস্ত্র আছে তা দিয়ে শত্রুকে প্রতিরোধ করে যেতে বলেছেন। কিন্তু তাঁর আহবান সত্ত্বেও বিপুলহারে ইরাকী বাহিনী অস্ত্র সমর্পণ শুরু করেছে এবং সম্মিলিত বাহিনী খোদ ইরাকের মধ্যবর্তী এলাকায় ঢুকে পড়েছে।

জন মেজর বলেছেন - সাদ্দাম হোসেন নিজের জালে নিজেই জড়িয়েছেন। সৌভিয়েত ইউনিয়ন বলেছে - এ যুদ্ধ এড়ান যেত, সৌভিয়েত প্রস্তাব এবং বুশের দাবীর মধ্যে মূলত কোন পার্থক্য নেই। ইয়েমেনের রাষ্ট্রদূত তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছেন - Yeamen is Shaken by the news of the start of ground war. স্থলযুদ্ধের শুরুতে সবচেয়ে বেশি বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে আফ্রিকার কয়েকটি দেশে, নারাজ হয়েছে জর্দানের জনগণ। সেখানে নিরাপত্তা বাহিনীকে সতর্কাবস্থায় রাখা হয়েছে। তারা মনে করে, এ যুদ্ধ শুধু কুয়েত মুক্তির জন্য নয়, সাথে সাথে ইরাকের ধ্বংসও সম্মিলিত বাহিনীর কাম্য। ভারত এবং চীন স্থলযুদ্ধ শুরু হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা ফখরুদ্দীন আহমেদ এযুদ্ধ শুরু হওয়ায় হতাশা ব্যক্ত করেছেন।

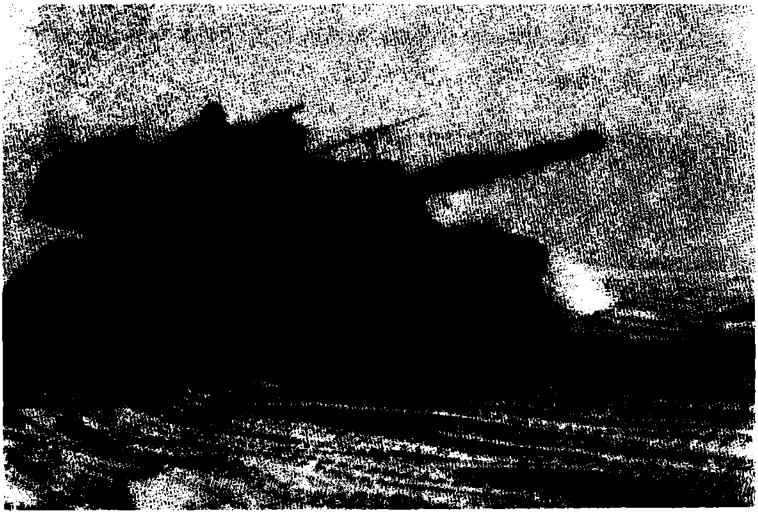

এ্যাকশনে দুর্জেয় আব্রাহাম ট্যাংক

দুপুর গড়িয়ে বিকাল এল। বিভিন্ন রণক্ষেত্রের সাফল্যের সংবাদ এল আমাদের কাছে। কিন্তু নিরাপত্তার খাতিরে সংবাদের উপর নজর থাকায় সত্যিকারের সংবাদ পৌছতে দেরি হতে লাগল। তবে বিভিন্ন রণাঙ্গনে সম্মিলিত বাহিনীর অব্যাহত অগ্রযাত্রা এবং নামমাত্র ক্ষতির কথা আমরা অনায়াসে জানতে পারলাম। জেনারেল শোয়ার্জকভ

www.pathagar.com

বলেছেন - তাঁদের সাফল্য আশাতীত। তিনি ইতোমধ্যেই ৫,৫০০ জন যুদ্ধবন্দীর কথা উল্লেখ করেছেন।

ইরাক অবশ্য তার সামরিক ইস্তেহারে সম্মিলিত বাহিনীর আক্রমণ থামিয়ে দেবার কথা দাবী করেছে। ইরাক বলছে - কোয়ালিশন ফোর্স এখন তাদের রক্তের উপর দিয়ে হাঁটছে।

২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

আলজেরিয়ার শাদলি বেনজাদিদ এ ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ী স্থল যুদ্ধের নিন্দা করেছেন। তিনি অনতিবিলম্বে এ যুদ্ধ বন্ধের আহবান জানিয়েছেন। জর্দান ক্রোধান্বিত হয়ে যুদ্ধের সমালোচনা করেছে। শোনা যায় তারিক আজিজ গত রোববার আম্মান হয়ে ইরাক আসার সময় বাদশাহ হোসেনকে যুদ্ধ বন্ধের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে অনুরোধ করেছেন। গতকাল বি বি সি সৌদি সৈনিকদের মধ্যে এক সমীক্ষা চালিয়ে দেখতে পায় যে, তারা সাদ্দাম হোসেনকে বন্দী অথবা হত্যার পক্ষপাতী, কারণ তিনিই মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছেন। আমি নিজেই অনেক সৌদি অফিসারের সাথে কথা বলেছি, ওরা কেউই সাদ্দাম হোসেনকে মুসলমানই মনে করে না। বুশ বলেছেন - যুদ্ধোত্তর ইরাকে যদি সাদ্দাম হোসেন ক্ষমতায় থাকেন তা হলে ইরাকের উপর আন্তর্জাতিক অস্ত্র বিধি নিষেধ আরোপ করা হবে যাতে ইরাক নতুন করে সমর সম্ভার গড়ে তুলতে না পারে।

স্থলযুদ্ধে অভূতপূর্ব সাফল্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সম্মিলিত বাহিনী। ৪র্থ আর্মার্ড ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার ক্রিস্টোফার হ্যামারবেগ দ্রুত তাঁর বাহিনী নিয়ে ইরাকের দক্ষিণ-পশ্চিমে ঢুকে গেছেন। ১ম আর্মার্ড ডিভিশনের কমান্ডার মেজর জেনারেল রিপার স্মিথ পরিকল্পিত আক্রমণ ফাঁদ রচনা করে চলেছেন। তাঁরা রিপাবলিকান গার্ডকে ঘিরে ফেলেছেন। এদের রাত্রে আক্রমণ পরিচালনার ক্ষমতা রয়েছে। এরা দিনের বেলায় শত্রু ট্যাংক ধ্বংস করছে আর ইরাকীরা আত্মসমর্পন করছে। ব্রিটিশ এবং ফরাসী বাহিনী ১ম আর্মার্ড ডিভিশনের সাথে কুয়েত বাদ দিয়ে ইরাকের ভূমিতে যোগাযোগ স্থাপন করেছে। মরুভূমিতে যেহেতু ইরাকী বাহিনী মাইনের জাল বিছিয়ে রেখেছে, তাই সম্মিলিত বাহিনী সতর্কতার সাথে বিশালকার আর্মার্ড কারের সাহয্যে মাইন ধ্বংস করে এগুচ্ছে। কোয়ালিশন ফোর্সের ব্যবহৃত মালটি ব্যারেল রকেট লাঞ্চার শত্রুকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে কারণ প্রত্যেকটা লাঞ্চার থেকে বারটা রকেট ছুটছে আর এক একটি রকেট বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে আসছে ১৬৪৪ টি ফ্রাগমেন্টেশন বোম্ব।

www.pathagar.com

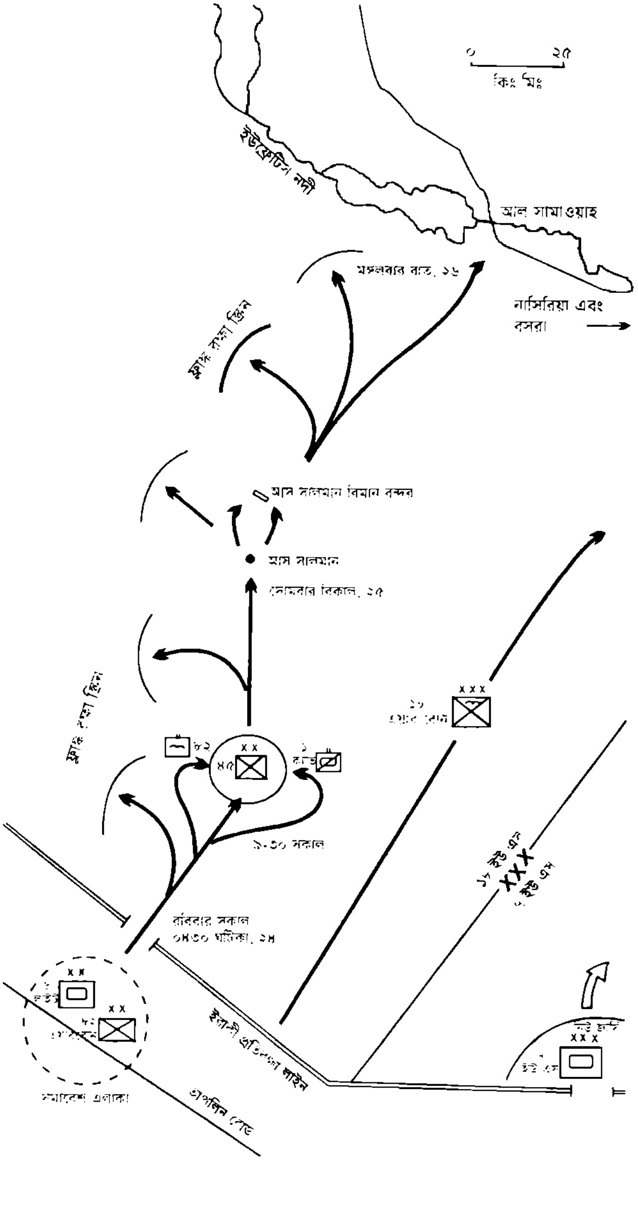

আল সামওয়াহ্ এ ফ্রেঞ্চ অগ্রাভিযান

www.pathagar.com

শত্রুকে ছোবল হানতে ছুটছে মালটি ব্যারেল রকেট লাঞ্চার

এখন খোদ কুয়েত শহরের প্রবেশ দ্বারে দু'টি আমেরিকান মেরিন ডিভিশন নিজেদের সুসংহত করছে। উড্ডয়নরত এফ - ১৬ এর পাইলট বলেছে, প্রায় ৮০ টি ট্যাংকের একটি বহর দক্ষিণ ইরাকের দিকে এগুচ্ছে কোয়ালিশন ফোর্সকে আক্রমণ করতে। অগ্রসরমান এ কলামকে একটি কাল ফিতার মত লাগছে দেখতে। বর্তমানে

শত্রু ব্যূহ ভেদে অবদান রাখছে ফ্রেঞ্চ এ এম এক্স - ৩০বি২ ট্যাংক

ইরাকের অভ্যন্তরে অবস্থান নেয়া সম্মিলিত বাহিনীর অবস্থান মজবুত। সেখান হতে

www.pathagar.com

নিজেদের হেলিকপ্টারের জ্বালানিও তারা সরবরাহ্ করছে। প্রথম আক্রমণের কয়েক ঘন্টার মধ্যে মার্কিন হতাহতের সংখ্যা ১২ জন আর ইরাকী যুদ্ধবন্দীর সংখ্যা ২০ হাজার ছাড়িয়ে গেছে।

যুদ্ধের অগ্রগতির খবর প্রেসিডেন্ট বুশকে জানানো হয়েছে এবং তিনি প্রাথমিক অভূতপূর্ব সাফল্যে উচ্ছ্বসিত। কিন্তু তাই বলে যুদ্ধরত বাহিনীর সতর্কতায় এক মুহূর্তের জন্যও ভাটা পড়েনি।

ইরাক কিন্তু তার যোদ্ধা বাহিনীর সাফল্য দাবী করেছে যদিও তাদের কোন সাফল্যের লক্ষণ আমাদের চোখে পড়ছে না। আমাদের এখানে এরই মধ্যে যুদ্ধবন্দী আসা শুরু হয়েছে।

আজ কুয়েতের জাতীয় দিবস। এক বাণীতে কুয়েতের আমির তাঁর দেশের দ্রুত মুক্তির জন্য দোয়া করেছেন। কুয়েতের একজন রাষ্ট্রদূত শেখ নাসের আল সাবাহ্ বিজয়ের পর পরই গণতন্ত্রের কথা নাকচ করে দিয়ে বলেছেন যে, কুয়েতের পুনর্গঠনের জন্য গণতন্ত্র দিতে দেরি হবে।

এতদিনে রিপাবলিকান গার্ডের চলাচল শুরু হয়েছে। এ্যালাইড কমান্ডারগণ বলেছেন - যুদ্ধের পরের পর্যায় গুলো এত সহজে জয় নাও হতে পারে, কাজেই তাদের বাহিনীকে সতর্ক অবস্থায় থাকতে হবে। আর পুরো যুদ্ধের সেনানায়ক জেনারেল শোয়ার্জকভ স্থল বাহিনীর অগ্রাভিযান আরো ত্বরান্বিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

উপসাগরীয় যুদ্ধের দুই সেনানায়ক - প্রিন্স খালেদ ও শোয়ার্জকভ

জেনারেল খালেদ বিন সুলতান বলেছেন - যুদ্ধ পরিকল্পনা মাফিক এগুচ্ছে এবং

www.pathagar.com

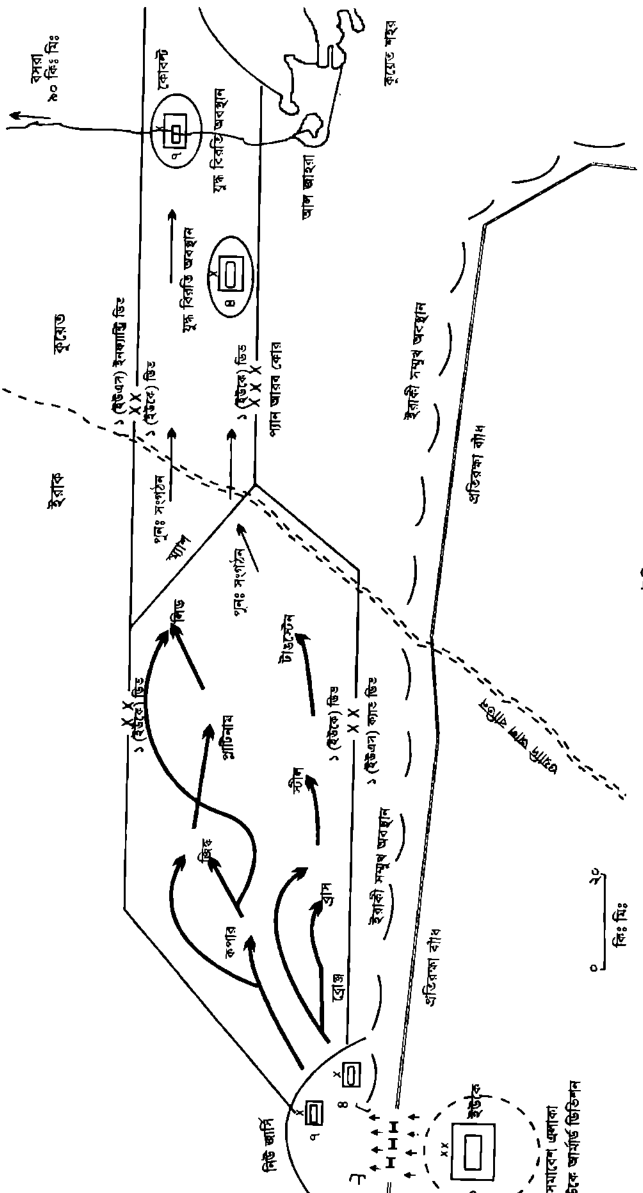

অপারেশন গ্রান্ডবি -স্থলযুদ্ধে ব্রিটিশ অগ্রাভিযান

আশাতীত সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ডগলাস হার্ড বলেছেন - স্থল যুদ্ধ খুব তাড়াতাড়ি শেষ হবে তা আশা করা ঠিক নয়। জেমস বেকার এবং ডগলাস হার্ড বলেছেন - যুদ্ধ পরবর্তী ইরাকে সাদ্দাম হোসেনের ক্ষমতায় না থাকাই ভাল। তবে ফরাসী সরকার এতদিনের যে কোন বক্তব্যে শুধু কুয়েতের মুক্তি ছাড়া অন্য কোন দিকে ইংগিত করেনি।

ভূমিযুদ্ধে সাফল্যের অংশীদার ব্রিটিশ ট্যাংক

যুদ্ধ শুরু থেকে এরই মধ্যে চার হাজার ব্রিটিশ এবং নয় হাজার ফরাসী সৈন্য কুয়েতের একশত মাইল অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। জবাবে ইরাক ছুড়েছে কয়েকটা স্কাড মিসাইল, লক্ষ্য রিয়াদ ও হাফর আল বাতিন। রিয়াদে একটা স্কুল ঘরের সামান্য ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই হয়নি। বাহরাইনকে লক্ষ্য করে ছোড়া মিসাইল সাগরে আছড়ে পড়েছে। কয়েকটা স্কাড ছোড়া হয়েছে ইসরাইলকে লক্ষ্য করে - সে গুলো পেট্রিয়টের আঘাতে আকাশেই বিদ্ধস্ত হয়েছে এবং প্রথম বারের মত মার্কিনী যুদ্ধ জাহাজকে লক্ষ্য করে ছোড়া ইরাকী সিল্ক ওয়ার্ম ক্ষেপণাস্ত্র যথা সময়ে সণাক্ত এবং খতম করেছে ওদের নৌ বাহিনী।

২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

ভোর হতেই এখানে ঝড়ো হাওয়া। তাঁবুর বাইরে এখন হাঁটাই দায় - এরই

মাঝে আমাদের জোয়ানরা হাসপাতালের চারিদিকে কাঁটা তারের বেড়া লাগাচ্ছে - তাঁবু গুলো ঠিক করছে। একটানা দু'দিনের এই ঝড়ে সব তাঁবুর অবস্থা টলমল।

আমাদের সব অফিসারদের একত্রে দেখা হয় খাবার টেবিলে, অন্য সময় ব্যস্ত থাকি যে যার দায়িত্ব পালন করতে। যুদ্ধের খুটিনাটি খবর এ সময় আমরা একজন অন্যজনকে বলে থাকি। এখন স্থলযুদ্ধ চলছে পূর্ণ গতিতে। XVIII এয়ারবোর্ন কোর ইরাকের ইউফ্রেটিস নদীর উপরের সব ব্রিজ ভেঙে ফেলেছে। কুয়েতের সাথে সংযোগকারী মহাসড়ক বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে ওরা। রাস্তা বন্ধ করতে সেখানে ১৭টি ইরাকী ট্রাকে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। এই কোরের সেনাবাহিনীকে শত শত হেলিকপ্টারে করে নির্ধারিত এলাকায় নির্দিষ্ট কাজে লাগানো হয়েছে এবং ইরাক - কুয়েতের যোগাযোগ এরা পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। সম্ভবতঃ ইতিহাসের সর্ববৃহৎ এয়ারবোর্ন এ্যাসল্ট হিসাবে XVIII এয়ারবোর্ন কোরের আক্রমণ কৌশলকে চিহ্নিত করা হবে। জয়েন্ট ফোর্সেস কমান্ডার জেনারেল খালেদ বিন সুলতান গত রাত্রে সাংবাদিকদের এক প্রেস ব্রিফিং এ ইরাকের 'সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের' কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁকে বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছিল।

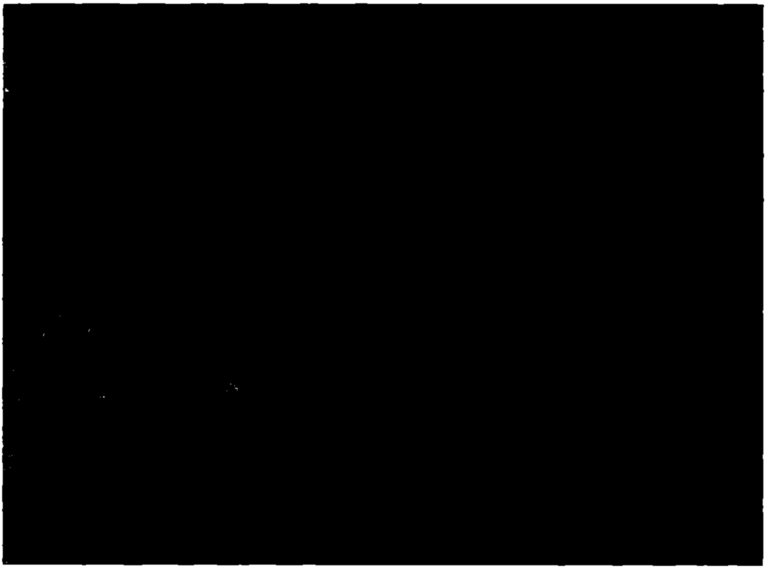

ফ্রন্ট লাইনে মিশরীয় সেনাবাহিনী

সম্মিলিত বাহিনী এখন ইরাকের শক্তির দম্ভ রিপাবলিকান গার্ডকে ছিন্ন ভিন্ন করতে চাচ্ছে কারণ সাদ্দাম হোসেনের বিশ্বস্ত এ বাহিনী অক্ষত এবং অটুট থাকলে ও

www.pathagar.com

সাদ্দাম হোসেন ক্ষমতায় থাকলে ভবিষ্যতে উপসাগরীয় এলাকায় আবার শক্তির ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে।

শত্রুর বুকে চুড়ান্ত আঘাত - শত্রু হননে ভূমিকা রাখছে সৌদি গোলন্দাজ

অবশেষে ইরাকী বেতারে যুদ্ধ নয় শান্তির কথা ঘোষণা করা হল। ইরাক জনাল যে, তারা এখন জাতিসংঘের ৬৬০ নং প্রস্তাব মেনে নিয়েছে। সাদ্দাম হোসেন গরবাচেভের কাছে ব্যক্তিগত চিঠিতে যুদ্ধ বন্ধের আহবান জানিয়েছেন। স্থল বাহিনীর প্রচন্ড সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে সাদ্দাম হোসেন বেতারে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে জানিয়েছেন - তিনি শান্তি চান, তিনি তাঁর বাহিনীকে কুয়েত হতে প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছেন। সাদ্দাম হোসেন বলেছেন - বিগত আগস্ট ১৯৯০ হতে ২৫ ফেব্রুয়ারি ৯১ পর্যন্ত কুয়েত ইরাকের অংশ ছিল, এখন আর তা নেই। বিশ্বাস ঘাতক আমেরিকা এবং তার সহযোগীদের জন্য তাঁকে এ ব্যবস্থা নিতে হল। তিনি বললেন যে, জাতিসংঘের ৬৬০ প্রস্তাব তিনি মেনে নিলেন।

ইতিপূর্বে আমেরিকা দাবী জানিয়েছিল যে, সাদ্দাম হোসেনকে প্রকাশ্যে এবং সর্বসাধারণের সামনে সব প্রস্তাব মেনে নিতে হবে। সাদ্দাম হোসেনের ভাষণের তাৎক্ষণিক মার্কিন প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি তবে প্রেসিডেন্ট বুশ বলেছেন - তিনি সাদ্দাম হোসেনকে এমন এক শিক্ষা দিতে চান যাতে অবশিষ্ট বিশ্ব আক্রমণকারীর পরিণতি এ থেকে শিখে নেয়।

তারিক আজিজ ইরাকে সৌভিয়েত রাষ্ট্রদূতকে বলেছেন - কুয়েত হতে ইরাকী বাহিনী প্রত্যাহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যা শীঘ্রই শেষ হবে। তবে নিরাপদ প্রত্যাহার এবং জানমালের কম ক্ষয়ক্ষতির জন্য যুদ্ধ বিরতি দরকার। এই অবস্থার প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক কিছু সময় চলার পরে আবার বন্ধ হয়ে গেছে যা কিছুক্ষণ পর আবার শুরু হবে।

ব্রিটিশ বাহিনীর কমান্ডার স্যার পিটার বলেছেন - কুয়েতে ইরাকী সেনা প্রত্যাহারের লক্ষণ তাঁরা দেখেছেন। আমেরিকা অবশ্য তা এখনও স্বীকার করেনি।

www.pathagar.com

ইতিপূর্বে ব্রিটিশ আর্মার্ড ডিভিশনের কাছে চারশত ইরাকী সৈনিক আত্মসমর্পণ করেছে যাদের মধ্যে ব্রিগেডিয়ার পদমর্যাদার একজন অফিসারও রয়েছেন। ব্রিটিশ কমান্ডার বলেছেন - এতবড় আক্রমণ সত্ত্বেও তাদের হতাহতের সংখ্যা খুবই কম, মাত্র একজন নিহত এবং সাতজন আহত হয়েছে।

উপসাগরীয় যুদ্ধের সফল ব্রিটিশ সেনানায়ক লেঃ জেনারেল ডি লা বিলিয়ার

সন্ধ্যার দিকে আমরা নিশ্চিত হয়েছি, যদিও ইরাক প্রত্যাহার শুরু করেছে অর্থাৎ কুয়েতে তাদের অবৈধ দখল ছেড়ে ভাগছে কিন্তু সম্মিলিত বাহিনী তাদের আক্রমণ বন্ধ করেনি। এই মুহূর্তে ব্রিটিশ ১ম আর্মার্ড ডিভিশনের দুই হাজার ট্যাংক দ্রুততম গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে প্রত্যাহাররত রিপাবলিকান গার্ডের একটি কলামকে বাঁধা দিতে। প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন সুশৃংখল ভাবে তার বাহিনীকে কুয়েত ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ইরাক রেডিওতে তাঁর আদেশ বারবার প্রচার করা হচ্ছে।

যুদ্ধের প্রথম দিকেই কুয়েতের খুররম এবং কুল আল মারাতিন দ্বীপ দু'টি দখল করে নেয় সম্মিলিত বাহিনী। আরব বাহিনী এখন তিনটি এক্সিস বরাবর কুয়েত সিটির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এদের সাহায্য করছে চতুর্থ মার্কিন মেরিন এক্সপিডিশনারী

www.pathagar.com

ফোর্সের ১৮ হাজার সদস্য, যারা উভচর আক্রমণে অংশ নিচ্ছে। ৭ম কোরের সদস্যরা রিপাবলিকান গার্ডের শক্তিশালী ব্যূহ আঘাতে আঘাতে তছনছ করে দিচ্ছে। ফলে সহজেই কুয়েতি সেনাবাহিনী এখন কুয়েত শহরের উপকণ্ঠে। শহর ছেড়ে ভাগছে ইরাকী বাহিনী কিন্তু রেখে যাচ্ছে ধ্বংসের স্বাক্ষর - ধ্বংস করছে সংসদ ভবনসহ অন্যান্য দপ্তর। এখনও শহরে ঢোকেনি বিজয়ীরা - এটা একটা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। হঠাৎ করে ঢুকেই না আবার বড় কোন ক্ষতির মুখোমুখি হতে হয়।

যুদ্ধ তার গভীর ক্ষত রেখে গেল ইরাকে

সময় গড়াতে গড়াতে মুক্ত কুয়েতের সুসংবাদ ভেসে এল বাতাসে। মুক্তির স্বাদ নিয়ে স্বাধীন মুক্ত পতাকা আবার সসম্মানে মুক্ত বাতাসে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সরে গেছে ইরাকীরা, যদিও সাদ্দাম হোসেন এক বিবৃতিতে একে পরাজয় নয় বরং বহুজাতিক বাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের পর পশ্চাদাপসরণ বলেছেন। ভোরে সাদ্দাম হোসেন বলেছেন -কুয়েত ইরাকের অংশ নয়। আবার সন্ধ্যায় বলেছেন - সংবিধান অনুযায়ী কুয়েত ইরাকের অংশ। সাদ্দাম হোসেনের বিবৃতির গজেন্দ্র গর্জনের মাঝে তাঁর বীর বাহিনী ভাগছে, আর সম্মিলিত বাহিনী তাদের খুঁজে খুঁজে ধ্বংস করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যেই ৪০টি ইরাকী ট্যাংক পাকড়াও করেছে ব্রিটিশ প্রথম আর্মার্ড ডিভিশন। তবে এলোপাথাড়ি ছোঁড়া ইরাকের অনেকগুলো স্কাডের একটি দাহরানে ছোবল হেনেছে মার্কিনী মেরিনদের উপর। ফলে ওদের ২৮ জন নিহত এবং মোট ৯৮ জন আহত হয়েছে।

রাত্রে রিয়াদে প্রেস ব্রিফিং দিলেন মার্কিনী ব্রিগেডিয়ার রিচার্ড নিল। বললেন - আজ স্থল যুদ্ধের তৃতীয় দিন এবং ডেজার্ট স্টর্মের ৪৮ তম দিন। ২৮ জন মার্কিন সৈন্য নিহত এবং ১০০ জন আহত হয়েছে স্কাডের আঘাতে। ইরাকের ২১ ডিভিশন

www.pathagar.com

সৈন্য ধ্বংস করা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে ৪০০ শতের বেশি ট্যাংক এবং ৩০ হাজার যুদ্ধবন্দী হয়েছে। মার্কিনীদের মধ্যে হতাহতের সংখ্যা, ৪ জন মৃত এবং ২১ জন আহত। ব্রিগেডিয়ার নিল বললেন - নেভী, মেরিন এবং উভচর বাহিনী কুয়েতের

মুক্ত কুয়েত - পথে পথে এখন আনন্দের ঢল

তীর ঘেঁষে তাদের আক্রমণ অব্যাহত রেখেছে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন ব্রিগেডিয়ার। বললেন - ইরাকী বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পশ্চাদপদসরণ করছে কিন্তু সাথে তারা কুয়েতী বন্দীদের নিয়ে যাচ্ছে এবং তাদেরকে নিরাপত্তা ঢাল হিসাবে ব্যবহার করছে। ইরাকীরা কুয়েতের ৫০৯টি তেলকূপে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। পলায়নপর ইরাকীরা আক্রান্ত হলে থেমে থেমে যুদ্ধ করছে - তবে রিপাবলিকান গার্ড এখনও হাল ছাড়েনি। তারা পিছু হটা শুরু করেনি বরং বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করছে সম্মিলিত বাহিনীর আক্রমণকে।

www.pathagar.com

মুক্ত কুয়েতে মুক্তির আনন্দ উচ্ছ্বাস

রাস মিসহাবে অবস্থানরত আমাদের এ ডি এস আজ ১১ জন রোগী পেয়েছে, ৯ জন জীবিত আর ০২ জন মৃত - মৃতদের একজন সৌদি আর একজন ইরাকী সৈনিক।

দীর্ঘ পদযাত্রা - ইরাকী যুদ্ধবন্দী

আজ সারা দিনই এখানে ঝড়ো হাওয়া ও বর্ষা, যেন বাংলাদেশের বৈশাখ আর বর্ষার মাতামাতি। আর মাথার উপর অবিরাম উড়ছে বোমারু আর ফাইটার। প্রচন্ড ক্রোধে ছুটে যাচ্ছে বার বার ইরাক আর কুয়েতের দিকে, আবার ফিরে আসছে উদগীরণ করে টন টন মৃত্যুবান।

www.pathagar.com

২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

মেজর জেনারেল হাতেম আসবেন বলে আমরা ব্যস্ত ছিলাম। যখন ব্যস্ততা মুক্ত হলাম তখন জানলাম প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম বলেছেন - তাঁর বাহিনী বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের পর পিছু হটেছে। কিন্তু সত্য হল অত্যন্ত কঠোর - গত রাতের প্রচন্ড যুদ্ধে ইরাকের আরও একটা ডিভিশন সৈন্য প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এ নিয়ে ইরাকের ক্ষতিগ্রস্ত কিংবা ধ্বংসপ্রাপ্ত ডিভিশনের সংখ্যা ২৬, যুদ্ধবন্দী ছাড়িয়ে গেছে ৩০ হাজার। ভোরে কুয়েতের সেনাবাহিনী মুক্ত কুয়েতে প্রবেশ করেছে। ওরা দেখতে পেয়েছে সেখানে সর্বত্র নিষ্ঠুর ধ্বংসের চিহ্ন। ওরা আরো উত্তরে যাত্রার জন্য এখন প্রস্তুত।

যুদ্ধরত ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ এবং মার্কিন বাহিনী ইরাকের ১২০ মাইল অভ্যন্তরে ইরাকী সেনাবাহিনীর পালাবার সব পথ বন্ধ করে বসে আছে। আমেরিকার ১০১ এয়ারবোর্ন ডিভিশন আক্রমণের পুরো ভাগে। গত এক ঘন্টায় এরা দুইশতেরও অধিক ইরাকী ট্যাংক ধ্বংস করেছে।

ইতিহাস ক্ষমাহীন-ইরাকের অভ্যন্তরে জ্বলন্ত ইরাকী ট্যাংক

www.pathagar.com

ডিক চেনী অনেক হাততালির মাঝে পরিহাস করে সাদ্দাম হোসেনকে লক্ষ্য করে বলেছেন - He said he will conduct the mother of all battles but he conducted the mother of all retreat. অর্থাৎ তিনি বলেছিলেন তিনি সর্ব যুদ্ধের শ্রেষ্ঠ যুদ্ধ পরিচালনা করবেন কিন্তু তিনি সকল যুদ্ধের শ্রেষ্ঠ পশ্চাদাপসরণ পরিচালনা করেছেন।

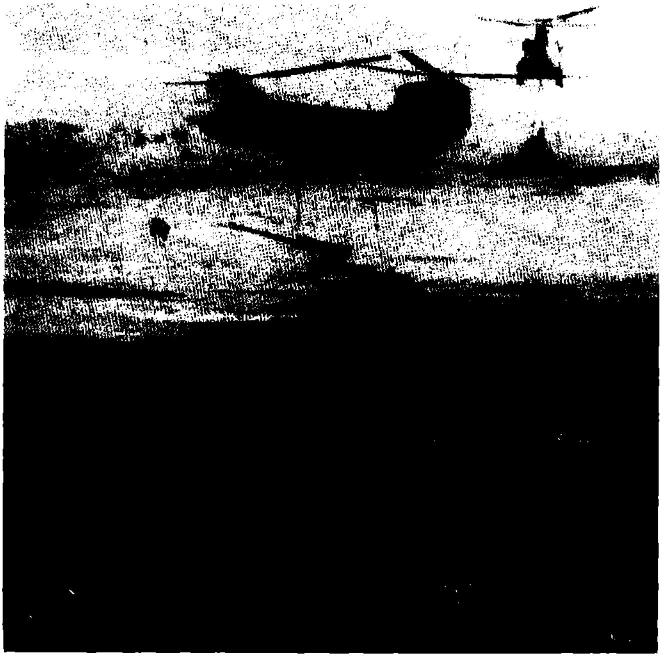

ভূমিযুদ্ধে চেনুক কোয়ালিশন সরবরাহ ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে

আরো ৩ হাজার ইরাকী যুদ্ধবন্দী হয়েছে। বন্দীদের অনেকেই অভিযোগ করেছে যে, তাদের কমান্ডাররা তাদের পরিত্যাগ করেছে।

যুদ্ধ শুরু থেকে নিহত ব্রিটিশ সেনার সংখ্যা ১৩ জন। এদের মধ্যে ৬ জন নিজ বিমান হামলায় নিহত হয়েছে এবং কেন এ ভুল হল তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

বুশ বলেছেন - জাতিসংঘের সব প্রস্তাব ইরাকের মানতে হবে। সম্মিলিত বাহিনী চাচ্ছে ইরাক লিখিতভাবে এ প্রতিশ্রুতি দিক। জাতিসংঘে ইরাকের রাষ্ট্রদূত বলেছেন - জাতিসংঘের এখন উচিত অনতিবিলম্বে যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাব পাশ করা। ইরাক অবশ্য

যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ সহ আরও দু'টি প্রস্তাব মানতে নারাজ। ইরাক সাদা পতাকা উড়িয়ে আত্মসমর্পণ করবে না - কিন্তু সত্যি কি ইরাকের জন্য আর কোন পথ খোলা আছে !

২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

অবশেষে যুদ্ধবিরতির কথা ঘোষণা করেছেন প্রেসিডেন্ট বুশ যা কার্যকর হবে গ্রীনিচ মিন টাইম ৫ ঘটিকায় অর্থাৎ সৌদি স্থানীয় সময় বেলা ৮ ঘটিকায়। যুদ্ধ বিরতি কার্যকর হলে কাঁটায় কাঁটায় ১০০ ঘন্টার ভূমিযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটবে। গত দু'তিন দিন ইরাক যুদ্ধ বিরতি কার্যকর করার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিল, ইরাকের অবশিষ্ট বাহিনীকে শেষ রক্ষার জন্য। কারণ যুদ্ধ বিরতি কার্যকর না হওয়ায় ইরাকের প্রত্যাহাররত বাহিনী অসহায়ের মত মার খেয়ে খেয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছিল। আমেরিকার চাপের মুখে ইরাক জাতিসংঘের যে কোন সনদ মানতে রাজি হয়েছে। ইরাকের সামনে এছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই। এর আগে ইউফ্রেটিস উপত্যকায় বড় ধরনের ট্যাংক যুদ্ধ হয়েছে রিপাবলিক গার্ডের সাথে। এখন পর্যন্ত ইরাকী ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ আমরা জানি না, তবে বিমান সহায়তা ছাড়া ইরাকীরা যে ভয়ঙ্কর আঘাত হজম করে ধ্বংস হচ্ছে তা সহজেই অনুমেয়। জর্জ বুশ তাঁর ভাষণে যুদ্ধ বিরতি কার্যকর করার জন্য জাতিসংঘের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। তবে তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, ইরাক সব শর্ত মানতে ব্যর্থ হলে আবারও ইরাকের উপর হামলা চালান হতে পারে।

ইরাক পরাজিত - ইরাকী সেনাবাহিনীর ফেলে যাওয়া কিছু অস্ত্র

www.pathagar.com

তিনি আরো বলেছেন - সাদ্দাম হোসেন ক্ষমতায় থাকলে ইরাকের উপর অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা বলবত থাকবে। জন মেজর বলেছেন - বুশের সিদ্ধান্ত তাঁর চিন্তাধারাকেই প্রতিফলিত করেছে। এখন পর্যন্ত যুদ্ধবন্দীর সংখ্যা হয়েছে ৮০ হাজারের মত আর যুদ্ধে নিহত ইরাকী সৈন্যের সংখ্যা লক্ষাধিক। কুয়েতে অবস্থানরত ইরাকী ৪২ ডিভিশন সৈন্যকে হয় অকেজো কিংবা ধ্বংস করা হয়েছে। এদের এ মুহূর্তে আর যুদ্ধ করার ক্ষমতা নেই।

যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থানরত অ্যালাইড বাহিনীকে যুদ্ধ বিরতি কার্যকর করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উভয় পক্ষের কর্মকর্তারা যুদ্ধবিরতির বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে শীঘ্রই আলোচনায় মিলিত হবেন। তবে যুদ্ধবিরতির অন্যতম প্রধান শর্ত শীঘ্র যুদ্ধ বন্দীদের মুক্তি, সাথে সাথে বন্দী কুয়েতীদেরও মুক্তি দান। জাতিসংঘে কুয়েতের রাষ্ট্রদূত মোঃ আবু হাসানও একই দাবী জানিয়েছেন। সাথে আরো শর্ত আছে - ইরাকের স্কাড ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া বন্ধ করতে হবে। ইরাক অবশ্য এখন সব প্রস্তাব মেনে নেয়ার কথা জানিয়েছে।

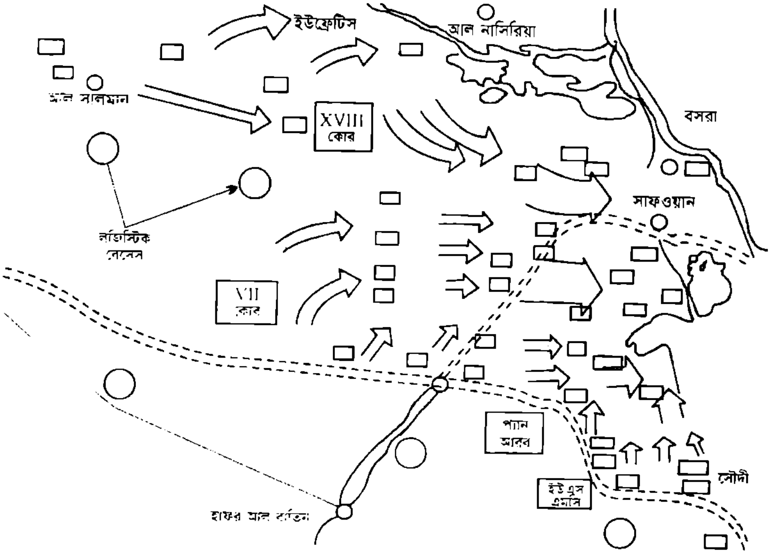

রক্তক্ষয়ী স্থলযুদ্ধ - ২৪ ফেব্রুয়ারি হতে ২৮ ফেব্রুয়ারি ৯১

স্থলযুদ্ধ শেষে বি বি সি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসে বুশের ঐতিহাসিক ভাষণের বার্তা পাঠান ডেভিড ম্যাক নীল। ইথারে ভর করে ভেসে এল বুশের গর্বিত কণ্ঠ - Now Kuwait is liberated, Iraq is defeated. অর্থাৎ এখন কুয়েত মুক্ত, ইরাক পরাজিত।

www.pathagar.com

জেমস বেকার আগামী সপ্তাহে মধ্যপ্রাচ্য সফরে আসবেন। এ এলাকার নিরাপত্তা এবং আরব ইসরাইল সমস্যা তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তু হবে। বেকার বলেছেন - এখন হতে আরব ইসরাইল সমস্যাকে প্রধান সমস্যা হিসাবে বিবেচনা করা হবে। যদি আমেরিকা সত্যি গুরুত্ব সহকারে এ সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসে তবে অদূর ভবিষ্যতে মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা সুরাহার একটা পথ বেরিয়ে আসবে বৈকি।

ইরাকের অভ্যন্তরে বিধ্বস্ত ইরাকী জঙ্গী বিমান মিরেজ - ১

আমাদের এখানে আল আরতাওয়াইয়া যুদ্ধবন্দী শিবিরে প্রথম দিন ৪৩০ জন, তার দু'দিন পর ৭১৮ জন এবং এখন রোজ ৮০০ জন করে যুদ্ধবন্দী আনা হচ্ছে। আমরা অবশ্য রোগী গ্রহণ এবং চিকিৎসার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। হাসপাতাল লাগান হয়েছে বিশালকার ৭টি তাঁবুতে। এমনি একটি তাঁবুতে রোগীদের ইনেসপেকশন রুম করা হয়েছে। যুদ্ধবন্দী ছাড়াও সৌদি এম পি ইউনিটের কর্মরত সবার চিকিৎসা ব্যবস্থা আমাদের করতে হচ্ছে। বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হল। যদিও শুনতে পাচ্ছি যুদ্ধবন্দীদের জন্য এখানে আন্তর্জাতিক টেলিফোন লাগান হবে তবে টেলিফোন এখনও লাগানো হয়নি।

০১ মার্চ ১৯৯১

প্রেসিডেন্ট বুশ বলেছেন - ইরাকের সামরিক বাহিনী যুদ্ধ বিরতির বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করতে রাজি হয়েছে। তারা দ্রুত বন্দী বিনিময়েও রাজি। ইরাকের

www.pathagar.com

অর্থনীতি ধ্বংস হয়েছে এ যুদ্ধে। সামরিক বাহিনী একদমই বিধ্বস্ত। ইরান মন্তব্য করেছে - ইরাকী নেতার সামনে কঠিন দিন অপেক্ষা করছে কিন্তু যুদ্ধ বন্ধ হওয়ায় ইরাকী জনগণ উৎফুল্ল। একজন সংবাদ দাতা ১৬ ঘন্টা গাড়ি চালিয়ে জর্দানে পৌঁছে অন্য চিত্র তুলে ধরেছে। সেখানে আরব হিরো সাদ্দাম হোসেনের পরাজয় জনগণকে হতবাক করে দিয়েছে। সাদ্দাম তাদের কাছে প্রিয় ব্যক্তি।

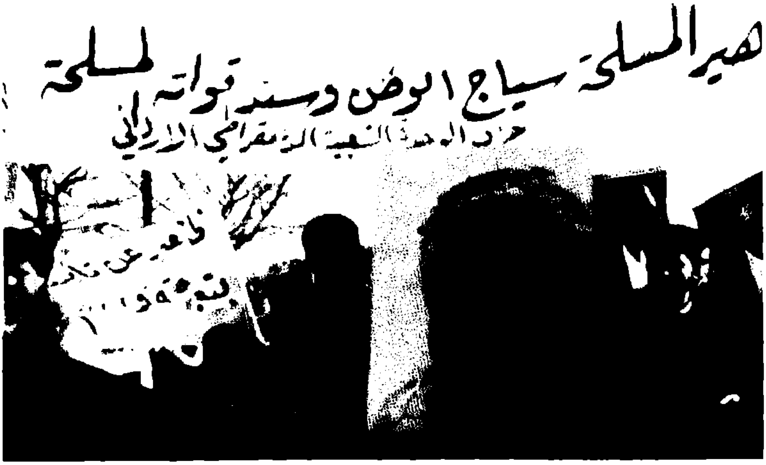

জর্দানে সাদ্দাম হোসেন অত্যন্ত জনপ্রিয়

ফ্রান্সের দুমা বলেছেন - প্যালেস্টাইনী সমস্যার প্রাধান্য দিলে অসুবিধা হবে কারণ এটা একটা বড় সমস্যা অথচ জেমস বেকার এ সমস্যাটাই গতকাল বড় সমস্যা বলে চিহ্নিত করেছেন।

আগামীকাল অ্যালাইড ফোর্স এবং ইরাকী কমান্ডারগণ ফ্লাগ মিটিং এ বসবেন। আর এতদিনের প্রতাপশালী আজীবন প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন আলজেরিয়ার কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছেন বলে রটনা বেরিয়েছে। তবে সত্য কিংবা মিথ্যা, আমরা অচিরেই জানতে পারব। যুদ্ধের অনিবার্য পরিণতি ধ্বংস আর উপসাগরীয় এ যুদ্ধে বিশ্বযুদ্ধের পরে সর্বাধুনিক ও সর্ববৃহৎ। এখন শান্তির কাছাকাছি দাঁড়িয়ে দেখা যাক কার কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

মার্কিনীরা বিমান এবং স্থল যুদ্ধে তাদের ১৫০ জন সৈনিক হারিয়েছে। প্রায় সম সংখ্যক সৈনিক মৃত্যু বরণ করেছে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের সময়। আর ইরাক হারিয়েছে তার প্রায় লক্ষাধিক সৈন্য। অস্ত্র এবং গোলাবারুদ হারিয়েছে অপরিমেয়। ধারনা করা হচ্ছে, ইরাকের সামরিক শক্তির এক চতুর্থাংশ কোনমতে টিকে আছে। এক নজরে দেখা যাক ইরাকের ট্যাংক কামান এবং বিমানের কি অবস্থা।

www.pathagar.com

নাম	পূর্বে ছিল	বিমান হামলায় ধ্বংস	স্থলযুদ্ধে কুয়েতে ফেলে যাওয়া	অবশিষ্ট
ট্যাংক	৫,৫০০	১,৬৮৫	১,৩২০	২,৪৯৫
কামান	৩,৫০০	১,৫০০	৭৪০	১,২৬০
যুদ্ধ বিমান	৫০০	৯৭	১৪৭	২৫৬

সৌজন্যে - টাইমস

ইরাক স্কাড মিসাইল ছুড়ে পুরো মধ্যপ্রাচ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। এক নজরে দেখা যাক এর স্কাড যুদ্ধের খতিয়ান

সপ্তাহ	সৌদি আরবের বিরুদ্ধে	ইসরাইলের বিরুদ্ধে
১ম	২২	১৩
২য়	৫	১৩
৩য়	০	৪
৪র্থ	৫	২
৫ম	০	০

সৌজন্যে - ইউ এস নিউজ

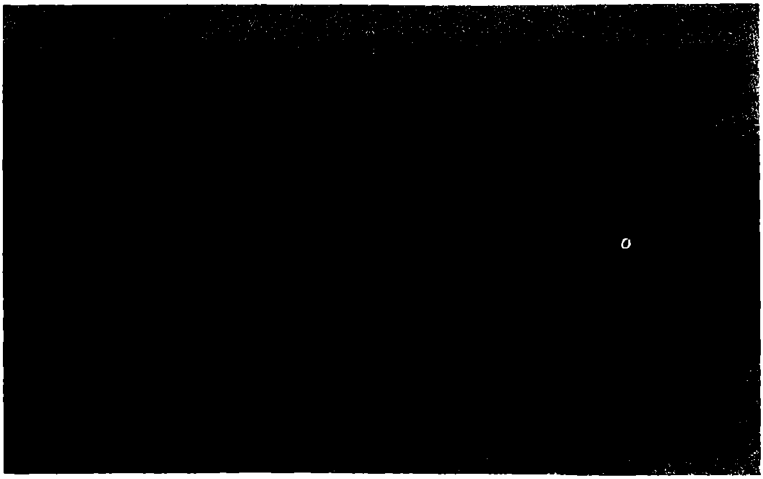

ইতিহাস নির্মম - ইরাকের অভ্যন্তরে ভূমিযুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত ইরাকী ট্যাংক

www.pathagar.com

ব্যাপক বিমান আক্রমণে ইরাকের ৩১টি পরমাণু, জীবাণু এবং রাসায়নিক অস্ত্র তৈরির কারখানা যে গুলো বাগদাদ ও সামারা সহ অন্যান্য স্থানে ছিল তা ধ্বংস হয়েছে। সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে ৩৮টি বিমান ক্ষেত্র, ৩৬টি ব্রিজ, ৫৩টি ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ মঞ্চ এবং ২৭টি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র। বেসামরিক ক্ষয়ক্ষতির কথা এ মুহূর্তে কেউ তোলেনি। অতবে ইরাকের বেসামরিক লোকজনের হতাহতের সংখ্যা ব্যাপক। অ্যালাইড ফোর্সের যুদ্ধ বিমান ধ্বংসের খতিয়ান দেখলে বোঝা যায় যে, এত ব্যাপক যুদ্ধের মাঝেও তাদের ক্ষয়ক্ষতি তুলনামূলক ভাবে খুবই কম।

দেশ	বিধ্বস্ত বিমানের সংখ্যা
আমেরিকা	২৩
ব্রিটেন	৮
সৌদি আরব	৪
ফ্রান্স	১
ইতালি	১
কুয়েত	১

০২ মার্চ ১৯৯১

এখানকার কাছের শহর জিলফি। আরতাওয়াইয়া পার হয়ে যেতে হয় সেখানে। যে কোন দরকারে আমরা জিলফি যাই। মরুভূমির পাঁচ কিলোমিটার ধুলিধুসরিত পথ পার হয়ে কোন রকমে বড় রাস্তায় উঠলে আর কোন উদ্বেগ নেই - মসৃন রাস্তা চলে গেছে দুই দিকে - বামে হাফর আল বাতিন এবং ডানে আরতাওয়াইয়া। আজকে আমরা ক'জন মিলে জিলফি যাচ্ছিলাম। বড় রাস্তার কাছে আসতেই দেখি ব্যক্তিগত গাড়ির লম্বা লাইন চলে যাচ্ছে সীমান্তের দিকে। যাত্রী আর অন্য কেউ নয়, ইরাকী আক্রমণে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসা অসংখ্য কুয়েতী পরিবার। ওদের মুখে ভেসে আছে গভীর প্রশান্তি - ফেলে আসা ঘরে ফেরার অপার্থিব আনন্দ। ওদের অনেকে আমাদের দেখে খুশিতে হাত নাড়ছে। দেখেছি একাত্তরের যুদ্ধে স্বাধীনতার পর ফিরে আসা ঘরত্যাগী মানুষের বাঁধ ভাঙা ঢল, চোখে জল আর মুখে হাসি। নিশ্চয় এমনি ভাবে আবেগে উদ্বেলিত হয়েছিলাম আমরা সবাই সেদিন।

যাক, আমরা ফিরে আসি যুদ্ধ এবং তার পরের ঘটনাবলীতে। জাতিসংঘের পাঁচ

www.pathagar.com

সদস্যের পরিষদ যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাবে একমত হয়েছে। এ প্রস্তাবে আবার অ্যালাইড বাহিনীর শক্তি প্রয়োগের অধিকার সংরক্ষণ করা হয়েছে, যদি ইরাক জাতিসংঘের সব প্রস্তাব না মানে। জিম্বাবুই এবং কিউবা এ প্রস্তাবের নিন্দা করেছে।

জিলফি শহরে আমরা ক'জন

আমেরিকা বলেছে যে, তারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থা করবে এবং প্রথমবারের মত বসরায় ইরাকী প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছে। এখানে যারা ইরাকী যুদ্ধবন্দী আছে হঠাৎ শুনি ওরা আনন্দে চিৎকার করছে। সৌদি প্যারামেডিকদের কাছে যখন কারণ জানতে চাইলাম। বলল - ডক্টর ওরা শুনেছে, সাদ্দাম হোসেন আলজেরিয়া চলে গেছে। এটা কোন নিশ্চিত সংবাদ নয়, তবে এ যুদ্ধে সাদ্দাম তাঁর জন সমর্থন হারিয়েছেন তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

www.pathagar.com

আমেরিকা বলেছে - সাদ্দাম হোসেন ক্ষমতায় থাকলে তারা ইরাকের পুনর্গঠনে কোন সাহায্য করবেনা। বহুজাতিক জোট বিশেষতঃ আমেরিকা ও ব্রিটেন এখনও ইরাকের বিরুদ্ধে বাণিজ্য অবরোধ বজায় রাখতে ইচ্ছুক। পেরেজ দ্য কুয়েলার ফ্রান্সের এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বলেছেন - জাতিসংঘের কোন সদস্য দেশের উৎখাতে আমি মত দিতে পারিনা।

প্রেসিডেন্ট বুশ বলেছেন - আমার সেনাবাহিনী তাদের দায়িত্ব পালন করেছে, এবার আমি তা আমার জনগণের সাথে উপভোগ করব। তাঁর এ বিবৃতির অনেক ব্যাখ্যা করা যায়। তবে তাঁর এ কথায় গভীরে এ মুহূর্তে আমার প্রবেশের সামর্থ নেই।

কুয়েত আজ মুক্ত - বিজয়ের দ্বিতীয় দিনে কুয়েতী জনগণ রাস্তায় রাস্তায় বিজয় উৎসবে মেতে উঠেছে। আমেরিকার দূত চপারে কুয়েত সিটির আকাশ ঘুরে বেড়িয়েছেন। তিনি বলেছেন - কুয়েতের জনগণকে মুক্ত দেখে আমি গর্বিত। আর কুয়েতের ক্রাউন প্রিন্স তিন মাসের জন্য দেশের সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত হয়েছেন। কারণ কুয়েতের পুনর্গঠনে এখন শান্তি শৃংখলা বজায় রাখা দরকার। কুয়েত সিটির উল্লেখযোগ্য স্থানে চেক পোস্ট বসান হয়েছে। কিন্তু বেশ কিছু সশস্ত্র তরুণ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা বলেছে, তারা শহর পাহারা দিচ্ছে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করছে বিশেষতঃ প্যালেস্টাইন ও জর্দানীদের। নিরাপত্তা বাহিনী তাদের অস্ত্র এখনও কেড়ে নেবার চেষ্টা করেনি।

কুয়েতে এখন প্রতিদিন ৩ মিলিয়ন ব্যারেল করে তৈল পুড়ছে, ৩০ লক্ষ ব্যারেল তৈল ভাসছে সাগরে। কুয়েতের আকাশ তেলের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। আমেরিকার পরিবেশ ইনস্টিটিউটের এক কর্মকর্তা বলেছেন - এর ফলে মরুভূমির পরিবেশের যে ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে, তা প্রকৃতির পূরণ করতে শত শত বছর লাগতে পারে।

ফ্রান্সের লা মন্ডে পত্রিকা বলেছে - সাদ্দাম হোসেন আলজেরিয়া যেতে চান, তিনি রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছেন, যদিও আলজেরিয়া এ ধরনের খবরের সত্যতা অস্বীকার করেছে। কিন্তু সাদ্দাম হোসেন সে দেশের উপর দিয়ে ভ্রমণ করলে মিত্র জোট তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেবে কি না আলজেরিয়া তা জানতে চেয়েছে। সাদ্দাম হোসেন সত্যিই কি ইরাক ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? ছাড়লেও অবাক হবার কিছু নেই। এ যুদ্ধে ইরাকের যে ক্ষতি হয়েছে তা এত সহজে আর পূরণ করা সম্ভব হবে না। শুধু বাগদাদের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা ঠিক করতে এক বছরেরও বেশি সময় লাগতে পারে। শোনা যায় বসরা ছাড়াও অন্যান্য শহরে সাদ্দাম বিরোধী বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। যদিও ইরাকী এক ভাষ্যে বলা হয়েছে যে, ইরাকী জনগণ ও সেনাবাহিনী সাদ্দাম হোসেনের অনুগত আছে এবং এ যুদ্ধে ইরাকের বিজয় অর্জিত হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি যে, এ যুদ্ধে রণক্ষেত্র ইরাকী বাহিনীর জন্য এক বধ্যভূমিতে পরিণত হয়েছে। কুয়েতের দ্বিগুণ পরিমাণ ইরাকী ভূমি এখন অ্যালাইড ফোর্সের দখলে - বিমান বাহিনীর এক বড় অংশ ইরানের আশ্রয়ে, বাকিরা দৃশ্যপটের আড়ালে। তা

www.pathagar.com

ছাড়া আজকের এক ঘটনায় ইরাকের চারটি ট্যাংক ধ্বংস হয়েছে এবং বেশ কিছু সৈন্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

০৩ মার্চ ১৯৯১

দক্ষিণ ইরাকের একটি বিমান ঘাঁটিতে ইরাক এবং অ্যালাইড ফোর্সের কমান্ডারদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে। ইরাকী দলের প্রতিনিধিত্ব করছেন একজন লেফটেন্যান্ট জেনারেল এবং তাঁর সাথে আছে আরো পাঁচজন অফিসার।

অ্যালাইড ফোর্সের তরফ হতে জেনারেল শোয়ার্জকভ এবং লেফট্যানেন্ট জেনারেল খালেদ বিন সুলতান প্রতিনিধিত্ব করছেন। জেনারেল খালেদের ভূমিকা ধীরে ধীরে গৌণ হয়ে আসছে। কারণ তিনি অ্যালাইড ফোর্সের কমান্ডার নন। কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে সেখানে, পুরো বিমান বন্দর ঘিরে পাহারা দিচ্ছে শত শত অ্যালাইড ফোর্সের সদস্য। মাথার উপর গম গম আওয়াজ তুলে উড়ছে হেলিকপ্টার, দ্রুত চক্কর কাটছে যুদ্ধ বিমান। উভয়পক্ষ আলোচনা করছেন যুদ্ধবিরতির বিস্তারিত বিষয়াদি নিয়ে। একই সংগে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকও চলছে - নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবে জাতিসংঘের সব প্রস্তাব না মানলে ইরাকের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের বিধান রাখা হয়েছে। আর সাথে আছে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ, অনতিবিলম্বে যুদ্ধবন্দী বিনিময়, কুয়েত যে ইরাকের অংশ সেই দাবি প্রত্যাহার, কুয়েতের লুন্ঠিত সম্পদ ফেরত দান ও মাইন ফিল্ড সণাক্ত করণ সহযোগিতা ইত্যাদি। ইয়েমেন, চীন ও ভারত ভোটদানে বিরত থাকছে কিন্তু পাশ হয়ে গেল এ প্রস্তাব অর্থাৎ কোন একটা শর্ত থেকে সরে আসলে ইরাককে নিতে হচ্ছে আবারও আক্রান্ত হবার হুমকি।

দু'ঘন্টা ধরে তাঁবুর মধ্যে মুখোমুখি ইরাকী প্রতিনিধিদের সাথে যুদ্ধ বিরতির ব্যাপারে খোলামেলা আলোচনা হয়েছে। সব শর্ত মেনেছে ইরাকী প্রতিপক্ষ। যুদ্ধবন্দী বিনিময় তদারক করবে আন্তর্জাতিক রেডক্রস। ইতোমধ্যে ইরাক কুয়েত উপসাগরে পাতা মাইনের মানচিত্র সরবরাহ করেছে অ্যালাইড ফোর্সের প্রতিনিধিদের কাছে। আলোচনার পর জেনারেল শোয়ার্জকভ বললেন - আলোচনা ছিল খোলামেলা এবং তাঁরা শান্তির পথে অনেক দূর এগিয়েছেন।

মার্কিনীরা এ অঞ্চলের ভবিষ্যত নিরাপত্তার জন্য স্থল বাহিনীর পরিবর্তে কর্মক্ষম বিমান ও নৌ সেনা মোতায়েনের কথা চিন্তা ভাবনা শুরু করেছে। অদূর ভবিষ্যতে জেমস বেকার মধ্যপ্রাচ্যে সফরে আসলে ফিলিস্তিনীদের সমস্যার জটিল ও খুটিনাটি বিষয় নিয়েও আলোচনা করবেন। প্রেসিডেন্ট মোবারক একঘন্টা ব্যাপী ভাষণে উপসাগরীয় অঞ্চলের অন্যান্য সমস্যার সাথে প্যালেস্টাইনী সমস্যাকে গুরুত্বপূর্ণ

www.pathagar.com

বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি এ যুদ্ধ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বললেন - এটা ধর্ম যুদ্ধ নয়, এটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের যুদ্ধ।

কুয়েতে বর্তমানে গণতন্ত্রের দাবি জোরদার হচ্ছে। আমির জাবের আল সবাহ সেটা মানেন এবং কিছুটা ছাড় দিতে প্রস্তুত আছেন কিন্তু কুয়েতের এতবড় বিপদের সময় সবচেয়ে বড় বন্ধু সৌদি আরব এখানে গণতন্ত্রের বড় বাধা, সৌদি সরকার গণতন্ত্রের ঘোরতর বিরোধী।

আজ আমাদের এখানে মার্কিন কর্ণেলসহ ৫ জন অফিসার এসেছেন, উদ্দেশ্য জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী যুদ্ধ বন্দীদের চিকিৎসা হচ্ছে কি না তা তদারক করে দেখা। শুনলাম এখনে আজ হতে ১৬০০ জন করে যুদ্ধবন্দী প্রতিদিন আমাদের ক্যাম্পে আসবে। একজন মার্কিন মেজর ঠাট্টা করে বলল - যুদ্ধ ক্ষেত্রে হাসপাতাল সবচেয়ে আরামের জায়গা, আবার সেখানে যদি চোখের সামনে থাকে সুন্দরী নার্স। আমি হেসে বললাম - আমাদের সব আছে, তবে সুন্দরী নার্স নেই - আমাদের এখানে সবাই পুরুষ প্যারামেডিক। মনে হচ্ছে বেচারা একটু হতাশ হল। ভিজিট শেষে ওরা আমাদের উদ্যোগের প্রসংশা করে চলে গেল।

ইরান ইরাক হতে পালিয়ে আসা শরণার্থীদের বরাত দিয়ে জানাচ্ছে যে, বসরা ছাড়াও আরও দু'একটা শহরে সাদ্দাম বিরোধী বিক্ষোভ হচ্ছে - কোথাও কোথাও সরকারী বাহিনী এবং জনগণের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। আর এখনও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সাদ্দাম হোসেন তাঁর তথ্য, শিল্প ও সমর মন্ত্রীদের সাথে বাগদাদের কোন এক অজানা স্থানে বৈঠকে বসেছেন। যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত বাগদাদে বিদ্যুৎ সরবরাহের উপায় নিয়ে তিনি মন্ত্রীদের সাথে আলাপ করেছেন।

বাগদাদে রেডক্রস প্রতিনিধি বলেছেন - ইরাক এখনও সকল যুদ্ধবন্দীদের হিসাব দেয়নি এবং বহু চেষ্টার পরেও ইরাক উক্ত প্রতিনিধিকে যুদ্ধবন্দীদের দেখতে দিতে রাজি হয়নি। জাতিসংঘে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন - ইরাক সনদ না মানলে আবারও শক্তি প্রয়োগ করা হতে পারে।

০৪ মার্চ ১৯৯১

ইরাক বিনা প্রতিবাদে যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাব মেনে নেয়ায় উভয় পক্ষের কমান্ডার এবং সৈনিকদের উপর স্নায়ুর চাপ কমে গেছে। ইরাক ইতোমধ্যেই ১০ জন যুদ্ধবন্দীকে ছেড়ে দিয়েছে যাদের মধ্যে একজন মহিলাসহ ৬ জন আমেরিকান, ৩ জন ব্রিটিশ এবং ১ জন ফ্রেঞ্চ সৈনিক। হলুদ পোষাক পরিহিত এ সকল যুদ্ধবন্দীদের হস্তান্তর করা হল এক হোটেলে। আগামীকাল বহুজাতিক জোট ইরাকের ৩০০ জন যুদ্ধবন্দী ফেরত দেবে।

www.pathagar.com

বর্তমানে ইরাকের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা লক্ষ্যণীয়। অনেক সৈনিক ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়ে গেছে। ইরাকের এক ঘোষণায় কথা হয়েছে - সেনাবাহিনীর যে সমস্ত সদস্য যোগাযোগ বা অন্য কোন কারণে তাদের কর্মস্থলে যোগদান করতে ব্যর্থ হয়েছে, তারা আগামী ১ সপ্তাহের মধ্যে কাজে যোগদান করলে সাধারণ ভাবে ক্ষমা করা হবে। ইরান তাদের দেশে আশ্রয় নেয়া শরণার্থীদের বরাতে জানাচ্ছে জানাচ্ছে যে, ইরাকের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর বসরায় ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষ ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন। পুলিশ প্রধান ও বসরার গভর্ণরকে হত্যা করা হয়েছে। সেখানে সাদ্দাম হোসেনের অনুগত এবং বিদ্রোহী বাহিনীর মধ্যে লড়াই চলছে এবং এর প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ছে অন্যান্য শহরেও। তবে রিপাবলিকান গার্ড এখনও সাদ্দামের অনুগত আছে। তারাই সাদ্দাম হোসেনের ক্ষমতার শক্ত ভিত হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বসরায় অস্ত্র হাতে একজন বিদ্রোহী

www.pathagar.com

ব্রিটিশ যুদ্ধমন্ত্রী টমকিন কুয়েতে আজ তাদের সেনাবাহনী পরিদর্শন করেছেন। তিনি বলছেন - যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরের দুই সপ্তাহের মধ্যে ব্রিটিশ বাহিনীর প্রত্যাহার শুরু হবে। তিনিও মার্কিনীদের মত উপসাগরীয় অঞ্চলে তাঁদের স্থল বাহিনীর অবস্থানের সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছেন, তবে বিমান এবং প্রয়োজনীয় নৌ বাহিনীর অবস্থানের কথা তিনি নাকচ করেন নি।

আজ বিকাল থেকে এখানে আল আরতাওয়াইয়ায় আবহাওয়া খারাপ হচ্ছে - ধীরে ধীরে বাড়ছে বাতাসের গতিবেগ আর উড়ছে মরুর সীমাহীন বালুর স্তর। এরকম আবহাওয়ায়ও সম্মিলিত বাহিনী যুদ্ধের সময় তাদের তৎপরতা অব্যাহত রেখেছিল।

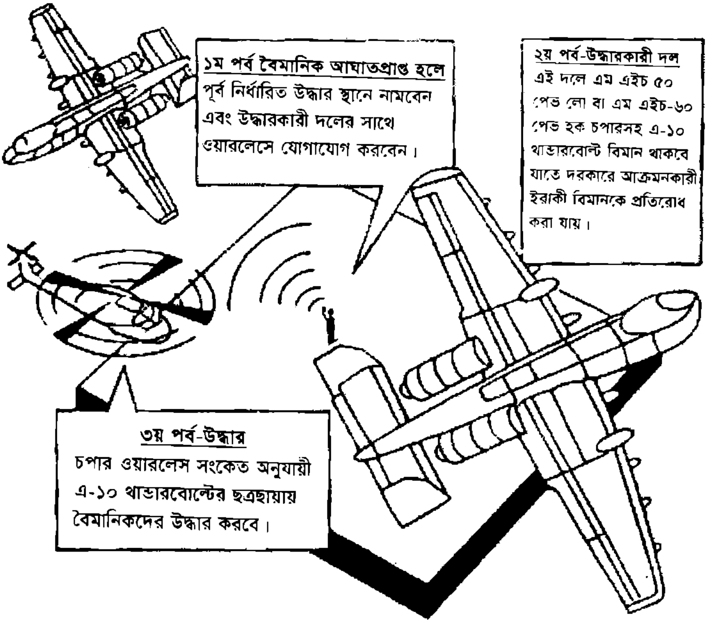

ইরাকের অভ্যন্তর হতে বৈমানিকদের উদ্ধার পরিকল্পনা

অনেক দুঃসাহসিক কাজ করেছে তাদের স্পেশাল গ্রুপ। ইরাকের অনেক গভীরে প্যারাস্যুট পরে নেমে আসা পাইলটদের উদ্ধারসহ বিশুদ্ধ ফেনায়িত তরঙ্গের মাঝে

www.pathagar.com

নেমে আসা পাইলটদের তারা উদ্ধার করেছে। এসব অভিযানে বিমান এবং নৌ বাহিনীর হেলিকপ্টারগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

গতকালের মরুঝড় ছিল বাংলাদেশের কাল বৈশাখীর মত দূরন্ত। সারারাত দমকা হাওয়া প্রচন্ড ক্রোধে ছুটাছুটি করেছে পুরো মরুপ্রান্তর জুড়ে। বালুতে ভরে গেছে তাঁবু, বিছানা, খাবার। রান্না করা এবং খাওয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। হাসপাতালের বৃহদাকার তাঁবুগুলো পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। আপদমস্তক কাপড়ে মুড়ে ডেজার্ট সানগ্লাস পরে বাইরে বেরুতেই বাতাসের এক ঝাপটায় প্রথমে চোখে বালু ঢুকে গেল। কথা বলার চেষ্টা করতেই মুখে বালু ঢুকল। বাতাসের ঝাপটায় বাইরে সোজা হয়ে হাঁটা যাচ্ছে না। অধিনায়ক অবস্থা রেগতিক দেখে আদেশ জারি করেছেন, কেউ পারতপক্ষে তাঁবুর বাইরে যাবে না, খেতে হবে প্যাকেট করা খাবার। কারণ, এই আবহাওয়ায় রান্না করা সম্ভব নয়।

এখানে ঝড় বইছে - ঝড় বইছে ইরাকের রাজনীতির অঙ্গনে, সরকার বিরোধী। এক কথায় সাদ্দাম বিরোধী আন্দোলন এখন তুঙ্গে। সেনাবাহিনীর অনেক সদস্যই এ অন্দোলনের পক্ষে অস্ত্র তুলে নিয়েছে। বসরা সহ আরো পাঁচ ছয়টি শহরে এ আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারন করেছে। বসরায় এখন দু'দলের ট্যাংক মুখোমুখি, ইরাকের এক বিরাট জনগোষ্ঠী মনে করে যে, সাদ্দাম ইরাকের ধ্বংসের জন্য দায়ী। রিপাবলিকান গার্ডসহ আরও কিছু নিয়মিত সৈনিক এখনও সরকারের অনুগত রয়েছে। বিবিসি'র সংবাদ দাতা নিশ্চিত করেছেন যে, ইরাকের সাদ্দাম বিরোধী অংশ মার্কিনীদের কাছে এসে অস্ত্র সাহায্য চেয়েছে যা মার্কিনীরা প্রত্যাখান করেছে। এখানে খারাপ আবহাওয়ায় আজ বন্দী বিনিময়ের জন্য নির্ধারিত বিমান হাফর আল বাতিনে অবতরণ করতে পারেনি - তাই ইরাকী বন্দীদের বাগদাদে ফেরত পাঠান সম্ভব হল না। ইরাক অবশ্য ৩৫ জন যুদ্ধবন্দীর সবাইকে একবারে ছেড়ে দেবার কথা বলেছে, তাদের ২৫ জন মার্কিন, ৯ জন ব্রিটিশ এবং ১ জন ইতালীয়। কুয়েতের কয়েক হাজার বেসামরিক বন্দীদেরকেও ইরাক যুদ্ধবন্দী হিসাবে গণ্য করতে রাজি হয়েছে। তাছাড়াও যুদ্ধের সময় লুণ্ঠিত কুয়েতের সম্পদ তারা ফেরত দেবে বলে জানিয়েছে। হয়ত একেই বলে ঠেলার নাম বাবাজী।

০৬ মার্চ ১৯৯১

আজ ভোর চোখ মেলেছে উজ্জ্বল আলোর ছটায়। মেঘের লেশমাত্র নেই কোথাও। চঞ্চল বাতাসের অনুপস্থিতিতে মরুভূমি এখন শান্ত, নিস্তরঙ্গ নদীর মত স্থির। তবে আছড়ে পড়া বিশাল তাঁবুগুলো আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে বাতাসের কি প্রচন্ড নৃত্য

www.pathagar.com

হয়েছে এখানে গত ২৪ ঘন্টা ধরে। গতকাল ঝড়ের তাড়া খেয়ে একপাল বকরি চলে এসেছিল আমাদের তাঁবুর কাছে। অধিনায়ক ঠাট্টা করে বললেন - মাহমুদ, হালাল করে ফেলি। আমিও হাসতে হাসতে বললাম - অবোধ প্রাণী স্যার, ঠিক হবে না।

তবে আবার খাড়া হল আমাদের ভাঙা হাসপাতাল দুপুর গড়াতেই। বিকালের দিকে আমরা সিও সহ ৫ জন অফিসার ও ১২ জন সৈনিক দেখতে গেলাম আল কাসিমের রাজধানী বুরাইদা। কিন্তু এত বৈচিত্র আছে এখানে পথে পথে আমাদের জানা ছিল না। দুই বালুর পাহাড়ের মাঝখান হতে কখনো এঁকে বেঁকে কখনো বা একদম সোজা উঠে গেছে অ্যাসফল্টের মসৃন রাস্তা - এর দু'পাশে উপত্যকায় রুক্ষতার পরিবর্তে ফুটে আছে শ্যামল হাসি। কোথাও কোথাও রাস্তার বাঁকগুলো তীক্ষ্ণ। গাড়িতে বসেই দেখতে পাচ্ছিলাম উপত্যকায় অনেক গাড়ির সমাবেশ। তখন আমাদের দেশের বনভোজনের দৃশ্য মনে পড়ছিল। কোথাও আবার কৃত্রিম পানির ফোয়ারা করে চাষাবাদের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রায় ২৫ কিঃ মিঃ জুড়ে একই দৃশ্য অবলোকন করেছি। তারপর আবার সমতল ভূমি, তবে পূর্বাঞ্চলের মত একটানা রুক্ষতা এখানে নেই, মাঝেমধ্যেই শ্যামলের ছোঁয়া চোখ জুড়িয়ে দেয়। বুরাইদা শহরের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে প্রধান সড়ক শহরকে দু'ভাগে ভাগ করে। এর দুই পাশে গড়ে উঠেছে ঝলমলে দোকান পাট। রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে দেখা যায় কৃত্রিম ঝর্ণা বা ছোট জলপ্রপাত। শহরের ইমারত গুলোর পাশে যে কোন ফাঁকা জায়গায় মাথা উঁচিয়ে আছে গাছ। এরা কোন উপকারী ফল দায়ক বৃক্ষ নয়, শুধু শহরের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য লাগান হয়েছে এগুলো। হেন জিনিস নেই যা এ শহরে পাওয়া যায় না এবং দামও অন্যান্য জায়গার চেয়ে কম। সৌদিদের পাশাপাশি ভারতীয় অনেক কর্মচারী এবং ব্যবসায়ী এখানে আছে। এ শহরে যুদ্ধ এবং তার পরবর্তীতে তেমন কোন বিদেশি সৈনিক পদার্পণ করেনি। ফেরার পথে আমরা এক গ্রাম্য মসজিদে নামাজ পড়তে গেলে অনেকেই আমাদের দেখতে বেরিয়ে এল। জিজ্ঞাসাবাদ করল আমাদের পরিচয় এবং দোয়া করল আমাদের জন্য। ওদের মধ্যে আমাদের উপস্থিতিতে উৎসাহ এবং আমাদের প্রতি ভালবাসা অনুভব করলাম।

ইরাকের সহিত যুদ্ধে বহুজাতিক বাহিনীর বিজয় উপলক্ষে আজ ৬ মার্চ প্রেসিডেন্ট বুশের ভাষণের অংশ বিশেষ এখানে উল্লেখ করা হল।

Mr. President and Mr. Speaker, thank you sir, for those very generous words spoken from the heart about the wonderful performance of our military.

Members of Congress, five short weeks ago, I came to this House to speak to you about the State of the Union. And we met then in time of war. Tonight, we meet in world blessed by the promise of peace.

www.pathagar.com

From the moment Operation Desert Storm commenced on Jan 16 until the time the guns fall silent at midnight one week ago this nation has watched its sons and daughters with pride watched over them with prayers. As commander in chief, I can report to you our armed forces fought with honor and valor. And as president, I can report to the nation, aggression is defeated. The war is over.

This is a victory for every country in the coalition, for the United nations. A victory for unprecedented international cooperation and diplomacy, so well led by our Secretary of State James Baker. It is a victory for the rule of law and for what is right.

Desert Storm's success belongs to the team that so ably leads our armed forces, our secretary of defence and our chairman of the Joint Chiefs : Dick Cheney and Colin Powell.

And while you're standing, this military victory also belongs to the one the British call the "Man of the Match" the tower of calm at the eye of Desert Storm, Gen, Norman Schwarzkopf.

I thank the members of this Congress. Support here for our troops in battle was overwhelming. And above all, I thank those whose unfailing love and support sustained our courageous men and women. I thank the American people

Tonight, I come to this House to speak about the world after war.

The recent challenge could not have been clearer, Saddam Hussain was the villain, Kuwait the victim. To the aid of this small country came nations from North America and Europe, from Asia and south America, from Africa and the Arab world, all united against aggression.

Our uncommon coalition must now work in common purpose to forge a future that should never again be held hostage to the darker side of human nature.

Tonight in Iraq, Saddam Walks amidst ruin. His war machine is crushed. His ability to threaten mass destruction is itself destroyed. His people have been lied to, and denied the truth. And when his defeated legions came home,all Iraqis will see and feel the havoc he has wrought. And this I promise you: For all that

www.pathagar.com

Saddam has done to his own people, to the Kuwaitis. and to the entire world, Saddam and those around him are accountable.

All of us grieve for the victims of war, for the people of Kuwait and the suffering that scars the soul of that proud nation. We grieve for all our fallen soldiers and their families, for all the innocents caught up in this conflict. And yes, we grieve for the people of Iraq, a people who have never been our enemy. My hope is that one day we will once again welcome them as friends into the community of nations.

Challenges in the Middle East :

Our commitment to peace in the Middle East does not end with the liberation of Kuwait. So to night, let me outline four key challenges to be met.

First, we must work together to create shared security arrangemets in the region. Our friends and allies in the Middle East recognize that they will bear the bulk of the responsibility for regional security. But we want them to know that just as we stood with them to repel aggression, so now America stands ready to work with them to secure the peace.

This does not mean stationing U.S. ground forces in the Arabian peninsula, but it does mean American participation in joint exercises involving both air and ground forces. It means maintining a capable U.S. naval presence in the region, just as we have for over 40 years. And let it be clear. Our vital national interests depend on a stable and secure gulf.

Second, we must act to control the proliferation of weapons of mass destruction and the missiles used to deliver them. It would be tragic if the nations of the Middle East and Persian Gulf were now, in the wake of war, to embark on a new arms race. Iraq requires special vigilance untill Iraq convinces the world of its peaceful intentions - that its leaders will not use new revenges to rearm and rebuild its menacing war machine - Iraq must not have access to the instruments of war.

And third, we must work to create new opportunities for peace

www.pathagar.com

and stability in the Middle East. On the night I announced Operation Desert Storm, I expressed my hope that out of the horrors of war might come new momentum for peace. We've learned in the modern age, geography cannot guarantee security and security does not come from military power alone.

All of us know the depth of bitterness that has made the dispute between Israel and its neighbors so painful and intractable. Yet in the conflict just concluded, Israel and many of the Arab states have for the first time found themselves confronting the same aggressor. By now, it should be plain to all parties that peacemaking in the Middle East requires compromise. At the same time, peace brings real benefits to everyone. We must do all that we can to close the gap between Israel and the Arab states and between Israelis and Palestinians. The tactics of terror lead absolutely nowhere; there can be no substitute for diplomacy.

A comprehensive peace must be grounded in United Nations Security Council Resolutions 242 and 338 and the principle of territory for peace. This principle must be elaborated to provide for Israel's security and recognition and at the same time for legitimate Plaestinian political rights. Anything else would fail the twin tests of fairness and security. The time has come to put an end to Arab - Israeli conflict.

The war with Iraq is over. The quest for solutions to the problems in Lebanon, in the Arab - Israeli dispute and in the gulf must go forward with new vigor and determination. And I guarantee you no one will work harder for a stable peace in the region than we will.

Fourth, we must foster economic development for the shake of peace and progress. The Persian Gulf and Middle East form a region rich in natural resources with a wealth of untapped human potential. Resources once squandered on military might must be redirected to more peaceful ends. We are already addressing the immediate economic consequences of Iraq's aggression. Now, challenge is not reach higher to foster economic freedom and prosperity for all the people of the region. By meeting these four challenges we can build a framework for peace. I've asked Secretary of State (James A.) Baker to go to the Middle East to begin the process. He will go to listen, to probe, to offer suggestions, to ad-

www.pathagar.com

vance the search for peace and stability.

I've also asked him to raise the plight of the hostages held in Lebanon. We have not forgotten them. And we will not forget them

Catalyst for Positive Change :

The consequences of the conflict in the gulf reach far beyond the confines of the Middle East. Twice before in this century, an entire world was convulsed by war. Twice this century, out of the horrors of war hope emerged for enduring peace. Twice before, those hopes proved to be a distant dream, beyond the grasp of man.

Until now, the world we've known has been a world divided, a world of barbed wire and concrete block conflict and cold war.

And now, we can see a new world coming into view. A world in which there is the very real prospect of new world order. In the words of Winston Churchill, a "world order" in which " the principles of Justice and fair play ..... protect the weak against the strong." A world where the United Nations, freed from cold war stalemate, is poised to fulfill the historic vision of its founders. A world in which freedom and respect for human rights find a home among all nations.

The gulf war put this new world to its first test. And, my fellow Americans, we passed that test.

For the sake of our principles, for the sake of the Kuwaiti people, we stood our ground, because the world would not look the other way, Ambassador Al-Sabah (Kuwaiti Ambassador Saud Nasir al-Sabah), tonight Kuwait is free. And we're very happy about that.

Tonight, as our troops begin to come home, let us recognize that in hard work of freedom still calls us forward. We've learned the hard lessons of history. The victory over Iraq was not waged as "a war to end all wars" Even the new world order cannot guarantee an era of perpetual peace. But enduring peace must be our mission.

Agenda for the Next Century :

Our success in the gulf will shape not only the new world or-

www.pathagar.com

der we seek but our mission here at home. In the war just ended, there were clear - cut objectives, timetables and, above all, an overriding imperative to achieve results. We must bring that same sense of self-discipline, that same sense of urgency, to the way we meet challenges here at home.

In my state of the Union address and in my budget, I defined as comprehensive agenda to prepare for the next American century.

Our first priority is to get this economy rolling again. The fear and uncertainty caused by the gulf crisis were understandable. But now that the war is over, oil prices are down, interest rates are down and confidence is rightly coming back, Americans can move forward to lend, spend and invest in this, the strongest ecomony on Earth.

Coming Home Proud :

Soon, very soon, our troops will begin the march we've all been waiting for, their march home. And I have directed Secretary Chenny to begin the immediate return of American combat units from the Gulf.

Less than two hours from now, the first plane load of American soldiers will lift off from Saudi Arabia headed for the USA. That plane will carry the men and women of the 24th Mechanized Infantry Division bound for Fort Stewart Ga. This is just the beginning of a steady flow of American troops coming home.

Let their return remind us that all those who have gone before are linked with us in the long line of freedom's march. Americans have always tried to serve, to sacrifice nobly for what we believe to be right.

Tonight, I ask every community in this country to make this coming Fourth of July a day of special celebration for our returning troops. They may have missed Thanks giving and Christmas, but I can tell you this; for them and for their families, we can make this a holiday they'll never forget.

In a very real sense, this victory belongs to them, to the privates and the pilots, to the sergeants and the supply officers, to the men and women in the machines, and the men and women who

www.pathagar.com

made them work. It belongs to the regulars. to the reserves, to the National Guard, This victory belongs to the finest fighting force this nation has ever known in its history.

We went halfway around the world to do what is moral and just and right. And we fought hard and with others we won the war. And we lifted the yolk of aggrssion and tyranny from a small country that many Americans had never even heard of, and we ask nothing in return. We're coming home now proud, confident, heads high. There is much that we must do at home and abroad. And we will do it. We are Americans.

May God bless this great nation the United States of America. Thank you all very much. Thank you guys. Thank you very, very much.

০৭ মার্চ ১৯৯১

আবার ঝড় - মরুভূমির বৈচিত্রময় জীবনের এ আর এক দিক। বাতাসের ঝাপটায় উড়ন্ত বালু ধোঁয়াটে করে ফেলেছে পুরো এলাকা। তাঁবুর বাইরে বেরোবার উপায় নেই তাই বন্ধ তাঁবুর ভিতর শুয়ে বসে কাটিয়ে দিচ্ছি সময়। আমাদের বন্দী শিবিরে আরো দু'হাজার যুদ্ধবন্দী এসেছে। বহুজাতিক বাহিনীর বিভিন্ন দলের ঘরে ফেরা শুরু হয়েছে। আজ ফিরে যাচ্ছে মরোক্কোর সেনাদল। আমেরিকার ২৪ মেকানাইজড ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের ঘরে ফেরা শুরু হয়েছে। আগামী সপ্তাহের মধ্যেই ওদের ১৪ হাজার সৈনিক স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবে। আমাদের ফিরিয়ে নেবার কথা কেউই ভাবছে কিনা জানিনা, উপরন্তু এখনও যুদ্ধবন্দী আসা অব্যাহত রয়েছে এখানে। তবে বন্দী বিনিময় প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে। ইরাকী প্রতিনিধিদল রিয়াদে জেনারেল শোয়ার্জকভের সাথে এ ব্যাপারে মত বিনিময় করেছেন। রেডক্রস তৎপর তবে অপেক্ষার পালা সব সময়ই দীর্ঘ হয় এবং আমাদের বেলায় ঠিক তা-ই ঘটছে।

আজ রেডক্রসের কয়েকজন প্রতিনিধি বসরায় যাচ্ছেন। তারা সাথে করে ছয়টন ঔষধ ও খাদ্য সামগ্রী নিয়ে যাচ্ছেন। এই দল বসরার জনগণের প্রয়োজন দেখবেন এবং আশা করা হচ্ছে বন্দী দুই হাজার কুয়েতী এবং ২০ জন নিখোঁজ সাংবাদিক নিয়ে ফিরবেন। এরই মধ্যে সাদ্দাম হোসেনের অনুগত বাহিনী বিদ্রোহীদের দমন করতে সক্ষম হয়েছে বসরায়। তারা এখন বাগদাদ ও কারবালা অভিযানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

ইরাকে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা নিয়ে এখন আর ততটা ভাবি না। ইরাকের দুর্ভাগ্য তার নিজের হাতে গড়া, যদিও তা শুধুমাত্র একজনার অদূরদর্শিতার জন্য। এখন মন দেশে ফিরে যেতে ব্যাকুল। সে যে আমার জন্মভূমি। কতদিন নরম মাটিতে ঘাসের উপর পা ফেলে হাঁটি না। কতদিন দেখিনা বেয়ারা গরুর পিছনে রাখালকে ছুটতে, কতদিন দেখিনা পুকুর পাড়ে ঝুঁকে পড়া গাছের ডালে স্থির জলে চোখ রেখে বসে থাকা একাকী এক মাছরাঙা। মন বড় দ্রুত ফিরে যেতে চাইছে আমার ফেলে আসা চেনা পরিবেশে - যত দ্রুত সম্ভব। এ যুদ্ধে আমাদের একটাই লাভ হয়েছে - বাংলাদেশের লোকজন আবারও কুয়েতে চাকুরি পাবে, পাবে সৌদি আরব সহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে। এখন থেকে হয়ত এরা আমাদের আরো সম্মানের চোখে দেখবে। সৌদি আরবের পবিত্র ভূমি রক্ষায় অংশ গ্রহণের জন্য বিশ্বের অন্যান্য দেশের কাছে আমরা মাথা উঁচু করে গর্বিত ভঙ্গিতে কথা বলতে পারব। যদি তাই হয় তাহলে মরুভূমিতে যুদ্ধের দুঃস্বপ্নের মধ্যে সুখ দুঃখে আমাদের এ দিনগুলো সার্থকতায় ভরে উঠবে।

০৪ মার্চ ১৯৯১

যুদ্ধবন্দীদের মাঝে ডাইরিয়া দেখা দিয়েছে। আমরা এ নিয়ে চিন্তিত। বন্দীদের টেন্টের অবস্থা আমাদের মত নয়। প্রত্যেক টেন্টেই অতিরিক্ত লোক রাখা হচ্ছে। পায়খানার মান উন্নত নয়। কথা বলছিলাম একজন আমেরিকান মেজরের সাথে। ও জানাল, জার্মানীর সরবারহকৃত মাছ খেয়েই সম্ভবত ওদের পেটের পীড়া হয়েছে। বলল - এখানে আগামীকাল আরও ১,৫০০ যুদ্ধবন্দী আসবে যাদের বেশির ভাগই অসুস্থ। এখন আমাদের এখানে প্রচুর রোগী হয়। ভোর থেকে শুরু করে আমরা সবাই রোগী দেখি বেলা দু'টো পর্যন্ত - তারপর একজন থাকি ডিউটি অফিসার হিসাবে। সারাদিনই রোগীর ভিড় লেগে থাকে। ডিউটি মেডিক্যাল অফিসারের উপর স্নায়ুর চাপ ধীরে ধীরে বাড়ছে যেহেতু একাধারে রোগীর সংখ্যাও বাড়ছে। এর ফাঁকেও আমরা মাঝে মধ্যে হাসপাতালের মেডিক্যাল ডাইরেক্টর মেজর সাদুল্লার রুমে বসে আড্ডা মারি। রুম বললাম এজ্যনই যে, পুরো তাঁবুকে পারটেক্সের বদৌলতে রোগী দেখা ও প্রশাসনিক সুবিধার জন্য বিভিন্ন কক্ষে ভাগ করা হয়েছে। মেজর সাদুল্লা বললেন - চল টস করে দেখি শীঘ্র বাড়ি ফেরা হবে কি না? বললেন - তরবারি পেলে বাড়ি ফিরব তাড়াতাড়ি। মেজর সাইফ বের করল একটা সৌদি কয়েন এক রিয়ালের, টস করলেন মেজর সাদুল্লাহ, পর পর তিনবার - তরবারি। ভাগ্য আমাদের সহায়, তাড়াতাড়ি দেশে ফিরতে পারব। আনন্দে ছয়জন অফিসার একসথে চিৎকার করে উঠলাম।

অবশ্য চারিদিকে লক্ষণ ভালই। ইরাক এক হাজার দুইশত বন্দী কুয়েতীকে ছেড়েছে। ওরা সবাই ছিল ক্লান্ত আর ক্ষুধার্থ। ইরাকের কাছে আরো পাঁচ হাজার

চিকিৎসা গ্রহনরত যুদ্ধবন্দী

কুয়েতী আছে। ইরাক অবশ্য বলেছে, আগামী সপ্তাহের আগে আর কাউকে তারা ছাড়বে না। নিখোঁজ সাংবাদিকদের হদিস পাওয়া গেছে। তারা এখন বাগদাদে রেডক্রসের কর্মকর্তাদের সাথে আছেন। হতে পারে বাগদাদ তার অভ্যন্তরীণ কোন্দল সামলাতে ব্যস্ত থাকায় এদিকের কাজে কিছুটা বেশি সময় নিচ্ছে। সৌদি আরবে অবস্থানরত ৬০ হাজার যুদ্ধবন্দীর রেজিস্ট্রেশন করা হচ্ছে বর্তমানে। ইরানের প্রেসিডেন্ট বলেছেন - বাগদাদ যদি জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করে তা হবে তাদের আরেকটা ভুল। এখন সময় এসেছে যখন জনগণ ইরাককে শাসন করবে। বাথ পার্টি এখনও সাদ্দামের নেতৃত্বে ক্ষমতায় টিকে থাকার প্রয়াস পাচ্ছে এবং কুর্দীসহ একটা বিরাট জনগোষ্ঠী তাদের দুর্দশার হোতা সাদ্দাম হোসেনকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চাইছে। ইরানও সম্ভবতঃ সাদ্দামকে ক্ষমতার আসনে দেখতে চায় না। কুয়েত আবার তার ১৯৩২ সালের সীমান্ত রেখায় ফিরতে চাইছে যার অর্থ বসরার বেশ কিছু অংশ কুয়েতের দখলে চলে আসা। এন্তার এই সব সমস্যার প্যাচ খসতে খসতে আমাদেরও ঘরে ফেরা বিলম্বিত হতে পারে বৈ কি।

০৯ মার্চ ১৯৯১

আজ এখানে আরো দেড় হাজার যুদ্ধবন্দী এসেছে। সর্বসাকুল্যে ওদের সংখ্যা এখন ৯ হাজার। আমাদের হাসপাতাল দেখতে মেজর জেনারেল রোগস আসলেন

www.pathagar.com

হাফর আল বাতিন থেকে। মার্কিনীদের একটা মস্ত গুণ - ওরা যে কোন কাজের প্রশংসায় অকুণ্ঠ। জেনারেলও আমাদের উদ্যোগের প্রশংসা করলেন। কিন্তু তাঁর প্রশংসা সত্ত্বেও আমরা এখানে বিভিন্ন অসুবিধার জন্য কাজ করতে পারছি না ঠিক-মত। চিকিৎসা সামগ্রীর অভাব বেশ প্রকট। লাইট নেই, টর্চ জ্বালিয়ে রাতে কাজ করতে হয়। গতকাল রাতে আমাদের এক মেডিক্যাল এ্যাসিসটেন্ট অন্ধকারে পানির পরিবর্তে স্যাভলন দিয়ে এক রোগীকে ঔষধ খাইয়েছে - সে এক মহা কেলেঙ্কারি কান্ড আর কি!

১০ মার্চ ১৯৯১

ব্রিগেডিয়ার কোরাইশি, ব্রিগেডিয়ার হাসান মশহুদ এবং লেঃ কর্ণেল ওহাব এলেন আজ এখানে সোয়া বারটার খানিক পরে। দেখলেন আমাদের নতুন হাসপাতাল। দেখলেন বাসস্থান এলাকা। দেখতে দেখতে কন্টিনজেন্ট কমান্ডার বললেন - তোমাদের ক্যাম্প ভাল হয়েছে। দীর্ঘদিন এখানে থাকতে পারবে।

আল আরতাওয়াইয়া - মরুভূমিতে আমাদের অফিসার ফিল্ডমেস

জোহরের নামাজ শেষে খাবারের জন্য অফিসার মেসের দিকে যাচ্ছিলাম সবাই। অফিসার মেস এখানে ৩টি তাঁবু নিয়ে বেশ বড়সড় করে লাগান হয়েছে। খেতে খেতে লেফটেন্যান্ট কর্ণেল ওহাবকে জিজ্ঞাসা করলাম - স্যার, কবে নাগাদ দেশে

www.pathagar.com

ফিরতে পারব ? উনি জিজ্ঞেস করলেন - ওমরাহ্ করবে না? বললাম - আল্লাহর হুকুম থাকলে ওমরাহ হবে, আপাততঃ দেশে ফিরতে চাই। উনি হেসে জবাব এড়িয়ে গেলেন। কথার রেশ ধরে কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার মশহুদ বললেন - আসার আগে আমি সি জি এস কে টেলিফোন করেছিলাম। তাঁকে বললাম - স্যার, আমি আজ আরতাওয়াইয়া যাচ্ছি, ওদেরকে কি বলব যে ওরা ঈদের আগে দেশে ফিরতে পারবে? জবাবে তিনি বললেন - আমি সেই চেষ্টাই করছি। পরে ব্যাখ্যা করে বললেন - দেশে এ মুহূর্তে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আছে, তারা তেমন কোন কাজ করতে পারছে না। রাজনৈতিক দল গুলো বলছে - তারা কে? কাজেই সংসদ বসে সরকার গঠন করা হলে এখানে যে প্রতিনিধি দল আসবেন, তাঁরা সিদ্ধান্ত নেবেন কবে আমরা ফিরতে পারব।

আল আরতাওয়াইয়ায় কন্টিনজেন্ট কমান্ডার ও ডিফেন্স অ্যাটাশে

ভাবলাম দুর্ভোগ আছে কপালে। দেশে ফেরাটা এ মুহূর্তে কিছুটা অনিশ্চিত। ইরাকের ভিতরকার কোন্দলে বন্দী বিনিময়ের গতিও কিছুটা শ্লথ - কুর্দীরা উত্তারাঞ্চলে বিদ্রোহ করেছে - সেখানে তাদের প্রতিরোধ ভাঙার চেষ্টা করছে সাদ্দাম হোসেনের অনুগত বাহিনী। ঘর সামলাতে ব্যস্ত ইরাক এদিকে নজর দেবে কখন? আর যুদ্ধবন্দী বিনিময় না হলে আমরাই বা চট করে যাই কেমন করে?

এল এইচ কিউ'র কমান্ডার গল্প করছিলেন। বললেন - ফক্সহোল থেকে বেরিয়া আসা আত্মসমর্পণকারী ইরাকী সৈনিক দাঁড়িয়ে থাকা একজন আমেরিকান মিলিটারি পুলিশের পায়ে চুমু খেয়েছে - রেকর্ড করা ভিডিওতে আমিও ঘটনাটা দেখলাম।

www.pathagar.com

কাঁদছিল ইরাকী সৈনিক আর মার্কিন সৈনিক তাকে নরমাল নরমাল বলে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছিল। সত্যিকারের একটা অপমানকর দৃশ্য এবং পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট বুশ সরাসরি না হলেও অহঙ্কার করে তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন - বিশ্ব দেখুক আমেরিকা কি জাতি।

ফক্সহোল থেকে বেরিয়ে আসছে ইরাকী যুদ্ধবন্দী

১৩ মার্চ ১৯৯১

দেশে ফিরতে মনটা ছটফট করছে - যুদ্ধ শেষ, আমাদের কাজও শেষ। তবে দেশে ফেরা নয় কেন? তাই উৎসুখ হয়ে খবর জানার চেষ্টা করি - কবে সংসদ অধিবেশন বসবে আর কবে নতুন সরকার দায়িত্বভার গ্রহণ করবে। মন ভাল না থাকলেও কাজতো থেমে নেই এখানে। সময় গড়িয়ে চলার সাথে সাথে কাজও এগিয়ে চলছে। গতকাল ইউ এস আর্মির দু'জন অফিসার এসেছিল আমাদের ব্যবস্থাপনা দেখতে - মেজর টসি আর মেজর হলিডে। ওরা দু'জনই মিলিটারি পুলিশ ব্যাটেলিয়নের অফিসার। কথা শুনে মনে হয়েছে - শুধু এখানে আমাদের হাসপাতালই দেখছে না, গল্প করে সময় কাটানও ওদের একটা উদ্দেশ্য। অনেকক্ষণ বসেছিল ওরা - যেন উঠতে আর মন চায় না। ভিনদেশিদের সাথে ওদের দেশের গল্প করে আমাদেরও সময় কেটেছে বেশ।

www.pathagar.com

আমাদের সাথে গল্পরত মার্কিন অফিসার

১৫ মার্চ **১৯৯১**

বিদ্রোহী কুর্দীদের থামাতে সাদ্দাম হোসেনকে ট্যাংক ব্যবহার করতে হচ্ছে। বন্দী বিনিময় এখন প্রায় থেমে আছে। পাঁচশত যুদ্ধবন্দী গত কয়েকদিন ধরে ইরাকে ফেরত পাঠাবার জন্য বর্ডারে রাখা হয়েছিল, ওদের এখনও হস্তান্তর করা সম্ভব হয়নি। ইরাকে এখন ক্ষমতার পাল্লা কোন দিকে হেলবে তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

আমাদের এখানে যাদের চিকিৎসা করছি তারা দিনের যে কোন সময়ই হাসপাতালে চলে আসে। দেখা গেল সামান্য মাথা ব্যথা নিয়ে রাত চারটায় এক রোগী হাজির। হয়ত সামান্য পায় আঘাত লেগেছে রাত বারটায়, কুচ পরোয়া নেহি, চল হাসপাতালে। পাহারাদার সৌদি সৈনিকরা আবার রোগী দেখার ঘরে লোডেড রাইফেল উচিয়ে রাখে। কোন কারণে গুলি ছুটলে সেটা ডাক্তারকে না রোগীকে আঘাত করবে তা বোঝা মুশকিল। একদিন একজন সন্ত্রীকে বললাম - বাইরে অপেক্ষা কর, আমার কাছেও পিস্তল আছে, তোমার বন্দী পালাতে পারবে না। কিন্তু আমি তাকে আমার কথা শুনাতে পারিনি - তার রাইফেলের নলও ডাক্তার কিংবা রোগীর মাঝখান হতে সরে যায়নি, আমরা যারা যুদ্ধবন্দীদের চিকিৎসা করছি তাদের বিচিত্র

www.pathagar.com

সব অভিজ্ঞতা হচ্ছে। এক ইরাকী বন্দী রোগী ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছিল - মাই বেবী, মাই বেবী অর্থাৎ আমার সন্তান, আমার সন্তান বলে। তখন এমন এক আবেগপূর্ণ অবস্থা যে, নিজের অবস্থান ভুলে রোগীর মাথায় হাত দিয়ে তাকে শান্ত্বনা দিলাম। দু'জন এসেছে, স্কুল শিক্ষক ওরা। বললাম - তোমরা যুদ্ধে কেন? আফসোস করে বলল - সাদ্দাম হোসেন সক্ষম কাউকে নিস্তার দেয়নি।

১৬ মার্চ ১৯৯১

আমাদের হাসপাতালে স্যালাইন নেই। রোগীদের পেটের পীড়া বাড়ছে। গত পরশুও পেটে পীড়ার রোগী ছিল ৬৬ জন। এখানে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর জন্য খাবার সরবরাহ নিশ্চিত নয়। ক্যাপ্টেন আব্দুল্লাহ হারবি - এখানকার সৌদি হাসপাতাল প্রশাসক। ও চাচ্ছে, আমরা নিজেরা রোগীদের জন্য রান্না করি আমাদের কুক হাউজে। আমরা তা অস্বীকার করেছি, বলেছি ওদের জন্য আলাদা কুক হাউজ করতে হবে। আর এতবড় হাসপাতালে রোগী রাখা শুরু হলে আমাদের রাঁধুনিদের পক্ষে তা সামলে উঠা সম্ভব হবে না। আরও সমস্যা হল, এখানে সংযুক্ত সৌদি প্যারামেডিকরাও ঠিকমত কাজ করে না। আজ পহেলা রোজার দিন - দুপুর বারটার আগে ওদের একজনকেও হাসাতালে পাইনি।

কুর্দীদের প্রচন্ড প্রতিরোধের মুখে সাদ্দাম হোসেন তাদেরকে হুঁশিয়ারির সাথে সাথে তাঁর দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র এবং নির্বাচন দেবার কথা ঘোষণা করেছেন। মনে হচ্ছে সাদ্দাম হোসেন জনগণের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছেন। তবে যতই যুদ্ধবন্দীদের সাথে কথা বার্তা বলছি - ততই ইরাকী শাসকের প্রতি শ্রদ্ধা হারাচ্ছি। মুহাম্মদ আব্দুর রহমান একজন ইরাকী সৈনিক, ছিল ব্যাংকের অফিসার, ছয় সন্তানের জনক। এদের মাঝে আছে বিভিন্ন পেশার শারীরিক ভাবে অসুস্থ লোক। ভাবলাম এই ভাবেই ইরাক হয়ত তার সেনাবাহিনীর সংখ্যা দশ লক্ষ করেছে। একজন যুদ্ধবন্দীত রাগে বলেই ফেলল যে, সে দেশে ফেরত যেয়ে সাদ্দামকে শেষ করবে। আর একজন একটু নমনীয় কণ্ঠে বলল - সাদ্দাম মুসলমান কিন্তু আকল নেই।

২১ মার্চ ১৯৯১

সেনেগালের কয়েকজন অফিসারের সাথে আমার জানা শোনা ছিল বিশেষতঃ রাস মিসহাবে থাকাকালীন এরা এন বি সি ডিকন্টামিনেশন ইউনিট দেখতে আসত

www.pathagar.com

এবং এর ব্যবহার বিধি নিয়ে আলাপ আলোচনা করত। যুদ্ধের শেষে ওমরাহ্ শুরু হয়েছে। বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে আমাদের সবারই ওমরাহ করার সুযোগ হবে। ১ ইস্ট বেংগলের এক কোম্পানি ইতোমধ্যেই ওমরাহ্ সমাপ্ত করে ফেলেছে। ওদের বিমান সূচি থেকে সেনেগালীদের সুযোগ দেয়া হয়েছে। পবিত্র ওমরাহ শেষে ওদের দ্বিতীয় দল আজ যখন রাস মিসহাবে অবতরণ করছিল তখন ভুল বশতঃ বিমান রানওয়ে স্পর্শ না করে মাত্র চার কি পাঁচ ফুট দূরে বালুর মধ্যে নেমে পড়ে। ফলে ঘটল ভয়ানক দুর্ঘটনা। সাথে সাথে বিধ্বস্ত বিমানের সাথে নিহত হল ওদের ৯০ জন সৈনিক। ওদের মধ্যে মাত্র তিন জন বেঁচে আছে আহত হয়ে। প্লেনের ছয়জন ক্রুর সবাই নিহত হয়েছে। এদের পরেই আবার আমাদের ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটালিয়নের অবশিষ্ট সদস্যদের জন্য বিমানসূচি নির্ধারন করা আছে। ঘটনাটা আমাদের ভয়ানক ভাবে নাড়া দিয়েছে। মৃত্যু যখন নির্ধারিত হয় সে তখন শুধু যুদ্ধে নয়, শান্তির সময়ও আসতে পারে।

২২ মার্চ ১৯৯১

আজ আমাদের হাসপাতালে ছোট একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। যুদ্ধবন্দীদের সাথে হাসপাতালে একজন সৌদি সৈনিকও ভর্তি ছিল। সৌদি সৈনিকের ইংরেজি জানা না থাকায় একজন ইরাকী যুদ্ধবন্দীর সহায়তায় আমাদের একজন প্যারামেডিক সৌদি সৈনিকের সমস্যা জানার চেষ্টা করল। হঠাৎ করে সৌদি সৈনিক উত্তেজিত হয়ে উঠে ইরাকী বন্দীকে জুতো দিয়ে পিটাতে শুরু করল। তাকে বাঁধা দিলে উক্ত সৈনিক একজন বাংলাদেশী প্যারামেডিকের কান কামড়ে দিল এবং হাসপাতালের অভ্যন্তরে অবস্থানরত সৌদি গার্ড ওদের দিকে রাইফেল উচিয়ে ধরল। অবস্থা সামাল দিতে দু'জন বাংলাদেশী মেজর ছুটে গেল সেখানে। অধিনায়কও সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন - সৌদি কর্তৃপক্ষকে জানালে ওরাও ছুটে এল ঘটনাটা আয়ত্বে আনতে। আমি যখন ইরাকী বন্দীকে জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে? ও কিছু বলতে নারাজ, শুধু বলল - ডক্টর তুমি আমাকে ছেড়ে দাও, তা না হলে ওরা আমাকে মেরে ফেলবে। দেখলাম খুব ভয় পেয়েছে সে। ওকে সান্ত্বনা দিলাম। আশ্বস্ত করলাম। সৌদি কর্ণেল সেলিম বেশ ছোট খাট কিন্তু খুবই অমায়িক। তিনি বারবার ওদের সৈনিকদের ভুলের জন্য ক্ষমা চাচ্ছিলেন। বললেন - দেখ যুদ্ধের ইতিহাসে এ রকম ঘটনা বিরল নয়, তোমরা দয়া করে ঘটনাটা তোমাদের কর্তৃপক্ষকে জানিও না। কর্ণেল সেলিমের ব্যবহার এতই ভাল যে, অধিনায়ক ঘটনাটা নিয়ে আর উৎপাত না করার সিদ্ধান্ত নিলেন। পরে অবশ্য জেনেছি, আমাদের সৈনিকদেরও কিছুটা ভুল ছিল। সৌদি রোগী ইরাকী বন্দীকে জুতা দিয়ে পিটাতে শুরু করলে আমাদের দুই ছেলে সৌদি সৈনিককে ছাড়াতে

www.pathagar.com

যেয়ে তার চুল টেনে ঘাড় চেপে ধরে বাধা দেয়, কাজেই নিরুপায় হয়েই সৌদি সৈনিক ওদের একজনার কান কামড়ে ধরে। পরে আমাদের সৈনিকদের উত্তেজনার বসে কারও সাথে খারাপ আচরণ বা শক্তিপ্রয়োগ করতে না করে দেই।

২৪ মার্চ ১৯৯১

এখানে এখন যুদ্ধবন্দীর সংখ্যা ১৯ হাজার, তবে সুসংবাদ আমাদের জন্য। চুক্তি অনুযায়ী বন্দী বিনিময় শুরু হয়েছে - গত কাল সন্ধ্যায় এক হাজার এবং আজ ভোরে এক হাজার চলে গেছে যুদ্ধবন্দী। এভাবে চলতে থাকলে এখানে আর আমাদের বেশিদিন থাকতে হবে না। তবে সব যুদ্ধবন্দী বিনিময় মোট ৭৫ দিনে সমাপ্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

ইরাকের অভ্যন্তরীণ কোন্দল এখন তুঙ্গে। যদিও সাদ্দাম হোসেন এখনও ক্ষমতায় এবং তারিক আজিজ প্রধানমন্ত্রী, রিপাবলিকান গার্ডের সমর্থনও অব্যাহত আছে, তথাপি যে হারে কুর্দী বিদ্রোহ এবং তার প্রতি ইরানের গোপন ও প্রকাশ্য সমর্থন অব্যাহত, তাতে সাদ্দাম হোসেনের ক্ষমতায় টিকে থাকা এ মুহূর্তে একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ।

বর্তমানে অ্যালাইড ফোর্সের ৭০ হাজার সৈন্য ইরাকের অভ্যন্তরে অবস্থান করছে। বিজয়ী দলের আরোপিত শর্তের একটা হল কুয়েতের ক্ষতিপূরণ - তেলের রাজস্ব থেকে গৃহীত সরকারী আয় দিয়ে একটি তহবিল গঠন করে তা থেকে ধীরে ধীরে ক্ষতিপূরণ করে ইরাককে এ শর্ত মানতে হবে। আর একটা শর্ত হল ইরাকের সকল রাসায়নিক অস্ত্র, ক্ষেপণাস্ত্র এবং আণবিক প্রকল্প ধ্বংস করে ফেলতে হবে। ইরাক এগুলো মানতে অস্বীকার করছে। তাদের বক্তব্য, এগুলো মানলে ইরাকের সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন হবে।

২৫ মার্চ ১৯৯১

যুদ্ধ থেমে গেছে ৩ সপ্তাহ হল। আন্তর্জাতিক আদালত এক রায়ে ইরাককে কুয়েতের ক্ষতিপূরণ দিতে বলেছে। আমেরিকা এক চুক্তিতে কুয়েত-ইরাকের সীমানা নির্ধারণের কথা বলেছে। ইরাকের উত্তরে কিরকুক এবং দক্ষিণে কারবালা ছাড়াও অন্যান্য কিছু শহরেও বিদ্রোহীদের সাথে সরকারের অনুগত বাহিনীর সংঘর্ষ অব্যাহত

www.pathagar.com

রয়েছে। ইরাকের অভ্যন্তরে অবস্থানরত মার্কিন বাহিনী স্থায়ী যুদ্ধবিরতি চুক্তির আগে নড়বে না। জেনারেল কলিন পাওয়েল ইতোমধ্যেই বলেছেন - প্রত্যাহার শুরু হলে সমস্ত যন্ত্রপাতি নিয়ে মার্কিনীদের প্রত্যাহারে দশ মাস সময় লাগবে। আমেরিকা তাদের বর্তমান অবস্থানের সুযোগ নিয়ে সরাসরি না হলেও সাদ্দাম বিরোধী আন্দোলনকে মদদ দিচ্ছে। যুদ্ধ বিরতির চুক্তি অনুযায়ী ইরাকের যুদ্ধ বিমান আকাশে উড়বেনা এবং তা ভঙ্গ করার অজুহাতে ইরাকের দু'টো বিমানকে আমেরিকার টহল বিমান মিসাইল ছুড়ে ধ্বংস করেছে। এরপরও শোনা যায় ইরাক কিরকুকের কুর্দীদের দমনে জঙ্গী হেলিকপ্টার দিয়ে এসিড নিক্ষেপ করেছে।

ইরাকে যা-ই ঘটুক না কেন, আমাদের এখন হতে রোজ এক হাজার করে যুদ্ধবন্দী চলে যাচ্ছে। ওদের আবার অনেকেই ইরাকে ফিরতে চায় না। আজই একজনের সাথে কথা বললাম। বললাম - কেন নিজের দেশে ফিরতে চাওনা? বলল - গেলে সাদ্দাম আমার গলা কাটবে। আজ আবার মেজর তোসী এসেছে - ৩ সন্তানের জনক, হাসিখুশি চেহারা। ওর সাথে আমাদের সম্পর্ক ধীরে ধীরে নিবিড় হচ্ছে। এখানকার সৌদি ন্যাশনাল গার্ডের উপদেষ্টা ও। বলল - যারা ইরাকে ফেরত যেতে চায় না এদের আমেরিকা, সুইজারল্যান্ড অথবা যে দেশে যেতে চায় সে দেশে পাঠান হবে।

২৬ মার্চ ১৯৯১

আজ ভোরে মেজর তোসী আবার একজন কর্ণেল ও জনাতিনেক মেজর নিয়ে হাজির। কর্ণেল সেসট্রিন আমাকে বলল - মনে হয় তোমাকে রাস মিসহাবে কয়েকমাস আগে দেখেছি। বললাম - ঠিকই বলেছ, আমি ওখানে ছিলাম। বসতে বললাম ওদের। কর্ণেল জানতে চাইল এখানে যে ডায়রিয়া হয়েছে তা প্রতিরোধে আমরা কি কি ব্যবস্থা নিয়েছি। বললাম - রোগী আসলে চিকিৎসা করাটাই আমাদের দায়িত্ব - আমরা ওদের ক্যাম্পে যাই না। কর্নেল আমাদের এলাকাটা ঘুরে দেখতে চাইল - ওদের নিয়ে গেলাম ক্যাপ্টেন আব্দুল্লাহ্‌র কাছে। পৌঁছে দিয়ে মেজর তোসীকে ধরলাম আমরা কয়জন। মেজর ফারুক ওকে সরাসরি প্রশ্ন করল - ইরাকের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে তোমরা কোন সাহায্য করছ কিনা? মেজর তোসী উত্তর এড়াবার চেষ্টা করল। বললাম - আমরা তোমার বন্ধু, তুমি নির্ভয় চিত্তে বল। ও বলল - ইরাকের কোন যুদ্ধ বিমান উড়তে দেয়া হচ্ছে না - বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কোন ভয়ংকর অস্ত্র প্রয়োগ করেতে নিষেধ করা হয়েছে। অ্যালাইড ফোর্স কুর্দীদের সরাসরি না হলেও বিরাট সাহায্যই করছে। ও বলল - আসলে আমরা ওখানে সরকারের পরিবর্তন দেখতে চাই। মেজর ফারুক শক্ত করে ধরল - মেজর, সত্যিকরে বল, তোমরা কুর্দীদের অস্ত্র দিচ্ছ কিনা? ও হেসে বলল - আমাদের

www.pathagar.com

অস্ত্র নিশ্চয়ই নয়, তবে যুদ্ধে যে অস্ত্র ফেলে গেছে শত্রুরা তা দেয়া হয়ে থাকতে পারে। দেখলাম ক্যাপ্টেন আবদুল্লাহর সাথে কর্ণেল সেসট্রিন সব ঘুরে ঘুরে দেখছে। আমার কাছে আসলে জিজ্ঞেস করল - কবে দেশে ফিরতে চাও? বললাম সম্ভব হলে কালকের আগেই এবং সম্ভবতঃ তুমিও তাই চাও। কর্ণেল প্রাণ খোলা হাসি দিয়ে হাত ধরে ঝাঁকাল। বলল - ঠিক বলেছ, তবে তা হয়ত সম্ভব হবে না। চলে গেল ওরা শুভেচ্ছা জানিয়ে। আর আমাদের চোখের সামনে ঝুলে রইল কঠিন সত্য - ইচ্ছে করলেই তাড়াতাড়ি দেশে ফেরা সম্ভব নয়।

০৫ এপ্রিল ১৯৯১

আজ বাংলাদেশে সংসদ অধিবেশন বসেছে। জাতীয় পার্টির নেতা ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট এরশাদের আসন সামনের সারিতেই রাখা হয়েছে। নির্বাচিত গণ প্রতিনিধি হিসাবে দেশ তাঁকে যথাযথ মর্যাদা দিচ্ছে দেখে মনে আমার গভীর আত্মবিশ্বাস মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে - নিশ্চয়ই আমরা গণতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। তা না হলে যে আন্দোলনের মুখে হোসেন মুহম্মদ এরশাদের পতন হয়েছে, তারপর তাঁকে আর সংসদে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না বলে আমাদের অনেকেরই ধারনা ছিল। আমরা এখন যে দেশে আছি, এখানে এরশাদ নাম বেশ পরিচিতি। অনেক সৌদি অফিসার জানতে চেয়েছেন, এরশাদত ভাল, তাঁকে আমরা পরিবর্তন করছি কেন? জবাবে বলেছি - জনগণ যাকে চায়, ক্ষমতায় থাকার অধিকার একমাত্র তাঁরই।

আল আরতাওয়াইয়া - মরুভূমিতে আমাদের বাসস্থান

www.pathagar.com

ইরাক কুয়েত সীমান্তে এখনও অস্থিরতা বিরাজ করছে। নিরাপত্তাহীন আরও পাঁচ হাজার ইরাকী আত্মসমর্পণ করেছে মার্কিনীদের কাছে। কুর্দী আন্দোলন আপাততঃ সাদ্দাম হোসেন বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন। কুর্দীরা তাদের আন্দোলন কালে বারবার আন্তর্জাতিক সাহায্য চেয়েছে, কিন্তু পায়নি। শেষে ক্ষুব্ধ হয়ে কুর্দী নেতারা বলেছেন - কুয়েতী জনগণের দুঃখ দুর্দশা মার্কিনীদের চোখে পড়েছে কিন্তু কুর্দীদের দুর্দশা আমেরিকা দেখছে না।

হাফর আল বাতিনে এখন ৩০ হাজার যুদ্ধবন্দী আছে। ওখানকার ক্যাম্পের অবস্থা করুণ। পানি নেই, নিষ্কাশণ পদ্ধতি অপ্রতুল। সৌদি ন্যাশনাল গার্ড ওখানকার দায়িত্ব আমেরিকানদের কাছ থেকে বুঝে নিয়েছে। শুধু উপদেষ্টা হিসাবে আছে মার্কিনীরা। মেজর তোসী দুঃখ করে বলল - এদের জন্য আমরা রক্ত দিলাম কিন্তু এরা এখন আর আমাদের বিশ্বাস করেনা, ক্যাম্প ঘুরে দেখতে দেয়না - ক্যাম্পের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে পরামর্শ দিলে তা মানে না অর্থাৎ এখানকার যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে জেনেভা কনভেনশন পালন করা হচ্ছে না।

০৬ এপ্রিল ১৯৯১

মনে হয় প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন তাঁর ক্ষমতাকে সুসংহত করেছেন। ইতিপূর্বে তেল সম্পদের দায়িত্বে নিয়োজিত তার জামাতাকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে দেয়া হয়েছে। কুর্দী বিদ্রোহ আপাততঃ প্রশমিত হয়েছে তবে ইরানের দাবী অনুযায়ী ৩ লক্ষ কুর্দী সে দেশে আশ্রয় নিয়েছে। পালাতে যেয়ে পথে পথে প্রাণ হারাচ্ছে ক্ষুধার্ত কুর্দীরা। ইরান বলেছে - তাদের পক্ষে এ অবস্থায় নিরব থাকা সম্ভব নয়। ইরানের সীমান্তে আশ্রয় শিবির ভরে গেছে এরই মধ্যে। তুরস্ক অবশ্য তাদের সীমান্ত বন্ধ করে রেখেছিল প্রথমে। তাদের বক্তব্য, এত ছোট দেশ লক্ষ লক্ষ সম্বলহীন মানুষের চাপ সহ্য করতে পারবে না। তবে আশার কথা আন্তর্জাতিক সাহায্য আসা শুরু হয়েছে - ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী এবং আমেরিকা ইতোমধ্যেই সেখানে সাহায্য পাঠান শুরু করেছে।

সড়ক দুর্ঘটনায় গত কাল ১ ইস্ট বেংগল এর ক্যাপ্টেন মঞ্জুর ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারিয়েছে। জ্ঞান হারিয়েছে মেজর আজাদ। বিগত দিনে তার অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। মস্তিস্কের রক্তক্ষরণে ভুগছে সে। চিকিৎসকরা বলেছেন - সাব অ্যারকনয়েড হেমোরেজ - এর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। এদের সাথের অন্য দু'জন সৈনিকের একজনের একাধিক হাড় ভেঙেছে আর অন্য জন অক্ষত রয়েছে। যুদ্ধ এবং তার পরবর্তীতে এটাই আমাদের জন্য এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা।

ক্যাপ্টেন মঞ্জুরের মৃত দেহ এখন দেশে ফেরত নেয়ার আগে দাহরান মিলিটারি কমপ্লেক্সের মরচুয়ারীতে রাখা হয়েছে। এ দুর্ঘটনার সংবাদে মনটা ভয়ানক বিষন্ন। যারা বাংলাদেশ থেকে এসেছি সবাই একত্রে ফিরতে পারবতো!

এখানকার খবর শেষ হয়েও যেন শেষ হতে চায় না - কারণ এ অঞ্চলের শান্তি এবং স্থায়িত্বের দিকে পুরো মুসলিম উম্মাহ তাকিয়ে থাকে। সাদ্দাম হোসেন অবশেষে শক্ত হাতে কুর্দী বিদ্রোহ দমনে সমর্থ হয়েছেন। কিন্তু লক্ষ লক্ষ কুর্দী সীমান্ত পার হয়ে ইরান এবং তুরস্কে আশ্রয় নিয়েছে। প্রথম দিকে বাধা দিলেও তুরস্ক প্রাণ ভয়ে পলায়ন কুর্দীদের সীমান্ত অতিক্রমকালে সামান্য ভয় দেখান ছাড়া আর কিছুই করছে না। আজ তুরস্কে আশ্রয় গ্রহণকারী কুর্দীদের কাছে সাহায্যও পৌঁছে গেছে। কিন্তু দুঃসংবাদ ও ভয়ঙ্কর চিত্র আসছে ইরান থেকে। সেখানে ইরানী দাবী অনুযায়ী ৫ লক্ষ কুর্দী শরণার্থী পৌঁছেছে। ওদের জন্য প্রয়োজনীয় দেড়লক্ষ তাঁবুর মধ্যে ইরান মাত্র এক হাজার তাঁবু দিতে পেরেছে। ইরান বলে দিয়েছে - যথাসময়ে কুর্দীদের জন্য আন্তর্জাতিক সাহায্য না পৌঁছলে কুর্দীদের মৃত্যু নিশ্চিত। ফ্রান্স অবশ্য কুর্দীদের ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে এবং আজ লুক্সেমবার্গে অনুষ্ঠিত ইউরোপীয় মিত্রদের সাথে বৈঠকে ওদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আলাপ করবে। তুরস্ক ইতোমধ্যেই কুর্দীদের জন্য ইরাকের অভ্যন্তরে স্বতন্ত্র নিরাপদ এলাকার জন্য দাবি তুলেছে। ইরাক অবশ্য তা সহজে মানবে না তবে কোন দাবী ইরাকের উপর নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবের আকারে চাপিয়ে দিলে ইরাক কি তা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে? মনে হয়না কারণ ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ইরাককে দেখতে দেখতে বহু প্রস্তাব হজম করতে হয়েছে।

০৯ এপ্রিল ১৯৯১

ডায়ালগ শুরু করেছেন জেমস বেকার। প্রতিপক্ষ ডেভিড লেভি, ইসরাইলী পররাষ্ট্রমন্ত্রী, উদ্দেশ্য মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা। আলোচনা শেষে লেভি বলছেন যে, তাঁরা ঐক্যমত্যে পৌঁছেছেন। বেকার বলেছেন - তাদেরকে আরো বহুদূর যেতে হবে। আপাততঃ তাঁদের আলোচনায় মধ্যপ্রাচ্যে নেতাদের ইসরাইলী নেতৃবৃন্দের মুখোমুখি বসাবার প্রয়াস রয়েছে। যা-ই হোক, আমরা হয়ত মিশরের মত এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশের সাথেও ইসরাইলের সাথে মৈত্রী চুক্তি ও সখ্যতা গড়ে উঠতে দেখব - তবে মুসলিম শক্তি হিসাবে ইরাকের অন্তর্ধান লক্ষ্য করলাম আমরা এবং এর জন্য ছোট করে হলেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করলাম। তবে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন প্রথম থেকে নিজ শক্তিতে বেশি আত্মবিশ্বাসী না হলে ইরাককে এ দুর্দিনের মোকাবেলা করতে হতনা। সাদ্দাম হোসেন ক্ষমতায় থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজ জামাতাকে করলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং কুর্দীদের কাছে কসাই নামে পরিচিত আলী হাসান আল মজিদকে

www.pathagar.com

করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কুর্দীদের সাথে আলোচনা না করে সরাসরি অনুগত রিপাবলিকান গার্ড দিয়ে নৃশংস ভাবে দমন করেছেন কুর্দী বিদ্রোহ। তিনি যদি কুর্দীদের সাথে আলোচনায় যেতেন তা হলে হয়ত জন মেজর কিরকুক, আরবিল এবং মিসল নিয়ে কুর্দীদের জন্য আলাদা সিট মহলের প্রস্তাব করার সুযোগ পেতেন না। ইরাকের উত্তরাঞ্চলে হাজার হাজার কুর্দী এখন পাহাড়ের আনাচে কানাছে লুকিয়ে আছে। জাতিসংঘ এদের নিরাপত্তার জন্য স্বতন্ত্র এলাকার ব্যাপারে আলোচনা করবে। আর এলাকাটা এত বড় হবে যাতে ২০ হতে ৩০ লক্ষ কুর্দী নিরাপদে ও স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করতে পারে।

প্রবাসী কুর্দী নেতারা জন মেজরের প্রশংসা করেছেন। অন্ততঃ এ প্রস্তাব তাঁদের জন্য রাজনৈতিক বিজয় নিয়ে এসেছে। তারা অবশ্য সাদ্দাম হোসেনকে ক্ষমতায় দেখে শংকিত। ভাবছে ইরাক হয়ত এ প্রস্তাব মানবে না এবং কুর্দীরা আবারও নিপীড়িত হবে। ইরাকের প্রধানমন্ত্রী হাম্মাদী অবশ্য ইতোমধ্যেই নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপিত এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন।

১০ এপ্রিল ১৯৯১

গতকাল বিকেল আমার জন্য সৌদি আরবে অবস্থানের একটা উল্লেখযোগ্য দিন - দুপুরের পর পরই টিপ টিপ করে সামান্য বর্ষা, মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সূর্য বেকার উঁকি ঝুকি মারার চেষ্টা করছিল। মেঘের আড়াল থেকে। এমন করেই বেজে গেল বিকেল সাড়ে পাঁচটা। তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলাম আমরা কয়েকজন। হঠাৎ করেই দেখি উত্তর - পশ্চিম কোণ হতে ধূসর রঙের মেঘ ছুটে আসছে। দেখতে দেখতে আকাশ ছেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি করে ঢুকলাম তাঁবুর মধ্যে। শুরু হল ঝড়ো বাতাস আর তুমুল বর্ষণ। বাতাসের ঝাপটায় তাঁবুর একটা অংশ বারবার আমার বিছানায় আছড়ে পরছিল। শক্ত করে বাঁধার চেষ্টা করলাম ওটা। হঠাৎ করেই বৃষ্টির শব্দ বদলে গেল, মনে হল ভারি কিছু পড়ছে আর তাঁবু যেন আর খাড়া থাকতে চাইছে না - মনে হয় মাটির সাথে সখ্যতা করার আপ্রাণ চেষ্টায় মেতে উঠেছে তাঁবুর আচ্ছাদন। তাঁবুর ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখি বর্ষণ নেই। তবে বর্ষণের ধারার আকাশ থেকে নেমে আসছে রাশ রাশ শীলা। আকাশ এখন একদম সাদা হয়ে আছে। প্রায় ১০ মিনিট পর আবার প্রবল বর্ষণ। এ যেন রূপসী বাংলার ঘনকাল মেঘে ঢাকা আষাঢ়ের কোন দিন। দেখি তাঁবুর চারিদিকের প্রতিরক্ষা বাঁধ দুর্বল হয়ে সেখান হতে চুইয়ে পানি ঢোকা শুরু হয়েছে। বাধ্য হয়ে ভিজে ভিজেই পানি ঢোকা বন্ধ করার চেষ্টা করলাম। ভিতরে আরামে বসে আমাকে সাহস যোগাল বন্ধুবর মেজর শরীফ। বর্ষন থামল ইফতারের সামান্য আগে। বের হয়ে দেখি চারিদিকে থই

www.pathagar.com

থই পানি, শুকনো বালু আর সেটা শুষে নিচ্ছে না। হাটু পানিতে দাঁড়িয়ে দেখলাম হাসপাতালের তিনটি তাবু মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। সবার তাঁবুই পানির স্রোতে সয়লাম। মেজর সালাহ্ উদ্দিনকে পেলাম বিছানায় অসহায় ভঙ্গিতে বসা। তাঁর বিছানা হাঁটুজলে কোনরকম মাথা উঁচিয়ে নিজেকে রক্ষা করে চলেছে।

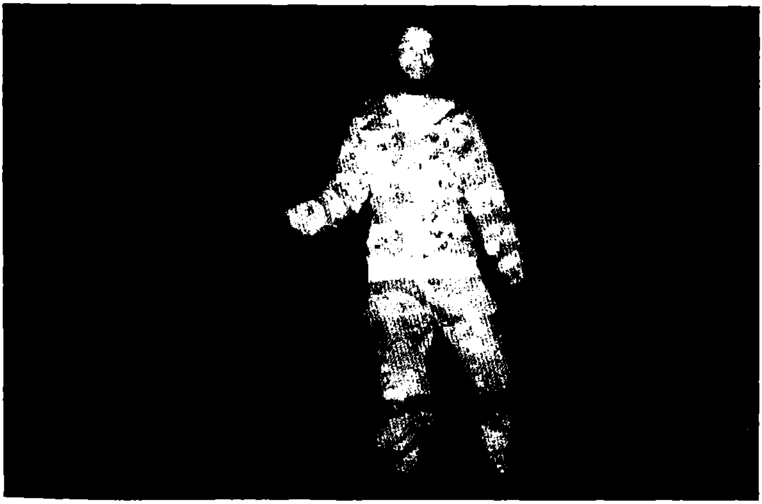

বর্ষণমুখর বিকেলে আমাদের ক্যাম্প

এর মধ্যেই নামাজ ও খাবার চলল যথারীতি। শুতে না শুতেই আবার ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমক আর টিপ টিপ বর্ষা। এ দেশে ব্যাঙ নেই, আমি দেখিনি। তবে আমার বাঙালি মন ফেলে আসা বাংলার গ্রামের এমন দিনে ব্যাঙের ডাকের অপেক্ষায় উন্মুখ। ভাবি এমন নিঃশব্দ বর্ষার রাতে হয়ত ঝিঁঝি পোকাও ডেকে ডেকে ক্ষণে ক্ষণে বিরক্ত করবে আমাকে কিন্তু আমাকে অনেক অপেক্ষার পরও নিরাশ হতে হল।

১১ এপ্রিল ১৯৯১

জাতিসংঘ বাহিনীর এক হাজার সদস্যের পর্যবেক্ষক দল কুয়েত ইরাক সীমান্তের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান নেয়ার অপেক্ষায় আছে। এদের মধ্যে তিন জন হবে নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী দেশের, তাদের সহায়তা করবে পদাতিক বাহিনী এবং মাইন অপসারণকারী দল। এ পর্যবেক্ষক দল বিশেষতঃ সীমান্ত লঙ্ঘনের ঘটনা দেখবে এবং যথাসময়ে জাতিসংঘকে জানাবে।

www.pathagar.com

আজ হাফর আল বাতিন থেকে এক হাজার আট শত জনের যুদ্ধবন্দীর একদল এসেছে আমাদের অবস্থানে। আমেরিকানদের কাছ থেকে আসবে আরো এক হাজার দুইশত জন। এরা সবাই রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থী। যুদ্ধরত দলগুলোর বড় অংশীদারেরা ঠিক করেছেন, এদের আর ইরাকে ফেরত পাঠান হবে না। হাসপাতালে বসে দেখতে পাচ্ছি বাসের লম্বা সারি ঢুকছে বন্দী শিবিরে।

এখানকার বন্দী শিবিরের নিরাপত্তা ব্যবস্হা বেশ জোরদার, তিন স্তরে বাঁধা, ভিতরে স্থায়ী পোস্ট ছাড়াও গাড়িতে করে বা হেঁটে টহলের ব্যবস্থা আছে। তাছাড়াও বন্দী শিবিরের বাইরেই চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে অবজারভেশন টাওয়ার। এ টাওয়ার গুলো অবশ্য সৌদি নিরাপত্তা বাহিনীকে একবারও ব্যবহার করতে দেখিনি। আমাদের অবস্থানের উল্টোদিকে সৌদি নিরাপত্তা বাহিনীর অস্থায়ী আশ্রয় স্থল। এরা রোগীদের নিয়ে আসে সুন্দর টয়োটা ল্যান্ড রোভারে করে - সান্ত্রীদের

আল আরতাওয়াইয়ার মরুভূমিতে যুদ্ধবন্দী শিবির

পাহারার সুবিধার জন্য দ্বিতীয় আসনকে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে কতৃপক্ষ। এরা এক এক গাড়িতে পাঁচ সাত জন করে রোগী নিয়ে আসে আবার কাজ শেষে নিয়ে যায়। সৌদি কতৃপক্ষ একবার অবশ্য এত ঝামেলা এড়াবার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিল যাতে আমরা বিভিন্ন ক্যাম্পে যেয়ে রোগী দেখে আসি। সে প্রস্তাব অবশ্য বুঝিয়ে বিনয়ের সাথে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। যুদ্ধবন্দীদের একদম বসিয়ে না রেখে কিছু কিছু কাজ করান হচ্ছে - যেমন বর্তমানে খেজুর গাছ লাগাচ্ছে ওরা ওদের ক্যাম্পের চারদিকে, পানি দিচ্ছে ওগুলোতে আর তত্ত্বাবধানে আছে সৌদি প্রহরী।

www.pathagar.com

১৫ এপ্রিল ১৯৯১

গতকাল আনুষ্ঠানিক ভাবে ইরাক এবং কুয়েতের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছে। উভয় পক্ষের অবস্থান থেকেই চুক্তি মোতাবেক সৈন্য প্রত্যাহার শুরু হয়েছে গত দু'দিন ধরে। সৌদি আরব থেকে ইতোমধ্যেই নাইজার এবং কোরিয়ার বাহিনী চলে গেছে। সেনেগালের সেনা ইউনিট যাবার পথে। মার্কিনীদের প্রত্যাহার পর্ব চলছে। আমরা দেশে ফেরার জন্য উন্মুক্ত। এখন শুধু আদেশের অপেক্ষা। আমাদের প্রধানমন্ত্রী আসছেন আগামী ২৬ তারিখে। এখনও আমাদের ফেরার ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত না হলেও খুব তাড়াতাড়ি কিছু একটা হবে বলেই আমরা আশা করছি।

১৬ এপ্রিল ১৯৯১

আজ ঈদ। আপনজন ছেড়ে আমরা হাজার হাজার মাইল দূরে - দেশের প্রয়োজনে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি। এ খুশির দিনে আমাদের মন কিছুটা ভারাক্রান্ত হলেও

সৌদি অফিসারদের সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়

www.pathagar.com

কাউকে তা বুঝতে দিলাম না। নামাজ আদায় করলাম আমরা আমাদের তৈরি তাঁবুর মসজিদে। কিন্তু দোয়া শুরুর পূর্বেই কর্ণেল সেলিম এসে জানালেন - ব্রিগেডিয়ার

সৌদী আরবে ঈদের দিনে সৌদি আতিথেয়তা

জুবরান এসেছেন আমাদের সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করতে - আমরা দোয়া শেষ করে বাইরে বেরুতে দেখি উনি সহাস্যে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর সাথে আরো

আনন্দের মধ্যমনি লেঃ সিভাস

www.pathagar.com

বেশ কয়েকজন অফিসার। আমরা সবার সাথে কোলোকুলি করলাম। শুভেচ্ছা বিনিময় কালে একজন ক্যাপ্টেনকে বললাম - তোমরাত আমাদের মত সৌহার্দ্য বিনিময়ে অভ্যস্ত নও, আজকে করলে কেন? জবাবে হেসে বলল - তোমরা দেশ থেকে বহু দূরে, আমাদের ব্রিগেডিয়ার বলে দিয়েছেন - তোমরা যে ভাবেই শুভেচ্ছা বিনিময় করনা কেন আমরা যেন তাতে আপত্তি না করি। মনে মনে ওদের আন্তরিকতায় খুশি হলাম। দাওয়াত দিলেন ব্রিগেডিয়ার জুবরান দুপুরের খাবারে। খেতে গিয়ে দেখি ওখানে মিশরীয় এবং আমেরিকান অফিসারও আছে। আমেরিকানদের দু'জন মহিলা। একজন অফিসার, লেফটেন্যান্ট সিভাস এবং অন্য মহিলা অবশ্য সৈনিক। সৌদি একজন অফিসার সিভাসের সাথে পোজ নিয়ে ছবি তুলল। আমাদেরও কেউ কেউ এগিয়ে গেল। মেজর শরীফ সিভাসের কাঁধে হাত রেখে ছবি তুলল। হাসি মুখে সিভাস সবাইকেই ছবির জন্য সংগ দিল। সারা দুপুর হৈ হুল্লোড় করে কাটালাম

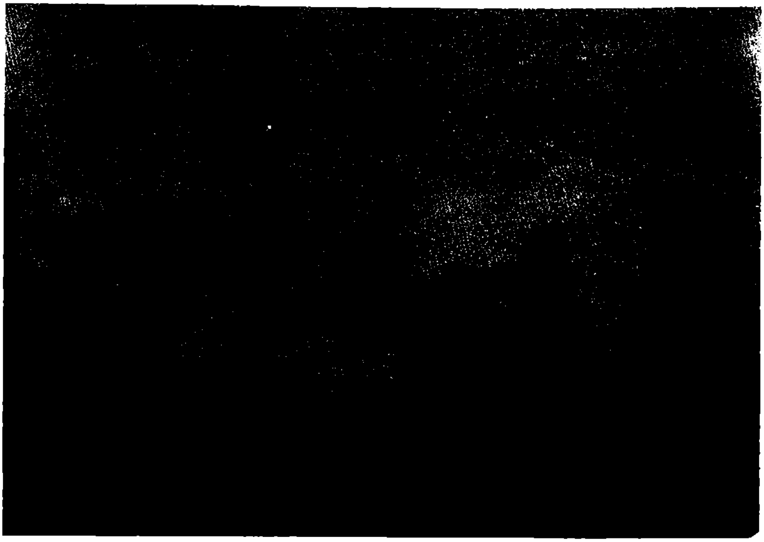

সৌদি আরবে ঈদের দিন

আমরা। বিকালে আমাদের ভলিবল খেলা ছিল। রেফারি আমি আর মেজর সাত্তার। খেলার পুরো ঘটনাটা ছিল প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরপুর। রাত নামতেই আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কিছু কমিক, আমাদের ছেলেদের এক দিনের প্রস্তুতিতে উপস্থাপনা বেশী ভাল ছিল। উপস্থিত কয়েকজন সৌদি প্যারামেডিক দেখলাম হাসতে হাসতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। ওরা বলল - তোমরা এমন ভাবে মানুষ হাসাতে পার! অনুষ্ঠান শেষে বিশ্রামের প্রহর গুলো ফেলে আসা দেশ এবং প্রিয়জনদের কল্পনায় বিভোর হয়ে রইলাম।

www.pathagar.com

২১ এপ্রিল ১৯৯১

ঈদের দিন থেকেই রোজই কোন না কোন সৌদি ক্যাম্পে আমাদের দাওয়াত থাকে। এদের খাবার পরিবেশনের ধরন আমাদের থেকে ভিন্ন। বড় প্লেটে পোলাউয়ের উপর আস্ত রান্না করা দুম্বা শুয়ে আছে। প্লেটের নিচে গরম পানির আধার যাতে খাবার ঠান্ডা না হয়। এরা নিজেরা খাবার আগে অন্যকে মাংস ছিড়ে দেবে - আজকে সবে খেয়ে ওদের ক্যাম্পে ওদের মতই তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসেছি, একজন এসে সাই মানে চা পরিবেশন করল। হঠাৎ বাতাসের এক প্রচন্ড ঝাপটা। তাড়াতাড়ি কোন রকম মুখ আড়াল করলাম। বাতাস কিছুটা কমতে থাকিয়ে দেখি সবার চোখ মুখ চুল বালিতে সাদা - ক্যাপ্টেন মাহমুদ যে নিজেকে হযরত হাসান এবং হোসেন (রাঃ) এর বংশধর বলে দাবী করে বলল - এলাকাটার নাম সার্থক। বললাম - কেন? বলল - এখানকার নাম সাহবা অর্থাৎ মন্দ আবহাওয়া। আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম - বললাম যথার্থ।

২৪ এপ্রিল ১৯৯১

গতরাতে আমরা স্থানীয় সৌদি অফিসারদের দাওয়াত দিয়েছিলাম। এসেছিলেন ব্রিগেডিয়ার জুমু'য়া এবং জুবরান, সাথে কর্ণেল সেলিম সহ আমরা বেশ কয়েকজন অফিসার। ওরা আমাদের খাবারের খুবই প্রশংসা করল। ওদের আর আমাদের খাবারের মূল পার্থক্য মসল্লা ও মরিচ। ওরা অনেকে একদম ঝাল খেতে পারে না তবে তারপরও ওরা খাবারের প্রশংসায় ছিল পঞ্চমুখ।

বাংলাদেশ কন্টিনজেন্টের বহু প্রতিক্ষিত ওমরাহ শুরু হয়েছে গতকাল থেকে। প্রথমে সুযোগ পাবে যারা পূর্বাঞ্চলে বর্তমানে অবস্থান করছে। আমরা যাব সবার শেষে, মে মাসের মাঝা মাঝি কোন এক সময়। রাস মিসহাবে অবস্থানরত আমাদের এ ডি এস গুলোর অফিসার ও সৈনিকবৃন্দ আজ রাতে ওমরাহ সম্পন্ন করে মদিনাতুল মনোয়ারার উদ্দেশে রওনা করবে। সৌদিদের শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ আমরা ওমরাহ করতে পারছি। ওরা অবশ্য যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সব ডাক্তারদের একটা করে সার্টিফিকেট দিয়েছে, তরিঘড়ি করে আয়োজন করা দাহরানে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে। আমাদের তরফ হতে লেফটেন্যান্ট কর্ণেল মুরতাজা এবং জি - ১ লেফটেন্যান্ট

www.pathagar.com

কর্ণেল ওহাব তা গ্রহণ করেছেন। আমরা আরতাওয়াইয়া হতে ওমরাহ্ করতে গেলে এখানকার চিকিৎসার দায়িত্বভার সৌদি ডাক্তারদের কাছে হস্তান্তর করা হবে। তায়েফের অধিবাসী আবদুল্লাহ অবশ্য আমাদের তৈরি ফিল্ড হাসপাতালকে হাফর আল বাতিনের হাসপাতালের অংশ হিসাবে বিবেচনা করার প্রস্তাব দিয়েছে যাতে করে এখানকার সার্বিক তত্ত্বাবধায়ন ওদের উপর বর্তায়।

দাহারানে সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠানে দাহারান এয়ারবেস কমান্ডার ও ব্রিগেডিয়ার শরবিনি

আর ইরাকের সুবুদ্ধির পরিচয় দেখতে পাচ্ছি তাদের সিদ্ধান্তে। তারা কুর্দীদের স্বায়ত্তশাসন মেনে নিয়েছে। বিদেশে অবস্থানরত কুর্দী নেতাদের মাঝে এখন স্বস্তি বিরাজ করছে।

২৮ এপ্রিল ১৯৯১

গতকাল এখানে কর্ণেল জোবায়ের এসেছিলেন। তিনি আমাদের কন্টিনজেন্টের ডেপুটি কমান্ডার। সাথে মেজর করিম। এদের মাঝে মধ্যে এখানে আসায় আমাদের মন থাকে উৎফুল্ল। এবার তাঁরা আমাদের বিভিন্ন কর্মতৎপরতা ভিডিও টেপে বন্দী করলেন। আমাদের জীবনের একটা অধ্যায় অন্ততঃ রঙীন মোড়কে বন্দী হওয়ায় সবাই আনন্দিত হলাম।

আমাদের এখানকার শিবিরে বন্দীদের মধ্যে আড়াই হাজার বিভিন্ন পেশাজীবী

www.pathagar.com

আছে যারা নিজেদের মুহাজির বলে দাবী করে। ওদের মধ্যে ডাক্তার ২২ জন। ইঞ্জিনিয়ার ও শিক্ষক সহ সব পেশার লোকই আছে। জানাল - ওরা দেশে ফিরলে সাদ্দাম হোসেন ওদের খুন করবে।

একজন বলল - সে রাইফেলেও চালাতে জানে না, যুদ্ধের একমাস আগে ওকে তথাকথিত জিহাদে অংশ গ্রহণে বাধ্য করা হয়েছে। এরকম ঘটনা একটা নয়, একাধিক। ওদের মধ্যে একজন ডাক্তার খালেদ বলল - তোমরা জান যে সাদ্দাম শিশুদের পছন্দ করেন। আমি একবার হাসপাতালে কর্তব্যরত অবস্থায় ১৪০ জন মৃত শিশু গ্রহণ করেছি। সাদ্দাম হোসেনের বাহিনী হেলিকপ্টার দিয়ে কুর্দী এলাকায় খেলনা বোম ছড়িয়ে দেয় যে গুলো অবুঝ শিশুরা কুড়িয়ে নেয় এবং মৃত্যু বরণ করে। বলল - বিশ্বাস করবে না, ইরাক ছাড়ার সময় মাইলের পর মাইল ট্যাংক সহ অন্যান্য সামরিক যানবাহন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে মরুভূমিতে পড়ে থাকতে দেখেছি। মনে হয়েছে যেন এগুলোর কবরস্থান পার হচ্ছি। আমি আর ইরাকে ফিরব না। বললাম - তোমার পুরো নাম কি খালেদ? সে তার পুরো নাম জানাতে অনীহা প্রকাশ করল। খালেদ এখন রীতিমত এক নাস্তিক। বললাম - তোমার চিন্তা ভাবনার পরিবর্তনের কারণ কি? বলল - আল্লাহ থাকলে সাদ্দাম হোসেনের মত নিষ্ঠুর ব্যক্তির হাতে ইরাক জিম্মি হয়ে থাকতে পারে না। সাদ্দাম হোসেন নারী, শিশু, জুবা, বৃদ্ধ নির্বিশেষে তাঁর মতের বিরুদ্ধবাদীদের হত্যা করেন। ডাঃ খালেদ বলল - এবারকার যুদ্ধে ইরাকী হতাহতের সংখ্যা আড়াই মিলিয়ন। ইরাকে পুরুষের সংখ্যা কমে গেছে। ও বলল - সাদ্দাম হোসেন হিটলার কিংবা মুসোলিনীর চেয়েও খারাপ কেননা তাঁরা অন্ততঃ নিজেদের লোকদের কথা ভাবত আর আমাদের প্রেসিডেন্ট তাঁর লোকের কথা একবারও চিন্তা করেন না। এবারের যুদ্ধে ইরাকের ধ্বংস ডেকে এনেছেন সাদ্দাম। বসরায় শতকরা ৬০ ভাগ বাড়িঘর ধ্বংস হয়েছে। অন্যান্য শহরের চেহারাও প্রায় একই। বললাম - তাহলে তোমরা সাদ্দামকে ক্ষমতা থেকে হটিয়ে দিচ্ছ না কেন? বলল - করা যায় নি, তবে চেষ্টা হয়েছে অন্ততঃ ৬০ বার। যখনই তিনি কোথাও যান ব্যাপক নিরাপত্তা মূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয় সেখানে। জানাল এবারের অভ্যুত্থানে সেও অস্ত্র হাতে নিয়েছিল। অবসরে আহতদের চিকিৎসা করত - অবশেষে পালাতে বাধ্য হয়েছে। ও বলল - রিপাবলিকান গার্ডের একজন সৈনিককে মাসে ৯০০ দিনার বেতন দেওয়া হয়। তাঁর এ অনুগত বাহিনী যে কাউকে হত্যা করতে পারবে এবং কারও কাছে কোন জবাব দিহি করতে হবে না।

মোহাজের ছাড়াও অন্যান্য সৈনিকদের সাথে সুযোগ পেলেই কথা বলি। একজনকে বললাম - সাদ্দাম হোসেন ভাল শাসক। সাথে সাথে তেতে উঠল সে। অন্য একজনের কাছে সাদ্দাম হোসেনের ভাল বলায় সে পায়ের জুতা খুলে মাটিতে আঘাত করল। একজনত পা তুলে মাটিতে শায়িত কল্পিত সাদ্দাম হোসেনকে লক্ষ্য করে আঘাত করেছে। সবাই অবশ্য এরকম নয় - সহনশীল দু'একজন কথা প্রসংগে মন্তব্য করেছে যে, সাদ্দামের বুদ্ধি নেই।

www.pathagar.com

ছোট একটা দুঃখ জনক ঘটনা ঘটেছে আল নাইরিয়ায় ওখানকার বন্দী শিবিরে। ওখানকার একজন বন্দীকে ডাক্তারের কাছে আনতে দেরি হওয়ায় পথে মারা যায় সে। পরে কিছু উত্তেজিত ইরাকী সৈনিক মৃত সৈনিকের দেহ নিয়ে মিছিল করে, ফলে পুরো ক্যাম্পে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ওদেরকে আয়ত্তে আনতে নিরাপত্তা রক্ষীদের প্রায় ৫ হাজার রাউন্ড গুলি ছুড়তে হয়েছে। ওখানকার অবস্থা এখন শান্ত। তবে নিরাপত্তার খাতিরে চিকিৎসকদের বিভিন্ন বন্দী শিবির ভ্রমণ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

আজ আমাদের এখানে বন্দী শিবিরে আর এক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। এখানকার বেশির ভাগ বন্দীরাই ড্রাগ এডিক্ট। মদ না পেলে হৈ চৈ করে। এদেরই একজন সৌদি সেন্ট্রির মুখে পাথর ছুড়ে মেরেছে। ফলে মুখের খানিকটা কেটে গিয়ে ফুলে উঠল বেচারার। মেজাজ তেতে গেল সেন্ট্রির। সে স্টেনগান থেকে বন্দীকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ল। বুলেটে বিদ্ধ হয়েছে একজন ইরাকী শিক্ষক। আঘাত তেমন গুরুতর নয় তবে ভয়ানক মুষড়ে পড়েছে বেচারা। বারবার বিলাপ করছে আর সাদ্দামকে গালিগালাজ করছে। তাকে সান্ত্বনা আর প্রাথমিক চিকিৎসার পরে সৌদি কর্তৃপক্ষের অনুরোধে হাফর আল বাতিনে পাঠান হল।

বিকালে জানলাম বাংলাদেশ প্রচন্ড ঝড়ের মুখোমুখি, মনপুরার সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। ঝড়ের কেন্দ্রে বাতাসের গতিবেগ ১৫৩ মাইল প্রতি ঘন্টায় আর প্রতি ঘন্টায় ২০ মাইল বেগে এ দানব বজ্র ধাবা নিয়ে এগিয়ে আসছে সমুদ্র থেকে স্থল ভাগের দিকে। আমরা যারাই খবর শুনলাম মুখ কাল হয়ে গেল। নামাজের পরে আমরা সবাই দোয়া করলাম দেশের জন্য। আল্লাহ্ তাঁর রহমত দিয়ে আমাদের দেশ ও তার জনগণকে হেফাজত করুন। এখানের নিরাপদ আশ্রয়ে বসে দেশে ঝড়ের খবর শুনে মনটা হু হু করে কেঁদে উঠল।

৩০ এপ্রিল ১৯৯১

আজ কুর্দীদের নিরাপদে এলাকা গঠনের জন্য যৌথ বাহিনী ইরাকের কিরকুকে অবস্থান নিয়ে তাদের প্রথম ক্যাম্প স্থাপন করেছে। সম্মিলিত বাহিনীর নিরাপদ এলাকা সম্প্রসারণের কাজ অব্যাহত রয়েছে। পর্যায়ক্রমে জাতিসংঘ এদের কাছ হতে নিরাপদ এলাকার দায়িত্বভার বুঝে নেবে। রোগী দেখছিলাম আমাদের স্থাপিত নতুন ক্লিনিকে। এটা একটা প্রায় দশ কক্ষ বিশিষ্ট ছোট ইমারত। এখানে সব সুবিধাই আছে, মরুর ধুলি কিংবা গরম এখানে পৌঁছে না। হঠাৎ বাইরে শুনতে পেলাম প্রচন্ড হট্টগোল। বেরুতেই দেখি বন্দী শিবিরে আনন্দ উৎসব চলছে। নাচছে ইরাকী বন্দীরা, গায়ের জামা খুলে ছুড়ছে উপরে - এত খুশির কারণ কি? কিছুটা অবাকই হলাম।

একজন সৌদি প্যারামেডিক ওদের ক্যাম্প থেকে এসে জানাল - ডক্টর, ওরা শুনেছে সাদ্দাম হোসেনকে হত্যা করা হয়েছে, তাই সবাই উল্লাসে ফেটে পড়েছে। যদিও কয়েক ঘন্টার মধ্যেই জানতে পারলাম এ সংবাদ সঠিক নয়।

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাংলাদেশের সর্বনাশা ঝড়ের খবর শুনছিলাম। ৯ ঘন্টা ব্যাপী স্থায়ী এ ঝড়ের তান্ডব ৭০ এর ভয়াবহতা ছাড়িয়ে গেছে। ক্ষয়ক্ষতির সংবাদ এখনও জানিনা - জানিনা আবার কতজন ঝড়ের ছোবলে আত্মাহুতি দিল। সন্দীপ, উড়িরচর এখনও পানির নিচে। আল্লাহ, তুমি আমাদের দেশকে হেফাজত কর।

০৫ মে ১৯৯১

যুদ্ধবন্দীদের সাথে কথা বলে ইরাক এবং তার প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন সম্পর্কে অবিশ্বাস্য সব তথ্য জানতে পারছি। যারা তথ্য দিচ্ছে তারা অবশ্য সাদ্দামের বিরুদ্ধবাদী কিন্তু শিক্ষিত। যেমন ডাঃ করিম - পালিয়ে আসা এখানে অবস্থানকারী ডাক্তারদের মধ্যে বাইশ জনের একজন। বলল - হয়ত বিশ্বাস করবে না, গত যুদ্ধে সাদ্দাম দু'টো শহরে মিসাইল ছুড়ে ইরাকীদেরই হত্যা করে বিদেশি সাংবাদিকদের জানিয়েছে যে, এটা আলাইড ফোর্সের বোমা বর্ষণের ফলে ঘটেছে। জানাল - কুর্দীরা বেশির ভাগই সেনাবাহিনীতে চাকুরি করে - বিভিন্ন সময় তারা তাদের স্বায়ত্তশাসনের জন্য লড়াই করেছে। ১৯৭৯ সালে সাদ্দাম হোসেন ক্ষমতায় আসার পরে তাঁর চারদিকে এক নিরাপত্তা বলয় সৃষ্টি করা হয়েছে। ইরাকী সংসদ ১৯৮৭ সালে সাদ্দামকে আজীবন প্রেসিডেন্ট হিসাবে ঘোষণা করেছে। যারা রিপাবলিকান গার্ডের সদস্য তাদের প্রভুত ক্ষমতা, সাদ্দাম হোসেনের সমালোচনাকারীদের যে কোন সময় বিনা বিচারে হত্যা করতে পারবে এরা - জনগণের নির্বিচার হত্যায় কোন সৈনিক অপারগতা প্রকাশ করলে তাকেও সাথে সাথে হত্যা করা হয়। ওরা একজন যুবক ডাক্তারের কথা বলল যাকে সাদ্দাম হোসেনের সমালোচনার অপরাধে টুকরো টুকরো করে কাটা হয়েছিল। সাদ্দাম হোসেন ওদের ভাষায় এতই হিংস্র এবং বেপরোয়া যে, তাঁর সমালোচনাকারীরা মসজিদে লুকিয়েছে ধারনায় একই সংগে মসজিদ ধ্বংসের সাথে সাথে সব মুসল্লিদেরও হত্যার কথা জানাল ডাঃ করিম। কিভাবে বিশ্বাস করব একজন মুসলমান এ কাজ গুলো করতে পারে !

ইরাকে উচ্চ শিক্ষার সুযোগের জন্য রাজনৈতিক মতবাদ যাচাই করা হয়। যারা বাথ পার্টি করে না তারা কোন উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায় না। ওদের দেশে বিয়ে করতে চাইলে মেয়ে পক্ষকে দিতে হয় ১৫ হাজার দিনার। ওরা ডাক্তার হিসাবে মাসে বেতন পায় ১২৫ হতে ১৩০ দিনার। যখন সামরিক বাহিনীতে বাধ্যতামূলকভাবে

www.pathagar.com

যোগদান করে তখন মাসে আরো ২.৫ দিনার বেশি পায়। যদি সত্যি তাই হয় তাহলে হে আল্লাহ, তুমি ইরাকীদের দায়িত্ব একজন সত্যিকারের মোমেনের হাতে ন্যস্ত কর।

০৭ মে ১৯৯১

আমরা যখন সৌদি আরবে আসি তখন আমাদের জানানো হয়েছিল যে, আমরা হজ্ব কিংবা ওমরাহ করার সুযোগ পাব। রাস মিসহাবে অবস্থানকারী ৩টি এ ডি এস এর সদস্যবৃন্দ ওমরাহ সম্পন্ন করেছে, এবার আমাদের পালা। আরতাওয়াইয়ায় অবস্থানকারী আমাদের দলের মোট সদস্যদের দুই দলে ভাগ করে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হল যাতে করে এখানে অবস্থানকারী দল যুদ্ধবন্দীদের চিকিৎসা সহায়তা অব্যাহত রাখতে পারে। প্রথম দলে ৬ জন অফিসার সহ মোট ৫৮ জন ওমরাহ করার জন্য নির্বাচিত হল। আমিও প্রথম দলের ভাগ্যবানদের একজন। দলনেতা উপ-অধিনায়ক মেজর শওকত। যাব আমরা প্রথমে মদিনাতুল মনওয়ারা, আল্লাহর রসুলের মাজার জিয়ারত করব এবং তারপরে যাব পবিত্র ওমরাহ্ পালনের জন্য। ফেরার পথে জেদ্দা দেখার অনুমতি নিলেন মেজর শওকত অধিনায়কের কাছ হতে। আজ দুপুর একটায় আমরা আল্লাহর পবিত্র নাম মুখে নিয়ে রওয়ানা করলাম।

চারিদিকে রোদের চোখ ধাঁধাঁন আলোক ছটা থাকলেও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাসে বসে তেমন কিছু বোঝা যাচ্ছিল না। আমরা প্রথমে জিলফি ও বামে উনাইজা শহর রেখে বুরাইদার প্রান কেন্দ্র দিয়ে এগিয়ে গেলাম। উদ্দেশ্য, আল্লাহর বসুলের ঘটনা বিজড়িত তায়েফ যাবার রাস্তা দেখা। দেখলাম তায়েফে যাবার সুন্দর প্রশস্ত সড়ক যাকে ডাইনে রেখে আমরা সোজা এগুলাম। আরো কটা ছোট ছোট শহর অতিক্রম করলাম কিন্তু বুরাইদা অতিক্রম করার পর পরই শুরু হল নয়নাভিরাম সবুজের সমারোহ, মাইলের পর মাইল যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু সবুজ আর সবুজ। দেখলে কে বলবে আমরা সৌদি মরুভূমির বুকের উপর দিয়ে ছুটছি, এটা এশিয়ার সবুজে ঢাকা কোন প্রান্তর নয়।

মরুভূমিতে সবুজের সমারোহ ধীরে ধীরে কমে এল। দেখলাম ধূসর বালু আর পাথর, বামে সৌদি আরবের বিখ্যাত সোনার খনি - দু'জায়গায় দেখলাম অকেজো গাড়ি স্তূপীকৃত করে রাখা হয়েছে। ধীরে ধীরে রাত নেমে এল। এখন রাস্তা ছাড়া আশ পাশ দেখার আর উপায় রইল না। মদীনাতুল মনোয়ারার ৩০ মাইল পূর্বেই পুলিশ চেকপোস্ট। সেখানে আমাদের কাগজপত্র দেখাতে হল। কাজটা সারল আমাদের নিয়ে আসা ইন্দোনেশিয়ার ড্রাইভার। ও ভাল আরবী বলে। এখানে শহরে

www.pathagar.com

ঢোকার বৈধ কাগজপত্র না থাকলে পুলিশ ঢুকতে দেবে না। সৌদি পুলিশ খুবই দায়িত্ববান, কোন ব্যস্ততা নেই আবার কর্তব্যে অবহেলাও নেই। এরা যথেষ্ট ক্ষমতাশালী ও সৎ। সৌদি আইন প্রতিষ্ঠায় এরা সরকারের অন্যতম সহায়ক শক্তি। কাগজপত্র দেখে শুভেচ্ছা জানিয়ে এরা আমাদের এগিয়ে যাবার ছাড় দিল। আমরা যখন শহরে পৌঁছলাম তখন মধ্যরাত অতিক্রান্ত। কিছুদূর এগোবার পরে রাস্তার উপর উজ্জ্বল ফলক দেখলাম - Prohibited for non - muslims অর্থাৎ অমুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ। আমার মন চৌদ্দশত বছর পূর্বের স্মৃতি মন্থনে ব্যস্ত, কিছুটা অন্যমনস্ক। মেজর সালাহ্ উদ্দিন হঠাৎ আমাকে হালকা ঝাঁকি দিল - আংগুল তুলে বলল ওটা কি? আমাদের পরিচিত আজানের সময় বাংলাদেশ টেলিভিশনে রোজ দেখান হয় আল্লাহর রসুলের স্মৃতি বিজড়িত পবিত্র মসজিদে নববীর গম্বুজ।

০৮ মে ১৯৯১

আমরা যখন এখানে পৌঁছলাম তখন রাত পৌনে একটা। মসজিদ এখন বন্ধ। খুলবে রাত সাড়ে তিনটায়। তখন তাহাজ্জুদের নামাজের জন্য আজান দেয়া হবে। দ্বিতীয়বার আজান হবে ফজরের নামাজের জন্য। বিশ্রাম নিলাম ঘন্টা খানেক গাড়ির একপাশে চাদর মুড়ি দিয়ে। তারপর অজু করে আমরা সবাই প্রস্তুত। তাহাজ্জুদের আজানের সাথে সাথে আমরা মসজিদে প্রবেশ করলাম। দ্রুত হেঁটে পৌঁছলাম রিয়াদুল জান্নাহ্ অর্থাৎ জান্নাতের বাগানে। মসজিদের অন্যান্য অংশের চেয়ে এ অংশটুকুর কার্পেটের রঙ আলাদা যাতে সহজে মুসল্লিরা চিনতে পারে। এরই একটা অংশ দেখলাম কাঁচ দিয়ে ঘেরা, আল্লাহর রসুল আমাদের প্রিয় নবী মুহম্মদ (সঃ) এখানে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করতেন। আমরা সবাই তাহাজ্জুদ এবং ফজরের নামাজ আদায় করলাম। তারপর হুজুরের রওজা মোবারক জেয়ারতের পালা। ফজরের পরে এখানে খুবই ভীড় থাকে। পুলিশ আছে - লোকজনেক বেশি সময় দাঁড়াতে দেয় না। রসুলের রওজা মোবারকের কাছেই শুয়ে আছেন হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ)। যখন বহু আকাঙ্খিত হুজুরের রওজা মোবারকের কাছে দাঁড়ালাম, তখন দুই চোখে বাঁধ ভাঙা অশ্রু আর প্রিয় নবীর ভালবাসা ছাড়া আর কিছুই রইল না।

কিন্তু এখানে দাঁড়াতে দেয় না পুলিশ, যথেষ্ট ভদ্রতার সাথে সরে যেতে বলে - সরে আসতে হল আমাকেও। আর একটু খানি দাঁড়াবার বড় সাধ, কিন্তু তা পূরন হলনা। আমরা একে একে সবাই বের হয়ে আসলাম মসজিদে নববী থেকে জান্নাতুল বাকীতে, এটা মসজিদে নববী সংলগ্ন কবরস্থান। এখানে শুয়ে আছেন বিখ্যাত সব সাহাবা কিন্তু সাধারণভাবে। কোন জাকজমক নেই, এমনকি কেউ চিনিয়ে না দিলে বোঝাও যাবে না কোন কবরে কোন সাহাবা চির নিদ্রায় শায়িত। গেলাম আমির

হামযা (রাঃ) এর মাজার শরীফে। সেখানে এক কিশোর আমাদের দেখে সাহাবার জন্য দোয়া শুরু করল। দোয়া শেষে হাত বাড়াল। মেজর শওকত ওকে পাঁচ রিয়াল দিলেন। এখান হতে সোজা চলে এলাম মসজিদ যুলহুলায়ফায়, এখানে এহরাম বাঁধা হবে পবিত্র কাবা শরীফে যাত্রার আগে। আমরা সবাই এহরাম বেঁধে দু'টুকরো সাদা কাপড়ে দেহ আবৃত করলাম। সবার গলা থেকে আবেগ কম্পিত স্বর বের হয়ে এল, লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক, হাজির ও আল্লাহ তোমার দরবারে আমরা হাজির। লাব্বায়েক বলার সাথে সাথে আমাদের হৃদয় বারবার আবেগে প্রকম্পিত হতে লাগল।

বাস এগিয়ে চলল। আর বারবার আমরা বলে চললাম - লাব্বায়েক, আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক, লাব্বায়েক, লা শারিকা লাব্বায়েক। আমরা পবিত্র মক্কা নগরীতে প্রবেশের ঠিক আগে আমাদের বাসটাকে সার্ভিসিং সেন্টারে নিল ড্রাইভার। ড্রাইভারকে বললাম - এখানে দাড়ালে কেন? আমরা আসরের নামাজ পবিত্র বায়তুল্লায় আদায় করতে চাই। ও বলল - পারবে, একটু সবুর কর। বাসটার ইঞ্জিন বরাবার গরম হয়ে যাচ্ছে। অবশেষে ড্রাইভারকে বললাম - দেখ ভাই, আসর না হলেও যেন মাগরিব ওখানে আদায় করতে পারি। সার্ভিসিং শেষে রওয়ানা করলাম আমরা। পথে আসরের নামাজ আদায় করলাম। যখন পবিত্র মক্কা নগরীতে ঢুকলাম তখন আসর প্রায় শেষ। পথে যেতে যেতে খাড়া পাহাড় কেটে বানান অট্টালিকা দেখলে মনে হয় শহরটা হঠাৎ যেন ঢালু হয়ে গেছে, যদিও তা সত্যি নয় কিন্তু বাড়ি গুলো সিড়ির মত একে বেঁকে উপর দিকে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠে গেছে বহুদূর।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মসজিদুল হারামের অবয়ব আমাদের চোখে পড়ল। তালবিয়া পড়া বন্ধ করলাম আমরা। টিপ টিপ বর্ষার মাঝে নামলাম বাস থেকে। এলাকাটা অপরিচিত জনের জন্যও অসুবিধার নয় কারণ সাহায্যকারীর কোন অভাব নেই এখানে। কেউ রিয়ালের বিনিময়ে কেউবা আবার এমনিতেই সাহায্যের জন্য হাত বাড়াবে।

আমরা এগুচ্ছি আর মাগরিবের আজান চলছে। জামাতের শুরু থেকে নামাজে হাজির হতে দ্রুত চলছি। বাম পার্শ্বে দেখলাম বিশাল ইমারত তৈরি হচ্ছে অনেক উঁচুতে পাহাড়ের গায়। শুনলাম বাদশাহ মাঝে মধ্যে এখানে এসে থাকবেন। মসজিদুল হারামের গেট কোথায় ভাবছি আর দ্রুত হাঁটছি। চেহারায় বাঙালি বাঙালি ভাব দেখে একজন ছেলেকে বাংলায় বললাম - কোন পথে মসজিদে ঢুকব, বলতে পার? ও কাজ করছিল। সব ফেলে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল - খুশি খুশি ভাব। বলল - চলেন, আমি পথ দেখাই। ওর পিছু পিছু গিয়ে ঢুকলাম মসজিদে। গেটে পাহারার ব্যবস্থা, বেসামরিক পোষাকে বসে আছে পুলিশ। কাউকে সন্দেহ হলে পরীক্ষা করছে। ফাঁড়া কাটল। ঢুকে গেলাম ভিতরে। আমার কল্পনায় ইসলামের স্মৃতি বিজড়িত বায়তুল্লাহকে সামনে দেখে আবেগে অভিভূত হলাম। তখন সবাই নামাজে দাঁড়িয়ে গেছে। আমরাও দৌড়ে পবিত্র মসজিদকে সামনে রেখে নামাজে দাঁড়ালাম। নামাজ

শেষে পবিত্র ওমরার জন্য তওয়াফ শুরু করলাম। আল্লাহ পাকের প্রতি মন বারবার কৃতজ্ঞতায় ভরে আসছিল। তিনি অত্যন্ত দয়া করে এখানে এনেছেন এবং এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কিছুই নেই।

তওয়াফ শেষে গেলাম সাফা মারওয়ায়। ইসলামের ইতিহাস এখানে যেন জ্যান্ত হয়ে আছে। দুই পাহাড়ের মাঝের যে ঢালু জায়গায় বিবি হাজেরা শিশু ইসমাইল (আঃ) কে রেখে দৌড়ে ছিলেন, সে জায়গাটুকুর দুই প্রান্ত সবুজ বাতি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। সব হজ্ব কিংবা ওমরাহ পালন কারীরা এখানে দৌঁড়ায়। হাজীদের সুবিধার জন্য সাফা ও মারওয়া পর্বতের পুরো জায়গাটাই এখন ইমারত হয়ে গেছে। আবে জম জম কাছেই - কিন্তু মনে হল পুরান কোন স্মৃতি নেই এখানে, এমনভাবে ইঞ্জিনিয়ারদের পরিকল্পনা যে সহজেই উৎস মুখ খুঁজে পাওয়া যায় না। ভিতরে ঢুকে পানি পান করলাম - যেন মাটির নিচতলা। শীতল পানি স্ফটিকের চেয়ে স্বচ্ছ, ক্লান্তির মাঝে শরীর মন দু-ই জুড়ায়। তবে বায়তুল্লাহ এর পুরো এলাকায় শীতল পানির সরবরাহ গটের সাহায্যে করা হচ্ছে। এর চারদিকে তওয়াফের স্থানে ঝক ঝকে পরিষ্কার বর্গাকারের পাথর - মরুর উত্তাপে এগুলো উত্তপ্ত হয় না। তওয়াফরত মুসল্লিরা বুঝতেই পারবে না যে তারা মরুভূমির উত্তাপের মাঝে পাথরের উপর দিয়ে হাঁটছে। তওয়াফ ও সায়ী করার জায়গায় স্ত্রী ও পুরুষ নির্বিশেষে যে যার কাজ করে যাচ্ছে। আল্লাহর রহমত এবং ইসলামের সৌন্দর্য বোঝার অপূর্ণতা এখানে না এলে চিরকালই থেকে যেত।

একই এহরামে একবারের বেশি ওমরাহ করা যায় না। মাত্র ৭ কিঃ মিঃ দূরে তানিম মসজিদ, ওখানে গিয়ে দ্বিতীয়বার এহরাম বেঁধে ওমরাহ করার জন্য অনেকের সাথে আমিও ছুটলাম। রাতে ক্লান্ত হয়ে এক জায়গায় শুয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ পর শুনি কানের কাছে মৃদু খট খট আওয়াজ। একজন বলছে ইয়া হাজী, এখানে ঘুমাবেন না - এটা ঘুমাবার জায়গা নয়। আমি উঠে অন্য পাশে গিয়ে প্রায় রাত ৩টা পর্যন্ত ঘুমালাম।

আমাদের বায়তুল্লাহ শরীফে থাকার সময় আজকের আসর পর্যন্ত। তারপর সবাই মদীনা মনোয়ারা হয়ে আবার ক্যাম্পে ফিরে যাব। কাজেই দিনের বেলা আশ পাশটা মোটামুটি ভাল করে দেখার সুযোগ হল। পবিত্র মসজিদুল হারামের আশে পাশে প্রচুর কাজ হচ্ছে। খুব কাছেই ভূগর্ভস্থ টানেল সহ বাদশাহের জন্য বিশাল প্রাসাদ গড়ে উঠেছে। হাজীদের সুযোগ সুবিধা বাড়াবার জন্য নতুন নতুন ওজু এবং গোসলখানা তৈরি করা হচ্ছে। ওমরাহ সম্পন্ন করার পরে মাথা মুড়ানর জন্য বেশ কয়েকটা ক্ষৌর কর্মের দোকান দেখলাম। বেশির ভাগই পাকিস্তানী। ওরা এজেন্ট লাগিয়ে রাখে। মুসল্লিদের বুঝিয়ে যে যার দোকান নিয়ে যাবে সেখানে কমিশন পাবে। ওদের দেখলাম এখানে বেশ রমরমা ব্যবসা। আশে পাশে খাবারের দোকানও আছে। দু'একটা দোকানে আমাদের উপমহাদেশের খাবারও পাওয়া যায়।

এক রাত এবং একদিন আল্লাহ পাকের পবিত্র ঘরের পাশে থাকলাম আমরা।

www.pathagar.com

সবাই জরুরী কাজ ছাড়া বায়তুল্লাহতেই বেশির ভাগ সময় কাটালাম। অবশেষে এখানকার সময় আমাদের শেষ হয়ে এল। আল আরতাওয়াইয়া ফেরার জন্য বিকাল সাড়ে পাঁচটায় আমরা যাত্রা শুরু করলাম। কথা ছিল ফেরার পথে জেদ্দা শহর দেখে যাব। যখন জেদ্দা শহরে ঢুকলাম তখন আঁধার নেমেছে পৃথিবীর বুকে কিন্তু আলোয় ঝলমল এ শহরে চারিদিকে সোডিয়াম লাইটের অপূর্ব বিচ্ছুরণ। মাথা উঁচু করে দাঁড়ান বিশাল অট্টালিকার রাতের শরীর থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে আলোক ছটা। এখন যুদ্ধ নেই, নেই কোন আতঙ্কের ছোঁয়া কোথাও। তবে শুনেছি যুদ্ধের আতঙ্ক কখোনই জেদ্দার মাটি স্পর্শ্ব করেনি। ড্রাইভার প্রথমে আমাদের নিয়ে গেল সাগর তীরে। দেখলাম জাহাজের অবয়ব। অন্ধকারে ভাল করে দূরের জিনিস বোঝা যাচ্ছিল না। পরে এলাম শহরে। বড় একটা মার্কেটে আমাদের নামিয়ে ড্রাইভার গাড়ি মেইন্টেনেন্সের জন্য পাশেই একটা ওয়ার্কশপে নিয়ে গেল। ড্রাইভার গাড়ির কোন ক্রুটির জন্য ওয়ার্কশপে যাচ্ছে বলায় বলল ইঞ্জিন গরম হয়ে যাচ্ছে। এর আগেও ড্রাইভারকে গাড়ি থামিয়ে ইঞ্জিন ঠান্ডা করতে দেখেছি। যাক ঘন্টা খানেক বিরতি এবং এশার নামাজের পর আল আরতাওয়াইয়ার উদ্দেশে আমরা যাত্রা শুরু করলাম রাত আটটায়। মদিনাতুল মনোয়ারা হয়ে আমরা ফিরে যাব আমাদের গন্তব্যে।

ফিরে চললাম আমরা জেদ্দা শহরের জাকজমক পিছনে ফেলে রাস্তার অন্ধকার পথ বেয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের সবারই ঝিমুনি শুরু হল। আবছা বুঝতে পারছি রাস্তার পাশে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে শুধু পাথর আর পাথর। বুট পরে থাকায় পা ঘামতে শুরু করল - একটু আরামের জন্য বুট খুলে রাখলাম - গাড়ির গতির সাথে আমরাও এগিয়ে চলছি। হঠাৎ আগুন আগুন চিৎকারে তন্দ্রা ছুটে গেল - দেখি পিছনে আগুনের লেলিহান শিক্ষা। পিছনের সারির যাত্রীরা সামনের দিকে ছুটছে আতঙ্কে। ড্রাইভার তাড়াতাড়ি বাস থামাল রাস্তার পাশে, আমরা সবাই ছুটে নামলাম। কেউ কেউ জানালা দিয়ে লাফিয়ে নামায় হাত পা ছড়ে গেল। আগুন নিভানোর জন্য আমাদের জোয়ানরা বালু খুঁজছে, এখানে সড়কের পাশে অতি সমান্য বালু আর সবই পাথর, তার উপর যেন অমাবশ্যার অন্ধকার। আমাদের বিপদ দেখে একটা পিক আপ থামল। ভদ্রলোক পাকিস্তানী, নাম ইকবাল। আগুন নেবাবার জন্য পানির ড্রাম নামাচ্ছেন ভদ্রলোক, চিৎকার করে বললাম গ্যাস - গ্যাস। ইকবাল ওর গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে ছুটে গেল - আগুন আয়ত্তে এল অল্পতেই।

এবার আহতদের চিকিৎসার পালা। সাহায্যের হাত বাড়াল পাকিস্তানী ইকবাল। ওর পিকআপের হেডলাইট জ্বালিয়ে সাহায্য করল আমাদের আহতদের চিকিৎসা প্রদানের জন্য। ইকবালের সংগীরা ওকে তাড়া দিচ্ছিল চলে যাবার জন্য কিন্তু ও আমাদের পুরো সাহায্যের আগে যেতে নারাজ। মেজর শওকত আমাদের গাড়ির সামনে থেকে কিছুটা নিরাপদে সরে দাঁড়াবার আদেশ দিলেন কারণ আমাদের বাসটা প্রথম লেনের উপর। আমরা কেউ কেউ সরে এসেছি এবং বাকিদেরও ডাকছি হঠাৎ

করে বিশালাকার একটা ট্রাক এসে ধাক্কা মারল বাসের উপর। বাসটা প্রচন্ড ধাক্কায় সামনে এসে ডান দিকে ঘুরে গেল - ধাক্কা লাগল পিকআপেও। বাসের এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম প্রায় একশত গজ দূরে ছিটকে পড়ল। অন্ধকারে ডুবে গেল চারিদিক। হঠাৎ করেই হাহাকার ভেসে এল, গেল গেল সব গেল। দৌড়ে নামলাম আহতদের উদ্ধারের জন্য। গাড়ির নিচ থেকে উদ্ধার করলাম দু'জন। মুমূর্ষ অবস্থায় হাসপাতালে পাঠান হল মেজর সৈয়দ আলী, পাকিস্তানী সাহায্যকারী ইকবাল ও সৈনিক হাফিজকে। সব মিলিয়ে আহতের সংখ্যা ২০। দ্রুত পৌঁছল সৌদি পুলিশের সাহায্য। গাড়ি থামিয়ে সংক্ষিপ্ত সময়ে আহতদের স্থানান্তর করা হল মদিনা হাসপাতালে। হঠাৎ দেখি লেফটেন্যান্ট কর্ণেল আবদুল ওহাব, উনি যাচ্ছিলেন পবিত্র নগরী মক্কা হতে মদিনার দিকে। পথে এক্সিডেন্ট দেখে ওনার সন্দেহ হওয়ায় নামলেন এবং আমাদের দুর্ঘটনার সংবাদ পৌঁছালেন কর্তৃপক্ষের কাছে।

অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। আহতদের ইতোমধ্যেই পাঠান হয়েছে মদিনা হাসপাতালে। আমাদের জন্য আর একটি বাস এসে পৌঁছল। আমাদের প্রয়োজনীয় মালপত্র দ্বিতীয় বাসে সরিয়ে আনা হল। মদিনা শহরে যখন ফিরলাম তখন প্রায় বেলা নয়টা। আমাদের স্থান দেয়া হল মরুভূমিতে বড় তাঁবুতে - লাগান হল ডেজার্ট কুলার। আমাদের কুশলাদি জিজ্ঞেস করতে এখানকার ক্যাম্প কমান্ডার একজন মেজর চলে এলেন। দুর্ঘটনার জন্য সমবেদনা জানালেন। সকল স্তরের সৌদি আমাদের সাথে এখানে খুবই আন্তরিক ব্যবহার করল। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও অমায়িক আচরণ করল সকল কাজে। আমরা ভিজিটর আওয়ায় ছাড়াই আহতদের দেখতে গেলাম। ওরা যথাসম্ভব বিভিন্ন রোগী সম্পর্কে সকল তথ্য আমাদের সরবরাহ করল। আজ আমাদের এখানে থাকতে হল। ঠিক হল সবাই ক্যাম্পে ফিরে যাব শুধু রোগীদের তত্ত্বাবধানে থাকবেন মেজর সাদুল্লাহ, সার্জিক্যাল স্পেশালিস্ট।

১২ মে ১৯৯১

ভোর ন'টায় আমরা আল আরতাওয়াইয়ার উদ্দেশে রওনা করলাম। এবার বাসের সবাই আতঙ্কিত ও বিমর্ষ। বাস চালাচ্ছে একজন সৌদি ড্রাইভার। হঠাৎ পিছন থেকে কয়েকজন চিৎকার করে উঠল - ঘুমায় ঘুমায়। সত্যই তখন সৌদি ড্রাইভার ঝিমাচ্ছে। তাকে সরিয়ে আমাদের এক জোয়ানকে গাড়ি চালাতে দেয়া হল। এবার আর পথের দৃশ্যাবলী আমাদের আকৃষ্ট করল না। পথে সাময়িক বিশ্রাম ছাড়া একটানা গাড়ি চালিয়ে যখন আল আয়তাওয়াইয়া ক্যাম্পে পৌঁছলাম তখন রাত দশটা। দেখি সৈনিকরা আমাদের জন্য উৎকণ্ঠা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকজন অফিসারও উপস্থিত কিন্তু অধিনায়ককে দেখলাম না।

আমরা অফিসার মেসে আসলাম। সামান্য বিশ্রাম। অধিনায়ক ঢুকলেন। মুখ গোমড়া করে মেজর শওকতকে প্রথম যে প্রশ্ন করলেন তা হল - কেমন করে ঘটল এ দুর্ঘটনা? ব্যাখ্যা করলেন তিনি। অধিনায়ক অন্য কোন ব্যাপারে ভালমন্দ আর কিছু আমাদের জিজ্ঞেস করলেন না।

১৩ মে ১৯৯১

আজ আমাদের দলের অবশিষ্ট সবাই অধিনায়কের নেতৃত্বে যিয়ারত ও ওমরার উদ্দেশে রওয়ানা করল। এরমধ্যে আমাদের দেশে ফেরার দিনক্ষণ ঠিক হয়ে গেছে। সবারই মালপত্র বাঁধাছাদা শেষ। বাকি শুধু আমরা। আমাদের এই দল ফিরে এলে ১৬ মে আমরা দাহরান ফিরে যাব আর দেশে ফিরব ১৮ মে।

দুর্ঘটনার ক্ষত শুকায়নি কিন্তু সবাই মিলে দেশে ফেরার জন্য গোছগাছ করছি মহা উৎসাহে। আমার জন্য হুকুম হল, মদিনা যেয়ে দেশে ফিরতে সক্ষম সব রোগীকে নিয়ে আসতে হবে।

১৪ মে ১৯৯১

আবার যাচ্ছি মদিনাতুল মনোয়ারা তবে এবার আমি একা, সাথে শুধু একজন সৌদি ড্রাইভার। সেই চেনা পথ বেয়ে দ্রুত এগুচ্ছি। পৌছলাম সন্ধ্যার আগেই। দেখা করলাম রোগীদের সাথে, কে কেমন আছে জানলাম। দেখলাম মেজর সৈয়দ আলী এবং সিপাহী হাফিজের অবস্থা আশঙ্কাজনক। সিপাই ফারুকের মাওকার্ডিয়াল ইনফারকশন। আর একজন সৈনিকের ক্লাভিকেল ফ্রাকচার। ওদের চারজনকে নেয়া যাবে না - যাবে বাকী এগারজন এবং সাথে মেজর সাদুল্লাহ।

১৫ মে ১৯৯১

আজ ফিরব, যাদের সাথে নিতে পারব না তাদের দেখতে গেলাম। আই সি ইউ তে আছে মেজর সৈয়দ আলী, ডান হাত মুখ সব ব্যান্ডেজে আবৃত। কথা বললাম কানের কাছে মুখ নিয়ে। বললাম - আরতাওয়াইয়া ফিরছি। মনে হল উনি বুঝলেন।

বুক ফুলে উঠল অদম্য আবেগে, গলা থেকে ঘড় ঘড় আওয়াজ বেরুল। যেহেতু তাকে কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস দেয়া হচ্ছে তাই স্বাভাবিক শব্দ গলা থেকে বেরুচ্ছে না। সান্ত্বনা দিলাম। বললাম - কাঁদলে আপনার অসুবিধা হবে। তিনি কান্না থামালেন। ভারাক্রান্ত মনে তাঁকে ছাড়তে হল। সিপাই হাফিজ একদমই জ্ঞানহীন। মুখ থেকে লালা ঝড়ছে, ও সমস্ত আবেগের উর্ধে এখন। বাকিদের সান্ত্বনা দিয়ে ফিরে চললাম আরতাওয়াইয়া। মনটা ভরে রইল বিষাদে।

ক্যাম্পে ফিরে শুনলাম আদেশের কিছু রদবদল হয়েছে। মেজর শওকত ইকবাল থাকবেন রোগীদের দেখাশুনার জন্য আর বাকীরা দেশে ফিরব নির্ধারিত সময়ে।

১৬ মে ভোর ছ'টা। আমাদের কনভয় যাত্রা শুরু করল দাহরানের উদ্দেশে। আমি কনভয় কমান্ডার। ব্রিগেডিয়ার জুমু'য়া আমাদের বিদায় জানালেন হাত নেড়ে। রোদ তাতান পথ বেয়ে এগিয়ে যাচ্ছি দাহরানে। মাত্র চারটি বাস এয়ারকন্ডিশন্ড। আমার পাইলট কারের মরুভূমির রোদ হজম করা ছাড়া আর কোন যোগ্যতা নেই। বাধ্য হয়ে সৌদি সরকারের সরবরাহকৃত পানির বোতল খালি করে চললাম একটার পর একটা। সব পথেরই শেষ আছে। আমরাও কয়েক মাস আগে ফেলে যাওয়া দাহরানে পৌঁছলাম তবে তখন দিন গড়িয়ে রাত নেমেছে। আমাদের রাস মিসহাবের তিনটি এ ডি এস ইতোমধ্যেই এখানে পৌঁছে গেছে। ওরা আমাদের মাল পত্র আনলোড করতে সাহায্য করল - সৈনিকদের থাকার ব্যবস্থা করে আমরা তাড়াতাড়ি ফিরলাম। রাতের খাবার সময় পার হলে এখানকার অফিসার মেসে খাবার পাওয়া দুস্কর হয়ে যাবে। খেলাম এবং ফিরলাম মেসে ঘুমাবার জন্য ক্লান্ত দেহে। যেহেতু এখন দেশে ফেরার পালা কাজেই রুমের সংখ্যা অপর্যাপ্ত। চারজনার জন্য মিলল একটা রুম। ভাল কিংবা মন্দ, কম কিংবা বেশি দেখার সময় এখন নয় - সারা চোখ জুড়ে ঘুম আর ঘুম, সারা দেহে অসম্ভব ক্লান্তির ছোঁয়া। ঘুমিয়ে গেলাম কখনো বুঝতে পারিনি কিন্তু যখন ঘুম থেকে উঠলাম দেখি আমি মেজর সালাহ্ উদ্দিনের খুব কাছাকাছি মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছি, আর তখনও সালাহ্ উদ্দিন ঘুমাচ্ছে অঘোরে।

১৭ মে ১৯৯১

উঠালাম মেজর সালাহ্ উদ্দিনকে। হাত মুখ ধুয়ে নাস্তা সেরে কর্মব্যস্ত দিনে সামিল হলাম। আগামীকাল দেশে ফিরব - কি এক অপার্থিব আনন্দ বারবার শিহরণ ছড়াচ্ছে দেহে। সবার কাজেই এক ঐকান্তিক আগ্রহ আর উদ্দীপনা লক্ষ্য করলাম। অকারণেই হাসছে অনেকে। দুপুরে একবার ফিরলাম ডেরায়। দেখলাম ইঞ্জিনিয়ার্সের কয়েকজন অফিসার বিমর্ষ বদনে শুয়ে আছে। ওদের আজকে ফ্লাইট। কেন শুয়ে আছে জানতে চাইলে একজন বলল - এয়ার পোর্টে যাব দুই ঘন্টা পরে। ওর কথায়

মনে হল দুই ঘন্টা নয় যেন দুই যুগ দেরি হবে ওদের দেশে ফিরতে। যা হোক, খাবার পরে আবারও ছুটলাম। ফিরলাম একবারে রাতে খাবার সময়ে, এবার ঘরে ফেরার পালা।

১৮ মে ১৯৯১

ভোর ছ'টায় মেজর শরীফ এবং মেজর সাত্তার আমাদের মালপত্র দিয়ে দাহ্‌রান বিমান বন্দরে পৌঁছলেন কারণ ওগুলো লোড করতে সময় লাগবে। আর পাঁচ এবং সাত ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্সের সকল অফিসার ও সৈনিকবৃন্দ নিয়ে সকাল সাড়ে নয়টায় সৌদি মিলিটারি পুলিশের নেতৃত্বে এগিয়ে চললাম আমরা দাহ্‌রান বিমান বন্দরের দিকে। বিমান বন্দরে কয়েকজন সৌদি কর্মকর্তা ও কর্মচারী আর আমরা ছাড়া আর কেউ নেই। বিমান বন্দরের বিশাল বিল্ডিং আমাদের হাস্যমুখর পদচারণায় গম গম করছে। বিমানে উঠার আগে বিগ্রেডিয়ার আহমেদ শরবিনি আমাদের সবার সাথে হাত মিলালেন - বিদায় সৌদি আরব, বিদায় আমাদের প্রিয়নবীর দেশ। উঠে গেলাম একে একে আমরা দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল জাম্বোজেটের অভ্যন্তরে। সৌদি সময় দুপুর একটায় পাখা মেলল জাম্বোজেট। দেখতে দেখতে নিচে উপসাগর চোখের আড়াল হয়ে গেল। এবার ফিরছে পাখি তার আপন নীড়ে ফেলে আসা বাংলার অখ্যাত কোণে তার ভালবাসার ছোট্ট ঘরে, যেখানে উঠানে পা পা করে হাঁটছে অবোধ শিশু আর ভাঙা ভাঙা উচ্চারণে বাবা বাবা বলে ডাকছে। মাতার বুকে মুখ লুকিয়েও যে পিতার স্নেহ খুঁজে বেড়াচ্ছে। প্রেয়সী হয়ত গভীর আগ্রহে পথের দিকে তাকিয়ে আছে অপেক্ষায়, কখোন শুনবে আবেগ ভরা ভালবাসার কন্ঠস্বর - আর দু'টো আত্মা এক হয়ে যাবে গভীর আবেগে।

পশ্চিম থেকে পূর্বে ভেসে চলেছে জাম্বো জেট পড়ন্ত রোদে। কাজেই দ্রুত ফুরিয়ে গেল দিনের আলো। ধরনী ঢেকে গেল আঁধারে। প্লেনের মধ্যে হালকা আলোর বিচ্ছুরণ - রাত আটটার দিকে ক্যাপ্টেন ঘোষণা করলেন - আমরা ঢাকা বিমান বন্দরের দিকে এগুচ্ছি। হৃদয়ে পুলক অনুভব করলাম কিন্তু তা স্থায়ী হল না। সাড়ে আটটার দিকে ক্যাপ্টেন আবার ঘোষণা করলেন - ঢাকার আবহাওয়া খারাপ তাই নামা যাচ্ছে না, আমরা এখন পয়ঁত্রিশ হাজার ফিট উঁচুতে উড়ছি। জানালা দিয়ে নিচে তাকালাম, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমক আর তার ফাঁকে ফাঁকে একরাশ অন্ধকার ছাড়া কিছুই নজরে এল না। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ঢাকার আকাশে থাকার পরে আমরা আবার ব্যাঙ্ককের উদ্দেশ্যে উড়ে চললাম নিরাপদ অবতরণের জন্য। ঝলমলে ব্যাংকক বিমান বন্দরে নিরাপদ অবতরণ করল প্লেন, এখানে আবহাওয়া বৈরি নয়।

ব্যাংককের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হবার মন নেই। কেউ একটি বারও প্লেন থেকে নামতেও চাইল না। এখানেই কাটল রাত। রাতে একবার খাবার মিলল তাতে ক্ষুধা মিটল বটে তবে পরিমাণে যথেষ্ট নয়। পরের দিন দশটায় ঢাকায় ফেরার সিদ্ধান্ত হল। সারারাত কাটল আমাদের ব্যাঙ্কক বিমান বন্দরের টার্মিনালে। ক্লোজড সার্কিট টেলিভিশনে ছবি দেখে কিছু সময় কাটালাম। এরই এক ফাঁকে ব্যাঙ্ককের সিকিউরিটি পুলিশ এসে আমাদের পরীক্ষা করে গেল।

যাকগে, রাত কেটে এল দিন। সাড়ে নয়টার দিকে নতুন এয়ার ক্রুরা এলেন। কেউ কেউ আমাদের দেখে হাত নাড়লেন। আমরা আবার একে একে ঢুকে সিট বেল্ট বেঁধে বসে গেলাম। ক্যাপ্টেন জানালেন - It will be a three hours journey. অর্থাৎ ৩ ঘন্টার ভ্রমণ। আমরা আবার ভেসে চললাম বাতাসে ভর করে। নিচে তাকিয়ে এক সময় দেখলাম পানি, মাঠ আর সবুজের ছড়াছড়ি। বুঝলাম দেশের আকাশ সীমায় ঢুকে গেছি। কারণ এমন শ্যামল শোভায় সুশোভিত দেশ আর কোথাও হতে পারে না। এ আমাদেরই জন্মভূমি, এ আমাদের বাংলাদেশ। ভাবতে না ভাবতেই ক্যাপ্টেন ঘোষণা করলেন - আমরা ঢাকা বিমান বন্দরের দিকে এগুচ্ছি। নিচে তাকিয়ে দেখলাম হালকা মেঘের ভেলা, ধীরে ধীরে ঢাকা বিমান বন্দরের টার্মিনাল স্পষ্ট হয়ে উঠল। হালকা ঝাঁকি খেয়ে মাটি স্পর্শ করল সৌদিয়া। হঠাৎ সমস্বরে সবাই চিৎকার করে উঠল - ঢাকা, ঢাকা। অনেকের চোখেই দেখলাম গড়াচ্ছে আনন্দের অশ্রু। আমি আবেগ ঢাকতে বারবার মুখ লুকাচ্ছি। ফিরে এসেছি আমি সেই দেশে যেখানে আমার স্বপ্ন আর ভালবাসা পাখা মেলে প্রতি ভোরে নতুন আশায়, যেখানে আমি জন্মেছি আর যার আলো বাতাসে বেড়েছি বুনো লতাগুল্মের মত। আমার হৃদয়ে এখন বইছে উচ্ছল ঝর্ণার আনন্দ ধ্বনি। বাস্তবে ফিরে এলাম একজন এয়ার হোস্টেসের প্রশ্নে। জিজ্ঞেস করল - How do you feel doctor? তোমার কেমন লাগছে ডক্টর? বললাম - I feel so happy which I cannot express but I can tell you this much, this is my victory day. আমার এতই আনন্দ লাগছে যে আমি প্রকাশ করতে পারছি না। কিন্তু আমি তোমাকে এতটুকু বলতে পারি এটা আমার বিজয়ের দিন। দেখলাম আমাদের আনন্দ আর আবেগের ছোঁয়া ওদেরও প্রভাবিত করেছে। ওরাও বিলাচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণোচ্ছল হাসি।

নেমে এলাম সিঁড়ি বেয়ে - আমাদের গ্রহণ করলেন ডাইরেক্টর জেনারেল অব মেডিক্যাল সার্ভিস মেজর জেনারেল নুরুল হক ও পি এস ও জেনারেল লতিফ সহ আরো অনেকে। এগিয়ে গেলাম ব্যান্ডের তালে তালে। আনন্দ আর অহঙ্কারে ভরে উঠল মন। আসন গ্রহণ করলাম আমাদের জন্য সংরক্ষিত নির্ধারিত আসনে। জেনারেল নুরুল হক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন আমাদের দেশের মাটিতে স্বাগত জানিয়ে। অবশেষে শেষ হল বিদেশের মাটিতে প্রথম সফল মিলিটারি মিশন - **অপারেশন মরুপ্রান্তর।**

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

43C